দুরন্ত নদী

॥ লেখিকা ॥

আনা লুই ষ্ট্র

॥ অনুবাদক ॥

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী (প্রাইভেট) লিঃ
৭২, হ্যারিসন রোড : কলিকাতা-৯

আমার স্বামী

—যোয়েল শুবিন্'কে—

জীবনে এবং মৃত্যুতেও তিনি

সোবিয়েৎ জীবনযাত্রা প্রণালী

আমার কাছে স্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন

পরিচয়

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে শ্রীযুক্তা আনা লুই স্ট্রং-এর বিশ বছরের অভিজ্ঞতার নির্যাস এই উপন্যাসখানি—'দুরন্ত নদী' (ওয়াইল্ড রিভার)।

যুগযুগের জার-শাসন, যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, বহিঃশত্রুর উৎপাত আর দুর্ভিক্ষের অভিশাপে জর্জরিত উক্রাইনে ১৯২৩ সালে নীপার নদীর ধারে, পাহাড়ের গুহায় গৃহহীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে ছেলেদের 'ঘাঁটিতে' এই উপন্যাসের নায়কদের সঙ্গে পাঠকের প্রথম পরিচয় ঘটবে। ১৯৪১ সালে আবার তাদের দেখতে পাবেন সেই একই গুহায়, কিন্তু তখন তারা কেউ নীপার বাঁধের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কেউ সর্বোচ্চ সোবিয়েতের ডেপুটি, কেউ স্থানীয় পার্টির রাজনৈতিক-শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ; আর, ১৯২৩ সালে যে গুহা ছিল হতচ্ছাড়াদের চুরি-করা খাবার দিয়ে উদরপূর্তির আস্তানা, ১৯৪১ সালে তা-ই হল দেশপ্রেমিক যুদ্ধে নাৎসী-অধিকৃত এলাকায় সচেতন সোবিয়েৎ নাগরিকদের পার্টিজান যুদ্ধ-চালনার ঘাঁটি।

'দুরন্ত নদী' এই বিপুল বিস্ময়কর সোবিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর-প্রক্রিয়ার বিশদ অন্তরঙ্গ সত্য চিত্র। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা, বিশেষভাবে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বিরাট সৃষ্টি নীপার বাঁধের কর্মকাণ্ডের পটে আঁকা এই ছবি। 'দ্বিতীয় বিপ্লব' অর্থাৎ যৌথখামার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে 'রাঙা প্রভাত' খামারটিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ড সে পটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজতান্ত্রিক শিল্প আর সমাজতান্ত্রিক কৃষি গড়ার যুগান্তকারী বিপ্লবী নাটকীয়তায় ঘনীভূত এই সৃষ্টি। এই সমাজতান্ত্রিক কৃষি আর শিল্প গড়ার ভিতর দিয়ে নির্মাতারা নিজেদেরই বদলে ফেলল—গড়ে উঠল নতুন সমাজ, নতুন সভ্যতা, নতুন সংস্কৃতি ; এই সব কিছুরই স্রষ্টা নতুন মানুষ, যে নিজেই এই নতুনের সৃষ্টি।

মানুষের ইতিহাসের সেই অভিনব প্রোজ্জ্বল যুগের সার্থক শিল্প-রূপ এই 'দুরন্ত নদী'। লেখিকা শুধু শিল্পী নন, এই সমগ্র ঐতিহাসিক রূপান্তরের তিনি শুধু দর্শকই নন, সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতা ; তাই তাঁর অভিব্যক্তি সজীব আর সত্য। ১৯২১ সালে আনা লুই স্ট্রং আমেরিকা থেকে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে গিয়েছিলেন রিলিফ মিশনের কাজে। সেই সময় তিনি সাংবাদিক আর লেখিকার বৃত্তিও গ্রহণ করেন। অধুনা সমৃদ্ধ কুইবিশেব—

তখনকার ভুখা সামারায় দুর্গত মানুষের সঙ্গে সেই সময়ই তাঁর প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ১৯২২ সালে ক্যারেলিয়ায় অভ্রখনি খোলার কাজে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে ছিলেন। হাঁটুজলে শ্রমিকেরা যখন উক্রাইনের কয়লাখনিগুলির পুনঃসংস্কার করছিল, তাঁদের সঙ্গেও ছিলেন আনা লুই স্ট্রং। তারপর বাকু, তিফলিস,…। নারী-সংগঠনগুলির আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে তিনি সোবিয়েৎ মধ্য-এশিয়ায় গেছেন ১৯২৮, ২৯, ৩০, ৪০ সালে। তুর্কিস্তান-সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মাণ আর তার উদ্বোধন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সাইবেরিয়ায় প্রথম ইস্পাতনগরী 'কুজনেৎসভ'ও গড়ে উঠেছে তাঁর চোখের সামনে।

শুধু দর্শক নন, আনা লুই স্ট্রং নিজে একজন সোবিয়েৎ কর্মী। ভল্‌গা নদীর ধারে গৃহহীন শিশুদের একটি উপনিবেশের সংগঠক ছিলেন তিনি। তিনিই ১৯৩০ সালে 'মস্কো নিউজ' পত্রিকাটি স্থাপন করেন। প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দৈনিক—'মস্কো নিউজ' সোবিয়েৎ ইউনিয়নে প্রথম ইংরেজী পত্রিকা। তাঁর স্বামী ছিলেন একজন সোবিয়েৎ সাংবাদিক—সম্পাদক। ১৯৪২ সালে তাঁর স্বামী মারা যান।

১৯৩৬ সালে আনা লুই স্ট্রং স্পেনে গিয়েছিলেন। চীনে তিনি গেছেন অনেকবার। ১৯৪০ সালে আনা লুই স্ট্রং মস্কোতে ছিলেন। ইউরোপে আর চীনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু রণাঙ্গণে তিনি ভ্রমণ করেছেন। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ১৬টি রিপাবলিক ভ্রমণ করেছেন এই প্রথম আমেরিকান নাগরিক—আনা লুই স্ট্রং।

আনা লুই স্ট্রং নিজেই বলেছেন: "সোবিয়েৎ ইউনিয়নে আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতার নির্যাস এই 'ওয়াইল্ড রিভার'।……'ওয়াইল্ড রিভার'-এর জন্য প্রধান কৃতজ্ঞতা আমার শত শত রুশ বন্ধুরই প্রাপ্য। তাঁদের অনেকেই যুদ্ধে, কিংবা রণাঙ্গণের কাজে কঠোর শ্রমে মারা গেছেন। সোবিয়েৎ নাগরিকেরা 'চাপা' বলে যত গল্পই প্রচারিত হোক না-কেন, বিশ বছর ধরে তাঁরা স্বদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় আমাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তাঁরা জানিয়েছেন নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনীগুলি।"

দুরন্ত নদী

জেনারেটরটা খুলছে বারো জন শ্রমিক, আর একজন ফোরম্যান। কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। অগস্ট মাসের সেই রাত্রে ইঞ্জিনঘরে নদীর হাওয়া লেশমাত্রও ঢুকছে না। লম্বা কাঁচের দেওয়ালে পর্দা টাঙিয়ে শেষবারের মতো নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা হয়েছে। তার ফলে, বাঁধের উপরতলার পুল দিয়ে যে ফৌজ পশ্চাদপসরণ করছে, তার গুমগুম আওয়াজও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জেনারেটরের প্রকাণ্ড ফ্রেমটার সামনে ওরা যেন দৈত্যের কাছে বামন— টুকটাক ঠোকর মেরে চলেছে তেরোটি মানুষ। কাজ চলেছে দ্রুত। এরই উপর জীবন-মরণ। পুবে চালান করবার জন্যে আটটা জেনারেটর খুলে এর মধ্যেই ট্রেনে চাপানো হয়েছে। এই নয়েরটাও যথাসময়ে খোলা হলে ওরা তার সঙ্গে পুল পেরিয়ে চলে যাবে নিরাপদ স্থানে। নইলে এইখানেই জার্মানদের হাতে পড়তে হবে।

জার্মানরা আসছে কাল। তাতে কারও এতটুকু সন্দেহ নেই। দু'মাস হল দুনিয়ার সর্বনাশা নাৎসীরা ক্রমাগতই সোবিয়েৎ ভূমির অভ্যন্তরে এগিয়ে

চলেছে। তারা আসছে ইওরোপ পদানত করে জয়ের পর জয়ের দম্ভে স্ফীত হয়ে। তীব্র সব লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ে আসছে। এই প্রথম নিরবচ্ছিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছে লালফৌজের কাছে। কিন্তু লালফৌজ এখনও তাদের রুখতে পারেনি; লুণ্ঠন আর ধ্বংসের এই হিংস্র বাহিনী এগিয়েই চলেছে। উক্রাইনের প্রাসাদশোভিত রাজধানী কিয়েভের উপর তারা নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। উক্রাইনের বৈদ্যুতিক হৃৎপিণ্ড নীপার নদের বাঁধের দিকে তারা ছুটেছে এবার।

হিটলার দুনিয়া জয় করবার শক্তি লাভ করতে পারে এই এখানেই। একটিমাত্র পরিকল্পনায় রচিত এতবড় আধুনিক বিদ্যুৎ-সাম্রাজ্য দুনিয়ার আর কোথাও নেই। এই হল ইওরোপের সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র। মানুষের হাতে-তৈরি এর হ্রদই বিশাল অঞ্চলে কৃষির জন্যে জলের উৎস। সাগর থেকে বড় বড় সব জাহাজ এর লক-গেটের ভিতর দিয়ে চলে যায় মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে, দূর দূরান্তরে। এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের ধমনীগুলো ছড়ানো রয়েছে উত্তরে প্রাচীন ইস্পাত-নগরীগুলিতে, পশ্চিমে ক্রিভইরগের লোহার খনিগুলিতে, দক্ষিণে নিকোপোলের ম্যাঙ্গানিজের কেন্দ্রে, পুবে ডনেৎস অববাহিকার ইস্পাত আর কয়লা-অঞ্চলে, আর এই বিদ্যুৎ-ধমনী আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে তিন শ' মাইল জোড়া এলাকায় আরো কত প্রাণচঞ্চল নগরী আর প্রকাণ্ড সব খামার।

এই এখানেই হল মধ্যপ্রাচ্যের তোরণ। হিংস্র ধ্বংস-বাহিনীর ক্ষুধার রুটি আর লোহাও রয়েছে এইখানে। ইওরোপের স্বৈরাচারী প্রভু এই নীপার বাঁধটিকে চেয়েছে সারা-দুনিয়ার উপর তার স্বৈরাচারী প্রভুত্ব কায়েমের হাতিয়ার হিসাবে।

পারবে কি হিটলার এই নীপারের শক্তি কাজে লাগাতে, যেমন করে সে ইওরোপের পদানত শক্তিকে লাগিয়েছে? ইঞ্জিনঘরের ঐ তেরো জন বলেছে: "না!" আরও লক্ষ কোটি মানুষের সঙ্গে একত্রে তারাও জনগণের এই সহায়-সম্পদ গুছিয়ে নিচ্ছে। যা নিতে পারবে না তা নষ্ট করে দেবে—লুণ্ঠনকারী দস্যু যাতে ব্যবহার করতে না পারে। মানবজাতির চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ণায়ক এই যুদ্ধে এই হল তাদের লোহ-কঠিন বিধান।

আজ রাত্রে তুলে নেওয়া হচ্ছে শেষ জেনারেটরটি। শক্তির সমগ্র কেন্দ্রটিই অপসারিত কিংবা বিনষ্ট করা হবে। সে সম্পর্কে ওরা তেরো জন সুনিশ্চিত। বাঁধটা কখন কীভাবে ধ্বংস করা হবে তা তারা জানতো না বটে, কিন্তু জানে আজ রাত্রেই পুল পেরিয়ে যেতে হবে।

এই শেষ জেনারেটরটি আমেরিকার তৈরী। নিউইয়র্কের কোন শহর থেকে দশ বছর আগে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি পাঠিয়েছিল। এইটিই বসানো হয়েছিল সর্বপ্রথম। নয়টি জেনারেটরের মধ্যে পাঁচটি মার্কিন, তরুণ সোবিয়েৎ শিল্প-সৃষ্টির নিদর্শন বাকি চারটি। আমেরিকা থেকে আনা জেনারেটরের মতোই খাসা, এই প্রথম তৈরি পাহাড়প্রমাণ জেনারেটরগুলি সোবিয়েৎ কারখানার, আর সমগ্র সোবিয়েৎ জনগণের মহা গর্বের সামগ্রী। সমগ্র নীপার বাঁধটিতে, এর পরিকল্পনা আর নির্মাণের মধ্যে মিলিত হয়েছে দু'টি দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কুশলতা। দু'টি মহান স্বাধীন জাতি যা গড়েছে, তা যাতে হিটলারের হাতে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা যেমন নিজেদের প্রতি, তেমনি আমেরিকানদের প্রতিও রয়েছে তাদের গভীর দায়িত্ব। দূর নিউইয়র্ক থেকে আনা জেনারেটরটির যেন স্থায়ী ঘর বাঁধা হয়েছিল নীপার নদীর ধারে। আজ রাত্রে শুরু হবে তার নতুন দীর্ঘ পথের যাত্রা।

লম্বা ঘরটার ওদিক থেকে কার পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হল। দূর কোণ থেকে দীর্ঘাকৃতি এক ব্যক্তি ত্বরিত পায়ে শ্রমিকদের দিকে এগিয়ে এল। পালিশ-করা মেঝেতে আটটা খাঁ-খাঁ করা গর্তের দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করল না। এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে শ্রমিকেরা আবার চটপট কাজ চালাতে লাগল। বাদামী রঙের তেলা ওভারঅল-পরা সোনালী-চুল দীর্ঘাকৃতি তরুণ ফোরম্যানটি নবাগতের দিকে এগিয়ে গেল।

নবাগতই প্রথম কথা বলল: "আর কত দেরি, ভ্লাদিমির?"

"আর এক ঘণ্টা, কমরেড সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।"

"আরও তাড়াতাড়ি খুলে আনো। খুঁটিনাটির জন্যে মাথা ঘামানো চলে না। ট্রেন ছাড়বার জন্যে তৈরি।"

ঘরের যে প্রান্ত দিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এসে ঢুকেছে সেইখানে ডবল-দরজা দিয়ে একখানা ফ্ল্যাট-কার দেখা দিলো; তারপর এগিয়ে চললো টালি-ঢাকা মেঝেয়

তরুণ শ্রমিকটির হঠাৎ মনে হল ভ্লাদিমির যেন একটু বোকার মতো কথা বলছে। সবাই যখন ফিরে আসবে তখন স্তেপান বোগদানভের ফেরার সম্ভাবনা কোথায়? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কথাটার তাৎপর্য লক্ষ্য করেনি। সবাই শুনলো তার সুস্পষ্ট সুস্থির জবাব:

"আরও তাড়াতাড়ি? নিশ্চয়ই। আরও ভাল? হতেই পারে। কিন্তু যা আমরা গড়েছিলাম তা-তো গড়বে না তোমরা কখনও। আমরা যা গড়েছিলাম, তা গড়া হয়েছে শুধু একটিবারই।..."

তরুণ শ্রমিকটি ভাবছে, তার মানে কি?

গাড়িখানার পিছনে ওরা চলল রেল স্টেশনের দিকে। যেতে যেতে ও শুনলো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের শেষ কথা ক'টি। আর, সহসা দেখল, তাদের উপরওয়ালা শুধু বীরই নয়—মানুষটির এতখানি মানবিক রূপ সে আগে আর কখনও দেখেনি। সে বলছে:

"দুরন্ত নদীর ধারে আমরা ছিলাম দুরন্ত ছেলের দল..."

১
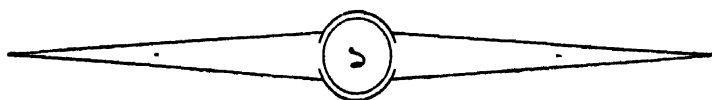
ক্ষ্যাপা নীপারের উঁচু পশ্চিম পাড়ে পোড়ো জমির উপর দিয়ে চোদ্দ বছরের একটি ছেলে একটা ভারী বস্তা টেনে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেকটি ঝাঁকুনিতে চটের ছেঁড়া দিয়ে ঝিরঝির করে গম বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবার সেই লোকসানের দিকে চেয়ে বেড়েই চলেছে ছেলেটির উদ্বেগ।

ময়লা আঙুলগুলো দিয়ে কপালের ঘাম মুছবার জন্যে এক-একবার থামছে, আর সেই হুহু হাওয়া-ভরা নির্জনতারই উদ্দেশে বলে উঠছে, "শ্‌শা···!" বলছে, "সব বস্তাই পচা, কুলাকদের গুলোও!"

যেন কেউ তাড়া করছে এমনি সচকিত চাউনিতে সে পিছনটা দেখে নিল। না, কোথাও কেউ নেই—নদীর উজানে আধ মাইলেরও বেশি দূরে খাড়াই পাহাড়ের ওপর গ্রামটা অবধি কোথাও কেউ নেই। রোদে-পোড়া হাতে চোখ আড়াল করে সে একবার বেশ করে দেখে নিল। একটু উঁচু এই জায়গাটা থেকে ঠাসাঠাসি বাড়িগুলো পেরিয়ে নজর চলে নদীটার হঠাৎ-নেমে-যাওয়া খরস্রোত অংশটা অবধি। ফেনা সেখানে হিংস্র আক্রোশে আছড়ে পড়ছে পাথরের উপর। ছেলেটির লম্বাটে রোগা পা দুটো কাঁপছে।

ধূসর আকাশে চিল উড়ে চলেছে দক্ষিণে, তাদের সঙ্গে চলেছে গ্রীষ্ম। দীর্ঘ দিন ধরে কাটা ফসল আঁটি-বাঁধা হয়ে পড়ে আছে ক্ষেতের বাদামী মাটিতে। গ্রামের কাছাকাছি শুধু ঐ দিকটাতেই এসেছে ফসলের এই প্রাচুর্য। ছেলেটি যতই এগিয়ে চলছে পোড়ো জমির পায়ে-চলা পথটাকেও ততই আগাছায় ঠেসে ধরেছে।

১৯২৩ সালের শরৎকাল। দীর্ঘ নয় বছরের যুদ্ধ, বিপ্লব, দস্যুদলের হানা আর দুর্ভিক্ষে উক্রাইনের উর্বর মাটি খাঁক হয়ে গেছে। জমির প্রভু বদল হয়েছে

বারো-চোদ্দ বার। রুশ জারের হাত থেকে গেছে জার্মান কাইজারের হাতে। উক্রাইনের 'রাদা'র হাতেও পড়েছিল; পড়েছিল পেৎলুরা আর মাখ্‌নো ডাকাতদের হাতেও। লাল মস্কোর উপর আক্রমণ চালাবার জন্যে বিপ্লববিরোধী 'শ্বেত' ডেনিকিন গেছে এই মাটির উপর দিয়ে, আর পশ্চাদপসরণকালে প্রতিহিংসার সর্বনাশ লাগিয়ে গেছে ঘরে ঘরে। পোলাণ্ডের দস্যুরা লুটতরাজ চালিয়ে গেছে; আবার পালিয়েছে বলশেভিকদের সামনে। এইসব যুদ্ধবিগ্রহের আগেকার কথা ছেলেটির মনেই নেই।

তার শুধু মনে আছে যে, সবার ভুখা বেড়েই চলছিল। ভাঙাচোরা হাতে-চালানো যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রত্যেকটি কৃষক যে-যার নিজের ক্ষেতে মেহনত করে গেছে, ফসল ফলাবার চেষ্টা করেছে আর সেই ফসল সদা-পরিবর্তনশীল মালিকের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে লুকিয়েছে। অবশেষে শান্তি এসেছে, কিন্তু মানুষের আর অবশিষ্ট নেই কিছুই। গবাদি পশু আর হালের বলদের অর্ধেক গেছে; শূয়োর-ঘোড়া-মুরগী গেছে প্রায় সবই। যারা আরও বেশি গরিব, আর তাদেরই তো বেশি করে চেনে এই ছেলেটি, তারা এখানে-ওখানে ছড়ানো জমির টুকরো-গুলিতে চাষও করতে পারেনি। ক্ষেতমজুর হিসাবে তারা জন খেটেছে—মজুরির আশায় নয়, শুধু সামান্য খাবারের আশায়। গ্রামাঞ্চলে সম্পত্তির মালিক যে কুলাকেরা, ফেবার তাদেরই একজন। তার খামারেই কাজ করছে ঐ নিঃস্ব মানুষগুলি। সেই ফেবারের গম এবার এক বস্তা কমল। খুশি মনে বস্তাটার উপর আদরের হাত বুলিয়ে ছেলেটি এবার এগিয়ে চলল ঢালু বেয়ে।

ঢালুতে নামাও সহজ নয়। চলনের ধরন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য হলেও কিছুটা গম বেরিয়ে পড়ে। একটা গালি তুলে ছেলেটি থেমে গেল। গমগুলো তুলে বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে গিয়ে শেষে কি ভেবে সে একটু থামলো। তারপর দানাগুলো কিছুটা মাটির সঙ্গে মুখে ফেলে চিবোতে লাগল।

নদীর কিনারা বরাবর মাইলখানেকের বেশি পথটা চলে গেছে দক্ষিণে। ওঠানামা আছে বারবার, কিন্তু জল থেকে সব জায়গায়ই বেশ কিছুটা উপরে। কিছু দূরে বাঁদিকে ভাসন্ত পুলটা স্রোতে দুলছে। ওপারে একখানা লঞ্চ ভিড়ল। শেষে একটা পাথুরে দাঁড়ার উপর দিয়ে পথটা বাঁক নিলো। এইখানে ও পথ

ছাড়ল। পাথরের উপর প্রায়-অদৃশ্য একটা পায়ে-চলা রেখা ধরে সে চলল খাড়াই পাহাড়টার পাশ কাটিয়ে নদীর দিকে।

মাঠের থেকে কিছুটা নিচেয় নেমে যখন বুঝলো নিরাপদ আড়ালে এসেছে, তখন ছেলেটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গতিও তার শ্লথ হয়ে এসেছে। কোলে ময়লা-পড়া চোখের উপর দিয়ে জটপাকানো চুলগুলো ঠেলে দিল সে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ঘূর্ণিখাওয়া নদীর জল আরও উঁচুতে আছড়ে পড়ে ভিজিয়ে দিল ওর প্যান্ট আর খালি পা দু'টো। শীতে কাঁপতে লাগলো সে। কিন্তু নিজের এই কাঁপুনির চেয়ে গমের উপর জলের ঝাপ্টার ফল ভেবেই তার উদ্বেগ আরও বেশি। নদীর দিকে এগোবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাপ্টাটা বেড়ে চলেছে। বস্তাটাকে আড়াল করে নিজের দেহ পেতে নিল জলের পুরো ঝাপ্টা।

ছোট্ট পাথুরে দ্বীপটা যেখানে মূল ধারাটাকে আড়াল করেছে ঠিক তার উল্টো দিকে নদীর একেবারে কিনারে পৌঁছতে ছেলেটি যেন অবশ হয়ে পড়েছে। এখানে এসে সেই প্রায়-অদৃশ্য পায়ে-চলা রেখাটাও খাড়াই পাহাড়টার এই তরাইয়ে আধ-ডোবা পাথরগুলোর বিক্ষিপ্ততার মাঝে যেন একেবারে হারিয়ে গেছে। ছেলেটি কিন্তু একটুও ইতস্তত না করে বেশ ক্ষিপ্রপদে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে একেবারে খাড়াই পাড়ের কোলের কাছে এগিয়ে গেল।

হাওয়ার আর জলের আওয়াজের উপর গলা চড়িয়ে সে ডাক ছাড়ছে, "হেই, ঈভান! হেই, সাণ্ডাৎরা! পেয়েছি-রে, পেয়ে গেছি।" এমনি করে সে শেষ পাথরখানা থেকে লাফিয়ে গিয়ে পড়ল পাহাড়টার সবচেয়ে খাড়াই অংশটার ওধারে শক্ত মাটির উপর।

একটা বড় পাথরের পাশ ঘুরে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এল গুটি ছয়েক ছেলে। সবারই বয়স বারো থেকে চোদ্দর মধ্যে। সবারই পরনে ছেঁড়া-ময়লা কাপড়, সবারই খালি-পা, ভুখার বছরগুলোর চিহ্ন সকলেরই চোখে আর মুখে। তাদের মধ্যে পার্থক্যও সুস্পষ্ট; এবং আসন্ন তারুণ্য সে-পার্থক্যকে আরও তীব্র করে তুলেছে। অনাহারে স্তব্ধ হয়ে গেছে কেউ কেউ। কেউ-বা অকালেই ঢ্যাঙা হয়ে যেন একটা কাক-তাড়ুয়া হয়ে উঠেছে। তাদের লম্বা লম্বা সরু হাত-পা ঘরে-বোনা শতচ্ছিন্ন কাপড়ের ভেতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে।

প্রথম যে ছেলেটি এগিয়ে গেল তার দু'পায়ে ঘা; গায়ে শতচ্ছিন্ন জামার উপর ভেড়ার চামড়ার একটা ছেঁড়া জ্যাকেট। একবার বস্তাটার উপর একবার ছেলেটির উপর সপ্রশংস দৃষ্টি বুলিয়ে সে প্রায় আদরের স্বরে বলে উঠল: "পেয়ে গেছ, স্তেপান! আমি ওদের বলেছিলাম তুমি পাবেই।"

একটু নবাবী মেজাজের বিরক্তির স্বরে স্তেপান জবাবে বলল, "আমায় নিয়ে কথাবার্তা হয়ে গেছে দেখছি!" শুনে ছেলেটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। স্তেপান বলল, "আমি জানতাম পাবোই। মা মারা যাবার সময় আমাদের ফসল থেকে ফেবার-বুড়োটা যা নিয়েছিল তার থেকে আরও বেশি ও.ক খসাতে হবে। কোন ফ্যাসাদই হয়নি; ওর কুকুরটা আমাকে চেনে।"

প্রথম ছেলেটার সহজ আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে স্তেপানের নজর পড়ল অপেক্ষাকৃত মোটাসোটা, ওর মধ্যে একটু পরিচ্ছন্ন লালচে-চুল ছেলেটার উপর। সে এগিয়েছে একটু ধীরে; বস্তাটা দেখেছে, কিন্তু তবু তার দৃষ্টি প্রসন্ন নয়। সে কিছুই বলছে না দেখে অধৈর্য স্তেপান আর থাকতে পারল না।

বলল, "কেমন ঈভান, আনতে পেরেছি কি না?"

বস্তাটাকে ঈভান অবজ্ঞাভরে পায়ে ঠেলে দিল; বিড়বিড় করে বলল, "কিছুই প্রমাণ হয়নি এতে।"

ঝাঁঝালো স্বরে স্তেপান বলে: "হ্যাঁ, প্রমাণ কিছু হয়েছে। প্রমাণ হয়েছে যে, আমি চাইলে আমাদের এই গুহার জন্য খাবার আসতে পারে। প্রমাণ হল যে, বসন্ত কাল অবধি এখানে থাকা সম্ভব।"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বস্তাটাকে পা দিয়ে নেড়ে ঈভান বলল, "হ্যাঁ, দশ দিনের খোরাক বটে! কম্বলও হয়তো আনতে পারবে। কিন্তু কম্বল চুরি করলে পুলিস পিছু ধাওয়া করবে!

স্তেপানের জবাবে বিদ্রূপ ঠিকরে পড়ল: "পুলিসের ভয় থাকলে তোমার বরং 'কসাকের গুহা' ছেড়ে যাওয়াই ভালো।" শুনে ঈভান কাঠ হয়ে গেল। স্তেপান কিন্তু রাগ করে উঠে পাহাড়ের উপর দিয়ে চলতে শুরু করল—এত কষ্টে-পাওয়া গমের বস্তাটায় কোন আগ্রহই যেন আর নেই, ঈভানের আস্থা পাওয়া গেল না বলে তার কোন অর্থই যেন আর রইল না। সদ্য হাশিল-করা

ঐ সম্পত্তির কথাটি কিন্তু সে ভোলেনি। কিছুটা ছোট দু'টি ছেলে বস্তাটিকে একটু স্পর্শ করবার জন্যে যে-ই পা বাড়িয়েছে অমনি স্তেপান যেন পেছন থেকে দেখতে পেয়ে-ঝাঁ করে ফিরে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর পীটার নামে ঘেয়ো-পা ছেলেটিকে হুকুম দিলো, "গমের উপর নজর রাখবে, আর, দশ দিনের মতো রেশন ভাগ করে ফেলবে।" সমঝওতার চালে ঈভানেরই হিসাবটা মেনে নিয়ে স্তেপান তার দিকে একবার অপাঙ্গে তাকালো। তারপর পাহাড় বেয়ে কিছুটা খাড়াই উঠে ডাইনে একটা উঁচু পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ সে এসে পৌঁছলো জল থেকে প্রায় তিরিশ ফুট উপরে এবড়োখেবড়ো প্রশস্ত একটা পাথুরে তাকে। নদী কিংবা পাড় থেকে সে তাক নজরে পড়ে না। তাক থেকে বেরিয়ে প্রকাণ্ড একটা গুহা অনেকটা ঢুকে গেছে পাহাড়ের বুকে। শরতের ধূসর আলো সেখানে যতদূর পৌঁছতে পেরেছে তাতে দেখা যাচ্ছে হিমশীতল পাথুরে মেঝেয় পাতলা করে বিছানো একগাদা খড়কুটো।

গুহাটার প্রবেশপথের কাছেই জ্বলছে ছোট্ট একটা পাথুরে উনুন, পাহাড়ের গা বেয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে পাতলা ধোঁয়া। সেই উনুনের উপর লোহার গামলায় জল ফুটছে। কয়েকটা ছেলে কুঁকড়ে পড়ে আছে সেই উত্তাপটুকু ঘিরে। স্তেপানকে দেখে তারা ঘাড় নাড়লো, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না কেউ একটুও।

স্তেপানের দৃষ্টি প্রসন্ন হল; সে জয়ী হয়ে ফিরবে সেই আস্থারই প্রমাণ এই ফুটন্ত জল। সে আসতেই অন্যান্যেরা যখন এগিয়ে গেছে তখন এরা আগুনের কাছে জায়গা দখল করে বসেছে দেখে স্তেপান তাদের উপর তত প্রসন্ন হতে পারল না। "এই কুঁড়ের বাদশাদের দিয়ে কি দল চালানো যায়!" কথাটা স্তেপানের গলা অবধি এসেছিল, কিন্তু মুখে ফুটল না। এদের শাসনে আনতে হবে, কিন্তু রাগালে ঠিক হবে না। তার নেতৃত্ব নিয়ে একটা সংগ্রাম চলছে, তাতে এদের সমর্থন প্রয়োজন হতে পারে।

নিতান্ত অনাড়ম্বরে ওদের দু'জনকে পিছনে ঠেলে দিয়ে স্তেপান পীটার আর বস্তাটার জন্যে জায়গা করে দিল। হুকুম দিলোঃ "পুরো একদিনের রেশন ছেড়ে দাও। খাবার পর সভা বসবে।"

ভরপেট খাবার আশা দলের সবার মুখে তৃপ্তির আলো ছড়িয়ে দিল। স্তেপানের দৃষ্টিতে ঈভানের প্রতি নীরব চ্যালেঞ্জ। ঈভানের আনুগত্য চাই; এবং তার চেয়ে বেশি চাই এই গুহার দলে ঐক্য। আসন্ন বিতর্কে ঈভানের ফয়সালা করাই তার লক্ষ্য। চোদ্দ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় শিখেছে, খালি পেট থেকে বিদ্রোহের সৃষ্টি সহজেই হয়। খাদ্য একটা অস্ত্রবিশেষ, এবং তা-ই সে প্রয়োগ করল।

পীটার যখন আগুন ছেড়ে গুহার পিছন দিকে গেল বস্তাটা রাখতে, তখন স্তেপান অন্য তুটি ছেলেকে পীটারের জায়গায় ঠেলে দিল। আগুনের ওদিকটায় ঈভান ঘনিয়ে বসল দেখে স্তেপান তাকালো একটু উদার দৃষ্টিতে। এবার রান্নার ভার নিতে এল পীটার। আগে থেকে বসে-থাকা ছেলেরা আপনাথেকেই পিছনে সরে গেল। খুশির আমেজ ছড়িয়ে গেল স্তেপানের মনে। দলে শৃঙ্খলা আসছে। বিনা যুদ্ধেই প্রথম দফা জয়।

আনন্দে টগবগ জলে দানাগুলো বেশ নরম হয়ে আসবার অনেক আগেই খাওয়া হয়ে গেল। স্তেপানই শুরু করেছিল: কোমরবন্ধ থেকে মসৃণ এক টুকরো কাঠ বের করে তার উপর সেই আধাসিদ্ধ দানা কিছু তুলে সে খেয়ে মাথা নেড়ে ইশারা জানালো। ততক্ষণ পর্যন্ত অভুক্ত মুখগুলো গামলার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার গন্ধ গিলছিল। এবার সবাই গোগ্রাসে খেতে লেগে গেল। যাযাবর-বৃত্তির মাঝে সংগ্রহ-করা মসৃণ কাঠের টুকরো কিংবা মরচে-ধরা টিনের পাত —সেই তাদের চামচ। স্তেপানের দৃষ্টিতে তৃপ্তির আমেজ।

পাত্র যখন খালি হল ছেলেরা তখন পূর্ণ তৃপ্ত না হলেও ক্ষুধার্তও আর নয়— উত্তাপটুকুর জন্যে আগুন ঘিরে বসেছে আরও ঘন হয়ে। স্তেপান বলল, "এবার তাহলে শুরু করা যাক্। বলো এবার শীতকালটা কাটবে কোথায়? আমি বলি, এই এখানেই। এর বিপক্ষে কেউ আছে?"

মুহূর্তের জন্যে কেউ কথাটি বলল না। স্তেপানের হঠাৎ প্রস্তাবে আর চ্যালেঞ্জে হকচকিয়ে গেছে। তারপর শুরু হল তুমুল বিতর্ক।

বেশ লম্বা ছেলেটি ফিওদোর বলল, "কেন, দক্ষিণে যেতে বাধা কি?" খাঁকি রঙের চটের মতো ছেঁড়া কাপড়টাই তার শার্ট। আলগা কাঁধ শীতে

কাঁপছে। সে বলে, "গত শীতে তো ক্রাইমিয়ায় ছিলাম। বরফ সেখানে নেই বললেই হয়।"

"খাবারও ছিল না বললেই চলে।"—স্তেপানের শুকনো তীব্র মন্তব্যে ফিওদোর চুপ করে গেল, কিন্তু তর্কের সূত্রটি তুলে নিল অন্যান্যেরা।

"খাসা জায়গা সোচি। আঙুরও এখন সেখানে পেকে উঠেছে।" আগুনে থুথু ফেলে যে-ছেলেটি এই নতুন প্রস্তাব তুলল তার মুখে বসন্তর দাগ। কেউ কেউ ককেসাস পেরিয়ে জর্জিয়ার রাজধানী তিফলিসের আমেজী আবহাওয়ার গুণ বর্ণনা করল। কেউ-বা বলল মস্কোর কথা; ঠাণ্ডা হলেও প্রকাণ্ড শহরটায় অঢেল খাবার। ক্ষুধিত অর্ধনগ্ন এই ছেলের দল ঘুরেছে প্রচুর। বছরের পর বছর ঘুরে ঘুরে এদের কেউ কেউ রুশিয়ার ইওরোপীয় অংশের প্রায় সব জায়গার আবহাওয়া আর খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সোবিয়েৎ মধ্য এশিয়ার তাশখন্দে আর সমরখন্দেও শীত কাটিয়ে এসেছে কেউ কেউ।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানপরিবর্তনে অভ্যস্ত এই ছেলেরা শীতে নীপারের ধারে বাসা বাঁধবার জন্যে স্তেপানের আগ্রহের কোন অর্থই খুঁজে পায় না। স্তেপান নিজেও ঠিক জানে না, কিন্তু তর্কের সূত্র ধরে তার সহজ যুক্তিরও অভাব হল না।

বলল: "দক্ষিণে খাবার মেলে না। আজ সকালেই এক মাঝির কাছে শুনলাম। এই অঞ্চলে ফসল ভাল, কিন্তু দক্ষিণে জ্বলেপুড়ে সব খাঁক হয়ে গেছে। এখানে গম আছে, আলু আছে, মুরগী আছে। আর, তা পাবার ফিকিরটাও আমার জানা আছে। আমাদের একটা নিজস্ব ঘাঁটি হওয়া চাই। অমন ফড়িংয়ের মতো উড়ে বেড়ালে চলবে না।"

"এটাই খুব যে একটা ঘাঁটি তা নয়।"—ঈভান এর আগে কথা বলেনি।

ঝাঁঝালো স্বরে পাল্টা-জবাবে স্তেপান বলল: "পোলদের বিরুদ্ধে আর তুর্কীদের বিরুদ্ধে আর রুশ জারের বিরুদ্ধে মুক্ত কসাকেরা রুখে দাঁড়িয়েছিল—সে এই ঘাঁটি থেকেই। এখানে, এই পাহাড়েই ছিল তাদের ছাউনি। এসো—এই আমি বাজি রেখে বলছি, তারা ঠিক এই গুহাটাও ব্যবহার করেছিল নিশ্চয়ই। তাদের সেনাপতিরা ব্যবহার করেছিল—বাজি রেখেই বলছি। তাই

আমরা একে বলি 'কসাকের গুহা'। তারা ছিল মুক্ত মানুষ। তারা ছিল নিঃস্ব, কিন্তু একজোট হয়ে তারা থাকতো, চাষীরা উপহার দিত রসদ, এবং এমনি করে তারা সমস্ত শত্রুকে রুখেছে। হয়তো আমরাও—।" হঠাৎ থেমে গেল স্তেপান; স্বপ্নের পূর্ণাঙ্গ ছবিখানি তুলে ধরতে না পেরে একটু বেখাপ্পা-ভাবেই শেষ করল: "তারাও নিশ্চয়ই এক-এক সময় খিধেয় কষ্ট পেয়েছে।"

গর্বভরে মাথা হেলিয়েছে স্তেপান। সে যেন এখুনি একজন কসাক সর্দার—অনাহার আর শীতের কষ্ট তার কাছে শুধু বীরত্ব আর মহত্ত্বের পরীক্ষা। কড়া রোদে-পোড়া তার মুখে নীল চোখ দু'টো জ্বলছে, ভাব-ঝঙ্কৃত তার গাঢ় কণ্ঠস্বর। সব মিলিয়ে সঙ্গীদের নাড়া দেয়। তাদের পিঠ সোজা হয়ে ওঠে। কথাগুলো তাদের আবেগচঞ্চল করে তোলে—নিতান্ত অস্পষ্ট হলেও কী যেন একটা সমুন্নত তাৎপর্য দেখা দেয় তাদের এই জীবনযাত্রার ভিতর। ঈভান কিন্তু নির্বিকার। তার বাস্তব বর্ণনায় গুহাটি তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা নিয়ে ফুটে উঠলো। কঠিন আর হিমশীতল তার মেঝে, তার ছাদটা যে অত্যন্ত নিচুই তাতে সন্দেহর অবকাশ নেই।

মোহভাঙা সেই কথাগুলো অন্যান্যের উপর প্রভাব বিস্তার করবার আগেই স্তেপান ঈভানকে চ্যালেঞ্জ করে বলে: "বেশ, এর চেয়ে ভাল ঘাঁটি যদি থাকে, বলে ফেল।"

ঈভান ইতস্তত করে। সে জানে দলটাকে সে স্তেপানের মতো দোলাতে পারে না—তাই স্তেপানের কথার জাদুতে তার মহা বিরক্তি। শেষপর্যন্ত বলে ফেলে, "মরোজফকে আমি আসতে বলেছি।" সে জানে এই কথার ফলে ঝড় উঠবে।

দলের সবাই রুদ্ধশ্বাস হয়ে প্রতীক্ষা করে, আর হিংস্র স্তেপান ফেটে প'ড়ে বলে: "বাইরের লোককে ডেকেছ গুহায়! দুশমনকে ঘরে ডেকে আনছ?"

বিব্রত ঈভান বলে: "না, মরোজফ দুশমন নয়। একটা চমৎকার মতলব আছে তার মাথায়। আমি ভাবলুম সে নিজেই কথাটা আমার চেয়ে ভাল বুঝিয়ে বলতে পারবে। ব্যাপারটা হল ঘরবাড়ি-ছাড়া ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা খামার-বাড়ি।"

"একটা শিশুভবনের লোভে তুমি গুহাটা বিকিয়ে দিলে?"

ঈভান বলল: "এখানে পৌঁছবার রাস্তা বলিনি। বলেছি, সিঁড়ি-পাথরগুলোর ওখানে দেখা হবে; সেখান থেকে আমি নিয়ে আসব। মরোজফের কথা শুনে দেখা ভাল। শিশুভবন নয়; অন্য রকম ব্যাপার। সে হল আমাদের নিজেদেরই জমিতে কাজ করার ব্যবস্থা।"

"মরোজফকে আমরা এখানে চাই না" বলেই স্তেপান থেমে গেল। 'আমাদের নিজেদেরই জমি' কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দলের প্রায় সবার মুখে যে অবর্ণনীয় পরিবর্তনটা এসে গেছে সেটা অনুভব ক'রে স্তেপান থেমে গেল। বেদনাকর হলেও সে মনে মনে স্বীকার করল যে, এই গুহাটির যে দুরন্ত আকর্ষণ তার উপর আছে তার কোন মূল্য নেই অন্যের কাছে। তাদের কাছে গুহাটা একটা নিতান্ত সাময়িক এবং অনুপযোগী আস্তানা মাত্র। মরোজফ যে 'আমাদের নিজেদেরই জমির' কথা বলেছে সেখানে হয়তো বেশি কিছু মিলতে পারে।

কাজেই মরোজফের মুখোমুখি হওয়া চাই। এড়িয়ে যেতে অভ্যস্ত নয় স্তেপান। অবস্থা বুঝে সে একেবারে কথাও দিল না, কিন্তু একটু সময় হাতে পাবার জন্যে বলল, "সিঁড়ি-পাথরের ওধারেই তার সঙ্গে দেখা করে আমাদের কথা হবে।" তবুও দলের মতিগতি লক্ষ্য করে সে তাদের ইচ্ছাই মেনে বলল: "নাঃ, অত ঠাণ্ডায় কথাবার্তা চলে না। আমরা এখানে আগুনের পাশেই থাকব। পীটার ঈভানের সঙ্গে গিয়ে মরোজফকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে যে, গুহার পথের কথা সে কখনও কাউকে বলবে না। মরোজফ বড় বেশি ভাল ছেলে, কিন্তু ঠগ নয়।"

নবাগতকে আনবার জন্যে ঈভান আর পীটার বেরিয়ে গেলে স্তেপান তার যত্নে-রক্ষিত শীতের জ্বালানি থেকে কিছুটা ফেলে দিল নিবু-নিবু আগুনটার ভিতর। আগুন আবার তাজা হয়ে আরামের আভা ছড়িয়ে দিল। এ কিন্তু মরোজফের প্রতি আতিথেয়তা নয়; যে-চ্যালেঞ্জ নিয়ে সে আসছে তারই জন্যে এ হল স্তেপানের প্রস্তুতি।

পীটার আর ঈভানের সঙ্গে এল যে ছেলেটি তার চেহারায় কিন্তু কোথাও চ্যালেঞ্জের কোন লক্ষণ নেই। অন্যান্যের চেয়ে বয়সে সে সামান্য বড়; তার

রোগা দেহটা আর অতি-বাড়ন্ত বাহুতে ঘরে-বোনা কাপড়ের জামাটা ওদের মতো ময়লা না হলেও সমানই শতচ্ছিন্ন। তার ধীর সচেতন চালচলন আর মধুর গম্ভীর হাবভাবে যেন প্রায় নিবেদনের সুর—সে যেন দায়গ্রস্ত হয়ে কোন অনুরোধ জানাতে এসেছে। তবু তার বিনয়-নম্রতার ভিতর মর্যাদাবোধের দৃঢ়তা স্তেপানের রণংদেহি ভাবের মতোই সমান আত্মবিশ্বাসী। সে যেন দরকার হলে লড়াই করেই, আবার অন্য উপায়েও, নিজের পথ করে চলতে জানে—এক কথায়, স্তেপান যেখানে নিয়মশৃঙ্খলাহীনতার সুযোগ আর অধিকারহীন জীবন বেছে নিয়েছে, সেখানে মরোজফ যেন ঘরের ছেলে। বড় দুঃখে স্তেপান আপন মনে বলে—মরোজফ লেখাপড়া জানে বলেই তা হয়েছে।

ইলিয়া মরোজফকে তারা সবাই চেনে। সেও ছিল অনাথ। এই অঞ্চলেরই একটি মেয়ে কাজের সন্ধানে শহরে শহরে ঘুরে আস্ত্রাখানে এক পিতৃহীন সন্তানের মা হয়ে শেষে ঘরে ফিরে মারা যায়। ছেলেটি তখন থেকেই একটি কুলাকের খামারে কাজ করে এসেছে। সামান্য একটু খাবার আর খড়ের গাদায় শোয়া—তারই জন্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি হাড়ভাঙা খাটুনি। স্তেপানের মতে ঘৃণিত দাসের জীবন। মরোজফও সে জীবন পছন্দ করে না; সে 'বৈপ্লবিক অধিকারের' কথা বলে। সে বলে, এই দেশের সমষ্টিগত মালিকদেরই সে একজন; কুলাক এখানে থাকতে পারে না। গ্রামীণ সরকারী কর্মকর্তাদের দিয়ে সব করিয়ে নেবার চেষ্টাও সে করেছিল। কিন্তু এখনও তেমন কোন ফল ফলেনি।

মরোজফ একটা পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে: ঘরবাড়ি-ছাড়া ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি খামার-বাড়ি। "স্থানীয় স্কুলবোর্ড শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে। শিশুভবনে অনাথদের বরাবর রাখবার সামর্থ্য তাদের নেই। খালি জমি পড়ে রয়েছে প্রচুর, আর, জমিতে জীবিকা ফলিয়ে নিতে পারে এমন কর্মঠ আশ্রয়হীন ছেলেমেয়েও রয়েছে অনেক। আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ—ইস্‌পল্‌কম—এখান থেকে এক মাইল দক্ষিণে নদীর ধারে চেরুমশানে আমাদের চারটে বাড়ি দেবে; তারা জমি দেবে, চাষের সাজসরঞ্জাম দেবে, আর ফসলতোলার মরশুম পর্যন্ত খাবার দেবে। কিচ্‌কাস্‌ শিশুভবনের একটু বড় কয়েকটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমরা

শুরু করছি। জমি পাওয়া যাচ্ছে একশ' একর। আমরা চাইছি, তোমরাও এসো—তোমাদেরও কাজ করবার মতো বয়স হয়েছে, কাজের ক্ষমতাও আছে।"

ঘৃণাভরে স্তেপান বলল: "শিশুভবন আমরা চাই না।" অনুগামীরাও একমত।

ফিওদোর বড়াই করে বলে: "লেলিনগ্রাদ থেকে আস্ত্রাখান পর্যন্ত অনেক শিশুভবন দেখা আছে। কোনটাই কোন কাজের নয়।"

পীটার জানালো, "আমার সারা শীতটা একবার কাটলো কিচ্‌কাস শিশু-ভবনের বড় উনুনটার ওপর বসে। বাইরে বেরুবে এমন জুতো সেখানে নেই। এখানে আমাদের খাবারও বেশি।"

"কিন্তু এ মোটেই শিশুভবনের মতো ব্যাপার নয়।" মরোজফ ব্যাখ্যা করে বলে: "শিশুভবনে ভরণপোষণ করতে হয় সরকারের। সরকারের হাতে খাবারও কম, অনাথও অসংখ্য; কাজেই সবার মতো ব্যবস্থা করার ক্ষমতা সরকারের নেই। খামারবাড়িতে আমরা দাঁড়াবো নিজের পায়ে; যা খাদ্য ফলাবো সে স-ব হবে আমাদের। এই খামারবাড়ি হবে আমাদেরই নিজস্ব এবং একে আরও ভাল করে তোলবার জন্যে আমরা খাটবো। সেই হবে একত্র সমষ্টিগত 'কম্যুনের' জীবন।"

মরোজফের মনোভাবের গভীর আন্তরিকতা সকলকে নাড়া দেয়। দলের সকলে মুহূর্তের জন্যে যেন মন্ত্রমুগ্ধ। প্রত্যেকেরই মনে মরোজফের সমগ্র স্বপ্নটির একেকটি টুকরো। সে আবেশ ভাঙলো স্তেপান: "খামার চালাবে কে?" সোজা স্থূল তার প্রশ্ন: "কথা বলছ যেন তুমিই মালিক। মাস্টার আছে না?"

মরোজফ জানায়, "হ্যা, শিক্ষক থাকবে দু-এক বছরের জন্যে।"

"আগেই ভেবেছিলুম"—স্তেপানের স্বরে অবজ্ঞা মেশানো ঘৃণা।

মরোজফ যুক্তি দেখালো: "কিন্তু শিখে নিতে পারলেই সব হবে আমাদের।"

স্তেপান বলে: "ওই রকমই বলে। আচ্ছা, ধরো গিয়ে সেই মাস্টারদের জন্যে কাজ করলাম—কী পাবো আমরা? জামা-কাপড়-জুতো—সব দেবে?"

মরোজফ স্বীকার করে: "না, এক্ষুণই না। এখন নেই।"

"তাহলে এখানকার চেয়ে ভাল কিসে? এখানে আমাদের আগুন আছে, খাবার আছে"—বস্তাটার উপর দিয়ে একবার ঘুরে এল স্তেপানের সগর্ব দৃষ্টি—"অধিকন্তু, কোন মাস্টারও আসবে না এখানে মোড়লি করতে। জুতো যোগাড় করার উপায়ও আমাদের বেরুবে।"

মরোজফ হতভম্ব হয়ে যায়। নিজে কাজ ক'রে উৎপাদন করার ভিতরই আনন্দ—এই কথাটা সে এমন সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করেছে যে, স্তেপানের ঐ উল্টো যুক্তির জন্য সে একটুও প্রস্তুত ছিল না। পাল্টা যুক্তি ভাবতে ভাবতে সে সবার মুখের দিকে একবার তাকালো। 'কিন্তু আমরা যে জমি পাচ্ছি,'—সেই যেন তার সবকিছুর জবাব। অতটা দৃঢ়তার সঙ্গে না হলেও মরোজফ আরও বলল যে, বসন্তকালের মধ্যে কয়েকটা ঘোড়া এবং পরে একটা ট্রাক্টরও পাবার আশা আছে।

স্তেপানের পাল্টা কথা: "আশা-তো আর ঘোড়া নয়! আমার মা'কেও তারা জমি দিয়েছিল, কিন্তু মা মরল ঘোড়ার অভাবে।"

স্তেপানের মনে মরোজফকে হারিয়ে দেবার গর্ব। "আলাপ-আলোচনা করে আমরা পরে তোমাকে জানাবো।" কথাটা বলতে বলতে স্তেপান ভাবে যে, কোন কসাক সর্দার নিশ্চয়ই এমনি কেতাদুরস্ত চালেই একদিন কোন তুর্কী দূতকে বিদায় দিয়েছিল!

বাধা পেয়ে মরোজফ ফিরে গেল। কিন্তু রেখে গেল তার পরিকল্পনা। দলের ছেলেরা তাই নিয়ে কথা শুরু করতেই স্তেপান মহা-আশঙ্কাভরে তা বুঝল। কয়েকজন তো অন্তত এই শীতকালটার মেয়াদে খামারবাড়ির ব্যাপারটা একবার দেখে নিতে চায়। মাস্টারদের মোড়লিতে এ হয়তো নতুন ধরনের একটা শিশুভবনই মাত্র। বসন্তকালে এরা সব শিশুভবন থেকেই পালানো ছেলে, কিন্তু এখন যে শীত আসছে! খামারবাড়িতে অন্তত খাবার পাবার আশা আর মাথার ওপর ঘরের চালটুকু পাওয়া যাচ্ছে।

ঈভান বলল: "জমি যদি থাকে তাহলে কিছু হলেও হতে পারে। এখানে থাকলে শুধু পুলিসের ঝঞ্ঝাটেই পড়তে হবে।"

শাণিত ব্যঙ্গ ঠোঁটে এলেও স্তেপান তা সামলে নিল। ছেলেগুলিকে সে একে একে বুঝে নিতে চাইছে। স্তেপান ভাবছে—সে যদি খামারবাড়িতে যাবার বিরুদ্ধে ডেঁটে থাকে তাহলে প্রায় সবাই তার সঙ্গে থেকে যাবে। প্রায় সবাই, কিন্তু সবাই নয়। যারা থাকবে না তাদের মধ্যে ঈভান একজন ; ঈভান যাবেই। যারা থাকবে তারাও থাকবে নাচার হয়ে আধখানা মন নিয়ে।

দলটা ভাগ হয়ে যাবে। তাই স্তেপান সিদ্ধান্ত করল—যেমন করে হোক দলটাকে একজোট রাখতেই হবে। মরোজফের খামারবাড়িতেই তার দল মরোজফকে দেখে নেবে। তারাই সেখানে সর্দারি দখল করবে।

"শোনো সাথীরা—একজোট হয়ে থাকাই চাই···তা হলে আর আমাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। কেউ কেউ একবার খামারবাড়িটা দেখে নিতে চাইছে। বেশ, তাই হোক—দেখাই যাক্। কিন্তু যেতে হবে দল বেঁধে। একজোট হয়ে থাকবো, আর সারা শীতকালটা যাতে ওরা খাওয়ায় সে ব্যবস্থাটা করিয়ে নিতে হবে। আসছে বসন্তকালে ওখানকার সমস্ত কম্বল আর গরম কাপড়চোপড় নিয়ে আমরা আবার গুহায় ফিরে আসব। তখন এই গুহাটার একটা কদর হবে বটে!" স্তেপানের চোখ দুটো জ্বলছে।

অনুমোদনের যে সমবেত আওয়াজ উঠল তাতে স্তেপান বুঝল দলটা এখনও মনেপ্রাণে তারই আছে ; ঠিক মনঃপূত না হলেও স্তেপান দলটাকে একত্র রাখবার এই পথই ধরেছে। নিজের মনে সে বলে—এই নতুন খামারবাড়ি যতই আশা দেখাক-না-কেন, কসাকের গুহার দল বজায় থাকবেই।

২

কুড়িটি ছেলে আর পাঁচটি মেয়ে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি চেরুমশানের বাড়িগুলিতে মিলিত হল। সেই হল তাদের নতুন কলোনি। তাদের সঙ্গে এল একজন খামারের ম্যানেজার, একজন ছুতোর মিস্ত্রী, জুতো তৈরির কারিগর একজন, আর একজন শিক্ষয়িত্রী। প্রায় সকলেই এসেছে ক্ষুধার তাড়নায়, উচ্চাশা নিয়ে হয়তো এসেছে কেউ কেউ, অন্তত একজন এসেছে আদর্শের প্রেরণায়।

লড়াইয়ের এই নতুন ময়দানে এসে স্তেপান বোগদানফ দেখেশুনে ঠিক করল যে শীতের আস্তানা হিসাবে চেরুমশান চলতে পারে বটে। নদীর থেকে বেশ কিছুটা উপরে হলেও কতকগুলো গভীর সংকীর্ণ খাত দিয়ে সহজেই নদীতে পৌঁছনো যায়। যে চারখানা বাড়ি ওরা পেয়েছে সেগুলি হল ছোট ছোট গ্রীষ্মকালীন কুটির। তার বণিক-মালিকেরা বিপ্লবের ভয়ে পালিয়েছিল, আর ফেরেনি। তাই বাড়িগুলি এসেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইস্‌পল্‌কমের হাতে। বাড়িগুলি ব্যবহার করতে পারার চুক্তিতেও শুধু মেরামত করে নেবার কোন লোক পাওয়া যায়নি। এই বাড়িগুলি নীপার নদীর ধারে গুহার চেয়েও ঠাণ্ডা তাই ভাঙা জানালা দিয়ে নদীর হাওয়া হু-হু করে ঢোকে। তক্তা দিয়ে কয়েকটা জানালা বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ঠিক করে নেওয়ার উপায় আছে। কাঠের গরাদ দিয়ে তৈরি জানালাগুলিকে মাটি চাপিয়ে শীতকালের জন্যে বন্ধ করে নেওয়া খুব কঠিন নয়।

এদের পনর জন এসেছে কিচ্‌কাস শিশুভবন থেকে। সেখানকার কর্তৃপক্ষ সানন্দেই সবচেয়ে বেয়াড়াদের পাঠিয়ে দিয়েছে। বিদায় উপহার হিসাবে তাদের সঙ্গে হাঁড়িকুড়ি, আর পাতলা সুতী কম্বল পর্যন্ত দিয়েছে। এই পনরটি শৃংখলাহীন

বেয়াড়া ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দশটি ছেলের সংগঠিত দল নিয়ে কলোনিটার উপর শাসন চালাতে পারবে তাতে স্তেপানের এতটুকু সন্দেহ নেই। জ্ঞানপাপীর মতো সে জানে বৃহত্তর উন্নততর কম্যুনের জন্যে মরোজফের যে-স্বপ্ন তাই তাকে এখানে ডেকে আনবার কারণ নয়; তার দলটা এরই মধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল; তাই খামারে তারা সৎ শ্রমের জীবনে পোষ মানবে এবং তাতে গ্রামাঞ্চলে শান্তির বিঘ্ন দূর হবে এই আশায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ফসল-ওঠা অবধি তাদের খাওয়াতে প্রস্তুত। স্তেপান জানে সেই হল তাদের এই কলোনিতে ডেকে আনবার কারণ। কর্তৃপক্ষের এই আশা স্তেপান অগ্রাহ্যও করেনি, গ্রহণও করেনি; যেকোন সুবিধাজনক শর্তে সে দর-কষাকষি করতে প্রস্তুত।

ছুতোর মিস্ত্রী ফেদোতফ কিংবা জুতোর কারিগর আন্দ্রিয়েফ তার একটুও ভয়ের কারণ নয়। দু'জনই জিনিসপত্তরের অভাবে বেকার; নিজেদের পরিবারের সামান্য খাবার সংস্থানের জন্যে তারা ছেলেদের শিক্ষানবীশ হিসাবে নিতে প্রস্তুত। স্তেপান বোঝে, ওরা ক্রমে এই চেরুমশানে নিজেদের পরিবার এনে ফেলবে, আর বউ-ছেলে নিয়ে এই অনাথ ছেলেমেয়েদের খাবারে ভাগ বসাবে। হিসেবটা হৃদয়হীন হলেও তাতে স্তেপানের কোন তিক্ততা ছিল না। ওদের, এবং বিশেষ করে ফেদোতফকে সে বরং ভাল চোখেই দেখে। ফেদোতফ একদিন আগে এসে এরই মধ্যে তিনটে শোবার তাক তৈরি করে ফেলেছে। হাতিয়ার সমেত একজন ছুতোর মিস্ত্রী হাতের কাছে থাকলে বেশ কাজেই লাগে। শিক্ষয়িত্রীটির বয়স বেশি, কাজেই ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। হুল্লোড়ে' ছেলেগুলোকে তিনি স্পষ্টতই ভয় করে চলেন; কাজের জন্যে প্রাপ্য খাবারটা তারও প্রয়োজন বটে।

খামারের ম্যানেজার ইয়েরেমিয়েফ কিন্তু অত সহজ লোক নয়। সে এক সময়ে স্থানীয় (কাউন্টি) পুলিসের কর্তা ছিল। স্তেপান ভাবে, পুলিসের একজন কর্তা এল এই ছোট্ট খামারটা চালাতে—কেন? ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে ইয়েরেমিয়েফ আগে খামারেই কাজ করত; লড়াইয়ে কৃতিত্ব দেখিয়ে লালফৌজে সে উন্নতি করে। জমির গুণাগুণ সে বেশ বোঝে; ক্ষেতের কাজ

তার জানা—বিশেষভাবে এই কিচ্‌কাস এলাকায় জমি আর ক্ষেতের কাজ। হঠাৎ স্তেপানের মাথায় খেলে যায় যে, দাঁড়াতে পারলে এই খামারটা সারা এলাকায় সবার বড় খামার হয়ে উঠতে পারে, এবং এখানে ইয়েরেমিয়েফের আকর্ষণের কারণটাও তাই।

ইয়েরেমিয়েফের নিয়োগ নিয়ে অনেক বাদবিসংবাদ হয়েছিল, তা সবার জানা। ইস্কুল কর্তৃপক্ষ মনে করেন, সে উপযুক্ত শিক্ষিত নয়; গৃহযুদ্ধের সময়ে মাত্র 'তার নিরক্ষরতা ঘুচেছে'। অধিকন্তু, মাঝে মাঝে মদের আড্ডার উন্মত্ততায় আসক্ত এই লোকটি নওজোয়ানের নেতা হবার অনুপযোগী। স্থানীয় পুলিসেরা কিন্তু একবাক্যে তার নিয়োগ সমর্থন করে—কেউ কেউ তার খালি পদটি পাবার আশায়। ইস্কুল কর্তৃপক্ষকে তারা বুঝিয়ে দেয় যে, যে-নতুন ধরনের কলোনি গড়া হচ্ছে তাতে শৃঙ্খলা জিনিসটাও শিক্ষার মতোই সমান দরকারী। ফৌজে ইয়েরেমিয়েফ একশ' সৈনিকের উপর ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হয়েছিল; তাদের নিয়ে সে লড়াইও জিতেছে। তার যেমন আছে উৎসাহ তেমনি আছে আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে একটা আন্তরিক আগ্রহ। আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না ঠিকই, কিন্তু এ এলাকায় তার চেয়ে বেশিই বা কে জানে।

স্তেপান ভাবে, এর চেয়ে খারাপও তো হতে পারত। যে কোন মাস্টারের চেয়ে ইয়েরেমিয়েফই বরং ভালো। পুলিসের এই কর্তাটি দু'বার স্তেপানকে গ্রেপ্তার করেছে; মত্ত অবস্থায় একবার ঘুষিও মেরেছিল, কিন্তু সে মারে না ছিল বিদ্বেষ, না ছিল কোন কর্তৃত্বের ছাপ। প্রায় যেকোন শিক্ষকই যা করে' থাকেন তেমন ছিল না স্তেপানের দলটার প্রতি ইয়েরেমিয়েফের ব্যবহার। তাদের শায়েস্তা করবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টার মাঝেও ইয়েরেমিয়েফ একটা আনাড়ীর মতো সমান-সমান ভাব দেখাতো—নাগরিকদের মধ্যে প্রত্যেকেই যেমন অন্য যেকোন একজনেরই সমতুল্য। লালফৌজের ভূতপূর্ব ক্যাপ্টেন ইয়েরেমিয়েফ, যুদ্ধজয়ের গৌরব রয়েছে তাকে ঘিরে, লড়াইয়ে কৃতিত্বের প্রমাণও সে দিয়েছে—তাই তার সম্পর্কে স্তেপানের এত আগ্রহ।

স্তেপানের কাছে লড়াই হল আসল জিনিস। তার বাবা বিশ্বযুদ্ধে ল'ড়ে কোথায় যেন নিহত হয়েছিলেন। স্তেপান জানেও না সে কোথায়। সে শুধু

জানে, মা তাকে বারবার মহাগর্বভরে 'বাপের বেটা' হবার জন্যে বলেছেন; তিনি প্রাণ দিয়েছেন 'জমি আর মুক্তির জন্যে'। জলন্ত অক্ষরে কথাগুলো তার মস্তিষ্কে খোদাই হয়ে আছে। বাবা সম্পর্কে তা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। প্রথম শৈশবের সব স্মৃতিই ঝাপসা। সব স্মৃতিরই সূচনায় যেন একটা তীব্র মাথাধরা, এবং তার শেষ নেই। সে হল টাইফাসের স্মৃতি—যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের পর উকুনে ভর করে আসে যে-রোগ। টাইফাস থেকে স্তেপান যখন সেরে উঠল—অতীতের সব স্মৃতি তখন প্রায় বিলুপ্ত।

তাই প্রথম যে জিনিসটি তার স্পষ্ট মনে আছে সে হল গ্রীষ্মের একটি দিন। সেদিন গ্রামের ভেতর দিয়ে এল লালফৌজ। দেখবার জন্যে ছুটে গেল ছেলের দল। বাজারখোলা অবধি গেল তাদের সঙ্গে সঙ্গে। বড় গীর্জার সামনে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে তারা থামলে স্তেপান স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সে যাকিছু দেখেছে তার মধ্যে সবার সেরা এই দৃশ্য। চমৎকার সব সৈনিক—বিপ্লব শুরু করেছিল যে-রেডগার্ডেরা তাদের মতো অবিন্যস্ত নয়। সোবিয়েৎ সরকারের সেই তৃতীয় বছরে সৈনিকদের ইউনিফর্ম হয়েছে, বুট হয়েছে। তখন তারা পোলদের তাড়া করে চলেছে, আর মাখ্‌নোর দস্যুদলটাকে শেষ করেছে।

হাসতে হাসতে লম্বা একজন সৈনিক সোজা স্তেপানের দিকে চেয়ে বলেছিল: "কি হে খোকারা—এসো, কে আমাদের সঙ্গে যেতে চাও ?"

তখন এগারো বছরের ছেলে স্তেপান গভীর নিষ্ঠাভরে বলে উঠেছিল: "আমার বাবা প্রাণ দিয়েছেন জমি আর মুক্তির জন্যে—আমি যাবো।"

স্তেপানের কাঁধে চাপড় মেরে সৈনিকটি বলেছিল: "চলো।"

ফৌজের সঙ্গে গেল স্তেপান। এটা-ওটা জিনিসপত্তর নেবার জন্যে কিংবা মা'কে বলবার জন্যে বাড়িও গেল না। জিনিস তার যা ছিল—ঘরে-বোনা কাপড়ের শার্ট আর প্যান্ট আর বাবার ভেড়ার চামড়ার ছেঁড়া জ্যাকেটটা—সে সবই তার সঙ্গে আছে। আর, মা তো আপত্তি করবেনই—তাঁকে বলতে যাবার দরকারই-বা কি!

ফৌজে স্তেপান খুবই কাজের হয়েছে। হাজার সৈনিকের মধ্যে নয়টি ছেলের একটি সে। সৈনিকেরা ছেলেদের বেশ ভালবাসত, তাদের সঙ্গে

হাসি-খেলা করত, আর খেতে দিত সবচেয়ে ভাল জিনিসগুলো। ছেলেরা কখনও আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পায়নি, কিন্তু স্কাউটের কাজ করেছে। সৈন্যেরা যখন কোন দস্যুদলের কাছাকাছি পৌঁছেও বুঝতে পারত না তারা ঠিক কোনখানটায় ঘাপটি মেরে রয়েছে তখন স্তেপান এবং অন্যান্য ছেলেরা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত, বাজারের ভিড়ে মিশে, গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খেলার মাঝে শুনে বুঝে ফিরত। একটু খাবার ছুঁড়ে দেবার সময় কিংবা খাবার সরিয়ে রাখার সময় ছাড়া এই সব ভবঘুরে অনাথ ছেলেদের দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না। বিকেলে ফিরে স্তেপান লালফৌজের কাছে খবরাখবরের রিপোর্ট দাখিল করত।

একেবারে খাস লড়াইয়ে গুলী চালানোটা দেখার বড় ইচ্ছে ছিল স্তেপানের, কিন্তু সে সময় এলে সৈনিকেরা ছেলেদের ঠেলে সরিয়ে দিত। হুকুম হত, "ছেলেরা সব পিছনে চলে যাও!" যুদ্ধ বা কোন বিপদ স্তেপান কখনও দেখেনি। গ্রামে গ্রামে খবর সংগ্রহ করবার স্কাউটের কাজটাকে সে কোন বিপদ বলেই ধরে না। শত্রুর হাতে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মারপিট নির্যাতন চলবে তা জানত, কিন্তু তার মতো ভবঘুরে অনাথ ছেলে কি করছে না করছে তা তারা বুঝবে কেমন করে?

তাই, গ্রীষ্মের তিন মাসের লড়াই শেষ হলে স্তেপান প্রতারিত হবার ক্ষোভ নিয়ে গ্রামে ফিরে গেল। লালফৌজ ডেকেছিল, সে যোগও দিয়েছিল সৈন্যদলে, কিন্তু তারা যুদ্ধ কখনও দেখতে দিল না।

স্তেপানের মা ভর্ৎসনা ক'রে কেঁদে বললেন—কেন সে গিয়েছিল।

ছেলে তখন বেশ বিজ্ঞের মতো জবাব দিয়েছিল: "এই সব দেখেশুনে বুঝবার জন্যে।" স্তেপান বোঝে, মায়ের চেয়ে সে এখন ঢের বেশি জানে।

গ্রামের 'জমি কমিটি'তে গিয়ে স্তেপানের মা জানিয়েছিল যে, দেশের জন্যে তার স্বামী প্রাণ দিয়েছেন, তার ছোট্ট ছেলেটিও লালফৌজের সঙ্গে কাজ করেছে; তার পাওনা জমি দেওয়া হোক। 'জমি কমিটি' সেই দাবি মেনে জমিদারের বাজেয়াপ্ত জমি থেকে দিয়েছিল কুড়ি একর। কিন্তু, ঘোড়া না হলে অত জমিতে কাজ করা অসম্ভব। জমি পাবার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে স্তেপানের মা ঘোড়া চেয়ে চেয়ে 'জমি কমিটি'কে অতিষ্ঠ করে তুলল; ঘোড়া নেই

তা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। প্রতিদিন গিয়ে সে অভিযোগ করত, "ঘোড়া ছাড়া কি দাম আছে জমির!" শেষ পর্যন্ত তারা আর দেখাই করত না। জীবনযাত্রার উপায় করে দিল না, তাই গ্রাম্য কর্তৃপক্ষের উপর তার মনটা বিরূপ হয়ে গেল।

ঘোড়া পাওয়া যেত শুধু কুলাকদের কাছে। আগামী ফসলের এক-তৃতীয়াংশ দেবার শর্তে স্তেপানের মা কুলাক ফেবারের কাছে একটা ঘোড়া ভাড়া নিল। চাষের কাজটা পড়ল স্তেপানের উপর। মোটে বারো বছরের সামর্থ্যটুকুর চেয়ে ঢের বেশি ছিল তার খাটুনি। গোটা পরিবারই উপোস করে মরবে এই আতঙ্কে মা-ই তাকে কাজে লাগাতো। চাষে আর ফসলতোলার কাজের পর ফেবারকে এক-তৃতীয়াংশ দেবার সময় স্তেপানের মনে হত ঘোড়ার ভাড়া হয়ে যাচ্ছে তারই দেহের মাংস আর রক্ত। সে ঘৃণা করত ফেবারকে, যেসব কৃষকের ঘোড়া আছে ঘৃণা করত তাদের সবাইকে, আর মা'কে ঘোড়া ছাড়া জমি দিয়েছে তাই 'জমি কমিটি'কেও। ঐ কুড়ি একর মাটির উপরও তার ঘৃণা। ছোট ভাই-বোনগুলোর রাক্ষুসে ক্ষিধে নিয়ে গেলা দেখে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে এক-এক সময় তাদের উপরও ঘৃণা হত। কিন্তু মা'কে কখনও ঘৃণা করেনি; মা খায়ও কম, কাজও করে তার সঙ্গে সমানে!

সে ছিল ১৯২১-এর ভুখা সাল। অনশনের সঙ্গে এল কলেরা। রোগে ধরল স্তেপানের মা'কে, এবং দু' সপ্তাহের মধ্যে শেষ করে গেল। শীতকালে কাচ্চাবাচ্চা ক'টিকে খাওয়াবার জন্যে ফেবারের কাছে আরও কিছু গমের ঋণ তিনি করে গেছেন। সে ঋণের বোঝা পড়ল স্তেপানের ঘাড়ে; সর্বশক্তি খেটেও তা শোধ করা তার অসাধ্য। পরের গ্রীষ্মকালটা সে পাগলের মতো খাটলো। ঘোড়ার ভাড়া বাঁচাবার জন্যে সে নিজেকে আর কেঁদে-আকুল এগারো বছরের ভাই তিমোফি'কে জুতে নিল লাঙলে। চাষ হল নিতান্ত ভাসাভাসা; ফসল উঠল ভুখার সালের চেয়েও কম। পুরনো দেনার দায়ে ফেবারই নিল তার প্রায় সবটাই। শীত আসতেই তিমোফি না খেতে পেয়ে মরে গেল। অন্যান্যের সঙ্গে স্তেপানের স্থান হল কিচ্‌কাস শিশুভবনে; সেখানে মড়কে গেল ছোট ভাই-বোন তিনটি।

সেবার শীতে স্তেপানের পড়াশুনা হল সামান্যই। শিশুভবনে ক্লাস বসাবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু একশ'রও বেশি ছেলেমেয়ের জন্যে পেন্সিল মাত্র চারটি ; যারা বেশি পড়ুয়া তারাই পালা করে কিছুটা ব্যবহার করতে পেলো। এমন পড়াশুনায় স্তেপানের আগ্রহ ছিল না। পুরনো হলেও একটু টেকসই যে জুতো পাওয়া গিয়েছিল তাতেই বরং তার আগ্রহ বেশি। বসন্তকাল আসতেই সেই জুতো-পায়ে স্তেপান গ্রাম থেকে দুই মাইল দূরে গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল ; প্রায় ভুলে-যাওয়া শৈশবের দিনগুলিতে খেলাধূলার মাঝে সে ঐ গুহাটা আবিষ্কার করেছিল।

শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে সদ্য আগত আলেক্সিস নামে একজন তরুণ শিক্ষকের কাছে স্তেপান নদীর ধারের ঐ উঁচু খাড়াই পাহাড়গুলোর ইতিহাস শুনেছিল ; তার ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল বন্যতাও ছিল তার বড় প্রিয়। অতীতে অনেকবার শত্রুর ঘেরাও-আক্রমণের বিরুদ্ধে বীর সৈনিকেরা রুখে দাঁড়িয়েছে ঐ পাহাড়গুলিতে। ঘরছাড়া যে ছেলেগুলি এসে জুটেছিল স্তেপানের সঙ্গে সেই দলটার কাছে সেগুলোর নাম, আর তার তাৎপর্য প্রকট হয়ে পড়ল। ইস্কুল থেকে স্তেপান যে প্রধান জিনিস পেয়েছিল সে হল ঐ নামটা : কসাকের গুহা। গম, ডিম, মুরগী চুরি করে তাদের গ্রীষ্মকালটা মন্দ কাটেনি। স্তেপানের বিশ্বাস ছিল শীতটাও তেমনি কাটানো যাবে। যাকিছু কাজ সে জানে সবই মনে হত যেমন তিক্ত জঘন্য তেমনি নিরর্থক। জোয়ান মানুষ একজোট থেকে লড়াই চালালে নিজেদের সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে, এই শিক্ষাই সে পেয়েছে ফৌজে কয়েক মাসে। দলটা যাতে টিকে থাকে তারই জন্যে স্তেপানের লড়াই ; তাই হয়ে উঠল তার জীবনের লক্ষ্য।

এখন চেরুমশানের আস্তানায় সে মনে মনে স্বীকার করে, গুহায় শীত কাটাবার ইচ্ছাটা ছিল নিতান্ত অবাস্তব। ঈভানের কাছে স্বীকার করবে না সে-কথা, কিন্তু মনে মনে ঈভানের প্রস্তাবের শ্রেষ্ঠত্ব সে বোঝে। শৈশবের সাথী আর সহ-সেনাপতি ঈভানের সঙ্গে সে ছাড়াছাড়ি চায় না। ঈভানের আনুগত্য থেকেই দলের সূচনা ; স্তেপানের সঙ্গে সে শিশুভবন থেকে চলে এসেছিল। ঈভানের নানা দ্বিধা-সন্দেহে স্তেপান অধৈর্য হয়ে ওঠে, কিন্তু ঈভানের সমর্থনই তার সাফল্যের গ্যারাণ্টি।

পাতলা করে কাটা আলুর ঝোলে রাত্রের খাওয়ার পর চেরুমশানের তরুণ বাসিন্দারা রান্নাঘরের উনুন ঘিরে বসল ভবিষ্যতের পরিকল্পনা রচনা করবার জন্যে। ইয়েরেমিয়েফ ঘোষণা করল: "এই সভা করে গণতন্ত্রসম্মত সোবিয়েৎ পদ্ধতিতে আমাদের শীতকালের কার্যক্রম স্থির করতে হবে।"

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো সবাই। শৈশবেও তারা ইস্কুলে শিশুভবনে বলবার এবং ভোট দেবার অধিকার প্রয়োগ করে এসেছে। এখন-তো তারা আর শিশু নয়; এখন তারা একটা প্রকাণ্ড খামারের যৌথ মালিক। চেরুমশান থেকে বিভিন্ন দূরত্বে চারটি মাঠে একশ' একর জমি তাদের একটা নতুন মর্যাদারই স্বীকৃতি: জনসাধারণের করুণার উপর নির্ভরশীল নিরুদ্দেশ ছন্নছাড়ার দল আর নয়, এখন তারা নওজোয়ান কৃষক—কাজ করছে আত্ম-নির্ভরশীল হবার জন্যে।

তাই, নতুন এই কলোনির জন্যে 'মে প্রভাত', 'লেনিনের পথ', 'গৌরব', এবং 'জীবনের পথে' নাম উঠলেও, ঈভানের প্রস্তাবে 'নবীন ক্ষেতীরা' নামটিই সবার কাছে সঠিক এবং উপযোগী মনে হল। শিক্ষয়িত্রীটি শুধু বললেন: " 'ক্ষেতীরা' নয়—'ক্ষেতী', বহু নয়—এক; কেননা আমরা সবাই মিলে কাজ করতে যাচ্ছি একটি গোটা মানুষের মতো।" এইভাবে নাম গৃহীত হল 'নবীন ক্ষেতী'।

ইয়েরেমিয়েফ বিবরণী পেশ করল: "ফেব্রুআরি মাস পর্যন্ত চলবার মতো রাই, আলু আর সূর্যমুখীর তেল কাউন্টি থেকে পাওয়া গেছে। বলেছে আরও দেবে, কিন্তু আমি বলি, আমাদের নিজেদেরও একটু নড়াচড়া দরকার। লোহার কড়া আছে দুটো, দুটো আলো, পঁচিশটা বাটি, আর বড় চামচ পঁচিশখানা। সবার সেরা জিনিস আছে, একটা সুন্দর ঘোড়া; সেটা পেয়েছি পুলিস থেকে। আমাদের তাড়া খেয়ে একটা ডাকাতের দল ঘোড়াটাকে ফেলে গিয়েছিল; তখন ছিল না-খেয়ে মরণাপন্ন, কিন্তু এখন ঠিক হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম পুলিসের কাজের পক্ষে এ ঘোড়া অচল,—এ চলে বড় ধীরে, তাই ওরা আমাদের খামারে দিয়ে দিল।"

সেই মন্থর ঘোড়ার উদ্দেশেই উঠল সমবেত আনন্দধ্বনি। ইয়েরেমিয়েফও তাতে চাঙ্গা হয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সকলকে থামিয়ে বলল: "একটা

ঘোড়া আর কি! আমাদের চাই অনেক। আমাদের এ হবে একটা মস্ত বড় খামার।" স্তেপান কথাগুলো লক্ষ্য করে; ম্যানেজারের উচ্চাশা সম্পর্কে তার ধারণার সত্যতাই প্রমাণিত হচ্ছে।

ইয়েরেমিয়েফ বলে চলেছে: "এবার কাজের ভাগ করা যাক। ছুতোরের কাজ শিখতে চায় কে?" দশটি ছেলে হাত তুলল, তার মধ্যে ঈভান। "কে শিখবে জুতো তৈরির কাজ?" এগিয়ে এল মরোজফ এবং আরও পাঁচজন।

একটু যেন ভয়ে ভয়ে শিক্ষয়িত্রীটি জিজ্ঞাসা করলেন: "ক্লাস শুরু হবে কখন?"

নবাবী উদার ভঙ্গিতে ইয়েরেমিয়েফ বলল: "যখনই আপনি চাইবেন। প্রচুর শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন। বই আর অন্যান্য জিনিসপত্তরের জন্যে আপনি স্কুলবোর্ডকে বলবেন কিন্তু।" শিক্ষয়িত্রীটি নিরাশ হয়ে বসে গেলেন, কারণ তিনি জানেন কাউন্টিও বহু দূরে, অধিকন্তু বই যা ছিল তা বরাদ্দ হয়ে গেছে অনেক আগেই।

"জাপোরোঝে'তে আমি বইয়ের জন্যে চেষ্টা করব।"—মরোজফের কথা শুনে শিক্ষয়িত্রী একটু আশ্বস্ত হলেন।

কাজ বেছে নেবার জন্যে মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ জানতে চাওয়া হল না। ইয়েরেমিয়েফ ধরে নিয়েছে যে, মেয়েদের কাজ-তো প্রকৃতি থেকেই নির্ধারিত রয়েছে। তাদের কাজ রান্না করা, সেলাই করা—সব নির্ঝঞ্ঝাটে। শিশুভবনকে সে বলেই দিয়েছিল যে, চার-চারটি ছেলের জন্যে চাই একেকটি মেয়ে। তার হিসেবে একটি মেয়ে চারটি ছেলের রান্নাবান্না এবং অন্যান্য কাজ করতে পারে।

মেয়েরা প্রায় সবাই যেন 'মেয়ের ভাগ্য' মেনে নিতেই প্রস্তুত, কিন্তু একটি মেয়ে আপত্তি করল। দেখতে খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কেতাদুরস্ত ছোট্ট মতো মেয়েটি হাত নেড়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল: "স্টেশা অরলোভা আমার নাম।" নিজের উদ্যমের আবেগে সে রক্তিম হয়ে উঠেছিল। বলল: "মেয়েরা কি কোন মনের মতো কাজ শিখবে না? বিপ্লব-তো আমাদের সমান অধিকারই এনে দিয়েছে।"

একটু হকচকিয়ে গিয়েও ইয়েরেমিয়েফ তার জবাবে বলল যে, এখন নিশ্চয়ই সবাই সমান, এবং সময়ে হয়তো পোশাক-আশাক তৈরি করা শেখাবার জন্যে একজন লোকের ব্যবস্থাও হতে পারবে।

দ্বিধাগ্রস্ত হলেও স্টেশা এই জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সে বলল: "অনাথ আশ্রমে সন্ন্যাসিনীরা আমাকে সেলাই শিখিয়েছিল। সে তেমন কিছু কাজ নয়। আমার মনে হয়, মেয়েদেরও সব রকমের কাজ থাকা উচিত।" এই বলে সে মেয়েদের আর মরোজফের ক্ষীণ অনুমোদনের গুঞ্জরণের মাঝে হঠাৎ বসে পড়ল। ইয়েরেমিয়েফ সভার অন্য কাজে এগিয়ে গেল।

স্তেপান এই ক্ষীণ প্রতিবাদ লক্ষ্য করেছে। এই প্রথম আলোচনায় সে কোন কথা বলেনি; কে কী তাই বুঝবার জন্যে সে শুধু শুনে যাচ্ছিল। তার পরিকল্পনায় মেয়েদের কোন স্থান নেই, কিন্তু যে মেয়ে প্রতিবাদ করতে পেরেছে তার একটা স্থান হতেও পারে। মনে মনে স্থির করল, স্টেশাকে আরও ভালভাবে বুঝতে হবে। কলোনিতে যেসব সংগ্রাম আসবে তাতে স্টেশা মিত্র হতেও পারে। সংগ্রাম হবেই তা স্তেপান ধরে নিয়েছিল, কিন্তু কী রকমের যে হবে তা সে এখনও জানে না।

শেষের দিকে ইয়েরেমিয়েফের খেয়াল হল স্তেপান তখনও কোন কাজ বেছে নেয়নি। জিজ্ঞাসা করল, সে কী করতে চায়।

"আমি ঘোড়াটাকে দেখব"—কথাটা স্তেপান এমন শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল যে, সবাই সম্মতি দিল, আর ইয়েরেমিয়েফ ভাবলো এই কাজের কথাটা সে আর কারও জন্যে আগে ভাবেনি কেন।

ভাঙা জানালা থেকে যত দূরে সম্ভব সরে গিয়ে ছেলেরা গাদা গাদা খড়ের মধ্যে বিছানা করে ফেলল। আরেকটি কামরায় মেয়েরাও করল সেই একই ব্যবস্থা। তাকে শুতে গেল না কেউ, কারণ তোষক না হলে তাকগুলো মেঝের মতোই কঠিন, অধিকন্তু বেশি ঠাণ্ডা। কাজেই পরিত্যক্ত তাকগুলো ফেদোতফ, আন্দ্রিয়েফ আর শিক্ষয়িত্রীটির ভাগে পড়ল; বাড়ি থেকে তারা পুরু তুলোর তোষক নিয়ে এসেছে।

অন্যান্যের সঙ্গে ঘনিয়ে খড়ের গাদায় কুঁকড়ে শুয়ে স্তেপান এই শোয়ার ব্যবস্থাটার উদ্দেশে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে ঈভানকে বলল—কসাকের গুহা থেকে আরামের নয় একটুও। বড়োরা যারা তাক দখল করেছে তাদের প্রত্যেককে স্তেপান যেন চোখ দিয়ে কুরে নিচ্ছিল। ছেলেরা কেউ না চাইলেও শিক্ষকেরা যে তাকগুলি নিয়েছে তাতেই যেন তার কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, শিক্ষকেরাই এ কলোনির মালিক।

কথাটা বলবার সুযোগ পেয়েই স্তেপান খুশি। কিন্তু বলতে-না-বলতেই ইয়েরেমিয়েফ নিজেই এসে শুয়ে পড়ল ছেলেদের মাঝে খড়ের গাদায়। তা দেখে স্তেপান যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। ফৌজে-পাওয়া প্রকাণ্ড কম্বল দুটো ইয়েরেমিয়েফ ছড়িয়ে দিল স্তেপানের দলের অর্ধেকটার উপর। ইয়েরেমিয়েফের দোষ যা-ই থাকুক-না-কেন, আরামে কোন আসক্তি তার নেই; কোনদিনই তার ধাতে তা ছিল না। এই নতুন ছেলেমেয়েদের ভার নিয়ে তাদের সম্পর্কে অভিভাবক-সুলভ একটা মধুর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তার মনে, এদের সাহায্যে ব্যাপকতর অঞ্চল জুড়ে খামারটিকে বাড়িয়ে চলবার আশা তার মনে। লড়াইয়ের অভ্যাস থেকে ইয়েরেমিয়েফ অন্যান্যের সান্নিধ্যই চায়; যারা তার পরিচালনাধীন তাদের সবার ভালোই সে করতে চায়, সেই দিকেই তার নজর। সে স্তেপানের দলেরই কাছে শুয়েছে, কারণ, এদের কম্বল নেই। ছেলেরা সব উকুনে ভর্তি জেনেও সে একটুও দূরে দূরে থাকতে চায়নি। তার নিজের গায়েই অনেক সময় উকুন লেগেছে; এটা তার কাছে মানুষের সাধারণ অবস্থারই একটা অঙ্গ।

কম্বলটার তলায় এক কোণে সরে শুয়ে ইয়েরেমিয়েফের প্রকাণ্ড, উষ্ণ আর ঘামের গন্ধে ভরা দেহটার সান্নিধ্যে স্তেপানের মনে তার প্রতি একটা বিরূপ সমীহ ভাবের সূচনা হল।

৩
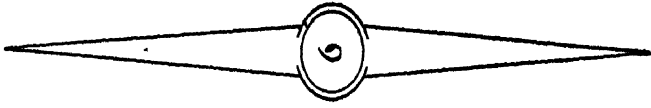
মেরামতের কাজ শুরু হল ধীরে। তরুণ দশটি 'ছুতোরের' না আছে কাঠ, না আছে পেরেক; অভিজ্ঞতাও তথৈবচ। এদিক-ওদিক খুঁজে পেতে দু'খানা পোড়ো কুঁড়ে ঘর পাওয়া গেল; সেগুলিকে খুলে নেবার জন্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এল ইয়েরেমিয়েফ। প্রত্যেকটি পেরেক বাঁচিয়ে ছেলেরা খুলে ফেলল ঘর দু'খানি। ফেদোতফের মহামূল্যবান সম্পত্তি মাত্র এক প্রস্থ হাতিয়ার, এবং তা ব্যবহার করবার জন্যে ফেদোতফের সঙ্গে ছেলেদের সংগ্রাম। তাদেরই হাতে গড়ে' উঠল টেবিল, বেঞ্চি, সাদাসিদে তক্তার খাট। আবিষ্কৃত হল একখানা পুরনো নৌকা; মেরামতের পর সে হল এই কলোনির মহাগর্বের সামগ্রী—'নদীপথে চলাচল ব্যবস্থা'; তাতে চড়ে নদীর উজানে কিচ্‌কাসে আর ওপারে জাপোরোঝে'তে যাওয়া চলে।

জানালার কাঁচ এক মহা সমস্যার ব্যাপার। যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটা কাঁচের কারখানা আবার খুলেছে জাপোরোঝে'তে, কিন্তু সেখানকার সব জিনিস রেশন-করা, এবং তার জন্যে অপেক্ষমান ক্রেতার তালিকাও খুবই দীর্ঘ। মরোজফ যুব কম্যুনিস্ট লীগ বা কম্‌সোমলের সদস্য; সেই কাজে সে মাঝে মাঝে শহরে যেতো। সেখানে শুনে এল যে, অক্টোবর মাসের নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন ছাড়িয়ে যাবার জন্যে কাঁচ কারখানার শ্রমিকেরা চেষ্টা করছে। সেই অতিরিক্ত উৎপাদন থেকে এই কলোনি তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করে ছয়খানি ছোট শার্সি পেল—প্রত্যেকটি প্রধান কামরার জন্যে মাত্র একখানি। অন্য জানালাগুলিতে ওরা বাইরে থেকে কাদা লেপে ঢেকে দিল।

একাধিকবার স্তেপান ঈভানকে দেখিয়েছে যে, এই কলোনিটা কসাকের গুহা থেকে ভাল নয়। "সেখানে আগুন ছিল; বনের সমস্ত কাঠ আমরা কুড়াতে

পেতাম। একটা পুরনো কুঁড়ে ঘর ভাঙতেও এখানে অনুমতি নেওয়া চাই। ছয় টুকরো জানালার কাঁচ পেতে শীতে কাঁপতে হল এক মাস।”

কাছেই একটা জল-চালিত কল পাবার পর স্তেপানের মনে প্রথম দ্বিধাগ্রস্ত আস্থা এলো যে, কলোনিটা বাড়তেও পারে, সমৃদ্ধিশালীও হয়ে উঠতে পারে হয়তো। পুকুরে জলও ছিল কম, আর বৃদ্ধ মালিকটিও প্রায়ই পড়ে থাকত মাতাল হয়ে; তাই প্রাচীন, আর কাজের পক্ষে অনিশ্চিত, এই কলটা বহুকাল হল, যুদ্ধের ফলে ফসল কমে যাবার সময় থেকেই বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। তার সাবেকী সাজ-সরঞ্জাম এখনও রয়েছে, এবং ছেলেদের কাছে সেই হলো যেন একটি পরম পুরস্কার। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পাওয়া গেল কলটা, এবং কিছু রুটির বিনিময়ে পুরনো মালিক কাজ শিখিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেল। এখন খাদ্যোৎ-পাদন বাড়বে তাই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই খামারে আরও ছয়টি ছেলে পাঠিয়ে দিল।

কল-চালানো শিখতে চায় বেশ কয়েকটি ছেলেই। কুলাক মালিকের অধীনে মরোজফ কিছুকাল একটা ছোট কলে কাজ করেছে। কিন্তু স্তেপান দেখল যে, কলটা আর সেখানকার শস্যের উপর হাত থাকাটা খুবই দরকারী। সে এবার ভোটাভুটিতে আগ্রহশীল হয়ে উঠল; তার দল থেকে দাঁড় করালো পীটার আর ফিওদোর'কে। কলের কাজে তৃতীয় ছেলেটি হবে মারিন—সে সম্পর্কেও সর্বসম্মতি হয়ে গেল। সাইবেরিয়া থেকে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক কলোনিটা খুলবার মুখে সে কিচ্‌কাসে এসে পড়েছিল। তার হাসি-তামাশায়, ব্যবহারে সবাই খুশি। স্তেপানের ইচ্ছা তাকে দলভুক্ত করে।

ক্ষমতার জন্যে এই প্রথম প্রচেষ্টায় স্তেপান সহজেই জিতল। কিন্তু মরোজফ যেন জানেই না যে, সে পরাস্ত হয়েছে। কলটা সম্পর্কে প্রচার চালাবার জন্যে সে একটা কমিটি গড়ে তুলল। কৃষকদের সভায় গিয়ে তারা বলে: “ছোট হলেও, কাজের একটু অনিশ্চয়তা থাকলেও আমাদের কলেই এসো। কারণ, আমরা তো তোমাদের ছেলেমেয়েরই মতো, এই দুর্ভিক্ষের অনাথ। আর, চল্লিশ পাউণ্ড গম ভেঙে আমরা নেব মাত্র তিন পাউণ্ড, অথচ একটু ভালো কলে তোমাদের দিতে হবে চার কি পাঁচ।” তাই কৃষকেরা এই কলেই আসতে লাগল।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই স্টেশাকে উপলক্ষ করে কলটার নাম বিপুলভাবে প্রচারিত হয়ে গেল। কিচ্‌কাস গ্রাম সোবিয়েতের সভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে 'নবীন ক্ষেতী' থেকে সে-ই নির্বাচিত হয়েছে। স্তেপান তাকে সমর্থন করেছিল, কিন্তু সমর্থন করেছিল আর সবাইও। স্তেপান কৃতজ্ঞতা আশা করলেও পায়নি কিছুই, কেননা স্টেশার কাছে এ পদ পুরস্কার নয়, দায়িত্ব। প্রথম দুটি সভায় সে একটি কথাও বলেনি, কিন্তু তৃতীয় সভায় কোন কোন কৃষক কলোনির নিন্দা করে বলেছিল যে, 'নবীন ক্ষেতী'র খাবার আছে প্রচুর, কিন্তু সেখানকার নিষ্কর্মা মেয়েরা রাঁধতে জানে না, ওদিকে ছেলেরা এখনও এ-খামারে সে-খামারে খাবার চুরি করে।

অমনি স্টেশা সোজা দাঁড়িয়ে বলল: "তেমন বাসনকোসন না থাকলে রাঁধি কী করে বলো-তো? তোমাদের এক-একটি কৃষক পরিবারে তো মানুষ মাত্র পাঁচ-ছ'টি, অথচ লোহার কড়াই আছে দুটো করে। আমাদের খাইয়ে রয়েছে তিরিশের ওপর, কিন্তু লোহার কড়াই মাত্র দুটি আর বালতি মোট একটিই। সেই বালতিতে জল তুলি, তাতেই গরু দুই, ঝোল রান্নাও হয় তাতেই, আবার থালা ধোবার জন্যেও সেই একটি মাত্র বালতি। গরু দোয়ার আগে জল ফেলে দিতে হয়, দুধটা খেয়ে না নিলে ঝোল রাঁধার উপায় নেই, আবার খাবার জল আনতে হলে ঝোল খেয়ে আর থালা ধোবার কাজ সেরে নেওয়া চাই তার আগে। গ্রামের সেরা গিন্নী আসুক-তো, এই দিয়ে ঘরকন্না চালায় কেমন দেখি!"

এর পর আর কখনও সভায় কলোনির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলেনি। সবাই বরং তাদের কলে কাজ করবার পক্ষেই ভোট দিল। এবং সেই থেকে স্টেশা হল কলোনির যেকোন সদস্যের সমতুল্য বক্তা—স্তেপান কিংবা মরোজফেরও সমকক্ষ।

সেই সভা থেকে চেরুমশানে ফিরে স্টেশা ইয়েরেমিয়েফকে জানিয়ে দিলো: "উপযুক্ত বাসনকোসন না হলে আমরা মেয়েরা আর রান্নাবান্না করছি না। শূয়োরের মতো আমাদের জীবনযাত্রা নিয়ে কৃষকেরা হাসিতামাশা করে।" স্টেশার সমর্থনে এগিয়ে এলো সবক'টি মেয়ে। তাকে অমন জ্বলে উঠতে দেখে স্তেপান সশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। ইয়েরেমিয়েফ প্রতিশ্রুতি দিল, প্রথম সুযোগেই ঝোল রাঁধবার জন্যে একটা প্রকাণ্ড কড়াই কিনে ফেলবে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে, আর স্তেপান ক্রমেই ইয়েরেমিয়েফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঘোড়ার কাজ তার বেশ ভালই লাগে; পশুটার ওপর খবরদারির ভিতর সে একটা ক্ষমতার স্বাদ পায়। ইয়েরেমিয়েফের সঙ্গে গাড়োয়ান হয়ে ঘুরে বেড়ানো তাঁর খুব পছন্দ; তাতে বৈচিত্র্য আছে, আর যাওয়া যায় গ্রামে-গ্রামে। এই ঘুরে বেড়ানোর ভিতর সে প্রায়ই খাবার চুরি করে, আর দলের ভিতর তাই ভাগাভাগি করে নিজের কর্তৃত্ব মজবুত করে তোলে। জানে, গ্রামে যে সমালোচনার ফলে স্টেশার অত ভাবনা তার মূলে রয়েছে তার এই চুরি। কিন্তু এতেই মেয়েটির উপর এক অদ্ভুত প্রাধান্যের স্বাদে তার আনন্দ। ইয়েরেমিয়েফ যত জায়গায় যায় তার সবই জানে কলোনিতে সে একাই—তাতেও স্তেপান খুশি।

স্তেপান বোঝে যে, টুকটাক মেরামত আর ছোট্ট ঐ কলটা দিয়ে যা সম্ভব তার চেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণ চায় ইয়েরেমিয়েফ। 'নবীন ক্ষেতী'র ম্যানেজার অল্পদিনের মধ্যেই পুলিস থেকে আরও দু'টি কাহিল ঘোড়া বাগিয়ে আনলো। ঘোড়ার যা হাল তার চেয়ে ভাল দেখাবার কৌশলটা সে স্তেপানকে দেখিয়ে দিল। স্তেপানকে আর সেই ঘোড়া দু'টো সঙ্গে নিয়ে ইয়েরেমিয়েফ গেল দূরের একটা বাজারে; সেখানে সরল ক্রেতার কাছে সেই ঘোড়া বিক্রি করে কিনে আনল একটা ভাল ঘোড়া আর একটা গরু।

ইয়েরেমিয়েফ হেসে বলল: "ভাল কাজে এটা করলাম। ঠকালাম 'নবীন ক্ষেতী'র জন্যে; নিজের জন্যে তো নয়।" ইয়েরেমিয়েফের চাতুরি দেখে স্তেপান পুলকিত হয়ে ওঠে, আর ইয়েরেমিয়েফও স্তেপানের প্রতি প্রসন্ন হয় আরও। ঘোড়া বিক্রির কিছু পয়সা তার ভদ্‌কায় গেল, কিন্তু চেরুমশানে যখন ফিরল তখন সে প্রকৃতিস্থ।

খামারে যাবার পথে নৌকোর মাঝিদের গল্পে গল্পে তারা সাহায্য পাবার একটা নতুন জায়গা আবিষ্কার করল। দু'বছর আগে বড় দুর্ভিক্ষের সময় এসেছিল যে-মার্কিন রিলিফ প্রতিষ্ঠান এখন তারা কাজ গুটিয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্যাদি বিলি করে যাচ্ছে। 'নবীন ক্ষেতী'তে একশ' ছেলে-মেয়ের জায়গা আছে, তাদের জন্যে অতিরিক্ত খাদ্য বরাদ্দ প্রয়োজন—এই মর্মে উপযুক্ত দলিলে কিচ্‌কাস

কর্তৃপক্ষের সীলমোহর বাগিয়ে ফেলল ইয়েরেমিয়েফ। ছেলেমেয়েদের প্রকৃত সংখ্যা যে একত্রিশ সে-কথার উল্লেখও করল না, কিন্তু কলোনিটি আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে চায় এই কথাটার উপরই জোর দিল বেশি।

নৌকোয় একদিন, আর আধ দিন ট্রেনে করে ইয়েরেমিয়েফ গিয়ে হাজির হল আমেরিকানদের জেলা সদর কার্যালয়ে। বেশকিছু দ্রব্যসামগ্রী পাবার আশায় সে সঙ্গে নিয়েছে স্তেপানকে। বাইরের আপিসে লোকটি যখন বলল যে, রিলিফের কাজে এই জেলায় কর্তা মিঃ জনসন তার সঙ্গে দেখা করতে চান তখন ইয়েরেমিয়েফ একটু বিব্রত বোধ করল। ইয়েরেমিয়েফ শুনেছে খোঁজখবর নিয়ে দেখার ব্যাপারে আমেরিকানরা খুব কড়া, কিন্তু এখন কাজ মিটিয়ে যাবার মুখে নিশ্চয়ই একটু কমেছে, এই তার ভরসা। সংখ্যা বাড়িয়ে দেখাবার ব্যাপারটা কি ধরাই পড়ে যায় নাকি!

জনসনের অমায়িক ব্যবহারে ইয়েরেমিয়েফ আশ্বস্ত হল। করমর্দন করে জনসন একজন দোভাষীকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, নীপার নদীর ঢালু খরস্রোত অংশের কাছে যে-কিচ্‌কাসে সোবিয়েৎ সরকার কখনও হয়তো একটা বাঁধ বাঁধতে পারে সেই আর এই দলিলের কিচ্‌কাস কি একই? আমেরিকানটির মৃদু হাসিতে ইয়েরেমিয়েফ আশ্বস্ত হল, সে এত খোঁজখবর রাখে দেখে অবাক লাগে। ইয়েরেমিয়েফ জানালো, হ্যাঁ, সেই একই কিচ্‌কাস।

জনসন হেসে বলল: "দেখছ-তো তোমাদের দেশের কিছু খবরাখবর আমি রাখি। আমি জলবিদ্যুতের ইঞ্জিনিয়ার। তোমাদের এই নীপার একটি চমৎকার নদী, কিন্তু ঐ ষাট মাইল প্রচণ্ড খরস্রোতের ফলে নদীটা ঠিকমতো জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত হল না। শুনেছি এর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার জন্যে তোমাদের সরকার একটি বাঁধ তৈরি করবেন বলে মনস্থ করেছেন।"

সন্দিগ্ধ ইয়েরেমিয়েফ জনসনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। আমেরিকানটি যদি সত্যিই ইঞ্জিনিয়ার হবে তাহলে সে এই রিলিফের আপিসে কেন? আমেরিকা থেকে এতদূরে একটা বাঁধের ব্যাপারে তার এত আগ্রহই-বা কেন? ইয়েরেমিয়েফ ধরে নেয় যে, মধুরস্বভাব এই আমেরিকানটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা। সন্দেহ তার আরও ঘনীভূত হয় জনসনের কথায়:

"তোমাদের এলাকাটা দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় হল না। ১৯২০ সালে তোমাদের লেনিন সারা দেশটাকে বৈদ্যুতিক শক্তি-সমৃদ্ধ করবার পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন, সে একটা বিরাট পরিকল্পনা বটে! তিনি যে পনরো বছরের কথা বলেছিলেন সেটা অবশ্যি রাজনীতিক চাল। তা, কোন জরিপটরিপ হয়েছে নাকি ?"

পুলিসের ভূতপূর্ব কর্তা ইয়েরেমিয়েফ বেশ ভালভাবেই জানে কিছু একটা জরিপ হয়েছে বটে, কিন্তু একটা মার্কিন গোয়েন্দাকে সে কথা সে জানাবে না। সে একটা অনির্দিষ্ট মতো জবাব দিলে আমেরিকানটি ভাবলো, নীপারের তীরের কৃষকেরা বাঁধের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহশীল নয়। 'রুশদের অনগ্রসরতা' সম্পর্কে নিজের ধারণার সত্যতার এই 'প্রমাণ' পেয়ে খুশি জনসন ইয়েরেমিয়েফের দলিলে একবারটি শুধু চোখ বুলিয়ে গেল। একশ' ছেলেমেয়ের জন্যে অতিরিক্ত খাদ্য বরাদ্দের অনুরোধ-পত্রে সে হাসিমুখে সই দিয়ে নিজের কর্মচারীকে বলে দিল, "কাপড়চোপড় এটা-ওটা কিছু অবশিষ্ট থাকলে তাও দিয়ে দাও।"

ইয়েরেমিয়েফ আর স্তেপান দুজনেরই সঙ্গে করমর্দন করে জনসন খামারের ম্যানেজারটিকে বলল : "নীপার নদকে পোষ মানানো তোমার-আমার জীবনে হবে না, কিন্তু—" স্তেপানের পিঠে চাপড় মেরে বলল, "এই ছেলেটি হয়তো দেখে যেতে পারবে।"

যেতে যেতে ইয়েরেমিয়েফ সোৎসাহে স্তেপানকে বলল : "আমাদের ভবিষ্যৎ আর দেখে কে!" ইয়েরেমিয়েফের মনে মহা অস্বস্তি—অনবধানে সে নীপার সম্পর্কে কোন তথ্য হয়তো বলে ফেলেছে এবং জিনিসগুলো বুঝি পাওয়া গেল তারই মূল্য হিসেবে? কিন্তু বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভেবে দেখল—না, তেমন কোন কথাই সে বলেনি। এবং পাওয়া গেল কী সব জিনিস—ময়দা, শূয়োরের চর্বি, চিনি, কোকো—যা কেউ চোখেও দেখেনি কয়েক বছরের মধ্যে। স্তেপানও তেমনি খুশি। ইয়েরেমিয়েফ আর সে মিলে কাজ বাগাতে পারে বটে।

চেরুমশানে এইসব দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছলে সবাই মহা উৎসাহে সেগুলিকে দেখে-বুঝে নিল। পাঁচ বছরের মধ্যে তারা কেউ শূয়োরের চর্বি কিংবা চিনি পায়নি; তার স্বাদই যেন ভুলতে বসেছে। সাবান জোটেনি দু'বছর; থালা-

বাসন মাজা হয়েছে ছাই কিংবা বালি দিয়ে। কোকো তো কেউ কখনও খায়ইনি। ঘন বাদামী রঙের সেই গুঁড়ো কিছু জিবে ফেলে দেখল বিশ্রী বিস্বাদ জিনিস।

মরোজফ বুঝিয়ে বলল: "এইসব ভাল ভাল খাবার বাজারে বিক্রি করে গরু-ঘোড়া আর রুটি কিনতে হবে।" কিন্তু ছেলেদের বেজার মুখ দেখে সে বলল, "সাবান, চিনি আর চর্বি অবশ্যি কিছু কিছু নিজেদের জন্যেও রাখতে হবে।"

অমনি আলোচনা শুরু হয়ে গেল—কেনা দরকার কী, আর এইসব মূল্যবান খাদ্যসামগ্রীর কতটা কিই-বা বিক্রি করা হবে। স্তেপান, মরোজফ আর স্টেশাকে নিয়ে তৈরি হল 'সওদাগরী কমিটি'—তারা বাজারে বাজারে গিয়ে বেচা-কেনা করবে।

পুরনো কাপড়-চোপড়গুলো প্রথমে নিতান্তই অকেজো মনে হয়েছিল। জীর্ণ রেশমী পোশাকগুলি আর রেয়নের ছেঁড়া অন্তর্বাসগুলো দেখে তারা ভাবে, কী-যে হয় এই সব অতি অস্থায়ী কাপড়-চোপড় দিয়ে! সেগুলিকে কাজে লাগাবার একটা হদিশ পাওয়া গেল স্টেশার কথায়: "একটা থিয়েটারের ক্লাব করতে হবে; তাতে কাজে লাগবে।" পাদ্রীদের কালো কোট গোটা ছয়েক—সেই হল একমাত্র গরম কাপড়; সবাই ভাবল এই অদ্ভুত ছাঁটকাটই বুঝি মার্কিন পোশাকের ফ্যাশান। তারপর থেকে ছেলেদের ঘরে-বোনা সুতী প্যান্টের উপর সেই কালো কোট উক্রাইনের তুষারশুভ্র পটভূমিতে কটকটে বৈসাদৃশ্য নিয়ে দেখা দিতে লাগল।

তোষকের ওয়াড়ের কাপড় বেশ কিছুটা পাওয়া গেল—নতুন, মজবুত; এত টেকসই জিনিস আর পাওয়া যায়নি। ঠিক হল, তোষকের কাজে না লাগিয়ে এ দিয়ে ছেলেদের শার্ট আর মেয়েদের ঘাগরা তৈরি হবে। দেখতে কিছুটা অদ্ভুত হয়ত হবে, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না।

পঁচিশ জোড়া পুরনো জুতো; তাতে মরোজফের খুব আনন্দ। শহুরে পায়ের জন্যে তৈরি এ জুতো এদের চওড়া পায়ের উপযোগী নয়, কিন্তু মরোজফ দেখালো: "খাসা চামড়া বটে; জাপোরোঝে'তে সহজেই বিক্রি হয়ে যাবে, এবং তাই দিয়ে চামড়া কেনা হবে।" ছেলেদের কারিগরী দক্ষতা যৎসামান্য আর হাতিয়ারও মাত্র এক প্রস্থ, তবু জুতো তৈরির ঘরেও এবার কাজ শুরু হল।

নদীতে শীত জঁাকিয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গে চেক্সমশানে জীবনযাত্রা বেশ সংগঠিত নিয়মানুবর্তিতার ভিতর এসে গেল। কলোনির সাজসরঞ্জামে উন্নতি হল বাজারে বাজারে সওদাগরির ফলে। পুরনো একটা সেলাইয়ের কল পাওয়া গেল, আর জীর্ণ মোটা ক্যানভাসের কিছু বস্তা; তাই থেকে মেয়েরা তৈরি করল তোষকের খোল এবং তুলোর বদলে খড় দিয়ে তা ভর্তি করা হল। পঞ্চাশ জনের ঝোলের উপযোগী একটা লোহার কড়াও কেনা হল। একটা বার-বাড়িতে পাওয়া গিয়েছিল ধাতু গড়া-পেটার সামান্য কিছু সাজসরঞ্জাম; সেই হল এদের কামারশাল। দুটি ছেলে সেখানে টিনের পুরনো কেনেস্তারা থেকে বাটি আর পেয়ালা তৈরি করতে লেগে গেল।

দু'মাসের মধ্যে 'নবীন ক্ষেতী' একটা উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি হয়ে গেল। কিচ্‌কাস থেকে, জাপোরোঝে থেকে পর্যন্ত, কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হল, এবং সেই অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হল যে, 'নবীন ক্ষেতী' এখন রীতিমতো সুসভ্য একটি প্রতিষ্ঠান; তার সদস্যদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব তোষক আর শোবার তাক। আরও ঘোষণা করা হল যে, 'নবীন ক্ষেতী' হল একটি খামার কম্যুন—এখানে 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। কিন্তু এর পর থেকেও ওরা সবাই একটু উষ্ণতা পাবার জন্যে তোষকের খোলগুলোকে ঘরের এক কোণে গাদা করে ফেলত। ঐক্যের ঘোষণার পর থেকেই কিন্তু শীতে ঘরে আটকা প'ড়ে আর ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে ঝগড়াবিবাদ গেল বেড়ে।

কাপড়-কাচার সমস্যাটা খুবই তিক্ত হয়ে উঠল। স্তেপানের অন্তর্বাস এত নোংরা তাই বলায় স্টেশাকে দলভুক্ত করবার আগ্রহে ভঁাটা পড়ে গেল। সেইসব কাপড় কাচার জন্যে ধোপাখানার কাজে মেয়েদের কষ্ট আর বিরক্তি সীমা ছাড়িয়ে যায়—সেখানে দেয়ালের ফাটল দিয়ে নদীর জমাট বরফ দেখা যায়।

চিৎকার করে স্তেপান বলেঃ "ধোপাখানার সাবান চুরি করে তোমরা মেয়েরা অমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকো।" এরপর তিন দিন সে স্টেশার সঙ্গে কথাই বলল না।

ছেলেদের জামা-কাপড় বেশি নোংরা হবার একটা বড় কারণ হল বাছুরটা আর ছোট্ট শূয়োর দুটো ; ছেলেদের গাদাগাদি খড়ের তোষকেই তাদের বিছানা। মার্কিন খাদ্যের বিনিময়ে সওদাগরী কমিটির কেনা এই বাছুর আর শূয়োর দু'টো কলোনির মহামূল্যবান সম্পত্তি ; গোলাবাড়িতে রাখলে ঠাণ্ডায় জমে মরে যাবে তাই তাদের শোবার জায়গা হয়েছে ঘরেই। ছেলেরাই তাদের বিছানায় জায়গা দিয়েছে, কিন্তু মেয়েরা বলে, ছেলেদের শোবার অভ্যাস 'অমার্জিত'। তার চেয়ে বড় গালি আর কী হতে পারে!

আরেকটা ছোট্ট শূয়োর শোয় মেয়েদের ঘরে, কিন্তু তার বড় কষ্ট: জানালা দিয়ে হিম আসে, মেঝে দিয়ে বরফ ঢুকে পড়ে। মেয়েরা তক্তার খাটগুলো পাতে ঘরের মাঝখানে উনুনটাকে ঘিরে। শূয়োর-ছানাটি একটু গরম জায়গা পায় না কোথাও ; সারা রাত খাটের তলা দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর ডাকে। এক রাত্রে রুটির ঝুড়িটার সন্ধান পেয়ে সব খেয়ে নেয়। স্টেশার উপর এক হাত নেবার সুযোগ পায় স্তেপান।

এইসব ঝগড়া-বিবাদ দেখে মরোজফ আর স্টেশা চিন্তিত হয়ে পড়ে ; থামাবার চেষ্টা করে, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় না। একবার স্টেশা পর্যন্ত রেগে গেল: আটটি মেয়ের জন্যে তিন জোড়া জুতোর মধ্যে থেকে একটি মেয়ে তার জুতোজোড়া নিয়ে পরেছিল, তারপর ভিজিয়ে এনে এমনভাবে শুকিয়েছে যে, ফাটল ধরে গেছে। স্টেশা দেখলো এমনি করে সব মেয়ে তার জুতো নিতে থাকলে বসন্ত নাগাদ তাকে একেবারে খালি-পা হতে হবে। তবু 'না' বলেই-বা কেমন করে? ঝগড়া-বিবাদ যা-ই থাকুক-না-কেন, শীতকালটা কাটাতে হলে পরস্পরকে সাহায্য দিয়ে একত্রে মিলেমিশে থাকতেই হবে।

ইয়েরেমিয়েফের সঙ্গে লম্বা লম্বা সফরের ফলে স্তেপান ঝগড়াবিবাদের চূড়ান্ত তিক্ততা থেকে বেঁচে যায়। এখন তার ওপর দু'টো ঘোড়ার ভার। রোদে চাঙ্গা দিনগুলিতে সে দলবল নিয়ে গুহায় গিয়ে চড়ুইভাতি করে ; সফরের ভিতর থেকেই চুরি-করা খাদ্যসামগ্রী আর কল থেকে ফিওদোর আর পীটারের চুরি-করা শস্য তাদের ভুরিভোজের উপকরণ। স্তেপান এখন ভাবতে শুরু করে যে, গুহায়ও সে

মোড়ল, আর 'নবীন ক্ষেতী'তেও প্রধান একজন—বসন্তকাল এলেও এখন এই চেরুমশানেই থাকা চলে।

ইয়েরেমিয়েফের সঙ্গে একটা খেপে স্তেপানের এই সিদ্ধান্ত আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠল; কিচ্‌কাস থেকে ফিরবার পথে গ্রামের সীমান্তে ফেবারের দোতলা পাথুরে বাড়িটার সামনে ইয়েরেমিয়েফ গাড়ি থামাতে বলল। কুলাকটার সঙ্গে তাদের খামারের ম্যানেজারের কী এমন কাজ থাকতে পারে ভাবতে ভাবতে স্তেপান গাড়ি থামালো।

ছেলেটির উপস্থিতিতে বিব্রত ইয়েরেমিয়েফ একটু ইতস্তত করে বলে ফেলল: "চল হে, এক পাত্র খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নাও। বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে।"

এই ব্যাপার! পুলিসের কর্তা থাকাকালে ইয়েরেমিয়েফ যে ফেবারের চোরাই মদ চোলাইয়ের ব্যাপারটাকে আগলাতো সেই গুজবের কথাটা মুহূর্তে স্তেপানের মনে পড়ে গেল। আর, মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ফেবারের উপর তার ব্যক্তিগত ঘৃণাটা। বলল: "ও বাড়িতে ঢুকবো না আমি কিছুতেই। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।"

আরামদায়ক সেই বাড়িটায় ঢুকে ইয়েরেমিয়েফ ফেবারের প্রতি ভদ্রতায় মাথা নেড়ে বলল: "আনো সেই জিনিস এক বোতল। জিনিসটা বেশ কড়া করে দিও।"

ফেবার কথা তোলে: "বেশ কিছুদিন-তো দেখা নেই। মালের দাম কিসে দেবে, বলো? পুলিসে তো এখন নতুন কর্তা হয়েছে।"

"পয়সা চেনে বটে"--ব'লে ক্ষুব্ধ আহত মন্তব্য করে ইয়েরেমিয়েফ। আমুদে মানুষ ইয়েরেমিয়েফ চোরাই চোলাইয়ের বিশ্রী অস্তিত্বটা সরিয়ে রেখে ভাবতে চায় যেন বন্ধুত্বের আতিথেয়তা হিসেবেই ফেবার তাকে মদ খাওয়ায়। এখন বলে: "দাম পাবে। এ এলাকার সবার বড় খামারের কর্তা এখন আমি।"

যেকোন খামার কম্যুনের প্রতি, এবং ছোটদের এই কম্যুনটির প্রতিও বিদ্বেষ-পরায়ণ ফেবারের মন ঐ কথায় ভেজবার নয়। ঝাঁঝালো সুরে সে বলে: "তাতে তোমার দর বাড়ে না। আমি নিজেই নিজের খামারের মালিক; তোমারটির মালিক তো সরকার।" 'এইভাবে কিছু কথা কাটাকাটির পর

সামাগন্ নামে কড়া মদ দিতে সে রাজি হল, কিন্তু শর্ত হল কলোনির ভাণ্ডার থেকে চিনি আর চর্বি দিতে হবে। চেঁচিয়ে নানা ওজর আপত্তি দেখিয়েও ইয়েরেমিয়েফ শেষ পর্যন্ত রাজি হল।

বেশ দেরিতে বেরিয়ে এসে ইয়েরেমিয়েফ স্তেপানের কাছে বারবার মার্জনা চাইতে লাগল। ম'দো ভাবাবেগরুদ্ধকণ্ঠে সে প্রতিশ্রুতি দিলো: "অতিরিক্ত কিছুটা চিনি তোমাকে দেবো। তাতে কোনো দোষ নেই; এতক্ষণ বাইরে থাকবার জন্যে সে-তো তোমার দরকারই।" এই ব'লে সে গাড়িতে পাতা খড়ের মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে কম্বলটা গায়ে টেনে মাতালের ঘুমের ঘোরে নাক ডাকাতে লাগলো।

সন্ধ্যার শাণিত হিমের ভিতর বাড়ির পথে গাড়ি হাঁকিয়ে স্তেপান পাশে খড়গুলোর উপর আদুরে হাত বুলোয় পুলকিত হয়ে। সময়টা সে কাজে লাগিয়ে নিয়েছে—ফেবারের গোলাবাড়ি থেকে এক ডজন খাসা ডিম সে সরিয়ে ফেলেছে। এ হল স্তেপানের ত্রিমুখী বিজয়; ফেবারের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে, ইয়েরেমিয়েফের প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে, এবং তৃতীয়ত, খামারের এই ম্যানেজারটি এর পর আর কখনও তার কথা ফাঁস করে দিতে সাহস করবে না। মদ চোলাইয়ের সাকরেদি আর ডিম-চুরির মাঝে এক নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়।

চেরুমশানে পৌঁছে স্তেপান সযত্নে ইয়েরেমিয়েফকে ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল—সে যাতে ঘুমিয়ে নেশাটা কাটিয়ে ওঠে, যাতে কোন কেলেঙ্কারি না হয়। তার পর ঈভানকে খুঁজে বের করে তাকে একটা ডিম দিল, এবং সোল্লাসে জানিয়ে দিল যে, ডিমটা এনেছে ফেবারের ওখান থেকে। ঈভান ডিম পেয়ে খুশি, কিন্তু উপায়টায় আপত্তি জানালো।

"এসব ঝুঁকি নিতে যাও কেন? এখানে খাবার তো খারাপ নয়।"

"হাঃ, হাঃ! কোন ঝুঁকি আমি নিইনি। জানো না-তো কী আমি জানি!" স্তেপান বাহাদুরি দেখায়।

ঠিক করেছিল ঈভানকে সব বলবে। কিন্তু এখন ভাবলো—নাঃ, আর কাউকে বলা যাবে। প্রায় সব ডিমই দলের ছেলেদের মধ্যে বিলি করে স্তেপান

মারিনকে খুঁজে বের করল ; তার আনুগত্য স্তেপানের অনেক দিনের আশা। মারিনকে একটা দিয়ে শেষ ডিমটা নিলো সে নিজে। ডিম খেতে খেতে সে মারিনের মনের সন্ধানে লেগে গেল।

"তোমাকে এখানে পাঠালো কে ?"

আফ্রিকার আদিম বাসিন্দাদের মতো ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা নেড়ে মারিন তার শয়তানি আর স্বর্গীয় সুষমা মেশানো মৃদু হাসিটুকু ফুটিয়ে বলল : "কেউ না। আমি নিজেই এলুম। আমি নিজেই এলুম—সেই সাইবেরিয়া থেকে এই বিখ্যাত খামার। পাঁচ রকম দেখতে আমার ভারি ভালো লাগে।"

অতি মামুলী যেকোন কিছুর ওপরও মারিনের সূক্ষ্ম অলঙ্করণের পদ্ধতিটিতে খুশি স্তেপান জানতে চায়, "কেমন লাগছে এখানে ?"

পেটে হাত বুলিয়ে মারিন বলে, "বেশ তো।" দাঁত-বের-করা হাসির সঙ্গে জানায়—"বেশ ভর্তি আছে।" আর, ডিমের খোলাটাকে সাদরে তুলে ধরে বলে : "এখন আরও ভর্তি।"

স্তেপানের প্রশ্ন : "থেকেই যাবে ভাবছো ?"

চোখে ভক্তিভাব সঞ্চারিত করে মারিন বলে : "ভগবান জানেন! শীতকালটা তো থাকবোই। তারপর—যদি আরও ভালো কিছু পাওয়া যায়…"

স্তেপান বোঝে মারিন ঠিক তার মনের মতো ছেলে। সে আরও জানতে চায় : "হয়তো-বা সাইবেরিয়ায়ই ফিরে যাবে ?"

নিতান্ত অনাড়ম্বরেই মারিন বলে : "তাও যেতে পারি। আমাদের সাইবেরিয়ায় জমি অঢেল…অত জমি নেই দুনিয়ায় আর কোথাও—জমি, আর জমি, আর জমি…" বলতে বলতে সে দু'দিকে ছড়িয়ে হাত তুলে হঠাৎ নামিয়ে ফেলে বলে : "কিন্তু তাতে চাষ-আবাদের কোন কায়দা নেই। সব ঘোড়া নিয়ে গেছে হোয়াইট গার্ডরা।"

স্তেপানের মনোযোগ দেখে উৎসাহিত মারিন তার কাহিনী বলে যায় : "হোয়াইট গার্ডরা আমাদের গাঁয়েও এসেছিল, একেবারে আমাদের বাড়িতেই। আমাদের তাগড়া ঘোড়া দু'টো নিয়ে গেল। আমার ভাই ভ্যাসিলিকেও নিয়ে গেল তাদের পল্টনে। ভ্যাসিলি কিন্তু পালিয়ে বাড়ি ফিরে

এসেছিল।…তাই হোয়াইট গার্ডরা আবার এলো ; বলে—'পল্টন থেকে পালিয়ে গেছে' তাকে চাই ! পুকুরে বরফের একটা গর্তে সেঁধিয়ে দিল বুড়ো বাবাকে। বলে—'তোমার ছেলেকে বের করে দাও !' বারবার এমনি করার ফলে বুড়োর সারা গা বরফে ঢেকে গেল। তারপর সে অনেককাল ভুগেছে। এখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু ভ্যাসিলিকে ওরা পেলো না।"

"ভ্যাসিলি কোথায় ছিল ?"

"ভ্যাসিলি ছিল আলুর গর্তে, আর গর্তের মুখে কপাটটা ছিল গোবর দিয়ে ঢাকা।" মারিন বলে : "কিন্তু বাবা বলেনি। ভ্যাসিলি পরে লালফৌজের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। তাকে আমরা আর কখনও দেখিনি।"

স্তেপান এবার আসল কথায় আসে : "তুমি পারো কথা পেটে রাখতে—তোমার বাবার মতো ?"

মারিনের চোখে আলো ফুটে ওঠে। "আছে নাকি কিছু ?"

স্তেপান জবাবে বলে : "থাকতে পারে।"

বাধিত হয়ে মারিন বারবার কথা দিল। স্তেপান তখন বলল কসাকের গুহার কথা, ইয়েরেমিয়েফের দুর্বলতার কথা। ইয়েরেমিয়েফ যখন মাতাল হয়ে থাকবে তখন গ্রামে খাবার চুরি করা যাবে। নেশার ঘোরে সে যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন খাবার নিয়ে লুকিয়ে রাখা যাবে কসাকের গুহায় ; সেখান থেকে কত সব কাণ্ড করা যাবে। "কল থেকে গম আনবে পীটার আর ফিওদোর। তোমাকে সব কথা বলছি, কারণ, ভাবছি, আরও ঘোড়া হলে তোমাকে নেবো ঘোড়ার কাজে।"

সোৎসাহে মারিন বলে ওঠে : "তুমি কী চিড়িয়া !" তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে।

জয়ের গর্বে স্তেপান বলে : "ইয়েরেমিয়েফ সন্দেহ করলেও আমাদের বিরুদ্ধে লাগতে সাহস পাবে না।" স্তেপান এখন আপন দুনিয়ায় সাফল্যের শিখরে !

৪
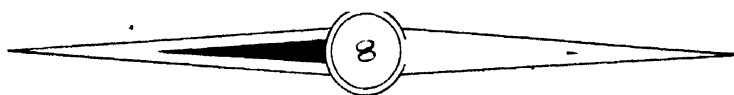
ইলিয়া মরোজফ গান গাইতে গাইতে বরফের উপর স্কেট্‌ করে নদী পাড়ি দিচ্ছে। বইয়ের জন্যে যাচ্ছে জাপোরোঝে। ছুতোর ঘরে কাজ ক'রে ঈভান তাকে একজোড়া কাঠের স্কেট্‌ তৈরি করে দিয়েছে; কামারশালের ছেলেরা পুরনো একটা পিপেয় জড়ানো পাত খুলে তাই থেকে পিটিয়ে গড়ে দিয়েছে সেই স্কেটের রানার। মরোজফ মাঝে মাঝে এই রকম যায়। নদীর ধারেই মানুষ হয়েছে যে ছেলেগুলি তাদের মতো সে স্কেটে ওস্তাদ নয়, তাই একেকবার আছাড়ও খায়, কিন্তু আবার উঠে গান ধরে। মরোজফ বই ভালবাসে।

তাছাড়া, এও কিছু বিপ্লবের কাজ! বিপ্লবের সঙ্গে রয়েছে সেই শুরু থেকেই, তবু আজও অবধি তেমনকিছু করে উঠতে পারেনি বিপ্লবের জন্যে, তাই মরোজফের মনে আপশোস। বিপ্লবের সময় সে আস্ত্রাখানে—দশ বছরের ছেলে; তার মা একটা হোটেলে কাপড়-কাচার কাজ করতেন। সে দেখেছে সৈনিকদের ধর্মঘট, আর তার পরেকার বিশৃঙ্খলা। ভুখা ইরানী শ্রমিকেরা লম্বা লম্বা ছুরি নিয়ে তাদের রুশ মালিকদের গুদাম লুট করেছে, মরোজফ মুগ্ধ হয়ে সব দেখেছে।

নানা সভায় ঘুরে ঘুরে সে বক্তৃতা শুনেছেঃ জারের পক্ষে কে? কে সোবিয়েৎ শক্তির পক্ষে? হোটেলের মালিক পাঁচ-দশ রুব্‌ল করে দিয়েছিল তার কর্মচারীদের প্রত্যেকটি ভোটের জন্যে; তাই মরোজফের মা ভোট দিয়েছিল জারের পক্ষে। মালিক প্রথমে পাঁচ রুব্‌ল দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তবু মরোজফের মা ইতস্তত করতেই মালিক দাম চড়িয়ে দিল দশ। মরোজফের মা'র ইতস্তত করবার কারণ, সে জানতোই না তার ভোট আছে, কিন্তু দশ রুব্‌ল পেয়ে বুঝলো—আছে।

মরোজফ অবিশ্যি মাকে বলতে পারতো যে, মেয়েদেরও এখন ভোট আছে, কিন্তু মা'র সঙ্গে সে তেমন কথাই বলত না। রেড গার্ডরা 'বিপ্লবী শৃঙ্খলা'র ঘোষণা করত, লুটতরাজ আর অরাজকতা দমন করত—সেই রেড গার্ডদের সভার কাছে ঘোরাঘুরি করতেই তার বেশি ভাল লাগত। তারা অফিসার নির্বাচন করত, অস্ত্রশস্ত্র জবরদখল করে নিত, আর কায়েম করত 'জনগণের ক্ষমতা'। এগারো বছর বয়সেই মরোজফ দেখেছে কিভাবে সরকার তৈরি হয়; সে জানতো সে নিজে সোবিয়েৎ শক্তিরই সপক্ষে। থিয়েটার স্কয়ারটায় আগুন জ্বলে গেল; লড়াই চলল আস্ত্রাখান দুর্গটির জন্যে—মরোজফ দেখেছে। সেখানে একজন পুরনো বলশেভিকের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, এই নতুন দেশে অনেক দক্ষ লোকের দরকার হবে; তিনি বলেছিলেন, শ্রমিকের ঘরের ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষা আর ট্রেনিং পেয়ে হবে দুনিয়ার আশাভরসাস্থল। তাই মরোজফ সচেতন নিষ্ঠার সঙ্গে এক বছর ইস্কুলে গেছে—লিখতে-পড়তে শিখেছে।

হোটেলের মালিকটা অন্যান্য মালিকের সঙ্গে পালিয়ে গেলে মরোজফের মা প্রভুহীন অবস্থায় কেমন অদ্ভুত অস্বস্তি আর অনিশ্চয়তা বোধ থেকে নীপার নদের ধারে গ্রামে ফিরে জেলা হাসপাতালে কাপড়কাচার কাজ পেয়ে তারই মাঝে টাইফাসে পড়ে মারা গেল। তখন মরোজফ কাজ নিলো কুলাক হ্যাকম্যানের খামারে। সেই কাজে তার হাত হল মজবুত, আর জঘন্য আর সামান্য খাবারে দেহ হল শীর্ণ; সেই খাবারই ছিল মজুরি। কুলাকের জন্যে কাজ করতে তার ভালো লাগেনি; সে জন্যে-তো বিপ্লব হয়নি! এখন সে অনেক বেশি সময় কাজ করে 'নবীন ক্ষেতী'তে; কুলাকের জন্যে সে কখনও এতক্ষণ কাজ করেনি। এ কাজই আনন্দ! শুধু যদি স্তেপানের মতো তাগড়া আর সবার প্রিয় হতে পারতো তাহলে কাজ করতে পারতো আরও ঢের বেশি। তার মনে হয় এতকাল কিছুই সে করতে পারেনি। স্তেপানের প্রাণশক্তি দেখে ঈর্ষা হয়, কিন্তু সে প্রাণশক্তি ব্যবহৃত হয় এমন হেলাফেলায়!

এবার বই পাওয়া যাবে। কত কষ্ট করে হেঁটেহেঁটে মরোজফ স্কুলবোর্ডে গেছে, কিন্তু সামান্য যা পাঠ্যপুস্তক ছিল তা সেপ্টেম্বর মাসেই বিভিন্ন ইস্কুলে বিলি

হয়ে গেছে। গ্রামের বাজার থেকে মরোজফ খুঁজে বের করেছে তিনখানা বই : একখানা ডাক্তারির বই, একখানা বাতিল পাটীগণিত, আর রূপকথার বই একখানা। তাই নিয়েই ক্লাস বসাবার চেষ্টা হয়েছে। ডাক্তারি বইখানার ছবিগুলো বেশ লাগে, কিন্তু তার একটা কথাও উচ্চারণ করা যায় না। পাটীগণিতখানা জমিদার, খাজনা, আর সুদের নানা আজেবাজে কথায় ভরা ; তা দিয়ে এই কম্যুনের কী হবে ?

রূপকথার বইখানা সবার প্রিয়। আলোচনা শুরু হয়—পরী বলে কিছু আবার থাকতে পারে নাকি ? কেউ কেউ বলে, একেবারে যখন ছাপার অক্ষরে রয়েছে তাহলে আছে নিশ্চয়ই। মরোজফ আর স্টেশা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে একমত : পরী নেই। এইসব রূপকথা মরোজফের অপছন্দ—কারণ, ও-তো সব মিথ্যে কথা। কম্যুনে শেষপর্যন্ত ঠিক হল যে, পরী এক সময়ে হয়তো-বা ছিলই, যেমন ছিল জার আর স্বর্গীয় ঋষিরা, আর গৃহদেবতা, আর শয়তান, কিন্তু সে সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে, যদি একেবারে বিলুপ্ত না-ও হয়ে থাকে, তাদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে বলশেভিকরা।

রূপকথাগুলি কিন্তু শুনাতে হল। সেই-যে হংসী-মেয়েটি বিয়ে করল রাজপুত্রকে সে-গল্প শিক্ষয়িত্রী জোরে জোরে পড়লেন। কিন্তু কী করে-যে গল্প শেষ করা যায় তাই নিয়ে তিনি মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন—কেননা, এখনকার এই বিপ্লবী দিনে-তো রাজপুত্রকে বিয়ে করে 'মহা সুখ-শান্তিতে ঘরকন্না' হতে পারে না। তিনি বললেন, এই বিয়েটা অন্যায় হল ; সৎ শ্রমের জীবন ছেড়ে হংসী-মেয়েটি গিয়ে পড়ল প্রাসাদে, এবং সেই হংসী-মেয়েরই আগেকার বন্ধুবান্ধব সাধারণ মানুষের অর্থ ছিনিয়ে নিয়ে গড়া হয়েছে সেই প্রাসাদ। হংসী-মেয়েটিকে বড় ভাল লেগেছিল এই তরুণ-তরুণীদের ; তাই তার এই কলঙ্কময় পরিণতিতে সবাই প্রতিবাদ জানালো। ভাল সমাধান দিলো মারিন : হংসী-মেয়ের বিয়ে হল কয়লাখনির একজন শ্রমিকের সঙ্গে, এবং সেই শ্রমিক হয়ে গেল জেলার সমস্ত খনির 'লাল' ডিরেক্টর।

'নবীন ক্ষেতী'র শিক্ষার উপযোগী নয় এসব বই—সে বিষয়ে মরোজফের কোন সন্দেহ নেই। জাপোরোঝে'তে কমসোমলে মরোজফ সমস্যাটা তুলল। সেখানে

কথা পাওয়া গেল যে, কৃষিযন্ত্রপাতি নির্মাণের কম্যুনার কারখানার কারিগরি শিক্ষায়তন কিছু বই দিয়ে সাহায্য করতে পারে। তাই আজকের এই রোদে-ঝলমল অপরাহ্ণে মরোজফ স্কেট করে নদী পাড়ি দিয়েছে।

কারখানা কমিটির সভাপতি নিকোলাই ঈভানোভিচ তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর ধূসর রঙের সহৃদয় চোখের কোলে কালি পড়েছে; পাতলা মধ্যবয়সী সেই মানুষটি মরোজফের প্রতি অন্তরঙ্গ হেসে পাক-ধরা পাতলা চুলে শীর্ণ হাত চালিয়ে বললেন:

"আচ্ছা, দেখা যাক…সেই কলোনি…বই…ক'জন তোমরা?"

"একত্রিশ জন।"

"চলো ইস্কুলে। বেশি আছে বলে মনে হচ্ছে না।"

দু'টি ক্লাসঘর, চারটি কর্মশালা, আর আপিস—এই নিয়ে কম্যুনার কারখানাটির কারিগরি শিক্ষায়তন; তার সর্বত্র শৃঙ্খলা আর সুষ্ঠু লক্ষ্যসাধনের একটা সুস্পষ্ট ছাপ। একশ'র বেশি ছেলে পড়ছে—যন্ত্রপাতি চালানো শিখছে। মরোজফ ভাবে, 'নবীন ক্ষেতী' কবে এমনি একটি চমৎকার ইস্কুল বসাতে পারবে!

আপিসে দেখা হল ইস্কুল কমিটির দু'টি ছেলের সঙ্গে—কেউই মরোজফের চেয়ে বেশি বড় নয়।

ওদের মধ্যে লম্বা ছেলেটি বলল: "পাঠ্যপুস্তক আমাদের বাড়তি নেই। আমরা পাঁচ-পাঁচ জনে এক-একখানা বই ভাগাভাগি করে পড়ি। তোমাদের কলোনি সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা ঠিক করেছি পাঁচের জায়গায় সাত করে কয়েকখানা বই বের করব তোমাদের জন্যে। প্রধানত অঙ্ক আর পাঠমালা আমরা দিতে পারি আটখানা—কাগজের মলাট, কিন্তু এই বছরেরই বই, আধুনিক এবং একেবারে সমসাময়িক।"

সানন্দে ধন্যবাদ জানিয়ে মরোজফ বলে: "তাই-তো সবচেয়ে দরকারি। একখানা পুরনো পাটীগণিতের বই আমাদের আছে, কিন্তু তার আঁকগুলোর কথা আমাদের জীবনের সঙ্গে একটুও মেলে না।"

বইগুলো চেপে ধরে সে একখানা খোলে। তার চোখ দুটো জলজ্বল করছে; বইয়ের পাতা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। আন্তরিক আগ্রহ-সহকারে

নিকোলাই ঈভানোভিচ তার দিকে চেয়ে দেখেন। বলেন: "অনেক দূর হেঁটে এসেছ; চলো আমাদের কারখানার খাবার-ঘরে গিয়ে একটু চা খাওয়া যাক।"

মরোজফের ঠোঁটে সুখী মৃদু হাসি। এই মানুষটিকে খুব ভালো লাগে; তাঁকে একটু জানতে ইচ্ছে করে। কারখানায় চা—সে-ও ত' একটা মস্ত ব্যাপার! কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে: "বলে এসেছি বই পেলেই অমনি ফিরব। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

নিকোলাই ঈভানোভিচ বললেন: "এই বই নিয়ে পড়াশুনা কেমন চলে তা আমাদের জানিও। তোমাদের কলোনির সাফল্য আমাদের সবারই পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।" চেরুমশানে ফিরবার ঠাণ্ডা পথে সর্বক্ষণ বইগুলির মতো ঐ কথাগুলিও মরোজফকে উত্তাপ যুগিয়েছে।

কয়েকদিন খামারের প্রত্যেকেই নতুন বইগুলি পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠল; প্রত্যেকের সাগ্রহ পড়াশুনোর নাড়াচাড়ায় বইয়ের মলাট জখম হয়ে গেল। তারপর একটু বেশি পড়ুয়াদের ছাড়া অন্যান্যের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এল। একটু গরম ক্লাসঘর নেই; উপযুক্ত সাজসরঞ্জামও নেই, শিক্ষয়িত্রীটিও সুযোগ্যা নন। শিক্ষার প্রতি ইরেমিয়েফের মৌখিক দরদের অভাব নেই, কিন্তু কাগজ-পেন্সিলের প্রতি টান-দোষ যেসব ছেলের তাদের উপর তার আস্থা নেই; গরু-ঘোড়াটোড়া নিয়ে আর হাতিয়ারে যারা দড় তাদেরই সে ভালোচোখে দেখে। ছেলেরা নিজেরাই বাইরের কাজেই বেশি আগ্রহ বোধ করে; লেখাপড়া শিখতে বাধ্য করাবার মতো নিয়মশৃঙ্খলা কলোনিতে নেই।

মেয়েদের কাজ নিরানন্দ; তারা বরং পড়তেই বেশি পছন্দ করে—তারা দেখে জীবনের একঘেঁয়েমি থেকে ছুটি পাবার এই একটিই পথ আছে। একটু গরম হবার জন্যে গায়ে দেবার কাপড় চোখ পর্যন্ত টেনে তারা শুয়ে শুয়ে পড়ে। পড়ে ছেলেদেরও কেউ কেউ; এই ব্যাপারে স্তেপানের সঙ্গে মারিনের মেলে না। একখানা বইয়ে পাটীগণিতের একটা আঁকে সাইবেরিয়ার নাম দেখবার পর থেকে সে অঙ্কের মহা ভক্ত হয়ে পড়ল। মরোজফ তো পাটীগণিতের এ-মলাট থেকে ও-মলাট পর্যন্ত গিলে খায়। সে শেখে কোনো গ্রামে গরু গোনার পদ্ধতিটা কি, কৃষকেরা কোন্ কোন্ খাদ্য রপ্তানি করতে পারে তা বলা যায়

কী করে, একটি বড় গ্রাম থেকে কতজন সদস্য নির্বাচন করা যায় কাউন্টি সোবিয়েতের জন্যে ; জমির পরিমাণ আর 'খাইয়ের' সংখ্যা অনুসারে কৃষকের খাদ্য-কর হিসেব করার পদ্ধতি পর্যন্ত সে শিখে ফেলে। বিপ্লবের ফলে অঙ্ক বদলে গেছে ; এমন পাটীগণিত স্পষ্টতই জীবনের পথপ্রদর্শক।

বইগুলি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই এল এবারকার শীতকালের সবচেয়ে বেশি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ডনেৎস কয়লা এলেকায় একটি গবেষণামূলক সফর থেকে ফিরছিল মস্কোর জন চল্লিশেক ছাত্র-ছাত্রী। একখানা ভাঙা মালগাড়িতে রাস্তা বন্ধ হওয়ায় তারা একদিনের জন্যে আটক পড়ে' ঘোষণা করল রেললাইনের কাছে খোলা মাঠে তারা 'এক-দিনের বিশ্ববিদ্যালয়' বসাবে ; সেখানে রেলশ্রমিক, কৃষক, আর ছেলেমেয়ের জন্যে আলোচনা হবে। ব্যাপারটা হবে চেরুমশানের উল্টো দিকে নদীর অপর-পারে।

এই এক-দিনের ইস্কুলে কে-কে যাবে তাই নিয়ে 'নবীন ক্ষেতী'তে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব লেগে গেল। যারা বাইরের কাজে যায় তাদের পালা করে পরবার জন্যে কলোনিতে আছে মোট ন'টি ভেড়ার চামড়ার কোট, আর ন'জোড়া ফেল্টের জুতো। স্তেপানের দলই তা সব হাত করে বীরবিক্রমে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে' গেল। মরোজফ যেতে পেলো না। মেয়েদের আলাদা জুতো ছিল, তাই আরও দুটি মেয়েকে নিয়ে গেল স্টেশা।

'মানুষের প্রকৃতি-জয়ের' ঘোষণা জানালো ছাত্রেরা। চাষ-আবাদের পুরনো কায়দাকানুন সব বাজে। তারা বলল, মুনি-ঋষির নামে দিন দেখে ফসল রোয়ার ব্যাপারটা বাজে। বৃষ্টির জন্যে কিংবা ক্ষেতে দেবতার আশীর্বাদের জন্যে মিছিল —সব বাজে। মাটির অনেকখানি নীচু পর্যন্ত লাঙল চালানো, উপযুক্ত বীজ নির্বাচন, আর সময়ে-সময়ে দরকারমতো জল-সেচব্যবস্থা—এই হল বিজ্ঞানের পদ্ধতি। মানুষকে প্রকৃতি জয় করতে হবে ; মানুষ হবে আপন ভাগ্যবিধাতা।

সশ্রদ্ধভাবে শুনতে শুনতে কৃষকেরা ছাত্রদের মুখে ঋষিদের নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভরে কপালে-বুকে ক্রসের চিহ্ন করল। এই শহুরে জ্ঞানের কোন মূল্যই দিল না তারা। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস—দেবতার আশীর্বাদ বিনা মাটিতে ফসল ফলে না ; ট্রাক্টরে মাটি বিষিয়ে যায়। 'নবীন ক্ষেতী'র

ছেলেমেয়েরা কিন্তু ছাত্রদের কথা বিশ্বাস করল; বয়সে তাদের চেয়ে সামান্যমাত্র বড় এই মস্কোর ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তারা মহা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

স্টেশা একেবারে আনন্দে আত্মহারা। ছাত্রদের স্পেশ্যাল গাড়িখানার কাছে সে এমন মুগ্ধ আকৃষ্ট হয়ে ঘুরছিল যে, তারা তাকে ডেকে নিল। সম্পূর্ণ আসবাববর্জিত তৃতীয় শ্রেণীর এই কামরাটিকেই স্টেশার বেশ চমৎকার অন্তরঙ্গ মনে হল। এর আগে সে কখনও ট্রেনের কামরায় ঢোকেনি। সে থাকতে থাকতে ছাত্ররা নতুন নতুন সব জনপ্রিয় গান গাইছিল। আনন্দের আমেজে আচ্ছন্ন হয়ে স্টেশা চেরুমশানে ফিরল—ছাত্রদের নতুন বইয়ের একখানা তার সঙ্গে।

'নবীন ক্ষেতী'তে একটি নতুন গান দেখা দিল। স্টেশা ছাত্রদের কাছে শিখে এসেছে। মেয়েরা রান্না করতে করতে গায়; ক্রমে ছেলেরাও শিখে ফেলল। সেই হল সবার প্রিয় গান:

আমরাই আপন ভাগ্যের কারিগর।
আঘাতের পর আঘাতে
কঠিন ধাতু পিটিয়ে গড়ি
সুখী জীবনের চাবিটি।
হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে
ফুটিয়ে তুলি নতুন দেশের রূপ।
আমাদের মুক্তিকে রূপ দিই।

গানটির চেয়েও নতুন বইখানি স্টেশাকে প্রবলতর ভাবাবেগে আলোড়িত করে। 'মানুষের প্রকৃতি-বিজয়' নামে পাঁচ শ' পৃষ্ঠার বইখানি পড়তে পারে শুধু মরোজফ আর স্টেশা। বইখানি পড়তে পড়তে স্টেশা একেবারে যেন সত্তান্তরিতই হয়ে যায় দেখে সে চাইলেই মরোজফ সানন্দে বই ছেড়ে দেয়। স্টেশা আগে ছিল একটু মনমরা ধরনের—সকলের শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তেমন নজর টানে না; এখন হাবভাবে মনে হয় বিপুল এক নতুন সুখে যেন ভরে উঠেছে তার জীবন। এখন তার অস্তিত্বটাই যেন কী এক বিরাট আনন্দে

উল্লসিত; সবারই সে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর স্তেপান! কী এক অদ্ভুত তাড়নায় স্তেপান যেন দু'হাতে বজ্রমুষ্টিতে চেপে স্টেশার সেই আনন্দের গোপন কথাটিকে ছিনিয়ে নিতে চায়!

একদিন সে বইখানা ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে গেল। কয়েকটি মাত্র কথা পড়তে পারল, কিন্তু ছবিতে দেখল হাওয়াই কল, স্টীমার, ছাপাখানার যন্ত্র, এবং এমনি আরও নানা ভাল ভাল জিনিস। এসব নিয়ে স্টেশার আবার কী? এ-তো সব ছেলেদের জন্যে। ভালই একরকম, কিন্তু স্টেশার অত উত্তেজিত হবার কী আছে? স্টেশা পাগলের মতো অনুসরণ করে দেখে স্তেপানের মজা লাগে; বড় ভাল লাগে স্টেশার মিনতিভরা দৃষ্টি। স্তেপান ঔদার্যভরে বলে, "নাও!" স্টেশা যেন প্রাণ পায়।

সেদিন রাত্রে সবাই যখন খাবার পর উনুন ঘিরে বসে ছিল, স্টেশা তখন পড়ছিল মোমবাতিটি জ্বেলে। মরোজফ তাকে আলতোভাবে জিজ্ঞাসা করল: "এত উত্তেজনার কারণ কী?"

জ্বলজ্বলে চোখদুটি তুলে স্টেশা জানালো: "শাস্তিদাতা ঈশ্বরের বদলে এখানে আছে প্রকৃতির নিয়মাবলী।" পুলকিত তার কণ্ঠস্বর।

স্টেশার আনন্দে আনন্দ পেয়ে মরোজফ আরও কথা টানে: "তাই বুঝি?"

"প্রকৃতিতে বিশ্বাস রাখা ঢের বেশি ভাল।" স্টেশা বলে যায়: "ঈশ্বরের মতিগতি সব প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন; কখন কার-যে কী করে বসেন তিনি, বুঝবার জো' নেই। কিন্তু প্রকৃতির মতিগতি যে-কেউ পড়ে বুঝে নিতে পারে। আর তা যতই জানা যাবে, সারা দুনিয়ার মানুষের জীবন ততই সুন্দর করে তোলা যাবে।"

মরোজফের মুখে স্মিত হাসি। সে বলে: "শুধু নিজের করে রেখো না। আমাদের সবাইকে পড়ে শোনাও।"

সেদিন বাকি সময়টা এবং এমনি আরও অনেক সন্ধ্যায় স্টেশা সেই বইখানি জোরে জোরে পড়ে, আর সবাই ঘনিয়ে বসে শোনে কী করে সেই আদিম মানুষ নানা হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছিল, আর জল আর হাওয়া বাগিয়ে নিয়েছিল নিজের কাজে; মানুষ বাষ্প আর বিদ্যুৎ আর বেতার আবিষ্কার

করল কেমন করে ; এডিসন নামে একজন আমেরিকান কীভাবে খবরের কাগজ ফেরিওয়ালা থেকে বিরাট বিজ্ঞানী হয়ে উঠলেন—অজ্ঞাতের উপর তিনি করলেন মানুষের প্রভুত্ব বিস্তার ; কেমন করে মানুষের মুখে কথা ফুটে সেই হল পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানের উপায়, এবং সাধারণ প্রাণিজগৎ থেকেই সৃষ্ট মানুষ তার ফলে কীভাবে সেই প্রাণিজগৎ থেকে স্বতন্ত্র, উন্নত হয়ে উঠল ; কীভাবে লেখা উদ্ভাবন করা হল এবং আরও অনেক কাল মুদ্রণ—সেই মুদ্রণ স্থান-কালের ব্যবধান জয় করে মানুষকে এক সূত্রে গ্রথিত করল—সমস্ত মানুষের সমগ্র অতীত হয়ে উঠল যেকোন মানুষের ভবিষ্যৎ গড়বার সম্পদ। নীপার নদের ধারে শীতের রাত্রিগুলিতে মোমবাতির আলোয় অস্পষ্ট আলোকিত সেই ঘরটিতে দুর্ভিক্ষের অনাথ এই শীতে-কম্পমান ছেলেমেয়েরা এক নতুন দিশা পায়—তারা যেমন এই মহান মাতৃভূমি আর তার মহান বিপ্লবের যৌথ উত্তরাধিকারী, তেমনি ঐতিহাসিক যুগেরও বহু আগে, মানবজাতিরই স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের যে আরও অনেক বড় জয়যাত্রা তারও উত্তরাধিকারী তারাই, এবং স্মরণাতীত কালে যে-জয়যাত্রার সূচনা তা এগিয়ে যেতে পারে এই পৃথিবী ছাড়িয়ে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাও ছাড়িয়ে !

স্টেশার পড়া শুনতে শুনতে স্তেপানও অন্যান্যের মতো পুলক-শিহরিত হয়ে ওঠে। স্টেশাকে নিঙড়ে তার প্রবল ভাবাবেগ আপন করে দিতে চায় যেন। তবু স্তেপানের যেন একটু খারাপ লাগে—ঈশ্বর নেই, প্রকৃতি আছে, এতেই স্টেশার এমন পাগল হবার কী আছে ? স্তেপানের জীবনে ঈশ্বর কোনদিনই এমন একটা কিছু ব্যাপার ছিল না। কয়েক বছর আগে মা তাকে মাথায় মেরে মেরে আইকনের কাছে মাথা নোয়াতো। মা বলত : "ভাল খেতে পাবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো !" স্তেপান প্রার্থনা করত, আর দেখত, ভাল খাবার জোটে না—ও ব্যাপারটায় তার মনোযোগ এর বেশি একটুও এগোয়নি। লালফৌজ থেকে বাড়ি ফিরবার পর স্তেপান মনে করত সে মা'র চেয়ে বেশি জানে-বোঝে, এবং আর কখনও প্রার্থনা করেনি। কিন্তু তা নিয়ে স্টেশার মতো অমন পাগল হয়ে ওঠেনি-তো কখনও। কসাকের গুহা সম্পর্কে তার উত্তেজনাটা অমনি প্রবলই বটে।

পরদিন সওদাগরি কমিটি গেল একটা দূরের বাজারে। খড় স্লেজখানায় খড় ভর্তি করে দিল স্তেপান; স্টেশা আর মরোজফ গাড়িতে উঠলে স্তেপান চালালো। স্লেজগাড়িটার জন্যে ঘরে তৈরি রানারে ধাতুর নামগন্ধও ছিল না; গাড়িখানা সামনে আর পাশে সমানই সরে। গাড়ির গতির তালে খুশিতে ওরা এ-ওর গায়ে পড়ছে। স্তেপান দুষ্টুমি করে একবার স্লেজটি এমনভাবে চালালো যে, স্টেশা হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার গায়ের ওপর। তখন তাকে ঠেলে দিয়ে স্তেপান খেঁকিয়ে উঠল: "মেয়েদের নিজের জায়গায়ই থাকা উচিত।"

ঠাণ্ডা হাওয়ায় গোলাপী হয়ে উঠেছে স্টেশার গাল; স্তেপানের বিদ্রূপে তার চোখে আলো খেলে যায়। রোদে-পোড়া হাওয়ায়-মাজা কালোয়-সোনালীতে খাসা চুলের গোছাগুলোর কোলে স্তেপানের নীল চোখ দু'টি কী সুন্দর! ভালো লাগে বলেই তো অমনি দুষ্টুমি করে—তাই ভেবে স্টেশার খুশি লাগে। ওর হঠাৎ-ধাক্কায় স্টেশার ভিতরে কী যেন মধুর শিহরণ জেগেছিল। আবার একটু ভয় পাইয়েও দিয়েছিল; ভালই হয়েছে মরোজফ রয়েছে। তৃপ্ত মনে মরোজফের গায়ে হেলান দিয়ে বসে স্টেশা; মরোজফের নিরেট দেহটা যেন স্তেপানের ধাক্কার বেসামাল খুশিয়ালি থেকে আত্মরক্ষার প্রাচীর। স্টেশার তক্তকে হাসিটুকু অত কাছে পেয়ে মরোজফ খুশি, কিন্তু ওর কষ্ট লাগে যে, স্টেশার সঙ্গে সে স্তেপানের মতো আমুদে হয়ে উঠতে পারে না। স্তেপান মাতোয়ারা। কলোনির সেরা মেয়ে, এত শিক্ষিতা স্টেশা তার এক বছরের বড়, তবু তার স্পর্শে সে শিহরিত হয়, রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে স্তেপান স্টেশাকে জিজ্ঞাসা করে: "ঈশ্বর আর প্রকৃতি নিয়ে তুমি অমন উত্তেজিত কেন?"

অন্তরের গভীরতম কথাটি স্তেপান জানতে চাওয়ায় স্টেশা খুশি; নম্রভাবে জানায়: "ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার ব্যাপারটাই ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার। অনাথ আশ্রমে ঐ প্রার্থনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমরা খাটের তলায় গিয়ে লুকোতাম। কিন্তু ওরা ধরে ফেলে সেখান থেকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত।"

মনোযোগের নীরবতায় উৎসাহ পেয়ে স্টেশা বলে যায়: "আমাকে যখন অনাথ আশ্রমে দিল তখন বয়েস আমার ছ'বছর। পায়ের গোড়ালি অবধি লম্বা নীল পোশাক আর শাদা লম্বা অ্যাপ্রন হল দানে-খয়রাতে নির্ভরশীল আমাদের চিহ্ন—সেই পোশাকটা যখন পরাতো আমি তখন ভীষণ কাঁদতাম।

"সবচেয়ে আমাদের খারাপ লাগত রবিবারের প্রার্থনাটা। অন্যান্য দিন অত খারাপ ছিল না—সকালে-বিকেলে এক-এক ঘণ্টা, আর খাবার সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। রবিবার কিন্তু না খেয়ে গীর্জায় যেতে হত ভোর চারটেয়। বাতিগুলো জ্বলছে, আর ধুনচিগুলো দুলছে—তার পানে সোজা তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হত ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝেয়। মাথা ঘুরত, পা টলত, কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে সাহস হত না। মাঝ-সকালে ছুটি পেতাম বিশ্রামের, বাড়িতে গিয়ে খাবার সময় হ'তো না। তার পর আবার চলত প্রার্থনা দুপুর অবধি। তারপরও আবার অনাথ আশ্রমে ফিরে গৃহ-প্রার্থনা এবং এই সবকিছু শেষ হলে তবে খাবার ঘরে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে খাবার চেয়ে মন্ত্র-গান। বিকেলেও প্রার্থনা ছিল—বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত; সন্ত-ঋষির দিন পড়লে আরও অনেক রাত অবধি। এমন মাথা ঘুরত, আর এত ক্ষিধে পেত, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে এত কষ্ট হত! রবিবারের সেইসব প্রর্থনা আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ ব্যাপার।"

স্তেপান বড়াই করে: "আমি হলে পালিয়ে যেতাম।"

স্তেপানের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্টেশা বলে: "পালাবার জায়গা ছিল না। অন্য কোন জীবনের সঙ্গে কোন পরিচয়ই আমাদের ছিল না। তাছাড়া, ধর্মীয় শোভাযাত্রায় ছাড়া আমরা বাইরে বেরুতে পেতাম না কখনও।"

"বিপ্লব যখন মুক্তি দিল তখন নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলে তোমরা।"

"না, আমরা হয়েছিলাম আতঙ্কিত। খুব কেঁদেছিলাম সবাই। 'জার ফিরে আসুন' বলে আমরা প্রার্থনা করেছিলাম—কারণ, আমরা ভেবেছিলাম দুনিয়াটা শেষ হয়ে গেল। গোলাগুলী চলত রাস্তায়, আর আমরা মেঝের তলায় কামরায় গিয়ে কাঁদতাম আর প্রার্থনা করতাম। রাত্তিরে উপরে ফিরে জ্বলন্ত বাড়ি-

ঘরগুলো দেখে ভাবতাম ঐ বুঝি সেই ঐশ্বরিক বিচার, আর প্রার্থনা জানাতাম ঈশ্বর যাতে আমাদের নরকে না পাঠান।

"তারপর সব শান্ত হয়ে গেল; এক সপ্তাহ পরে এল নতুন পরিচালক—পুরনো পাদ্রী নয়; নতুন এই আমুদে তরুণ লোকটি আমাদের সবাইকে অন্যান্য সমস্ত ছেলেমেয়ের মতো খাটো পোশাক দিল। সেই সহসা এল মুক্তি; প্রার্থনাও করতে হয়নি, গীর্জায়ও যেতে হয়নি। কিন্তু সেই নতুন আনন্দের ভিতরও আমার ভয় ছিল ঈশ্বর হয়তো এই মুক্তির জন্যে শাস্তি দিতে পারে। সে ভয় আমার লেগেই ছিল এই বইখানা না পড়া অবধি। এখানে এ-ই দেখিয়েছে, মানুষ কীভাবে একত্র হয়ে প্রকৃতির শক্তিগুলিকে লাগায় নিজের কাজে। মানুষের অসাধ্য যখন কিছুই নয় তাহলে আর এই মুক্তির জন্যে ঈশ্বর শাস্তি দিতে আসবে কোথা থেকে?"

স্টেশার ভাবাবেগবিহ্বলতায় স্তেপান কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। ঠিক যে মুহূর্তটিতে সে তার হাতের মধ্যে এসে গিয়েছিল, দুরু দুরু করছিল তার স্পর্শে, ঠিক তখনই সে সরে গেল কোন এক অপরিচিত জগতে। মেয়েরা কী অদ্ভুত আর অস্বস্তিকর! স্টেশাও—যার সপ্রশংস দৃষ্টি অমন খুশির আমেজ এনে দিয়েছিল, যাকে এখন যেমন-খুশি পাওয়া যাবে মনে হয়েছিল, সেই স্টেশাও কী অদ্ভুত!

বিরক্তির ঝাপ্টাটাকে কাটাবার জন্যে স্তেপান জোরে চাবুক কষে ঘোড়ার পিঠে। স্লেজটা লাফিয়ে এগিয়ে যেতেই স্টেশা পেছনে আছড়ে পড়ে খড়ের উপর। সামলে নিয়ে স্টেশা চুপ করে যায়। অমন মন খুলে কথা বলেছে তাই ভেবেই এখন লজ্জা হয়। পাগল নাকি? জীবনে আর কখনও-তো কাউকে এত কথা সে বলেনি। সে চেয়েছিল তাকে স্তেপানের ভাল লাগবে, কিন্তু সে গেল রেগে। বঞ্চিত নিঃসঙ্গ লাগে।

গাড়ি তখন বাজারখোলায় ঢুকছে। একটু হাঁফ ছাড়বার জন্যে সেই দিকে ফিরে স্টেশা বলে ওঠে: "কী দুষ্টু শূয়োরছানা; ঠিক আমাদেরগুলোর মতো—শুধু একটু বড়। কী জানি আমাদেরগুলোকে ঠিকমতো খাওয়ানো হচ্ছে কিনা। আমি জেনে নেবো।"

গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে স্টেশা স্তেপানের থেকে দূরে চলে গেল। চলেছে মাথা তুলেই, কিন্তু কাঁপছে; জ্বলছে চোখ-মুখ। স্টেশা দেখলও না যে, মরোজফও লাফিয়ে নেমে কিছু দূর এগিয়ে পরে আশাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে চেয়ে শেষে ধীরে ফিরে গিয়ে স্তেপানের সঙ্গে গাড়ি থেকে জিনিস নামাতে লাগল।

স্তেপান সুকৌশলে গাড়িখানাকে বাজারের বেশ ভাল জায়গাতেই এনে ফেলেছিল। কৃষকদের একখানা গাড়ির পাশ কাটাবার সময় সে সূর্যমুখীর বীজ তুলে নিয়েছিল এক মুঠো—তাই এখন সে দাঁতে ভেঙে ভেঙে খোসাগুলোকে সমানে থু-থু করে ফেলছে। স্টেশার ওপর জয় আর বিরক্তি কোনটাই এখন আর তার মনে নেই। এখন ভাবছিল ঘোড়া থাকাটা কী মজার!

ইলিয়া মরোজফ জীবনে এই প্রথম সারা দুনিয়াটারই উপর রেগে গেছে। স্তেপানের কাছে মনটাকে অমনভাবে মেলে ধরেছে তাই স্টেশার ওপর রাগ; স্তেপান তাতে নিঃসাড়, তাই স্তেপানের ওপর আরও রাগ; এবং নিজের ওপর রাগটাই সবার বেশি—কারণ, এক স্টেশা ছাড়া আর সবার সঙ্গেই সে কেমন সহজে কথা বলতে পারে, আর স্টেশার যে-সৌন্দর্য তার অত প্রিয় তা সে খুলে ধরতে পারেনি—তা করল আরেকজন।

তারপর রাগ কেটে গেল। গাড়িগুলোর মাঝে মাঝে শুয়োরছানাগুলোর সঙ্গে ছুটে ফিরছে স্টেশা—মরোজফের সমগ্র চেতনায় এখন আর কিছুই নেই। যেন না তাকিয়ে, না শুনেও, যেন বাজারের ওধার থেকেও স্টেশার দেহের প্রতিটি ভঙ্গি তার অনুভূতির মাঝে সঞ্চারিত হয়ে যায়—সে দেহ যেন তার নিজেরই।

৫

রোদ বিষ্টির কান্নাহাসি নিয়ে এল মার্চের উতল খেয়ালী হাওয়া। তার স্পর্শে বরফ গলে' খাঁড়ি ছাপিয়ে ধারা ছুটল চেরুমশানের পাহাড়ে ; ফাটল ধরিয়ে দিল বরফ-জমাট পাড়ে। চাষের জন্যে তৈরি হয়ে গেল 'নবীন ক্ষেতী'র ছেলেরা।

বরফের ঝড়ের ফাঁকে ফাঁকে মাঠে গিয়ে সারা শীতকাল ওরা পরিকল্পনা রচনা করেছে। ইতস্তত ছড়ানো চারটি মাঠে এক শ' একর জমি। সবার কাছের জমিটাই নদীর উজানে মাইলখানেক দূরে—কসাকের গুহার কাছেই। সবচেয়ে বড় জমিটা প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে। এত দূরে দূরে ছড়ানো জমি, তাও এত বড় বড় তবু ওরা ভাবে মাত্র চারটি জোত। —ছেলেরা মনে করলো, এগুলো সামাল দেওয়ার যোগ্যতা তাদের আছে। তারা তো আধুনিক! সে সব কৃষকের কুড়ি একর জমিও আছে তার প্রায় সবই ছড়ানো থাকে এদিক-ওদিক দশ-বারোটা জোতে—ক্ষেতে কাজের চেয়ে সময় কাটে যাতায়াতেই বেশি।

ঠিক হয়েছে দূরের জমিটায় হবে গম—একদল ছেলে গিয়ে তাঁবু ফেলে বুনে আসতে পারবে। বাজরা আর সূর্যমুখী হবে কাছের জমিগুলোতে, কারণ এতে খাটুনি লাগে প্রচুর। চেরুমশানের খাদগুলোতে উর্বরা মাটির ছোট্ট টুক্‌রো টুক্‌রো জমিতে হবে শাকসবজী। ঘোড়ার সমস্যাই প্রধান সমস্যা। দু'টি মাত্র ঘোড়া দিয়ে কাছের জমিগুলিতে চাষ হতে পারে, কিন্তু গমের ক্ষেতে কিছুতেই না, অথচ, সেই গমের ক্ষেতই তো ভবিষ্যতের আশা-ভরসা—তা না হলে প্রসার তো দূরের কথা, এখানকার একত্রিশ জনের খাবারই জুটবে না।

ঘোড়া সংগ্রহ করবার জন্যে সযত্নে সব রকমেই চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। যেসব কৃষকের ঘোড়া নেই তারা সাধারণত কুলাকদের কাছেই ভাড়া নেয়, কিন্তু খামার কম্যুন তা করতে পারে না ; তাছাড়া, উন্নতি করার পথও ওটা নয়। কিচ্‌কাসে হালে একটি 'পারস্পরিক সহায়তা কমিটি' গঠিত হয়েছে, কিন্তু তাদের

অবস্থা আরও খারাপ : গ্রাম্য সরকারী কর্মকর্তাদের চারটি ঘোড়া তাদের সম্বল এবং সাহায্যপ্রার্থী পরিবার হল অন্তত চল্লিশটি। কাছেই একটি সরকারী খামারের অবস্থা মোটামুটি ভালই; এখন ঘোড়ার সাহায্য পেলে 'নবীন ক্ষেত্রী'র ছেলেরা ফসল তোলার সময় সেখানে গিয়ে খেটে দেবে—এই প্রস্তাব নিয়ে গেল ইয়েরেমিয়েফ। সরকারী খামারের ম্যানেজার আরামপ্রিয় বুদ্ধিজীবী; কৃষি সম্পর্কে পড়াশুনা করেছে, কিন্তু কখনও লাঙল ধরেনি; 'অসম্ভব' বলে সে প্রস্তাবটি উড়িয়ে দিল।

সে বলল : "আমার শ্রমিকদের উপর আস্থা রাখতে পারছি না; নিজের খামারেই চাষ-আবাদ করে উঠতে পারব কিনা সন্দেহ।"

শেষপর্যন্ত একমাত্র ভরসাস্থল রইল লালফৌজ। অভাবী খামার কম্যুনগুলিকে তারা অনেক সময় 'দত্তক' হিসাবে গ্রহণ করে—ঘোড়া দিয়ে সাহায্য করে। স্তেপান, মরোজফ আর ইয়েরেমিয়েফ'কে নিয়ে কমিটি তৈরি করে পাঠানো হল সেই সাহায্য পাবার জন্যে। একটা রেজিমেণ্ট পাওয়া গেল—তারা কিচ্‌কাসের কাছে আরও একটি খামারকে 'দত্তক' নিয়েছে; সেখানে যা কথা দেওয়া হয়েছে সেই কাজ শেষ হলে চারটি ঘোড়া তারা ধার দিতে পারে।

ইয়েরেমিয়েফ কৃতজ্ঞতা জানাতে ব্যস্ত, তারই মাঝে মরোজফ একটি নতুন প্রস্তাব তুলল; কলোনির ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী হয়েছিল সে প্রস্তাব। গমের ক্ষেতটি সে ঘুরেফিরে দেখেছে—জমিটা রয়েছে উঁচু খোলা ঢালুতে।

মরোজফ বলে : "এ এলাকায় সবার আগে শুকোয় আমাদের জমিটা। অন্যান্যের পরে তোমাদের সাহায্য নিলে বড় দেরি হয়ে যাবে। ঘোড়া আগে পেলে ঈস্টারের আগেই আমরা কাজ শেষ করতে পারি—আর সবাই-তো শুরুই করবে সেই ঈস্টারে।"

বিস্মিত আগ্রহে তার দিকে চেয়ে লালফৌজের সৈনিকটি জিজ্ঞাসা করে : "ক্ষেতের 'আশীর্বাদে'র আগেই তোমরা চাষ শুরু করতে চাইছ?"

মরোজফ সুচিন্তিত জবাবে বলল : "মাটিতে লাঙল চালানোর অবস্থা হলেই।" ইয়েরেমিয়েফ আর স্তেপানও একমত।

স্মিত হেসে সৈনিকটি কথা দিল: 'আশীর্বাদে'র আগে যখনই চাইবে তখনই ঘোড়া তোমাদেরই। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াই দেখে আমরা খুশি হলাম।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কৃষকেরা গীর্জায় পার্বণ অনুসারেই চাষাবাদের দিন ঠিক করে এসেছে। রুশ গীর্জায় পঞ্জিকা ক্রমাগত বেঠিক হয়ে পড়েছে, আর বীজ বোনার পঞ্জিকাসিদ্ধ দিনটি ক্রমেই সরে সরে এখন স্বাভাবিক বসন্ত সমাগম থেকে তেরো দিন পেছিয়ে পড়েছে। ধর্মের বিরুদ্ধে গেলে অশুভ ফলের ভয়ে কোন কৃষকই তবু 'আশীর্বাদে'র আগে মাটিতে লাঙল দিতে সাহস পায় না। অনড় সংস্কারের জন্য এই দেরিতে চাষই ছিল উক্রাইনের উর্বর মাটিতে কম ফলনের একটি কারণ। মস্কোর সেই ছাত্রদের কথা শুনবার পর থেকেই 'নবীন ক্ষেতী' দৃঢ়সংকল্প হয়ে আছে, গীর্জার নির্দিষ্ট দিন অমান্য করে তারা চাষ করবে 'বিজ্ঞান অনুসারে'।

ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়েই চারটি ঘোড়া পাওয়া গেছে শুনে স্টেশার আর আনন্দ ধরে না। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে ওঠে: "প্রকৃতি জয় করার জন্যে আমরা এক হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখো সবাই কেমন আমাদের সাহায্য দিতে এগিয়ে আসছে!"

নম্রভাবেই মরোজফ একটু সংশোধন করে বলে: "সবাই নয়। সরকারী খামার নয়, গ্রাম্য কর্মকর্তারাও না। এখন অবধি শুধু লালফৌজ।"

"সেই কি যথেষ্ট নয়?" স্টেশা বলে: "আরও পেতেও দেরি হবে না।"

তার ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলল প্রায় কথার পিঠেই। জাপোরোঝে'তে কৃষিযন্ত্র তৈরির কারখানায় নিকোলাই ঈভানোভিচ কলোনিটির পরিকল্পনার কথা শুনে কারখানা কমিটির সভা ডেকে বললেন: "দেখো, 'নবীন ক্ষেতী' কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তারা চাষ করতে যাচ্ছে আগেই। একটা ভাল লাঙল ওদের দেওয়া যাক।"

প্রস্তাবটি কমিটিতে পাস হল; কারখানা কর্তৃপক্ষও রাজি হলেন: চাষ শুরু হবার এক সপ্তাহ আগে 'নবীন ক্ষেতী'র হাতে-তৈরি কাঠের সাজসরঞ্জামের সঙ্গে যুক্ত হল কারখানায় তৈরি খাঁটি ইস্পাতের লাঙল—এই জেলায় প্রথম আমদানিরই একটি।

সপ্তাহে দু'বার করে মরোজফ যাতায়াতে কুড়ি মাইল পথ হেঁটে গমের ক্ষেতটি দেখে আসে—মাটির অবস্থা কী। তারপর মাঠের কাজের জন্যে ছেলের দল বেরিয়ে পড়ল; মরোজফ আর ঈভানের উপর তার ভার। ঘোড়া দু'টি সমেত স্তেপানের কাজ পড়ল বাজরার ক্ষেতে; তবে গমের ক্ষেতের জন্যে গাড়ি চলাচলের কাজও সে-ই করত।

চাষ আর বোনা পর্যন্ত সর্বক্ষণই মাঠে থাকতে হবে, তাই গমের ক্ষেতের ছেলেরা গিয়েই তাঁবু ফেলল। কতকগুলি খুঁটির উপর চালে ঘাস আর খড়ের পুরু ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরি হল—তাতে জল-হাওয়া ঠেকবে, কিন্তু খুব বেশি বিষ্টি হলে বিপদ হতে পারে। একটা আড়া বেঁধে তাতে বালতি ঝুলিয়ে তৈরি হল রান্নার ব্যবস্থা। সপ্তাহে একদিন করে স্তেপান গাড়ি করে দিয়ে আসে আলু, বাঁধাকপি আর বড় বড় পাউরুটি। শীত কালের চেয়ে এখন রুটির বরাদ্দ বেশি—বহু বছরের মধ্যে তারা এত বেশি পরিমাণে খেতে পায়নি। চাষের মরশুম হল কঠোর পরিশ্রমের সময়—এ সময় ক্ষেতী আর হালের ঘোড়ার খোরাক যথেষ্ট চাই। প্রতিদিন দুপুরে তাই সূর্যমুখীর তেলে রান্না যথেষ্ট পরিমাণ আলু, বাঁধাকপির ঝোল। সকাল-সন্ধ্যায় ফুটন্ত জলে ভাজা গমের দানা ভিজিয়ে সামান্য চিনি দিয়ে তৈরি হয় মিষ্টি 'চা'। চেরুমশান থেকে যেদিন ঘোড়া এল সেদিন সে চা'য়ে দুধও পড়ল।

প্রথম সপ্তাহে ইয়েরেমিয়েফও ওদের সঙ্গে কাজ করল। আবহাওয়াও ছিল ভাল, স্টেশার তৈরি রুটিও ছিল সুস্বাদু—কাজ চলল তরতর করে। তারপর ইয়েরেমিয়েফ গেল বাজরার ক্ষেতে, আর এল বিষ্টি; এঁটেল মাটিতে লাঙলের গতি শ্লথ হয়ে এল। বিষ্টির দাপট পড়ে পাতলা কোটে, মোজাহীন পায়ে; ভিজে-নরম খড়ের স্যাণ্ডাল ভেদ ক'রে কাঁটা বেঁধে পায়ে। সর্দিজ্বরে পড়ে কেউ কেউ। এর ওপর আবার দ্বিতীয় খেপে স্টেশার বদলে অন্য মেয়ের তৈরি রুটি এল, ভারি আর টক—তাই খেয়ে পেটকামড়ানি হল। ছেলেরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চাষের কাজে যায় কিংবা ভিজে তাঁবুতে পেটের যন্ত্রণায় ভোগে, শীতে কাঁপে। অভাব-অভিযোগের গুঞ্জরণ ওঠে।

মরোজফ উৎসাহ দিয়ে বলে: "উৎকৃষ্ট ধরনের চাষ-আবাদে আমরাই সারা-জেলায় চলেছি আগে আগে। ধর্মমতে নয়—বিজ্ঞান অনুসারে আমাদের

চাষ।" জেহাদের মেজাজে আবার চলে চাষের কাজ। ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট যাদের আছে তারা সবার বেশি সময় কাজ করে; তারপর অন্যদের সেই কোট দিয়ে স্যাঁতসেঁতে খড়ের গাদায়ই কুঁকড়ে বসে একটুখানি গরম হবার জন্যে। এই চাষ-আবাদ তো নিজেদের ফসল আর নিজেদের কৃতিত্বের জন্যেই শুধু নয়; সারা-দেশের ভবিষ্যতেরও জন্যে তাদের এই চাষ। আশেপাশের কৃষকেরা চাষের জন্যে তৈরি হবার আগেই গমের ক্ষেতে কাজ সেরে লালফৌজের দেওয়া ঘোড়া গেল বজরার ক্ষেতের কাজে। ওদের সাহসিকতায় অবিশ্বাসের বক্রদৃষ্টি হানে কৃষকেরা, কিন্তু এই বসন্তেই আবাদ করবার জন্যে 'জমি কমিটি' দিল আরও চল্লিশ একর জমি।

অবশেষে ধর্মীয় শোভাযাত্রার জন্যে কৃষকেরা গীর্জায় সমবেত হল। আগে আগে চলল সন্ত-ঋষিদের আর সূর্যদেবতার ছবি-আঁকা পতাকা আর প্ল্যাকার্ড। লম্বা লম্বা শিকলে ঝোলানো ধূমায়িত ধুনুচি ছুলিয়ে পার্বণের পোশাক-পরা পাদ্রী তার পরে। মাটিতে পবিত্র জল ছিটিয়ে গীর্জার একজন কর্মচারী চলল তার পিছে। তারপর চলল গীর্জার গাইয়ে ছেলের দল, এবং সবার পিছনে কৃষকেরা—তাদের পুরোভাগে পবিত্র ছবি হাতে ফেবারের মতো কুলাকেরা আর বৃদ্ধের দল।

কাদা-রাস্তায় অনেকটা হেঁটে শোভাযাত্রা গিয়ে পৌছল একটা উঁচু জায়গায়—সেখান থেকে গ্রামের সব মাঠ দেখা যায়। পাদ্রীমশাই সুগন্ধ ধোঁয়া ছুলিয়ে দিলেন জমির উপর; মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হল পবিত্র জল। কৃষকেরা সব বাড়ি ফিরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলে উৎসব করল—প্রধানত মাতাল হয়ে। ছু-একদিন পরে তারা যখন মাঠে নামল ততক্ষণে 'নবীন ক্ষেতী'র গমের ক্ষেতে সবুজ অঙ্কুর দেখা দিয়েছে।

'নবীন ক্ষেতী'র তরুণেরা সেবার চাষ করল, বীজ বুনলো একশ' চল্লিশ একর জমিতে। এ কাউন্টিতে একটিমাত্র ব্যবস্থাপনার অধীনে এত বড় আয়তনে চাষ-আবাদ আর হয়নি। সরকারী খামারটির ঘোড়ার সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি, কিন্তু তাদের জমি 'নবীন ক্ষেতী'র মাত্র অর্ধেক। 'নবীন ক্ষেতী'র হল পঁচাত্তর একরে গম, চল্লিশ একরে সূর্যমুখী, বিশ একরে বজরা; তা ছাড়াও আলু,

বাঁধাকপি, শশা, টোমাটো আর স্কোয়াশের বাগান। সুদিনের আশা জাগে। কত-কী দরকার তাই নিয়ে সবাই জল্পনাকল্পনায় বসে। রুটি আর শাকসবজীই শুধু নয়—মাংস, চিনি, কাপড়চোপড়, এমনকি আরও শুয়োর-ঘোড়াটোড়াও এবার চাই।

স্তেপান পর্যন্ত যেন নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পায় 'নবীন ক্ষেতী'রই মাঝে। ব্যাপক আয়তনে চাষ-আবাদ আর বোনার সেই ছন্দে সেও মেতেছে; সে কাজ করেছে ভালই। কম্যুনার কারখানার ইস্পাতের লাঙলে চাষের কাজটা তেমন খারাপ নয়। সেটা সে-ই বাগিয়ে নিয়েছিল; মরোজফ তার জন্যে পাল্টা দাবিও করেনি। অধিকন্তু, বজরার ক্ষেত পড়েছে গুহার কাছে; সন্ধ্যার দিকে সরে পড়ে সেখানে গিয়ে আগুনের পাশে আসর জমানো চলে, কিংবা সজারু শিকারে যাওয়া যায় নদীর ধারে। স্তেপানের গা-ঢাকা দেবার ফলে মাঝে মাঝে কাজের যা ক্ষতি হয়েছে তা সে আরেক সময়কার উৎসাহের দমকে পুষিয়ে নিয়েছে—তখন সে ঈভানের চেয়ে বেশি, এমন কি প্রায় দু'বছরের বড় মরোজফের প্রায় সমানই কাজ করে।

নিয়মিত কাজ আর খাবারের তোয়াজে পুষ্ট তার দীর্ঘ, প্রাণশক্তিমান দেহের চেহারাটি ইয়েরেমিয়েফের দেওয়া পুরনো কিন্তু আস্ত শার্টটায় বেশ মাজাঘষা সুশ্রী দেখায়। স্টেশা কতবার সাগ্রহে তাকিয়েছে; তার কর্মপরায়ণতার প্রশংসা পর্যন্ত করেছে। স্তেপান বোঝে, চাইলে সে স্টেশাকে পেতে পারে, কিন্তু মেয়েদের প্রতি সে তেমন আকর্ষণ বোধ করে না। রান্নাবান্না আর ধোয়ামাজার জন্যে মেয়েরা ভালই, কিন্তু পুরুষের আসল জীবনে অংশীদার হিসেবে কিছুই নয়।

ছেলেরা অনেকে গাইছে একটা গান—সেটা স্তেপানের বেশ ভাল লাগে; সেই-যে ভল্‌গা নদীর ধারে কসাক সর্দারের কথা: অনুগত সৈন্যদল থেকে ফুসলিয়ে নিয়েছিল বলে ইরানী রাজকন্যাকে যে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। স্তেপান গুহায় বসে গায় সেই গান; 'জননী ভল্‌গা' ব'দলে সে 'পিতা নীপার' করে নিয়েছে:

"নীপার, নীপার, পিতা নীপার,
ডন কসাকের হাতের উপহার
পাওনি তুমি এমনটি কখনও।..."

কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়ে স্তেপান ভাবে—দল থেকে ফুসলিয়ে নিতে এসে একদিন সে এমনি করেই স্টেশাকে জলাঞ্জলি দেবে। নদীতে ডুবতে ডুবতে সে বাঁচাবার জন্যে মিনতি জানাবে, কিন্তু বীর সে, দৃঢ়তা সহকারে প্রত্যাখ্যান করবে।

'নবীন ক্ষেতী'র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এদিক থেকে, ওদিক থেকে ছেলেমেয়েরা এল ঢুকবার জন্যে। তারা অনশনে জর্জরিত; উপযুক্ত কাপড়চোপড় নেই, জুতো নেই। প্রত্যেকটি দরখাস্ত নিয়ে আলোচনা হল সাধারণ সভায়। স্তেপান এদের নেবার বিরোধী; যথেষ্ট খাবার নেই বলে ঈভান তার সঙ্গে সায় দিল। মরোজফ যুক্তি দিয়ে বলল, তারা নিজেরা যে সুযোগ পেয়েছে তা অন্যান্য ঘরছাড়াদেরও দেওয়া উচিত। প্রকাণ্ড, সাফল্যমণ্ডিত খামারটা আরও বড় হয়ে উঠছে দেখে খুশি ইয়েরেমিয়েফ কর্মক্ষম সবাইকে নেবার পক্ষপাতী।

শেষপর্যন্ত নবাগতরা প্রায় সবাই গৃহীত হল। কলোনির রাজনীতিতে স্তেপানের এই প্রথম পরাজয়। কী করে-যে ঘটল তা সে ঠিক বুঝতেই পারে না। নিজের দলেরই কেউ-কেউও ভোট দিয়েছে তার বিরুদ্ধে। পরের বার সে দেখে নেবে যাতে তারা ভোট বেশ ঠিকঠাকই দেয়।

ফসলতোলার সময় 'নবীন ক্ষেতী'র সদস্যসংখ্যা প্রায় আশি। খুশিতে ফেটে পড়ে ইয়েরেমিয়েফঃ "এত হাতে ফসল উঠবে খাসা অনায়াসেই।" চেরুমশানে কিন্তু সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গেছে—খাট, বাসনকোসন, সাজসরঞ্জাম যথেষ্ট নয়। সাবান ফুরিয়ে এল—কাপড়চোপড় সব ময়লা। খাবার ফুরিয়ে আসে; হাতে-পায়ে সব ভুখার ঘা দেখা দেয়। ছোটখাটো অসুখবিসুখ হতে থাকে। শেষপর্যন্ত পুরনো আর অনভিজ্ঞ নবাগতদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ লেগে গেল। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের ঝগড়াও দেখা দিল আবার; এবার আরও তীব্র। স্টেশা পর্যন্ত ক্ষিদেয় দমে থাকে।

দলের অনেককে সঙ্গে নিয়ে স্তেপান গুহায় সরে পড়ল। যখন খুশি ফেরে —রাত্তিরে খাবার সময়, কিংবা আরও বেশি রাত্রে, কিংবা একেবারে রাত

কাটিয়ে। কর্তব্য এড়িয়ে তারা সমগ্র কাজেই নিরুৎসাহ অবস্থার সৃষ্টি করল। আগেকার চুরি-করা মজুত নিয়ে গুহার খাবার চেরুমশানের চেয়ে ভালই।

ফসলতোলার এক সপ্তাহ আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আরও পঞ্চাশটি ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দিলেন চেরুমশানে। সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পত্রে তাঁরা জানালেন যে, সেলিদ্‌বা শিশুভবনটি পুনর্গঠিত হচ্ছে, তাই সেখানকার অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের চেরুমশানে পাঠানো হল, কারণ, 'নবীন্ ক্ষেতী'র তো ফসল উঠবে চমৎকার। এদের স্থান সংকুলানের জন্যে কাছেই নদীর ধারে একখানা দোতলা বাড়ি দেওয়া হল। বাড়িটাকে মেরামত করাবার জন্যে কিছু ছুতোরের সাজসরঞ্জামও।

এই নবাগতেরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে চেরুমশানে ঝড় উঠল। কাউন্টি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতা হয়ে দাঁড়ালো স্তেপান। দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তারা নবাগতদের রাস্তায় খেদিয়ে দিল—বাড়িতে ঢুকতে দিল না।

"কী-সব হচ্ছে!" বলে ইয়েরেমিয়েফ এগিয়ে গিয়ে বলল, "ওপর থেকে পাঠিয়েছে—এদের নিতেই হবে।"

রেগে আগুন স্তেপান চেঁচিয়ে তার সন্দেহটাই প্রকাশ করল: "নিজের বড় খামারটির জন্যে তুমি চাইছো আরও কাজের হাত। তুমি একটা আস্ত জমিদার—শুধু আরও চাই! ফসল ফলিয়েছি আমরা—যারা খাটেনি তাদের এসে ভাগ বসাতে দেবো কেন?"

মধ্যস্থ হয়ে এসে মরোজফ বলে: "আমাদের শস্য না-ভাঙানো পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কাছে খাবার চাইতে হবে। যাদের পাঠিয়েছে তাদের খাবার যোগাতে হবে তাদেরই। কিন্তু পরে আমাদের ফসলে তাদের ভাগীদার করতেই হবে—তা আমরা 'না' করতে পারব না। এ-তো শুধু আমাদের একলার নয়; এর জন্যে লালফৌজ সাহায্য দিয়েছে—সাহায্য করেছে কম্যুনার কারখানাও।"

"চলো আমরা চলে যাই।" ঈভানের দিকে ফিরে স্তেপান বলে, "এখানে শুধু ভুখাই চলবে। দেখ না, যেখানকার যত হা-ভাতেদের ঢুকিয়ে নিচ্ছে।"

স্তেপানকে একটু শান্ত করার জন্যে ঈভান বলে: "যাবে কোথায়? এই নতুন এদের নেবার পক্ষপাতী আমিও নই, কিন্তু এর চেয়ে ভালই-বা

হবে কোথায়? এখানে-তো অন্তত লালফৌজ আর কারখানার মজুরদের সাহায্য পাওয়া যায়।"

ঝড়ের মতো স্তেপান কোথায় চলে গেল—সঙ্গে গেল দলের প্রায় সবাই। কয়েকদিন তার চেক্কশানমুখোই হল না; পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে ফসলতোলার কাজে তারা একরকম হাতই দিল না বললে চলে।

স্তেপান বলে: "অপরের জন্যে ফসল তুলে হবেটা কি শুনি? নিজেদের জন্যে জুতো জামাকাপড় না কিনে গোটা বছরটা ধরে ঐ ওদের খাওয়াতে হবে।" এইসব অভাবঅনটন কিন্তু তার রাগের বড় কারণ নয়; প্রাধান্যের অস্ফুট স্বপ্নটা তার ভেঙে যাচ্ছে দেখেই এত রাগ। ভেবেছিল সে হবে কর্তাদের একজন—কিন্তু কর্তৃপক্ষ বাধ্য করছে ভাগীদার নিতে।

রাগে-ক্ষোভে মনমরা স্তেপান আরও মনমরা হয়ে ওঠে—কারণ, নবাগতদের নিয়ে হট্টগোলের ভিতর কেউ তার খোঁজখবর নেয়নি; অধিকন্তু, সে কিছুর মধ্যে নেই, তবু ফসল তোলাও হল বেশ ভালভাবেই। ইয়েরেমিয়েফের শর্ত অনুসারে অতিরিক্ত পঞ্চাশ জনের জন্যে কর্তৃপক্ষ এক মাসের খাবার পাঠিয়ে দিল। অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নবাগতরা একেবারে যেন পঙ্গপালের মতো মাঠে পড়ে সমস্ত শস্য ঘরে তুলে আনল। গম, বাজরা আর সূর্যমুখী ফলেছে প্রচুর; আলু, বাঁধাকপি, শশা আর স্কোয়াশ উঠল একশ' টন।

নবান্ন উৎসবে 'নবীন ক্ষেতী'র জয়জয়কার। একটা শূয়োর মেরে ভোজ দেওয়া হল; বাইরে থেকেও অনেককে নিমন্ত্রণ করে আনা হল। অতিরিক্ত পঞ্চাশটি ছেলেমেয়ে পাঠিয়েছিল কাউন্টি কর্তৃপক্ষ, এবং তাঁরাই এখন তুলে-দেওয়া সরকারী খামারটি থেকে চারটি নতুন ঘোড়া পাঠিয়ে দিলেন 'নবীন ক্ষেতী'কে। সরকারী খামারটির ফসল উঠেছিল খুবই কম। নবাগতদের সম্পর্কে স্তেপান ছাড়া আর কারও আর কোন অভিযোগ রইল না। শহর থেকে আগত একজন বক্তা বলে গেছেন: 'নবীন ক্ষেতী' হল গ্রামাঞ্চলে আশার আলো।"

প্রশংসায় সমর্থনে তরুণ মন ভরে ওঠে। আবার পেট ভরেছে; একটু খ্যাতি এখন ভালই লাগে।

স্তেপানের কাছে 'নবীন ক্ষেতী' আর ভবিষ্যতের দুয়ার নয়; লুটতরাজ করে সময়মতো সরে পড়াই এখন তার মতলব। দলটাকে সে আরও মজবুত করে তুলল। তা-ও খামার কম্যুনে কর্তৃত্বের জন্যে নয়; সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তা আর সম্ভবই নয়—চেরুমশানে আর গুহায় দুটো জীবন একত্রে চালাবার জন্যেই তার দলের শক্তি চাই। কম্যুনের নিয়মশৃঙ্খলা এড়াবার জন্যে যায় গুহায়, আর গুহার অভাব-অসুবিধা মেটাবার জন্যে যায় চেরুমশানে। খাবার-চুরি তার আগে ছিল খেয়ালখুশির ব্যাপার—এখন সেটা হয়ে উঠল প্রতিহিংসাপরায়ণ আর নিয়মিত।

প্রসারের ফলে 'নবীন ক্ষেতী'তে যে অব্যবস্থা দেখা দিল তার ভিতরই স্তেপানের এই দুটো জীবন সম্ভব হল। সমস্ত রকমের ব্যবস্থাদির উপর নবাগতদের চাপ পড়ল খুব বেশি। স্তেপানের দল পুরো একদিন অনুপস্থিত থাকলেও তা নজরে না-ও পড়তে পারে—কেননা, শোবার ঘরেও এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল অবধি কোথাও তিল ধারণের জায়গা থাকে না, খাবার ঘরেও খাওয়া চলে তিন ভাগে ভাগ হয়ে। কাজে তাদের অনুপস্থিতির ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল বটে, কিন্তু সুদৃঢ় নজর রাখার কোন ব্যবস্থাই নেই; ভিড়ের বিশৃঙ্খলা যে কোন কিছুরই অজুহাত হতে পারে। হঠাৎ বেড়ে-যাওয়া এইসব সমস্যার ভিতর দিয়ে শরৎ যত এগিয়ে এল অযোগ্য ইয়েরেমিয়েফ ততই ঘনঘন মদ খেতে লাগল।

সংখ্যাবৃদ্ধির দরুন কাউন্টি থেকে যে বাড়িখানা দিয়েছে নদীর ধারে, তাই এখন আশাভরসাস্থল। মেরামত হলে সেখানে সবারই স্থানসংকুলান হবে। বিপ্লবের পর সেই চমৎকার বাড়িখানাকে পুনঃস্থাপন করে এমন হিম্মত আর কারও হয়নি—এই হল ফেদোতফের অধীনে এখন প্রধান ছুতোর মিস্ত্রী ঈভানের মনে মহা গর্বের কথা। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভিতর গুহাটাকে এখন তার

ছেলেখেলা মনে হয়। দল ছাড়েনি, কিন্তু গুহায় যাওয়া তার কমে আসছে। মারিন আপনাথেকেই হয়ে উঠল তার জায়গায় স্তেপানের সহ-সেনাপতি।

এই বিশৃঙ্খলার ভিতরও সময়ে-সময়ে সুন্দর সুষ্ঠু আবহাওয়ায় গড়ে ওঠে। গানবাজনা আর নাটকও এখন শুরু হয়েছে। এত ভিড় লাগবার আগে গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে ওরা কম্যুনার কারখানার কারিগরী শিক্ষায়তনের কয়েকজন ছাত্রকে অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করেছিল। তাদের কিছু খোলা হাওয়া আর বিশ্রাম প্রয়োজন হয়েছিল। ফসলতোলার সময় ঐ ইস্কুল থেকে পাওয়া গেল একটি অ্যাকর্ডিয়ন। শরতের বিকেলে ওরা পুরনো আর নতুন গানের সুর ধরে; উক্রাইনীয় নাচের আসর জমে ওঠে লোকাস্ট গাছটার তলায়। মারিনই হয়ে উঠল প্রধান বাজিয়ে; ফলে তার জনপ্রিয়তাও বাড়ে। কিন্তু প্রায়ই সে অ্যাকর্ডিয়ন সমেত পালিয়ে গিয়ে আড্ডা জমায় গুহায়। কাজে গরহাজিরের চেয়ে এই অনুপস্থিতিটাই নজরে পড়ে বেশি।

থিয়েটারের ক্লাব হল ফসলতোলার পরে। সেলিদ্‌বা শিশুভবন থেকে নবাগতদের একজন, শুবিনা নামে মেয়েটি হল তার প্রধান সংগঠক। কম্যুন সম্পর্কে উদ্যম উৎসাহের ফলে সে স্টেশার ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী হয়ে উঠল। গরুর কাজ করত শুবিনা; ভোর চারটেয় উঠে তিনটি গরু দুইয়ে, বাছুর আর শূয়োরগুলোকে খাইয়ে, দুধ ছেঁকে রান্নাঘরে পৌঁছে দিয়ে সন্ধ্যে অবধি তার ছুটি। তাই থিয়েটার ক্লাবের জন্যে সময় থাকে যথেষ্ট। অভিনয় সবাই ভালবাসে; আগের শীতেও স্টেশা আর মারিন সেই রঙীন মার্কিন রেশমী কাপড়চোপড় প'রে একখানা পাঠ্যপুস্তক থেকেই বেছে টুকরোটুকরো অভিনয় করেছিল। এখন লোকও বেড়েছে, শুবিনার উৎসাহও প্রচুর—এবার একটা পূর্ণাঙ্গ নাটকই ধরা হবে।

বিপ্লবের আগেকার ছাত্রজীবন নিয়ে থিয়েটারের ক্লাবগুলির জন্যেই লেখা একখানি নাটক ধরা হল: 'যে-বসন্তে রবিরশ্মি নেই'। গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করত এক পাদ্রীর মেয়ে; সেই ভূমিকায় শুবিনা; স্টেশা প্রথমে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পরে তা ছেড়ে সে পোশাক তৈরির কাজ নিল। অধিকাংশ ছেলেই মহলায় শুধু আসে আর যায় এবং শেষপর্যন্ত আর আগ্রহ থাকে না।

বাকি রইল ছ'জন। ঈভান খুবই নিষ্ঠাবান, কিন্তু অভিনয়ে তেমন স্বতঃস্ফূর্ততা তার নেই; যথাসময়ে হাজির থাকে, তাই শুবিনা তাকে পছন্দ করে। হৈ-হুল্লোড়ের ভূমিকাই স্তেপানের পছন্দ; জারের পুলিসটাকে খুন করল যে ছাত্রটি তারই ভূমিকা সে বেছে নিল। মারিন এল নায়কের ভূমিকায়; একটি শ্রমিক ধর্মঘটের পরিচালক এই ছাত্রটি ব্যারিকেডে মারা গেল, সেই চরিত্রটি সে চমৎকার ফুটিয়ে তোলে।

রীতিমতো সাফল্যমণ্ডিত হল অভিনয়। চেরুমশানে কোন কামরাতেই কম্যুনের সবার একত্রে বসবার জায়গা হয় না—তাই কম্যুনের সবাইকে দেখাতেই কয়েকবার অভিনয় করতে হল। এর পর শুবিনা বলল, ইস্কুলের কাগজ আর পেন্সিলের পয়সার জন্যে কিচ্‌কাসে গিয়ে অভিনয় করা যাক। যারা একটু বেশি পড়ুয়া তাদের বড় ক্ষোভের কারণ ছিল ঐ অভাবটা। শিক্ষার প্রতি ইয়েরেমিয়েঙ্কের আগ্রহের অভাবের দরুন ইস্কুলটা দাঁড় করাবার মতো পয়সা কখনও জোটেনি।

কম্যুনের সভায় শুবিনা বলল: "থিয়েটার ক্লাব যা পয়সা তুলবে তার সবই আমরা ইস্কুলের জন্যে খরচ করতে পারবো-তো?" তার সুরে দাবি। সবাই একমত হল; যে তহবিল উঠবে তার ভার পড়ল স্টেশা আর শুবিনার উপর।

অভিনয়ের দিন কিচ্‌কাসের ইস্কুলবাড়িতে তিলধারণের জায়গা ছিল না। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রচুর হাততালি পেল। চোখে বিদ্যুৎ ছুটিয়ে, মুখের ভঙ্গিতে ভাষা জাগিয়ে আর উচ্ছল জীবনের হাবভাবে স্তেপানই হাততালি পেল সবার বেশি।

সামনের সারিতে ডাগর চোখ, সোনালী চুল চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে সারাক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে স্তেপানের দিকে চেয়ে ছিল—দেখছে যেন অন্য কোন দুনিয়ার কী এক আশ্চর্য প্রাণীকে। সে হাততালি দিয়েছে স্তেপানের প্রত্যেকটি কথায়—তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে নেবার সময় শেষ কথাগুলিতে যখন সকলে নীরব রুদ্ধশ্বাস, তখনও সে হাততালি দিয়েছে।

মারিন নায়ক, তবু হাততালি পেল স্তেপানই বেশি, তাই একটু ঈর্ষাভরেই সে খোঁটা দেয়: "তোমাকে মারছে দেখে ও খুশি।"

"হুঁ!" স্তেপান বড়াই করে বলে, "এই বাজি ফেলে বলছি, ওকে নিয়ে আমি বেড়াতে বেরুতে পারি।"

মারিন সাহস করে বলে: "আচ্ছা, রইল বাজি—পারবে না তা তুমি।" স্তেপান বলে, সে দেখাবে।

'নবীন ক্ষেতী'র ছেলেদের মধ্যে কেউ আজও অবধি অপেক্ষাকৃত বেশি কাম্য এইসব কৃষক পরিবারের মেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরুতে পায়নি। তেমন বিশেষ কিছু কাজ ছাড়াই কোন ছেলের সঙ্গে 'বেড়াতে যাওয়া' মানেই হল বাক্‌দত্তা হবার পথে সর্বজনস্বীকৃত প্রথম পদক্ষেপ। হুঁশিয়ার কৃষক বাপেরা তাই মেয়েদের বারো বছর পার হতে না-হতেই কড়া নজর রাখে। পুরনো কলটা পুনঃসংস্থাপনের পর এবং তাদের চমৎকার ফসল দেখে আরও বেড়েছে খামার কম্যুনের ছেলেদের প্রতিপত্তি। কিন্তু স্তেপানের দলের চুরিচামারি ফসলতোলার পরও চলল দেখে আবার সবার অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে।

তাই, রাত্তিরে অমন নাটকীয়ভাবে নিহত লম্বা তরুণ অভিনেতাটি যখন পরদিন সকালে গ্রামের সবার বেশি মর্যাদাসম্পন্ন মেয়ে আনিয়া কোসারেভাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি হেঁটে গেল তখন সবারই নজর পড়ল। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রাত্রে কিচ্‌কাসেই ছিল। সকালে স্তেপান কোসারেভাদের বাড়ি খুঁজে বের করল। নদীর উঁচু পাড়ে গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে পুরনো কিন্তু বেশ ভাল বাড়িখানিতে আনিয়া থাকে তার ঠাকুরদার সঙ্গে। স্তেপান গিয়ে তাকে ডাকল বেড়াতে যাবার জন্যে। সে এবং স্তেপানও, জানে এর তাৎপর্য কী। স্তেপান তাকে মুগ্ধ করেছে; এমন সুদর্শন গুণবান ছেলেটির সঙ্গে চলতে পেয়ে আনিয়া খুশি।

নদীর ধার বরাবর যে রাস্তাটি দাদুর বাড়ি থেকে চলে গেছে পেঁয়াজ-আকৃতির গম্বুজওয়ালা গীর্জার সামনে বাজারখোলা অবধি তাই ধরে ওরা চলল। বাজারখোলার ওখানে চৌমাথায় পশ্চিমে বেঁকে গ্রামের শেষে প্রায় ফেবারের বাড়ি অবধি—সেখানে আরেকটা রাস্তা উঠেছে চেরুমশানে যাবার। এবং রাস্তার সর্বত্র লোকে থেমে দাঁড়িয়ে তাদের দেখেছে: সুদর্শন তরুণটির সঙ্গে মাথায় লাল রুমাল-বাঁধা মেয়েটি।

শরৎকালের রাস্তায় কাদা। আনিয়ার পায়ে জুতোর ওপর রবার ছিল না। পাতলা জুতোটা তার কাদায় আটকে মোজাছাড়া পা থেকে খুলে খুলে যাচ্ছে। স্তেপানের লম্বা লম্বা পা ফেলে চলার সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারে না।

মিনতি করে সে বলে : "অত তাড়াতাড়ি চোলো না-গো।"

"হুঃ!" সবকিছু সম্পর্কে এবং বিশেষ করে নিজের সম্পর্কে তুষ্ট স্তেপান বলে, "মেয়েরা কখনও ছেলেদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না।"

আনিয়া আশা করেছিল স্নিগ্ধ সহানুভূতি পাবে; তার ঠোঁট দুটি কাঁপে। বলে, "পারেও, কিন্তু এই কাদায় না।"

স্তেপান হাসে। "এসো, এসো," বলে আদেশের সুরে। "এস, হাত ধরো।"

আনিয়ার হাতখানা ধরে স্তেপান টেনেই নিয়ে চলে। আনিয়া হাঁপিয়ে উঠে; তার হাঁটু অবধি কর্দমাক্ত। রাগ হয়। ফিরেই যেতো, কিন্তু এই 'বেড়ানোটা' যে শেষ হওয়া চাই—বাড়ি অবধি পৌছে না দিলে মর্যাদায় আঘাত পড়ে যে। কাল রাত্রে পাদ্রীর মেয়েটিকে রক্ষা করবার সময় স্তেপান কী চমৎকার ছিল—সাথীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে সে বরং মৃত্যুই বরণ করে নিল! এখনও কেন সে তেমনি সুন্দর হবে না?

বাড়ি ফেরবার পথে স্তেপান কিন্তু খুবই সহৃদয় হয়ে ওঠে; তার আত্মপ্রতিষ্ঠার দম্ভ এতক্ষণে পরিতৃপ্ত হয়েছে। এবার ওদের চলায় তৃপ্তি—চলেছে ধীরেও বটে। স্তেপান ওর তালে পা মিলিয়ে চলতেই আনিয়া সুখালস্যে আচ্ছন্ন হয়ে যায়—সে এখন চলেছে যেন নিজের কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই ওরই গতির ওপর ভর করে। একটা জল-কাদার জায়গা পার হবার জন্যে স্তেপান আবার ওর হাতখানি ধরে; এবার তার স্পর্শ যেন আদর ক'রে গ্রহণ করে ওকে—সে আদর ছড়িয়ে যায় ওর সর্বাঙ্গে; আনিয়া এখন ওরই।

সে বলে, অভিনয়ে ওকে কী ভালোই লেগেছিল!

"ভাল লেগেছে তাহলে আমার অভিনয়? একদিন ওর চেয়ে ঢের বেশিই তোমায় দেখাবো!" ঝকমকে চুলগুলোতে ঝাঁকুনি দিয়ে স্তেপান নীল চোখের সবখানি জাদু মেলে ফিরে তাকায়। আনন্দের আভায় স্নিগ্ধ আনিয়ার গোলাপী

গাল আর লালচে-বাদামী ডাগর চোখের পানে চেয়ে স্তেপান দেখে সে সত্যিই সুন্দরী। স্টেশার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দরী। স্টেশা আজকাল তার দিকে একটুও মন দেয় না; কাজে গাফিলতির জন্যে অনুযোগ করে শুধু। স্তেপান ভাবে—ঢের বেশি সুন্দরী এই মেয়ের সঙ্গে দেখলে স্টেশা নিশ্চয়ই ঈর্ষায় জ্বলবে।

ফিরতি পথে ওরা পৌঁছলো বাজারখোলায়। মাঝ-সকালে তখন সেখানে অনেক লোকজন। ফেরবার জন্যে 'নবীন ক্ষেতী'র ঘোড়াগুলো তৈরি। লাগাম ধরে আছে মারিন। হঠাৎ মারিনের সঙ্গে জিদের কথা মনে পড়তেই স্তেপান গাড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আনিয়াকে পরিচয় করিয়ে দিল। এবং হঠাৎ চালকের আসনে লাফিয়ে উঠে সে মারিনকে ঠেলে দিয়ে বলল, "আমিই চালাবো।" মামুলী বিদায় জানিয়ে সে আনিয়াকে বলল, "এরা সব তৈরি—আমাদের এবার যেতে হবে।"

আনিয়া দাঁড়িয়ে রইল বাজারখোলায়—খালি-পা, হাতে জুতো; একটু একটু কাঁপছে। দু'জনে কী সুন্দর চলছিল! এখন-তো সে তারই, তাই আনিয়া নিশ্চিত ছিল স্তেপান বাড়ি অবধিই আবার যাবে। যে চা খেতে দেবে তা-ও আনিয়া ভেবে রেখেছিল; দাদু একটা আলাদা ভাঁড়ে যে খাঁটি চা রেখেছে তারই থেকে কিছুটা সে দিত। খাঁটি চা খুবই দামী জিনিস; একেবারে সেই চীন থেকে আসে। তার এই প্রথম একান্ত নিজস্ব অতিথিটির জন্যে দাদু নিশ্চয়ই তা দিত। ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে অবধিও আনিয়া ভাবতেই পারেনি যে, স্তেপান তাকে সত্যিই অমনি করে বাজারের মাঝখানে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভিড় করে সবাই দেখছে তাকে, আর হাসছে। আনিয়া ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে যায়—চোখের জল রোধ করার জন্যে সে দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে। মারিনের কাছে বড়াই করে স্তেপান বলে: "হল-তো? বলো, হল কিনা?" জোরে জোরে বলে, যাতে স্টেশা শুনতে পায়। একটু ঈর্ষার ভাব দেখবার আশায় স্টেশার দিকে চায়।

ক্ষুব্ধ স্বরে স্টেশা বলে: "কী অভদ্র ছেলে তুমি—মেয়েটিকে অমনি বাজারের মাঝে দাঁড় করিয়ে ফেলে এলে!"

স্তেপান বলেঃ "এ-তো তোমার কোন ব্যাপার নয়?" ভুলে যায়, সে নিজেই এটাকে স্টেশার ব্যাপার করে তুলতে চেয়েছিল।

স্টেশা জবাব দেয়ঃ "কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে নীচ ব্যবহার করলে তা অন্য যেকোন মেয়েরই ব্যাপার হয়ে ওঠে।"

স্তেপান আর কথা বলে না; সারা রাস্তা সে ঘোড়াটাকে চাবুক মারতে থাকে একটু বেশিবেশি। এখন আপশোস হয়—আনিয়ার সঙ্গে থেকে স্টেশাকে আরও দেরি করিয়ে দিলেই হত। আনিয়ার আদরের হাততালি আর তার স্পর্শে আনিয়ার হাতখানির বিনম্র আত্মসমর্পণের কথা এখন মনে পড়তেই স্তেপান সহসা ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে—এমনটি তার হয়নি আর কখনও। তারপর এক সময় স্তেপান নিজের মনেই অধৈর্য হয়ে বলে—এই মেয়েদের সম্পর্কে সে একেবারে বেহদ্দ হয়ে গেছে।

অভিনয়ে অর্থ সংগ্রহ করে থিয়েটার ক্লাব ইস্কুলের সাজসরঞ্জামের জন্যে পেয়েছে তিনি রুব্‌ল। ঠিক হল আবার অনুষ্ঠান হবে, এবং হবে সেলিদ্‌বায়। শুবিনা এবং আরও অনেককে শিশুভবনের অনাথ বলে সেখানে সবাই চেনে—সেই গ্রামেই অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে দাঁড়াতেও খুব আগ্রহ।

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে রোদে উজ্জ্বল একটি দিনে ওরা বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সেলিদ্‌বা অবধি দশ মাইলের চার মাইল যেতে না-যেতেই নদী থেকে উঠে এল বরফের ঝড়। ঘোড়াগুলো আর চলতে চায় না; ছেলেমেয়েরা সব ঘূর্ণী বরফে ছেয়ে গেল। শুবিনার কষ্ট হল সবার বেশি; সে পরেছিল শুধু একটা ধার-করা তুলোর কোট, এবং তাও ছিল তার বাড়ন্ত গায়ে ছোট। পায়ে মোজা ছিল না, স্যাণ্ডালও ছেঁড়া। যতদূর সম্ভব সে গাড়িতে খড়ের মধ্যে ডুবে রইল। সেলিদ্‌বায় যখন পৌঁছল তখন ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে ছেলেদেরও কান কিংবা আঙুল কেটেছে হিমে। হিমে শুবিনার হাত, পা, মুখ কালো হয়ে গেছে; শেষের দিকে ঈভান আর মারিন তাকে কিলিয়ে মৃত্যুর জমাট ঘুম ভাঙিয়ে চাঙ্গা করে রেখেছে।

ইস্কুলবাড়িতে গিয়ে তাকে টেনে নামিয়ে আরও কিছুটা পেটাতে পেটাতে

তবে হাতে-পায়ে রক্ত ফিরে এল। এর পরও সে পাত্রীর মেয়ের ভূমিকায় নামলো। এইজন্যেই তো সে এসেছে; অন্য রকম কিছু সে ভাবতেই পারে না। ওর সহনশীলতা দেখে ঈভান তারিফ করল, কিন্তু তারও মনে সহানুভূতি আসল না; সে হাঁটছে দেখে অন্যান্যেরা তো তার কথা ভুলেই গেল। কৃষক শ্রোতারা খুব চেঁচিয়ে তারিফ করল—নাটক অভিনয় দেখছে তারা এই প্রথম। অর্থ সংগ্রহ হল মাত্র এক রুব্‌ল চল্লিশ কোপেক্‌। সেলিদ্‌বা কিচ্‌কাসের চেয়ে অনগ্রসর—কিচ্‌কাসে মাঝিরা থাকে; তারা শহুরে থিয়েটারের কদর কিছুটা জানে।

এক কৃষকের বাড়ির উনুনের উপর শুয়েছিল শুবিনা। বাড়ি ফেরবার পথে রোদ বেশ ছিল, কিন্তু শুবিনা খুব কাঁপলো। বাড়ি ফিরে কাঁপতে কাঁপতেই গরুর কাজ সবই করল। শুধু মাথাটা ভীষণ গরম। পরের দিনও ভোর চারটেয় উঠল, কিন্তু কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা নিতে হল।

মাঝ-সকালে ঈভান এসে বিজয়োল্লাসে ঘোষণা করল, বড় বাড়িখানার মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে। এখন শুধু কাঠের টুকরোগুলো, খড়কুটো আর চুনবালি পরিষ্কার করা বাকি—নয় বছরের ময়লা, আর তার সঙ্গে ছুতোররা যা যোগ করেছে। ছুতোরেরা বলল, ঝাড়পোছ করাটা মেয়েদেরই কাজ। ঐ কাজের জন্যে কমিটির কর্ত্রী অল্‌গা নামে মেয়েটি সোজা 'না' করে দিল—কারণ, সপ্তাহের পরে সপ্তাহ শীতের হাওয়ায় পড়ে ছিল বাড়িখানা।

অল্‌গা বলে দিল: "গরম করে না দিলে পরিষ্কার করা হবে না।"

কাঁধ কুঁচকে ঈভান বলল: "আমরা ছুতোররা ঠাণ্ডায় কাজ করতে পেরেছি—তোমরাও পারবে; জ্বালানি কমিটির হাতে কাঠ নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে অল্‌গা পাল্টা জবাব দেয়: "তোমাদের ছুতোরদের তো ভেড়ার চামড়া ছিল, ফেল্ট্‌ বুট ছিল; আমাদের মেয়েদের আছে শুধু ফাটা স্যাণ্ডাল; তায় আবার বরফের গর্ত দিয়ে জল চুইয়ে আসে।" এই বলে সে মাথা দুলিয়ে ঢুকল গিয়ে গরম রান্নাঘরে।

অসাড় হয়ে পড়ে ছিল শুবিনা; সে এবার বিছানা থেকে উঠে মেয়েদের ডাকল। স্যাণ্ডাল প'রে বরফের মতো জল এক বালতি আর তার সঙ্গে ঠাণ্ডায়

জমাট কাপড় নিয়ে সে চলল আধ মাইল বরফ ঠেলে বড় বাড়ির দিকে; ঝাড়পোছ কমিটির মেয়েরাও কাঁপতে কাঁপতে চলল তার সঙ্গে।

ঈভান তারিফ করে: "হ্যাঁ, এই একটি মেয়ে কাজ করতে জানে বটে।"

সারাদিন শুবিনা মেঝে আর জানালা ধোয়ার কাজ করল, আর তার হাতে-পায়ে বসল সেই হিমশীতল জল। মাথাটা কেবলই গরম হয়ে উঠতে লাগল; চোখ ঝাপসা হয়ে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসে। বিকেলের দিকে শেষে তো টলে নিচেয় পড়ে যাচ্ছিল। অল্গা লজ্জা পায়; শুবিনার তো গরুর কাজ—সেই করছে তার নিজের কাজ।

সে বলে: "শুবিনা তুমি বাড়ি যাও, আমরা বাকিটা করে ফেলছি।"

বরফের মধ্যে দেহটাকে যেন টেনে চলতে চলতে শুবিনার মনে পড়ে গরু দোয়ার সময় হয়েছে। বালতি হাতে ঠাণ্ডা গোলাবাড়িটায় গিয়ে সে গরু দোয়ার কাজ সেরে বাছুর আর শূয়োরগুলোকে খাইয়ে ছাঁকা দুধটাকে রান্নাঘরের টেবিলে পৌঁছে দেবার পরই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেয়।

উনুনের জন্যে কাঠের টুকরোগুলো নিয়ে এসেছিল ঈভান। সে ওকে পড়তে দেখে ছুটে গিয়ে তুলতে গিয়ে পেরে ওঠে না। চেঁচিয়ে ডাকতে শিক্ষয়িত্রীটি এলেন; দু'জনে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে শুইয়ে দিল। ডাক্তার এল; জ্বর তখন ১০৪ ডিগ্রী—আর প্রলাপের ঘোরে বলছে, ভেতরটা তার একেবারে জমাট বেঁধে গেছে।

ভয়টা কেটে গেলে শুবিনাকে বড় বাড়িতে নেওয়া হল। সেখানে এখন তাপের ব্যবস্থা হয়েছে; জায়গাও হয় সবারই। শুবিনা কিন্তু কেবলই রোগা হতে লাগল। ভারি ঝোল আর মোটা কালো রুটি তার পেটে সয় না। দেখা গেল দুধ পছন্দ করে এবং হজমও হয়। অনেকেই নিজের ভাগের দুধটা দেয় শুবিনার জন্যে। বড় বাড়িটা আগের চেয়ে অনেক ভাল, আবার শুবিনার জন্যেও সবাই লজ্জিত আর দুঃখিত—তাই 'নবান ক্ষেতী'তে ঝগড়াবিবাদ খুবই কমে গেল।

শুবিনার জন্যে ঈভানের বড় উদ্বেগ। ঈভান ভাবে—তারই দোষ, কেননা সে-ই মেয়েদের কাজে চ্যালেঞ্জ করেছিল। নিজের দুধটা দেয় নিয়মিতভাবে,

এবং তারই মাঝে আগ্রহটাও বাড়ে। শুবিনাকে আরও ভালভাবে জানতে চায়, কিন্তু ছেলেরা ঠাট্টা করবে ভেবে মেয়েদের মহলে যেতে সংকোচ বোধ করে। শেষপর্যন্ত গরম দুধটা নেবার জন্যে একটা ট্রে তৈরি করে সে সেই অজুহাতে গেল শুবিনার কাছে। ঈভান তার অপরাধী ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে দেখে শুবিনা খুব খুশি। এর পর ঈভান প্রায়ই শুবিনার রাত্রের খাবারও দিতে যায়। শুবিনার কথা জানতে চায়; জানতে চায় কীভাবে সে এল এই কম্যুনে। একটু একটু করে শুবিনা জানায় জীবনের কাহিনী।

"যতদূর মনে পড়ে ছোট্ট মেয়েদের জন্যে আয়ার কাজই করতাম। মালিকেরা কখনও কখনও দয়া করে কিছু কাপড়-চোপড় দিত; সাধারণত জুটত শুধু খাবারটুকুই। মায়ের পোশাকটা কেটে নিজের গায়ের মতো করে নিয়েছিলাম। বেশ টেকসই কাপড়ের জিনিস, তাই চলেছিল অনেকদিন, কিন্তু সে সবই গেছে।…

"আমার তখন আট বছর বয়েস—একটা বেশ ভারি বাচ্চাকে কোলে তুলতে গেলে সে আমায় চড় মারে, আর অমনি আমার হাত থেকে যায় পড়ে। বাচ্চার মা এসে আমার কান ধরে এমন ঝাঁকুনি লাগালো…অনেক দিন পর্যন্ত আমি কানে ভাল শুনতেই পাইনি।…এগারো বছর বয়সে ওরা আমাকে বর্ষাকালের রাতে দূরে দূরে কাজে পাঠাতো; গীর্জার ধারটা দিয়ে যেতে হত—আর, আমার ছিল ভীষণ ভূতের ভয়।…জল তুলতে হত খুব নীচু কুয়ো থেকে। মনে হত বালতিটার ভারে কুয়োর মাঝে উল্টেই পড়ি বুঝি। সেসব দিনের কথা মনে পড়লে আমি আজও কাঁদি।…

"যখন বিপ্লব এল তখন আমি বড় কুলাক পেঙ্কেলিনের খামারে কাজ করি। অমন খারাপ কুলাক আর দেখিনি। পেট ভরে খেতে পেতাম না একবারও। লিখতে পড়তে জানতাম না; চাকরানিদের সবারই ছিল ঐ একই দশা। কিন্তু বিপ্লবের পর আমি পড়তে চাইলাম, অথচ পেঙ্কেলিন ইস্কুলে যেতে দেয় না। কম্‌সোমলের একটি মেয়ে তখন গোপনে আমাকে পড়াত। মালিকের ছোট্ট ছেলেটি আমার তোষকের তলা থেকে একদিন পাঠ্যপুস্তকখানি টেনে বের করবার পর চাকরিটি গেল। তারপর নানা জায়গায় কাজ করেছি; কাজের

জন্যেই পড়তে পারিনি। শিশুভবনে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে চাইলে সেখানকার পক্ষে আমার বয়েস বেশি বলে ওরা আমায় পাঠিয়ে দিল এই কম্যুনে।"

শুবিনা এবং অন্যান্য নবাগতের প্রবেশ বন্ধ করবার জন্যে নিজের কুকীর্তির কথা মনে পড়ে নিজের মনেই লজ্জা পেয়ে ঈভান জানতে চায়, "এখানে ভাল লাগছে তো?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুবিনা বলেঃ "আর সব জায়গা থেকে ভাল। কম্‌সোমলে ঢুকতে পেয়েছি, থিয়েটারের ক্লাবে অভিনয় করছি। শুধু যদি এখানে একটু নিয়মশৃঙ্খলা হত, আর রীতিমতো ইস্কুলটা বসত, আর একটা দর্জিখানা করা যেত, তাহলে একটা কাজ শিখে একটা কিছু হয়ে উঠবার চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু তা না হলে···জ্বালানির ছেলেরা যদি কাঠ না আনে, ইস্কুলটাও না বসে, আর যদি পড়তে হয় ভাঙা আলোয় শুয়ে শুয়ে, আর একটু নিয়মশৃঙ্খলাও যদি না আসে, তাহলে আমার আর বাঁচার সাধ যায় না। আমি মরেই যাবো।"

স্বল্পভাষী লাজুকস্বভাব ঈভান বিচলিত হয়ে ওঠে—আনাড়ীভাবে তার হাতখানা পড়ে শুবিনার হাতে। অপ্রস্তুত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঈভান হাতখানা সরিয়ে নেয়; আরক্তিম হয়ে ওঠে তার ঘাড়, মুখ, কান।

"না শুবিনা, তুমি মরার কথা বোলো না। নিয়মশৃঙ্খলা আসবে। এই আমি কথা দিলাম—আমরা তা করবই এখানে।"

তখন থেকে শুবিনা সেরে উঠতে থাকে, কিন্তু একেবারে সেরে উঠতে অনেক সময় লাগে। তখন থেকে ঈভান বুঝেছে—কসাকের গুহায় নয়, এই 'নবীন-ক্ষেতী'র সঙ্গেই তার ভবিষ্যৎ বাঁধা।

৭

ফেব্রুয়ারী মাসের পক্ষে অস্বাভাবিক রোদের জ্বালায় কারখানা কমিটির ঘরটায় অস্বস্তি। একটুখানি হাওয়ার জন্যে একটা জানালা খুললেন নিকোলাই ঈভানোভিচ। ভবঘুরে হাওয়াটা চুরি করে এসে তাঁর কপাল থেকে চুলটাকে তুলে ধরল। তিনি চুলটাকে পেছনে ঠেলে দিতেই আরও উস্কখুস্ক হয়ে উঠল। খুশি মনে তিনি মন্তব্য করলেন : "এখনও বরফ পড়ছে, কিন্তু আরেকটি বসন্তও এসে গেল।" আবার কমিটির আলাপ-আলোচনার সূত্র ধরে তিনি বললেন :

"এবারে আসছে চোরাই মদ-চোলাইয়ের সমস্যা। কাজে গরহাজিরের ব্যাপারটাও কেলেঙ্কারির পর্যায়ে উঠছে। কিছু জানা গেল ?"

কারখানায় ধাতুর চাদর ঘরের প্রতিনিধি একটু ময়লা রঙের তরুণটি বিবরণী পেশ করল : "জাপোরোঝে'কে ঘিরে সামাগনের একটা মহাসমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে। গত বছরের বাড়তি ফসল থেকে কুলাকরা একেবারে টন-টন চোলাই করছে। 'কৃষক ভবনে'র পিছনে কিছু একটা রন্ধ্রপথে তারা শহরে সামাগনের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। মনে হয় যোগাযোগ আছে ঐ 'ভবনের' ম্যানেজারেরই সঙ্গে। ম্যানেজার স্বহস্তে না করলেও, ব্যাপারটা কোন হাত দিয়ে হয় তা নিশ্চয়ই জানে।"

"এ-তো এমন কিছু কঠিন সমস্যা হবার কথা নয়।" নিকোলাই ঈভানোভিচ বলেন, " 'কৃষক ভবন' হোস্টেলটির মালিক তো মিউনিসিপালিটি। ম্যানেজারের যোগানদারটি কে তা যদি আমাদের কারখানা চাপ দিয়ে বের করতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে আমরা কোন কাজেরই নই।"

"লড়াই হবে"—আশঙ্কা প্রকাশ করে তরুণ শ্রমিকটি।

নিকোলাই ঈভানোভিচ বলেন, "তবে আমরা আছি কিসের জন্যে ?"

চোরাই-মদ চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান দ্রুত প্রসার লাভ করল। জাপোরোঝের অন্যান্য কারখানাও যোগ দিল। কতকগুলি কারখানার প্রতিনিধিমূলক একটি শ্রমিক-কমিটি মিউনিসিপাল হোস্টেলটিতে চড়াও হয়ে যোগানদারদের নাম বলতে বাধ্য করল ম্যানেজারটিকে। গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে' এই 'ঝাড়াই-কমিটি' নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করল, চাপ দিল পিছিয়ে-পড়া গ্রাম্য পুলিসের উপর। জেলার সংবাদপত্রটির সমর্থন পাওয়া গেল। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্যপ্রসঙ্গে তাঁরা বললেন, "প্রগতিশীল শ্রমিকেরা জানেন যে, তাঁদের জীবনযাত্রার মান ও দেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাতলামি কী ভীষণ জিনিস।"

সেদিন শনিবার সন্ধ্যায় ইয়েরেমিয়েফ ফেবারের বাড়িতে বসে কড়া সামাগনের গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল। এমন সময় হুড়মুড় করে ঢুকল তিনজন শ্রমিক। সোজা টেবিলের কাছে গিয়ে ওদেব স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে শ্রমিকেরা মুহূর্তে ইয়েরেমিয়েফের এবং আরও কয়েকটি পাত্রের পানীয় একটা প্রকাণ্ড বোতলে ঢেলে নিল।

ফেবার রুক্ষ মেজাজে জানতে চায়: "কী হচ্ছে এসব?"

"প্রমাণ সংগ্রহ।"—দু'কথায় জবাব দেয় একজন শ্রমিক। এবং চট করে ফিরে ডাকে: "ওহে, এই-যে! তুমি কোথায় চললে?"

ইয়েরেমিয়েফ চটপট বেরিয়ে যাচ্ছিল। ধরা পড়ে গেছে দেখে সে বেশ সপ্রতিভভাবেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, কাজে এসেছিল ফেবারের কাছে—এক পাত্র এগিয়ে দিল তাই সে একটু গরম হয়ে নিচ্ছিল।

শ্রমিকটি সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করল: "চোরাই মদ-চোলাইয়ের কুলাক কারবারির সঙ্গে খামার কম্যুনের ম্যানেজারের আবার কাজ কিসের?"

ইয়েরেমিয়েফ জবাবদিহি করে: "কিছু গরু-ঘোড়া-টোড়া আমরা কিনব; কুলাক ছাড়া আর বেচতে পারে কে বলো? কম্যুনের গাড়িতেই আমি এসেছি; গাড়ি চালিয়ে এসেছে কম্যুনেরই একটি ছেলে। ইচ্ছে হলে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।"

বাইরে গাড়িখানা খালি ; স্তেপান কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। গাড়ির এক কোণে খড়কুটো উস্কখুস্ক দেখে তদন্তকারী শ্রমিকটি সেখানে হাত ঢুকিয়ে বের করল কয়েকটা ডিম। ইয়েরেমিয়েফও অবাক।

শ্রমিকটি দেখে : "এখানে ব্যাপারট্যাপার অদ্ভুত !"

ঠিক তখুনই ফেবারের গোলাবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে স্তেপান—তার হাতে আরও ডিম। লোকজন দেখে স্তব্ধ আতঙ্কের মাঝে একটি ডিম পড়ে যায়।

দরজার কাছে হাজির ফেবার চেঁচিয়ে বলে : "ওরে চোর !"

পুরনো শত্রুর দিকে আগুনে দৃষ্টি হেনে স্তেপানও গর্জে ওঠে : "মা মরবার সময় তুমি ঢের বেশি নিয়েছ আমাদের থেকে।"

একটু হেসে তদন্তকারীটি ওদের মাঝে এগিয়ে গিয়ে বলে : "ব্যাপার মোটেই ভাল লাগছে না, ম্যানেজার মশাই। পরে আপনাকে খবর দেওয়া হবে।"

গাড়ি ফিরল চেরুমশানের পথে। মদটাও গেল, তায় আবার অন্তরঙ্গ মর্যাদাবোধক 'কমরেড ম্যানেজারের' পরিবর্তে সেই শুকনো মশাই' সম্বোধনে রুক্ষ মেজাজ ইয়েরেমিয়েফ চুরির জন্যে স্তেপানকে বকতে শুরু করল।

স্তেপানও ছাড়ে না—বলে, "আহা, কী কথাই তুমি শোনালে। কম্যুনের খাবার দিয়ে তুমি কি বাণিজ্য করছ তা যেন আমি জানি না ?"

রাগে বেসামাল ইয়েরেমিয়েফ স্তেপানকে 'পাজি গুণ্ডা গোয়েন্দা কোথাকার' বলে গালি দিয়ে মারল এক ঘুষি। স্তেপানও পাল্টা চালায়, এবং রাগে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ইয়েরেমিয়েফ আবার মারে আরও জোরে। ভয়ে লাফিয়ে যায় ঘোড়া, স্তেপান পড়ে বরফের মাঝে।

গাড়িটা বেগে চেরুমশানের দিকে চলে গেল দেখে স্তেপানও হেঁটে চলল ধীরে, কিন্তু মাথা উঁচু করেই।

রাগে গরগর করতে করতে প্রায় মিনিট পনেরো চলবার পর মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসতেই ইয়েরেমিয়েফের খেয়াল হয় যে, তদন্ত যদি হয়, আর স্তেপান যদি শত্রু থাকে, তাহলে সর্বনাশ। গর্বের বালাই নেই ইয়েরেমিয়েফের ; গাড়ি নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখে স্তেপান আসছে। ইয়েরেমিয়েফের ফেরার কারণ

সে বেশ বোঝে। ভেবেছিল অত দেরি হবে না। বয়স্ক মানুষও এতক্ষণ রাগে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে থাকতে পারে দেখে সে বরং আরও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। স্তেপান খুশি—খাটো হতে হবে ইয়েরেমিয়েফকেই ; গাড়িতে উঠে সে চুপচাপ বসে থাকে এক কোণে।

শেষপর্যন্ত ম্যানেজারই কথা বলল প্রথম : "স্তেপান, আমার মেজাজটা একেবারে যা-তা।"

"হুঃ,"—তার বেশি কিছু বলে না স্তেপান।

ইয়েরেমিয়েফই বলে যায় :—"তা দোষ আমাদের দু'জনেরই।"

স্তেপানের সেই 'হুঃ'-টুকুই।

তার ভাব দেখে বাধ্য হয়ে ইয়েরেমিয়েফই আবার কথা ধরল : "এর ফলে আমাদের পুরনো সম্পর্ক ভাঙবে না-তো, স্তিওপা ?"

"বোধ হয় না।" স্তেপান বলে, সে কিছু ফাঁস করবে না ঠিকই।

খুশি ইয়েরেমিয়েফ প্রথমে ভেবেছিল স্তেপান নিজের দোষের কথা মনে রেখেই অমন কথা বলছে। কিন্তু হঠাৎ তার খেয়াল হল কথাটার অর্থ অন্য—স্তেপান ছাড়াও অন্য কেউ তার বিপদের কারণ হতে পারে। ভবিষ্যৎ ভেবে ইয়েরেমিয়েফ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

সে তাড়াতাড়ি বলে : "তুমি আমাকে বাঁচালে, আমিও তোমায় বাঁচিয়ে চলব।"

"আমার ব্যাপারই নয় ; কথা লাগানো আমার স্বভাবেই নেই।"

আশ্বস্ত ইয়েরেমিয়েফ কিন্তু স্তেপানের ঔদাসীন্যে কেমন যেন ভয় পায়। তার মনে হয়—খামারের ম্যানেজার আর ঘরছাড়া ছেলেটির মধ্যেকার স্বাভাবিক সম্পর্কটিকে ছেলেটি যেন উল্টে দিয়েছে। রফাটা সে একটু পোক্ত করে নিতে চায় : "তুমি সত্যিই ভাল। তোমার ক্ষতি না হয় তা আমি দেখব।"

স্তেপানের সেই 'হুঃ'। সে জানে খামারের দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহারের কথা গোপন রাখলে চুরির কথাটাও গোপন রাখবে বলে ইয়েরেমিয়েফ কথা দিল।

পরদিন দুপুরের আগেই কম্যুনার কারখানার কমিটিটি 'নবীন ক্ষেত্রী'তে হাজির হল। তক্ষুণি কলোনি সোবিয়েতের সভা ডেকে তারা সব জানালো

ফেবারের বাড়িতে ইয়েরেমিয়েফের উপস্থিতির কথা, খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে গরু-ঘোড়া সম্পর্কে ইয়েরেমিয়েফের জবাবদিহির কথা। পর পর তু'বছর কলোনির সোবিয়েতে নির্বাচিত সদস্য মরোজফ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল যে, কলোনির জীবনে কখনও ফেবারের সঙ্গে কোন রকমের কারবার করবার জন্যে ইয়েরেমিয়েফকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। অমনি খাদ্যাদির হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল বেশ কিছু ঘাটতি রয়েছে।

অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। কলোনির প্রকাশ্য সাধারণ সভায় ফয়সালা করবার সিদ্ধান্ত হল ; ইয়েরেমিয়েফও আপত্তি করতে সাহস করল না। বড়বাড়িটির সবার বড় ঘরটিতে কম্যুনারের একজন শ্রমিকের সভাপতিত্বে সভা বসল ; কলোনি সোবিয়েতের সম্পাদিকা স্টেশা তার বিবরণী লিপিবদ্ধ করছে। হিসাবের খাতাপত্র এল, খাদ্যের ঘাটতি জানানো হল, এবং ফেবারের সঙ্গে সম্পর্কের কথা খুলে বলবার জন্যে ইয়েরেমিয়েফকে ডেকে বলা হল, আত্মপক্ষ সমর্থন করবার কিছু থাকলে সে বলতে পারে।

"এবার শীতকালে ঐ চোরাই মদচোলাইয়ের কারবারির কাছে যাওয়া পড়েছে কতবার ?"

আপনাথেকেই স্তেপানের দিকে একনজর চেয়ে ইয়েরেমিয়েফ বলল : "তু'বার।" বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠল কয়েকটি ছেলে।

সভাপতি স্তেপানকে জিজ্ঞাসা করল : "তুমি তো গাড়ি চালাও। উনি গেছেন কতবার ?"

স্তেপান বলে : "খুব বেশি নয়।"

"তু'বারের বেশি ?"

"তা, হ্যাঁ, তু'বারের বেশি।"

"বিশ বার হবে ?"

"না, না, অত নয়।"

এবার ইয়েরেমিয়েফকে সম্বোধন করে সভাপতি বললেন : "বোঝা যাচ্ছে যাওয়া পড়ত প্রায়ই। সামাগনের জন্যে দেওয়া হত কী ?" ফেবারের 'আতিথেয়তা'র গল্প তুলতেই সভাপতি ইয়েরেমিয়েফকে থামিয়ে দিয়ে বলে,

"কুলাকের আতিথেয়তার কথা আমাদের জানা আছে"—বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাত। "কী দেওয়া হয়েছে তাও এখন জানা—কেননা, তা গেছে এখানকার গুদাম থেকেই।" তারপর স্তেপানকে জিজ্ঞাসা করা হল ফেবারকে কোন খাদ্যসামগ্রী দিতে সে দেখেছে কিনা।

স্তেপান এড়িয়ে জবাব দেয়ঃ "আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি।"

কঠোরভাবে সভাপতি বলেনঃ "কলোনির সম্পত্তির উপর লক্ষ্য রাখা প্রত্যেকটি সদস্যের কর্তব্য। একটা চোরকে তুমি বাঁচাতে চাইছ—বিশ্বস্ত হবার জায়গা সেটা নয়।"

ইয়েরেমিয়েফ দেখল সব খুলে বলে ফেলাই ভাল। "কলোনির জিনিস আমি দিতে চাইনি, কিন্তু মদের লোভটাও সামলাতে পারিনি। শীতকালে কাজ থাকে না তেমন, তাই; চাষের মরশুম এলে আমি ঠিক হয়ে যাবো। যা দিয়েছি তা আমার মাইনে থেকে কেটে পুষিয়ে দেবো।"

এরপর কী করা যায়? সবাই মিলে আলোচনা চলল। শুবিনা বলল, "ইস্কুল খুলবার কাজটা হাতে নিলে শীতকালেও কাজের অভাব হয় না।" স্টেশা বলেঃ "গুদামঘরের চাবি হাতে না থাকলে অত লোভও হত না।" কয়েকটি ছেলে ইয়েরেমিয়েফের সদ্‌গুণের কথাও উল্লেখ করল—ক্ষেতে তার কঠিন পরিশ্রমের কথা, কলোনির বিষয়সম্পত্তি বাড়াবার জন্যে তার উৎসাহের কথা। আলোচনার উপসংহারে মরোজফ বললঃ "ইয়েরেমিয়েফের ভাল আছে অনেক কিছুই—কিন্তু ঐ চোরাই মদচোলাইয়ের কারবারিটা টিট হলে তবে।"

কম্যুনার কারখানা থেকে আগত তদন্ত কমিটি কলোনির সোবিয়েতের শেষ অধিবেশনে আলোচনা গুটিয়ে বিবরণীতে ঘোষণা করলেনঃ "ইয়েরেমিয়েফ চোর, মাতাল। সে তা স্বীকারও করেছে। খামারের একজন সাধারণ কৃষকের অমন সব দোষ থাকতে পারে—সে আমাদের অতীত অনগ্রসরতারই কুৎসিত জের। কিন্তু ইয়েরেমিয়েফের সে দোষ কাটিয়ে ওঠা উচিত ছিল; সে লালফৌজে ছিল, পুলিসের কর্তাও ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি এর চেয়ে ভাল লোক দিতে পারেন তাহলে ইয়েরেমিয়েফকে সরিয়ে দেওয়াই ভালো। তা

সম্ভব না হলে কলোনির সবার সামনে তাকে ভর্ৎসনা করে গুদামের চাবি দেওয়া হোক একটি নির্বাচিত কমিটির হাতে। কলোনির সবাইকে বলা হচ্ছে তারা যেন আরও হুঁশিয়ার থাকে।"

ইয়েরেমিয়েফের অপরাধ নিয়ে ব্যস্ততার মাঝে ফেবারের বাড়ি থেকে স্তেপানের ডিম-চুরির কথা উঠলোই না; কলোনি থেকে তার বহু খাবার-চুরির কথাটি-তো জানলোও না কেউ। যা ঘাটতি তার সবটাই গেল ইয়েরেমিয়েফের ঘাড়ে; চুরির পরিমাণের হিসেব সে নিজেও রাখেনি। যা ইয়েরেমিয়েফ পারেনি, ধরা পড়ল, তাতেই নিজের সাফল্যে উল্লসিত স্তেপানের মাথায় নিজের চালচলন বদলাবার প্রয়োজন-বোধটাও এল না। ইয়েরেমিয়েফের স্বীকৃতিই ছেলেদের চুরিগুলিকে গোপন করে দিল; স্তেপান দেখলো, ইয়েরেমিয়েফ কাঁচা লোক।

ফলাফল দেখে ইয়েরেমিয়েফ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এর জন্যে জেলও হতে পারত, কিন্তু সবই বেশ আপসে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। স্তেপানের সাক্ষ্য আর মরোজফের বিচারবুদ্ধিই তাকে বেশি উৎফুল্ল করে। কলোনিতে তার কাজের কদর আছে। ইয়েরেমিয়েফ পণ করে—সামাগন আর কখনও নয়। আগে এমন অনেকবারই করেছে, কিন্তু এবার ঢের বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করে, কেননা, গোটা কলোনিটাই নজর রাখবে।

এই ঘটনার পর কলোনির সবাই যেন তাকে আরও পছন্দ করে। কলোনির একশ' পঁচিশ জনকে সঙ্গে পেয়ে হিম্মৎ পায় মনে—একেবারে সেরা ফসলের জন্যে ইয়েরেমিয়েফ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মরোজফ, ঈভান, এবং মাঠের কাজের আর সকলেই এখন একটু বড়ও হয়েছে, একবছরের সাফল্যের অভিজ্ঞতাও তাদের রয়েছে। স্তেপানের দলটার ওপর একটুও ভরসা করা যায় না; অধিকন্তু, ইয়েরেমিয়েফ স্তেপানের কাছে এত ঋণী, ছেলেটাকে আয়ত্তে আনবার কথা ভাবতে গিয়েও নিতান্ত নিরুপায় বোধ করে। সেই ঘাটতি সে পুষিয়ে নেবে মরোফজ-ঈভানদের বর্ধিত শক্তি দিয়ে। স্তেপানের দলকে নাই-বা পাওয়া গেল—কী এসে যায় তাতে! ভাল ফসলের জন্যে কাজ করতে প্রস্তুত কর্মীর সংখ্যা যথেষ্টই। ১৯২৫ সালের সেই

বসন্তে নবীন ক্ষেতী বীজ ফেলল চার শ' একর জমিতে। কিচ্‌কাসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কলোনিতে এসে সাহায্য দিল। পারস্পরিক সহায়তা কমিটির মাধ্যমে ওরা গ্রামের বিধবা আর অনাথদের জন্যে পঞ্চাশ একর জমিতে চাষ দিল। সাফল্যের শিখরে উঠল 'নবীন ক্ষেতী'।

'নবীন ক্ষেতী'র শক্তি দেখে কাউন্টি কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত ইয়েরেমিয়েফের অনুরোধ মেনে চার-তলা বড় কলটাও দিয়ে দিলেন; সরকারী খামারটা তুলে দেবার পর সেটা পড়ে ছিল। সারা কাউন্টিতে সবার বড় এই কলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বারোটা গ্রামের শস্য পেষা হত। আগেকার মালিক বিপ্লবের সময় কলটাকে নষ্ট করে দিয়েছিল; কিচ্‌কাস সমবায় সমিতি এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কলটি চেয়েছিল, কিন্তু মেরামতের খরচের ভয়ে পিছিয়ে গেছে। সরকারী খামার পর্যন্ত তার একটিমাত্র অংশ মেরামত করতে পেরেছিল।

ইয়েরেমিয়েফ বলে: "'নবীন ক্ষেতী' চালাবে ও কল।" সারা-জেলায় সবার বড় খামারে সবার বড় কল; তাই নিয়ে বিপুল সাফল্যের স্বপ্ন দেখে ইয়েরেমিয়েফ—সেই সাফল্যে মুছে যাবে তার কলঙ্কের কালি।

কম্যুনের ছেলেরা সব গর্বভরে কলের যন্ত্রপাতি দেখায় কৃষকদের। সেরা ফসলের প্রায় সবই বিক্রি করে ওরা কেনে দামী দামী সব যন্ত্রপাতি। আসবে, প্রাচুর্য আসবে। ইয়েরেমিয়েফ সবাইকে আশ্বাস দেয়—কল চালু হলেই আসবে অঢেল প্রাচুর্য।

দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়—কল মেরামত হয় না। এত শ্রম, এত নিষ্ঠা, এত কষ্ট—কিছুতেই কিছু হয় না। শেষপর্যন্ত বোঝা গেল, যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক যেটা যেমনটি দরকার তা কেনা হয়নি—ঠিক কী-যে কিনতে হবে তা জানা ছিল না কারও। যে কলটার উপর কৃষকেরা তাদের ক্রমবর্ধমান ফসলের কাজের জন্যে নির্ভর করে ছিল তা চালু হল না দেখে অসন্তোষ দেখা দিল।

'নবীন ক্ষেতী'র বৃদ্ধি আর প্রসারের চেয়ে দ্রুত এল তার ভাঙন। ফসল গেল ফুরিয়ে; শীতকালে নিশ্চিত অনাহার। ইয়েরেমিয়েফ পাগলের মতো ছুটোছুটি করল সাহায্যের জন্যে। একটার পর একটা তদন্ত কমিটি এল—আলোচনা করল, প্রস্তাব দিল। প্রায় সমস্ত শস্য বিক্রি করে যেসব যন্ত্রাংশ কেনা হয়েছিল তার

দাম হিসেবে ছয় সপ্তাহের রুটি দিয়ে কিচ্‌কাস সমবায় প্রতিষ্ঠান কলটি নিয়ে নিল।

কাউন্টি স্কুলবোর্ডের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল অমন চমৎকার মেরামত-করা বড় বাড়িখানার ওপর। তরুণ কৃষকদের ইস্কুল-বাড়ির জন্যে তাঁরা চেক্‌মশান নিয়ে নিতে চাইলেন নিজেদের খবরদারিতে ; 'তরুণ কৃষকদের ইস্কুল' তখন চারিদিকে চলছে। ওপর তলায় হবে গুটি পঞ্চাশেক শিশুর বসতবাড়ি, নীচের ঘরগুলিতে বসবে গ্রামের দিনের বেলার ছাত্রদের ক্লাস। গরু-ঘোড়া, ছুতোর ঘর, কামারশাল, ইত্যাদি কর্মশালা এবং সবজীবাগানগুলিও তাঁদের চাই, কিন্তু দূরের জমিগুলি নয়। ইয়েরেমিয়েফকেও তাঁদের প্রয়োজন নেই ; স্তেপানের দলের কুকর্মে দুর্নামের ভাগী বড় বড় ছেলেদেরও তাঁরা চান না। ষোল বছরের বেশি বয়সের সবাইকে তাঁরা বাদ দেবেন।

কলোনির একটু বড়দের মধ্যে থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ক্ষুব্ধ ঈভান বলে : "বড় বাড়িটাকে মেরামত করলাম তো আমরাই।" "আমরাই তো তৈরি করলাম বাগানগুলো।"—বলে শুবিনা। প্রতিবাদ জানিয়ে মরোজফ বলল : "শীতে কেঁপে, জ্বরে ভুগে চাষাবাদ করেছি ; আমরা গড়ে তুলেছি কলোনির সম্পদ।" কাউন্টি ছাড়িয়ে জাপোরোঝে'তেও গিয়ে পৌছল ওদের প্রতিবাদের আওয়াজ। জনমত ওদের পক্ষে ; প্রধান পৃষ্ঠপোষক হল কম্যুনার কারখানা।

'নবীন ক্ষেতী'র ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠল দুটি প্রতিষ্ঠান। 'তরুণ কৃষকদের জন্যে ইস্কুল' পেল বড় বাড়িটা, সবজীবাগানগুলি, এবং প্রায় সব গরু, ঘোড়া, ইত্যাদি পশু। নিজেদের যৌথখামার গড়তে বলা হল বড় ছেলে-মেয়েদের। তাদের দেওয়া হল ছোট বাড়িগুলির দু'খানা, একটা গরু আর ঘোড়া-মুরগীগুলি, কিছু ছুতোরের হাতিয়ার, চাষের সাজসরঞ্জাম সবই, এবং ভাল জমি যতটা তাদের সাধ্যায়ত্ত। সর্বোপরি, বড় বাড়িখানা মেরামতের বাবদ ওদের দেওয়া হল দু'জোড়া ঘোড়া—ওদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই ঘোড়া নিয়ে ওরা শীতের বাকি দিনগুলি মাল চলাচলের কাজ পেতে পারে, এবং আগামী বসন্তে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে। সর্বসম্মতিক্রমে

মরোজফ, ঈভান, স্টেশা, আর শুবিনা এই নতুন সংগঠনের উদ্যোক্তা হিসাবে গৃহীত হল।

কম্যুনার কারখানা থেকে একটি প্রতিনিধিদল এল। তারা বাণী পাঠিয়েছে: "কমরেড সব, তোমাদের দুর্বিপাকের সময় অনেক কাল আমরা কোন খোঁজখবর নিইনি। চোরাই মদচোলাইয়ের কারবারির কথা আমরা জানতাম; তার পরবর্তী ঘটনাবলীও আমাদের লক্ষ্য করা উচিত ছিল। তোমাদের এই নতুন খামারবাড়ির 'পৃষ্ঠপোষক' হবার জন্যে আমরা এই বিধিবদ্ধ প্রস্তাব পাঠাচ্ছি।" খুবই উৎসাহ নিয়ে, বুকে বল পেয়ে এই নওজোয়ান কৃষকেরা সে প্রস্তাব গ্রহণ করল।

পরাজয়ের অন্ধকারের ভেতর থেকেও উদ্ধার করা গেছে ভবিষ্যৎ সুদিনের সূচনাটি—এই চেতনা থেকে ওরা নাম বেছে নিল 'রাঙা প্রভাত খামার।'
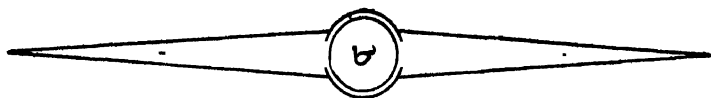
নবীন ক্ষেতীর ভাঙনের আঘাতটা বড়দের মনে খুবই গভীর হয়ে বেঁধে। হাতের মুঠোয়-পাওয়া সাফল্যই খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায় মরোজফ। খেতে পারে না; পাংশু, যেন অসুস্থ দেহটাকে টেনে টেনে চলে।

নিকোলাই ঈভানোভিচ ওকে ডেকে পাঠালেন। "মনমরা হয়ে ভাবনাটা ছাড়ো। বহু ব্যর্থতার ভেতর দিয়েই জীবনের পথ করে নিতে হয়। সংগঠনটাই বড় কথা নয়; তার গঠন, বৃদ্ধি আর বিনাশ থেকে কী শিখলাম সেইটেই আসল কথা। কারণগুলো একবার ভেবে দেখো-তো।…"

মরোজফের সমস্ত ভাবনা রূপ পেলো টুকরো টুকরো কথায়: "ইয়েরেমিয়েফ…স্তেপান…"

নিকোলাই ঈভানোভিচ সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলেন: "ঠিকই, কিন্তু আরও গভীরে তাকিয়ে দেখ। মাতলামি, চুরি, অজ্ঞতা দেশের সর্বত্র। তা সত্ত্বেও আমাদের এগোতে হবে। তোমাদের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার পদ্ধতিতে গলদ কি ছিল?"

মরোজফ মনে মনে বিচার-বিশ্লেষণ করে বলে: "কে কি করছে-না-করছে তার ওপর নজর রাখার কোন ব্যবস্থা আমাদের ছিল না। সংগঠনের ব্যাপারটা যদি আমার একটু জানা থাকত!"

ছেলেটির দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিকোলাই ঈভানোভিচ পরামর্শ দিলেন: "যৌথ খামারগুলির জন্যে গঠনতন্ত্রের যে-নমুনাটি বেরিয়েছে ওটা ভাল করে পড়ে দেখ; ফসলতোলার আগে অবধি ওর থেকে কিছু সাহায্য পাবে। তারপর সামাজিক আর রাজনীতিক সংগঠনের ব্যাপারটা যদি ভালভাবে

বুঝতে চাও, আমাদের কারখানা কমিটির সুপারিশে তুমি জাপোরোঝে'তে পার্টির ট্রেনিং ইস্কুলে ভর্তি হতে পারো; একটা বৃত্তির ব্যবস্থাও হতে পারে।"

এই আশ্চর্য প্রস্তাবে খুশি হতভম্ব মরোজফ উথলে ওঠে: "আপনি বলছেন, আমি তাহলে···ওরা সবাই যদি শীতকালটা আমায় ছেড়ে দেয় তাহলে এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে!"

"শীতকালে খামারে যাতে আর কেউ তোমার কাজটা করতে পারে, শিখিয়ে নাও। সংগঠক হিসেবে সেই হবে তোমার প্রথম পাঠ; কত নতুন লোক শিখিয়ে ট্রেনিং দিয়ে অন্যের জায়গায় বসাতে পারো তাই দিয়ে সাফল্যের পরিমাপ হয়।"

মরোজফ বন্ধুদের কাছে গিয়ে বলল এই আলাপ-আলোচনার কথা। এর থেকে 'রাঙা প্রভাত' খামার দেখল যে, 'নবীন ক্ষেতী' ছিল প্রকাণ্ড, ঢিলেঢালা, সুষ্ঠু-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাহীন, এবং সেই হল তার সর্বনাশের একটি প্রধান কারণ। সুদৃঢ় সংহত ধরনের যৌথ খামার 'আর্টেল'ই ওরা এবার গড়ে তুলবে। বাইশ জন সদস্য-সদস্যার প্রত্যেকেরই সুনির্দিষ্ট কাজ থাকবে, তার হিসাব নেওয়া হবে প্রতিদিন, এবং ফসলতোলার সময় সেই কাজের দাম দেওয়া হবে। কাজে গাফিলতি দেখা গেলে ইয়েরেমিয়েফের কিছু গালিগালাজের পরিবর্তে রীতিমতো শাস্তি পেতে হবে। "কাজ যে করে না, সে খেতেও পাবে না"—এই হবে সাজা।

সর্বসম্মতিক্রমে ইয়েরেমিয়েফকেই নেতৃত্বে থাকতে বলা হল। তার দুর্বলতার মাশুল দিতে হয়েছে সবাইকে, কিন্তু সে কাজের লোক। ওদের সবার চেয়ে ভাল ক্ষেতী; ফেবারের মদচোলাই বন্ধ হবার পর থেকে সে মদও আর খায়নি। ইয়েরেমিয়েফ রাজী হল; ফসলতোলা অবধি থেকে সবাইকে সব কাজ শিখিয়ে-বুঝিয়ে দিয়ে সে সরকারী খামারের ম্যানেজারি কাজের ট্রেনিং নিতে যাবে এই তার ইচ্ছা। ততদিনে 'রাঙা প্রভাত' খামার তাকে ছাড়াই চলতে পারবে—খামারের বড় ছেলেরা আঠারোয় পড়বে।

সর্বক্ষণ কেবল পড়াশুনার জন্যে মজুরি পাওয়া যাবে—এদের মধ্যে আগে আর কেউ এ সুযোগ পায়নি। মরোজফের জন্যে ইস্কুলের বৃত্তির ব্যাপার নিয়ে

প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হল ; কে কি রকম ট্রেনিং পেতে চায় তাই নিয়ে চলল জল্পনাকল্পনা। 'নবীন ক্ষেতী' উঠে যাবার ফলে ভবিষ্যতের প্রশ্নটা খুবই সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে ওদের সামনে—কে কী করতে চায় তা এবার ভাবতে হচ্ছে প্রত্যেককেই।

স্টেশা ডাক্তার হতে চায় : "শুরু করবার বয়েস আছে-তো ?"

খামারটাকেই ঈভান নিজের উপযুক্ত কাজ বলে গ্রহণ করে : " 'রাঙা প্রভাত' খামারটিকে দাঁড় করাবো।" শুবিনাও একমত, তবে মোরগ-মুরগী আর অন্যান্য পাখির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠাই তার ইচ্ছা।

'পৃষ্ঠপোষক'দের উপদেশ আর পরামর্শের জন্যে এইসব স্বপ্ন গিয়ে হাজির হল কম্যুনার কারখানায়। কৃষি, মুরগী-পালন, আর প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে বই দেবেন বলে নিকোলাই ঈভানোভিচ কথা দিলেন। সবার মতে ঠিক হল—ছোটখাটো সব পশুর ভার নেবে শুবিনা, খামারে সমস্ত অসুখবিসুখের ব্যাপারে স্টেশা হবে ডাক্তারের সাহায্যকারিণী, ইয়েরেমিয়েফ আর মরোজফ চলে গেলে ঈভান খামারের ব্যবস্থাপনার ভার নিতে পারে কিনা সেটা তার কাজের ভেতর দিয়ে দেখা হবে। প্রধান ছুতোর মিস্ত্রী হিসেবে সে কথার চেয়ে বেশি কাজ দিয়েই সুস্থির নেতৃত্বের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। যে-যার বেছে-নেওয়া কাজে সমানে আগ্রহান্বিত থাকলে পরে ইস্কুলে ট্রেনিং-এর জন্যে সাহায্য করা হবে।

স্তেপান কি চায় ?—সে এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারেনি। 'নবীন ক্ষেতী' ভাঙছে—সে কথা জানতে পেরেছিল সে-ই প্রথম। কাউন্টি সোবিয়েতের সভায় যেদিন খামারটি তুলে দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল সেদিন জানুআরি মাসের সেই বিমর্ষ সন্ধ্যায় হতাশ ইয়েরেমিয়েফের গাড়ি চালিয়ে এনেছিল স্তেপান। ম্যানেজার টলতে টলতে গিয়ে ঘরে ঢুকতেই স্তেপান সোজা বড় বাড়ি গিয়ে চুপি চুপি মারিনকে জাগিয়ে ইশারায় বাইরে ডেকে নিয়েছিল।

ফিসফিস করে সে বলল : "যা পারা যায় আজ রাত্রে নিয়ে যেতে হবে। এই হয়তো শেষ বার।"

'নবীন ক্ষেতী'র দিন ফুরিয়েছে শুনে মারিন প্রথমে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

অমনি 'চলো, জলদি' বলে হুকুম দিল স্তেপান: "যা পারা যায় সব আজই নিতে হবে গুহায়; তারপর দেখা যাবে কি হয় না-হয়।"

স্তেপানের দূরদৃষ্টি দেখে মারিন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে; স্তেপানের কাঁধ চাপড়ে তারিফ করতে থাকে।

সারা রাত ধরে তারার আলোয় বরফের ওপর দিয়ে বহু খেপে গাড়ি-ভর্তি খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিস চালান গেল গুহায়। সেই পাথুরে দাঁড়াটার ওপর দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি-পাথরগুলো—সেখান থেকে সেইসব অমূল্য সম্পদ হাতে-হাতে গুহায় নিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরগুলোর পেছনে লুকিয়ে ফেলা হল। চুরির পরিমাণ প্রচুর; সকালেই সবার নজর পড়ল, কিন্তু তখনই যে সংকট এল তার জন্য আর সে ব্যাপারে মন দিতে পারল না কেউ।

স্তেপান ভেবেছিল ঠাসা গুদামের এই আড্ডাটি হলে সে যেমন-খুশি কাজ বেছে নিতে পারবে, কিন্তু এটাই হল অন্তরায়। কাজ না করেও যখন গুহায় খাওয়াদাওয়া বেশ ভালই চলতে পারে সে অবস্থায় নিয়মিত কোন কাজ বেছে নেওয়া যায় না। 'রাঙা প্রভাত' খামারের কড়া নিয়মকানুনে তার আপত্তি। স্তেপান বোঝে, তার বদ-অভ্যাসগুলির জন্যেই এইসব কড়াকড়ি। নিতান্ত ঢিলেঢালা কলোনিতে ইয়েরেমিয়েফের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক আর নিজের দলটার উপর কর্তৃত্ব থাকবার ফলে যে আয়াসের আর মোড়লির সুযোগ ছিল তা এখানে অসম্ভব। মরোজফ, ঈভান আর মেয়ে দুটির সমষ্টিগত নিয়মশৃঙ্খলা সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না; ওর মনে হয়, ক্ষমতায়, সামর্থ্যে, সাহসে, সবকিছুতে ওরা তার চেয়ে খাটো।

মার্চের ঝোড়ো হাওয়ার তর্জনগর্জনের সঙ্গে চাষাবাদের দিন ঘনিয়ে আসে। স্তেপানকে আটেলে আনবার জন্যে চেষ্টা করল ঈভান। পুরনো সাথীর প্রতি তার শ্রদ্ধায় নানা কারণে ভাটা পড়েছে, কিন্তু স্তেপানের সামর্থ্য তার চেয়ে বেশি এবং বোধ হয় মরোজফেরই সমান তা স্বীকার করতে ওর লজ্জা নেই; স্তেপানকে পেলে 'রাঙা প্রভাতে'র কাজ আরও ভালই চলতে পারে।

"চাইলে তুমি যেকোন কাজ পেতে পারো খামারে"—ঈভান তাকে পথে আনতে চায়।

স্তেপান বলে: "অকর্মণ্য ইয়েরেমিয়েফটার কর্তালিতে ঐ ক্ষুদে খামারে! সবটা অমনি দিলেও আমি চাই না।"

নতুন খামারটা ছোট—তাই নিয়ে বিদ্রূপে আহত ঈভান পাল্টা বলে: "তোমার কোন্ বৃহৎ পরিকল্পনাটা আছে শুনি?"

ঈভানের ওপর আগের সে প্রভাব আর নেই দেখে ক্ষুব্ধ বিরক্ত স্তেপান মাথাটা একটু হেলিয়ে বলে: "আমার জন্যে ভাবতে হবে না, হে। আমার অমন ঢের ঢের উপায় জানা আছে।"

মরোজফের সৌভাগ্যের কথা শুনে স্তেপান নিকোলাই ঈভানোভিচের কাছে গেল কৃষিযন্ত্র তৈরির কারখানায় কাজের জন্যে। কারখানা কমিটির সভাপতি জানালেন, 'কম্যুনার' এখনও পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদনের পর্যায়ে পৌঁছয়নি, এবং প্রথমে কাজের সুযোগ পাবে পুরনোরাই।

নিকোলাই ঈভানোভিচ জানতে চাইলেন: "বলতো, ঠিক কী তোমার সবচেয়ে পছন্দ? কৃষিতে তোমার কোন আগ্রহ নেই। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিশেষ কোন ঝোঁক আছে?"

সহৃদয় কিন্তু তীক্ষ্ণ সেই দৃষ্টির সামনে স্তেপানকে একটু ভেবে বলতে হয়: "তা-তো ঠিক ভাবিনি।" বিষণ্ন সেই কথাটির সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ-পাওয়া খুশিতে সে বলে, "কিন্তু নদীটাকে আমি ভালবাসি।"

নিকোলাই ঈভানোভিচ একটু উৎসাহব্যঞ্জক হেসে বললেন: "নদীকে ভালবাসাটা হতে পারে অনেক রকমের। আমাদের নীপারকে ভালবাসি আমিও। আমাদের ইতিহাসে এর গুরুত্ব রয়েছে। প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতি এসেছিল আমাদের এই বর্বর উত্তর অঞ্চলে—সে এই নদীপথেই। প্রাগৈতিহাসিক কালেও গ্রীক পুরাণের নায়কেরা এই নদীপথেই চলে এসেছিল কোন নিরুদ্দেশ অরণ্যসংকুল দেশে। আজিকার কিচ্‌কাস অবধিই তারা এসেছিল। তাদের গতি রুদ্ধ হয়েছিল নীপারের খরস্রোতের ওখানে।"

জলজল করে স্তেপানের চোখ। সে বলে: "নীপার সম্পর্কে এত সব আমি জানতাম না। মুক্ত কসাকেরা খাড়াই পাহাড়গুলিকে কীভাবে রক্ষা করেছিল শুধু সেই কথাই আমি জানি।"

"নীপার সম্পর্কে আমাদের দু'জনের স্বার্থ দেখছি একই।"—নিকোলাই ঈভানোভিচ মৃদু-হাসিমুখে বলেন: "প্রায় তোমার বয়সে আমি ঐ নদী বেয়ে যেতাম; লেনিনের পুস্তিকা, মার্কস্ আর এঙ্গেল্‌স'এর লেখার অনুবাদ—এই সব বেআইনী বইপত্র বিলি করা ছিল আমার কাজ। 'গ্রাফ টোট্‌লবেন' নামে স্টীমারখানা ছাড়ত রাত্তিরে—ওডেসা থেকে যেতাম সেই স্টীমারে; ওডেসায় ছিল বলশেভিকদের জেলার সদর কার্যালয়। সকালে খারসনে নেমে আমার ডিঙি-নৌকোয় হালের কাছে বড় গোল বসবার জায়গাটার নিচেয় আর গলুইয়ের খোপটায় বইপত্তর লুকিয়ে রাখতাম। সঙ্গে নিতাম প্রকাণ্ড একটা রুটি, আর সিগারেট; সেই সিগারেটের বদলে নদীতে পেতাম তরমুজ আর টোমাটো। উজানে যাবার সময় নৌকোটাকে বেঁধে দিতাম ভাসানো কাঠ কিংবা টানা-বজরার সঙ্গে। আমার শেষ ঘাঁটি ছিল ঠিক জাপোরোঝে'র বাইরে। এখন কিচ্‌কাসের মাঝামাঝি স্লোবোদকা ফাউণ্ড্রিতে ছিল একটা মজবুত ঘাঁটি; এখন সেটা জাপোরোঝে'র সঙ্গেই মিশে গেছে। নদীর ভাঁটায় বৈঠা না চালিয়েই ভেসে যেতাম—একেক সময় নৌকোর মাঝে ঘুমিয়েও পড়তাম।"

কাহিনী শুনে স্তেপান মশগুল হয়ে যায়। প্রাণচঞ্চল এই সুদর্শন ছেলেটিকে নিকোলাই ঈভানোভিচের ভাল লাগে। স্তেপানের গুণের কথা তিনিও জানতেন—কাজ দিয়ে ভরসা করা যায় না, তায় ছিঁচকে চোর। কিন্তু নদী সম্পর্কে এই আগ্রহটা হয়তো নতুন কিছুর ভিত্তিই হয়ে উঠতে পারে। নিকোলাই ঈভানোভিচ বলে যান: "নদীটাকে কোন রকমে ব্যবহার না করলে তাকে আসলে চেনা যায় না: মাছধরা কিংবা নৌকা বাওয়া,—তাই বলে সে খেলা নয়, রীতিমতো পেশা হিসেবে না করলে নদীটাকে জানা জায় না, বোঝা যায় না। সামনের বছরের পরের বছর আমাদের যে বাঁধের কাজটা শুরু হবে সেই হবে সব চাইতে ভাল। তোমার জন্যে এবং তোমার মতো আরও হাজার হাজার লোকের জন্যে সেই হবে কাজের এক বিপুল কেন্দ্র।"

বাঁধের কথাটা চটকদার বটে, কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে বড্ড বেশি দিন। স্তেপান অবিশ্বাসের কথা বলে : "সব সময়ে কেবল ভবিষ্যতের আশা!"

একটু বিরক্ত হয়েই নিকোলাই ঈভানোভিচ বলেন : "হ্যাঁ, সব সময়েই ভবিষ্যতের আশা। তুমি কী-যে চাও তাও ঠিক করে উঠতে পারলে না, কিন্তু চেয়ে দেখো ওই 'রাঙা প্রভাত' খামার—নতুন এই আর্টেলগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; ভবিষ্যতে আমাদের কৃষিব্যবস্থার চেহারাটা যা হবে তাইই ওরা আজ গড়ে তুলছে।"

স্তেপান মহা ফাঁপরে পড়ে যায়; ঈভানের সঙ্গে আগেই অমন বড়াই করে বাতিল করে না এলে 'রাঙা প্রভাত' সম্পর্কে এই মানুষটির মতামত দেখে ও হয়তো মতি স্থির করতে পারত। কিন্তু কথা সে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। সেই রাত্রেই চেরুমশান থেকে নৌকাখানা অদৃশ্য হল; গুহার কাছে আধ-ডোবা পাথরগুলোর উপর দিয়ে টেনে স্তেপান আর মারিন নৌকোখানাকে লুকিয়ে ফেলল ক্ষুদে পাথুরে দ্বীপটার পেছনে। নিকোলাই ঈভানোভিচের সঙ্গে কথার পর নদীটাকে ব্যবহার করবার একটা নতুন ফিকির স্তেপানের মাথায় এসেছে।

'রাঙা প্রভাত' খামার যখন ক্ষেতের কাজে লেগে গেল, স্তেপান দেখল চেরুমশানে সে নিতান্তই খাপছাড়া। এপ্রিলের একটি চমৎকার দিনে দলবল নিয়ে সে গুহায় সরে পড়ল। ওরা বারো জন—তার মধ্যে রোমাঞ্চপ্রিয় আমুদে সেই মারিন, এখন বেশ তাগড়া, আর হুল্লোড়ে ফিওদোর, আর পীটার—খামারে কাজের চেয়ে স্তেপানের প্রতি আনুগত্যের টানই পীটারের বেশি। নিজেদের ছাড়াও নতুন ইস্কুল থেকে আরও কয়েকখানা কম্বল ওরা নিয়ে গেল। 'রাঙা প্রভাত' খামার থেকে চুরি করেনি কিছুই; সেখানকার সংগঠন ভেদ করে চুরি করা কঠিন, তাছাড়া গুহার পথ চেনে সেখানকার দু'জন।

'রাঙা প্রভাতে'র চারটে ঘোড়া—তার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলা চাই, তাই স্তেপান বলে : "একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে; ঘোড়ার পেছনে খাটুনির জন্যে ঘোড়া নয়—চড়বার জন্যে, নিয়ে সাঁতার কাটবার জন্যে একটা ঘোড়া।" কী করে-যে পাওয়া যাবে তা-তো জানে না, তাই আপাতত সে ব্যাপারটা

চাপা গলায় বলে: "নিরাপদে রাখার জন্যে ভাল একটা জায়গা আগে বের করতে হবে।"

ঘোড়া লুকিয়ে রাখবার মতো একটা জায়গা খুঁজবার উড়নচণ্ডী খেয়ালীপনার মাঝে কয়েকটা দিন বেশ ভালই কাটে। পীটার খুবই উঠে পড়ে লেগেছে। আমুদে আর রোমাঞ্চপ্রিয় মারিনের পাশে নিজেকে বরাবরই তার খাটো মনে হয়; এবার সে কিছু নাম করবেই। খাড়াই পাহাড়টার ঘাঁতঘোঁত দেখে দেখে বুঝে সে রীতিমতো পরিকল্পনা অনুসারেই সন্ধানে লেগে গেল। একটু দূরেই নদীর ভাঁটায় ঝোপে-ঢাকা একটা গভীর সংকীর্ণ খাদ ঢুকে গেছে পাহাড়টার ভেতরে; ঝিরঝির করে জল গড়াচ্ছে সেখান থেকে। সেই খাদটার পাড় ধরে এগিয়ে পীটার সরু একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে হঠাৎ দেখে সেখানে একটা ফাঁক, এবং তারপরই আরও উঁচুতে অদৃশ্য আরেকটা খাদ। সেটা বেয়ে উপরে উঠে পীটার একটা ঘাসের জমিতে গিয়ে পড়ল; প্রস্ফুটিত লোকাস্ট গাছের ভিড়ে ছায়ায়-ঢাকা সেই জমিটা খাড়াই পাহাড়ের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই ছোট্ট স্রোতটার উৎস থেকেই সেখানেও জল আসে।

দলের সবাই খুব বাহাবা দিল পীটারকে; আবিষ্কারটা উপলক্ষ করে রীতিমতো একটা অনুষ্ঠানই হয়ে গেল।

ঘোড়া রাখার জায়গাও হয়ে গেল, কাজেই স্তেপানের এবার ঘোড়া একটা আনাই চাই।

কয়েকদিন পরই এক রাত্তিরে স্তেপানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। যাযাবরদের একটা দল যাচ্ছিল ঐ পথ দিয়ে, এবং রাত্তিরে তাদের তাঁবুতে গিয়ে সে একটা ঘোড়া সরিয়ে ফেলল। সিঁড়ি-পাথরগুলো পার হতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল বটে—অপরিচিত হাতে ঘোড়াটা বেয়াড়া হয়ে উঠছিল। তাড়া খাবার ভয় থাকলেও ভোরের আলো ফোটা অবধি স্তেপানকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ঘোড়া নিয়ে সে ভোরে, যখন গুহায় পৌছল তখন দলে বিপুল আনন্দধ্বনি উঠল। তেমনটি গোপন সেই ঘাসের জমিতে ঘোড়াটিকে ধরে নিয়ে যাবার সম্মান পেল পীটারই, এবং সেখানে গিয়ে পালা করে সবার ঘোড়ায় চড়া হল।

স্তেপান বড়াই করে: "এই ঘোড়াটার ব্যাপারে আবার একটা বিশেষ সুবিধে আছে—পুলিসের হুজ্জতটা হবে না। যাযাবরদের কি হল-না-হল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।"

মারিন প্রায় সুর করে বলে: "ককেসাসে যখন ছিলাম, আমিও সরিয়েছিলাম যাযাবরদের ঘোড়া, কিন্তু, হায়-হায়-হায়, যাযাবরেরা আবার চোরের ওপর বাটপাড়ি করে ফিরিয়ে নিয়ে গেল!"

কল্পনায়ও কেউ এই মহাগৌরবের অংশীদার হয় তা সহ্য করতে না পেরে স্তেপান চ্যালেঞ্জ করে: "তুমি আবার ককেসাসে ছিলে কবে হে?"

স্তেপানের উদ্দেশে মাথাটা বাঁকিয়ে মারিন চূড়ান্ত ক্লান্তি আর অবসাদের ভঙ্গী করে জিবটা বের করে বলে: "দেখো, একেবারে কাঠ হয়ে গেছে—আর কথা বলতে পারছি না।"

কয়েকদিন দলের সবাই গুহার কাছাকাছিই রইল। যখন শুনল যে, যাযাবরেরা চেঁচিয়ে, গালি দিয়ে শেষপর্যন্ত চলে গেছে তখন ওদের অত সাবধানতা আর রইল না। ঘোড়া নিয়ে সাঁতার কাটার জন্যে নদীতেও গেল অনেকবার—এমন খাসা খেলা তাদের জোটেনি কখনও। চেরুমশানে বেড়াতে গিয়ে ওদের কেউ কেউ ঘোড়া নিয়ে সাঁতার কাটবার বড়াইও না করে পারেনি।

ঘোড়া চুরির তিন সপ্তাহ পরে ঈভান একদিন গুহায় গিয়ে হাজির। একটু অপ্রস্তুত ভাব থাকলেও সে স্তেপানের কাছে সে সোজা আসল কথাটাই তুলল: "পুলিস তোমাকে খুঁজছে। এখানে আসবার পথ দেখবার জন্যে তারা ধরেছে আমায়। তুমি নিজে গিয়ে হাজির না হলে পথ আমায় দেখিয়ে দিতেই হবে।"

স্তেপান একেবারে মারমুখো হয়ে গালি দিল: "বজ্জাৎ কোথাকার!"

ঈভান বলে: "ছেলেমানুষি কোরো না। এ রীতিমতো গুরুতর ব্যাপার। আমার সাহায্য ছাড়াও ওরা তোমাকে খুঁজে বের করবে ঠিকই। আমি বলি, তার চেয়ে বরং তোমার নিজের গিয়ে হাজির হওয়াই ভাল। গুহাটাকে আমি ধরিয়ে দিতে চাই না।"

গ্রামের পুলিসকে ভাঁওতা দিয়ে আসতে পারবে বলে স্তেপান একেবারে নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু গিয়ে পড়ল একেবারে জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে।

যাযাবরেরা আইনের দরবারে আবেদন করেছে এ তল্লাটে এই প্রথম। কৃষকেরা আগে তাদের নিকৃষ্ট, এমনকি আইনগত অধিকারের বহির্ভূত বলেই গণ্য করত, কিন্তু সোবিয়েৎ কর্তৃপক্ষ তাদেরও সাধারণ স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। তাই স্থির হয়েছে যে, একটি 'প্রদর্শনী বিচার' করা হবে—কৃষকেরাও দেখবে, যাযাবরেরাও বুঝবে তারা সমান অধিকার-সম্পন্ন নাগরিক।

ভিড় হবে বুঝেই আদালত বসেছে কিচ্‌কাসের বাজারখোলায়। বিচারক এসেছে সেই দূর জাপোরোঝে থেকে; কিচ্‌কাসের বিভিন্ন সংগঠন নামের যে তালিকা দিয়েছে তারই মধ্যে থেকে নেওয়া হয়েছে 'জনগণের পক্ষ থেকে সহ-বিচারক'দের: সেলিদ্‌বার একজন মধ্যবয়সী কৃষক এবং বর্তমানে চেরুমশানের নতুন ইস্কুলের ও স্তেপানের ভূতপূর্ব শিক্ষক আলেক্সিস। বাজার-খোলাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় টেবিলের পিছনে বসেছেন বিচারক তিন জন। কাছাকাছি বাড়িগুলি থেকে আনা চেয়ারে-বেঞ্চিতে বসেছে একশ' কৃষক এবং দাঁড়িয়ে আছে আরও কয়েক শ'।

দেখা গেল—নদীর কাছাকাছি একটা জায়গা অবধি যাযাবরেরা ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন ধরে গিয়েছিল। স্তেপানের দলের ছেলেরা ঘোড়া নিয়ে সাঁতার কাটবার গল্প করেছে। গ্রামবাসীদের সামনেই আদালতে জেরার মাঝে এই ছেলেরা বলল যে, ঘোড়া তারা একটা পেয়েছিল বটে, কিন্তু কোথায়-যে চলে গেল! তাতেই চটকদার কারুকার্য দিয়ে বোনা মারিনের কথা: "ওহো, সে কি ঘোড়া! সাঁতার কাটতো—যেন শুশুকটি! কিন্তু অন্তর্হিত হয়ে গেল···যেন স্বপ্নের মতো!" এই সব মিলিয়েই স্তেপান বিবৃতি দিল—এ যেন অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপার, এমনই তার হাবভাব।

বিচারক ধরে নিয়েছিলেন যে, ঘোড়াটা যেন চলে আসবে আপনা থেকেই ছেলেদেরই সঙ্গে, কিন্তু দলটির এড়িয়ে যাবার কসরত দেখে তিনি যেমন হলেন বিরক্ত, তেমনি বিব্রতও। ছেলেরা কী করেছে তার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন।

"এ ঘোড়াটা নিয়ে তোমরা অনেককে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করেছ।"

ঘটনাটাকে উড়িয়ে দিয়ে স্তেপান বলে: "ঘোড়া-তো যাযাবরের ঘোড়া! ও কোন কাজেই লাগানো হয় না।"

স্তেপানের ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হয়েও বিচারক দেখলেন, যে-বিষয়টা প্রতিপন্ন করা চাই তার একটা সুযোগ বটে। তিনি সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন: "যাযাবরেরাও আর সবারই মতো মানুষ। নাগরিক হিসেবে তারাও আর সবারই সমান।" সোবিয়েৎ ক্ষমতার আমলে জাতি, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিক—এই কথাটি তিনি রীতিমতো একটা গুরুগম্ভীর আলোচনার মাঝে চমৎকারভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন, কিন্তু ঘোড়াটার কথা যেন কারও আর মনেই রইল না। যাযাবরেরাও সমান, শুনে স্তেপান চুরিটা সম্পর্কে একটু অস্বস্তিবোধ করতে থাকে, কিন্তু কথাটার সারবত্তা বোঝে সেও।

বিচারক শেষপর্যন্ত স্তেপানের দিকে ফিরে বললেন: "তাই দেখো, যাযাবরের ঘোড়া চুরি করাটা কী গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু আদালতের প্রতি তোমার যা আচরণ, এবং আমাদের সোবিয়েৎ ন্যায়বিচার প্রয়োগ করবার জন্যে এসেছেন যে নাগরিকেরা তাঁদের প্রতিও তোমার যে-আচরণ তা দিয়ে তুমি নিজের অপরাধ আরও বাড়িয়ে তুলছ। তোমাদের সবাইকেই আমরা ভবঘুরে বলে জেলে পুরে রাখতে পারি, কিন্তু আমরা চাই তোমাদের সাহায্য করতে—তোমরা যাতে সৎ নাগরিক হয়ে উঠতে পারো তার জন্যে তোমাদের সাহায্য করতে চাই। যদি কোন লক্ষণ দেখি···" এই বলে বিচারক অপেক্ষা করতে লাগলেন।

স্তেপান সোজাসুজি প্রশ্ন করে: "কি চাইছেন আমাদের কাছে?"

"প্রথমত চাই ঘোড়াটা। তুমি জানো ঘোড়াটা কোথায় আছে, তাতে আমাদের লেশমাত্র সন্দেহ নেই—পাহাড়ে খোঁজাখুঁজিতে পুলিসের সময় নষ্ট করাবে কেন, বল?"

স্তেপান একটু ভেবে দেখে। পাহাড়ে পুলিসের খানাতল্লাশি এড়াবার জন্যে বিচারকের চেয়ে আগ্রহটা তারই বেশি। দরকষাকষির সুরে সে বলে: "তার একটা ব্যবস্থা হতে পারে। একটি ছেলেকে নিয়ে আমি নদীতে যাবো। ঘোড়াটাকে হয়তো পাওয়াও যেতে পারে।"

বিচারক একটু ধমক দিয়ে বলেন: "এখানে তোমার কাছে শর্ত চাওয়া হচ্ছে না।" তিনি আরও বলেন যে, ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেই সব মিটে যাবে না। ফসলতোলার সময় অবধি এই দলটিকে কোথাও অধ্যবসায় সহকারে কাজ করতে হবে, এবং কাজ করতে হবে এমন জায়গায় যেখানে নজর রেখে কাজ আদায় করে নেবার ব্যবস্থা আছে। 'রাঙা প্রভাত' খামার হয়তো এদের গ্রহণ করতে পারে। চাষ-আবাদের কাজে এরা পূর্ণ অংশ গ্রহণ করছে না, কাজেই ফসলের সমান অংশীদারও হতে পারবে না, কিন্তু জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থা তাদের করা সম্ভব। এইভাবে তারা সৎ জীবন যাপন শুরু করতে পারে।

'রাঙা প্রভাত' খামারের কথা স্তেপানের কাছে অসহ্য মনে হয়—বিশেষ করে যা-সব অপমানকর শর্ত! সে পাণ্টা প্রস্তাব তোলে: "রাস্তা তৈরি কিংবা বাড়ি তৈরিতে আমরা কাজ করতে পারি।"

স্তেপানের একগুঁয়েমি বুঝে এবং দলটাকে ভেঙে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে বিচারক প্রত্যেককে একে একে গ্রামের সমস্ত মানুষের সামনে বলতে বাধ্য করলেন যে, তারা 'রাঙা প্রভাত' খামারে কাজ করবে কিনা। স্তেপান ছাড়া আর সবাই রাজী হল। সে বলল: 'রাঙা প্রভাতে' ছাড়া অন্য যেকোন জায়গায় কাজ করতে পারি।"

"এ দেখছি যেন একেবারে সংশোধনের অতীত।" বিচারকের এই মন্তব্যের পর রায় সম্পর্কে বিবেচনা করবার জন্যে কাছেই একটা বাড়িতে আদালত স্থানান্তরিত হল। বিচারক বললেন: "একে দেখছি দু'বছরের জন্যে জেলেই পাঠাতে হবে।"

সহ-বিচারক কৃষকটি বললেন: "চুরি সে করেছে ঠিকই, কিন্তু প্রমাণ করা যাচ্ছে না।"

বিচারক আলেক্সিস মত জানালেন: 'রাঙা প্রভাতে' গেলে ও শুধু অন্যান্যের মনোবলই নষ্ট করত। সেখানে যেতে ও-যে অস্বীকার করল সে এক দিক দিয়ে বরং ভালই হল। অন্যান্যের থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করা গেছে।"

সর্বসম্মতিক্রমে আদালতের রায় হল যে, স্তেপানকে কোন ধরা-বাঁধা কাজে লাগতে হবে, এবং ফসলতোলা সময় পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে থানায় হাজিরা

দিতে হবে। কুলাক ক্রোতফের খামারে সে কাজ যোগাড় করাতে বিচারকেরা তেমন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, কেননা, কোন সোবিয়েৎ কর্মকর্তা কুলাকদের পছন্দ করেন না—কোন সমবায় প্রতিষ্ঠানে স্তেপান কাজ নিলেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন। তবে কিনা স্তেপানের মতো কুখ্যাত ছেলেকে নিতেও চায় না কেউ, এবং ব্যক্তিগত খামারে মজুরি দিয়ে লোক খাটানো তখনও আইনে নিষিদ্ধ হয়নি। বিপ্লবের আগে ক্রোতফ ছিল গবাদি পশুর মস্ত ব্যবসায়ী; এখন সে ধর্মের সঙ্গে সোবিয়েৎ মিশিয়ে এই নতুন রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি আনুগত্য দেখায়: "ঈশ্বরেরই দেওয়া এ সরকার; যার যা প্রাপ্য তা দিতে হবে।" আদালতের শর্ত স্তেপান মেনে নিল, এবং আদালতও তার এই কাজে মত দিল।

একটি ব্যাপারে স্তেপানের জিত হল। জঙ্গলের ভিতর গোপন ফাঁকা জায়গায় যাবার পথ সে প্রকাশ করেনি। সঙ্গে কাউকে নিতে কিছুতেই রাজী হল না—বলল, তাহলে ঘোড়া খুঁজে পাওয়া যাবে না; শেষপর্যন্ত তাকে একাই যেতে দেওয়া হল। ক্ষুদ্র জয়, কিন্তু সেই আত্মসন্তুষ্টি নিয়েই সে গ্রীষ্মের কাজে লাগল। স্তেপান দমল না—বরং উপেক্ষা করবার, অগ্রাহ্য করবার মনোবলই তার প্রবলতর হয়ে উঠল। ফসলতোলায় সে নতুন কৃতিত্ব দেখাবে—ছাড়িয়ে যাবে 'রাঙা প্রভাতে'র সবাইকে, এবং দলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবে আবার, এই তার মনে মনে জিদ।

বিচারের সময় বাজারখোলার দূর কোণ থেকে যে মেয়েটির বেদনামাখা দৃষ্টি সর্বক্ষণ ওর ওপর পড়ে ছিল তা স্তেপান লক্ষ্যও করেনি। যে চুরি করেছে তার চেয়ে এই চুরির জন্যে ঢের বেশি লজ্জা পেয়েছে আনিয়া। সে মনে মনে কামনা করে, এই ছেলেটির সঙ্গেই সে বেড়াতে বেরিয়েছিল সে কথাটা নিশ্চয়ই কারও মনে পড়েনি। লজ্জায় সে আসতে পারছিল না, কিন্তু শেষপর্যন্ত না এসেও পারেনি। স্তেপান অপরাধ করেছে জেনেও তার ধৃষ্ট আত্মম্ভরিতা দেখে পুলকিত না হয়ে পারেনি, তাই আনিয়ার লজ্জা হয় আরও বেশি।

স্তেপানের জীবনে সুন্দরতম দিনগুলি নিয়ে এল খুশি-ঝলমল নবান্ন উৎসব। খাসা তিনটি ফসল দেশের চাষাবাদকে এবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে এসেছে; গম ফলেছে প্রচুর—কিছুটা উদ্বৃত্ত। গীর্জায় 'প্রথম ফল' উৎসব করে ক্রোতফ তার খামারের মজুরদের ছাড়িয়ে দিল। তাতে স্তেপানের আপত্তি নেই; ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্যবাদ জানিয়ে যে-সাড়ম্বর অনুষ্ঠান হল তাও বেশ লাগল—আর সে জানেও, তার সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে।

দু'দিন পরে এল 'ইয়ারমার্কট'। সমস্ত গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে কৃষকদের শস্যবোঝাই গাড়িগুলি এসে ভিড় জমালো কিচ্‌কাস বাজারখোলায়। প্রত্যেকের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর প্রদর্শনী চলেছে; কার কতখানি কৃতিত্ব তার যাচাই হচ্ছে। স্তেপানের গ্রীষ্মকালীন কাজের হিসাব নেবার জন্যে আদালত থেকে নিযুক্ত শিক্ষক আলেক্সিস স্তেপানের কাছে গিয়ে বললেন: "তোমাকে আরও খুশি দেখছি না কেন? তোমার রেকর্ড-তো বেশ ভাল।"

বিমর্ষভাবে স্তেপান বলল: "আরও ভাল করেছে 'রাঙা প্রভাত' খামার। জাপোরোঝে'র খবরের কাগজেও সে-কথা উঠেছে।"

"তা-তো হবেই। 'রাঙা প্রভাত' বুনেছে আগে আগে; তোমার ক্রোতফের চাষ হয় যে ধর্মমতে। কিন্তু তোমার নিজের কাজ-তো মরোজফ কিংবা ইভানেরই সমকক্ষ হয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতেও এমনি করবে। এখন কি ভাবছ—কি করবে?"

"তা আমি এখন নিজেই ঠিক করতে পারি কি? আমার সাজার মেয়াদ শেষ?"

"হ্যাঁ, তুমি এখন স্বাধীন।"

স্তেপান হাসে। বলে: "আজ আমি মাতাল হবো—সেই হবে আমার মুক্তির অনুষ্ঠান। এই আমার শেষ ফসল।"

আলেক্সিস প্রথমে বাধা দিচ্ছিলেন. কিন্তু পরে দেখলেন, বাধা না দেওয়াই ভাল। কোন বিশেষ উপলক্ষে মদ খাওয়াই তো প্রচলিত মামুলি ব্যাপার, এবং তিনি নিজেই তো জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, স্তেপান এখন মুক্ত। বাধা দিলে স্তেপান বরং আরও বেশি বিদ্রোহীই হয়ে উঠবে।

ভদ্‌কার আমেজে স্তেপান বাজারখোলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দেখার মতো যা কিছু আছে তার কাছে ঘেঁষাও কঠিন। নাগরদোলা এখন আর ভাল লাগে না; ভাগ্য গণনার তাঁবুতে দীর্ঘ সারি পড়েছে। দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে—দেখতে বেশ; চলতে চলতে আবার কতকগুলো কড়া নিয়ে ভেল্কি দেখাচ্ছে। 'দেহহীন মেয়েটিকে' ঘিরেই ভিড় জমেছে সবচেয়ে বেশি; শুধু মাথা আর কোমর অবধি দেহ, অথচ একটু একটু হাসছে—যেন জীবন্ত। খাঁচাটিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, আর বিস্ময়ে হাঁ হয়ে ভিড় সেদিকে এগিয়েই চলেছে। কী ক'রে যে অমন করে? স্তেপান জানে, সত্যিকারের কোন মেয়ে অমন হয় না, নিজেকে আর সবার ওপরে ভেবে বেশ খুশি লাগে।

অন্ধ চুভাশদের সংখ্যা অন্যান্য বারের চেয়ে কম। আবহমান কাল ধরে মধ্য ভল্‌গা অঞ্চলের এই মানুষগুলি 'ইয়ারমার্কট'-এর সময় উত্তরে এসে ভিক্ষা করে আসছে। খুবই নোংরা; এদের প্রায় সবারই গলগণ্ড আছে। "এই চুভাশেরাও বুঝি যাযাবরদের মতো সমান নাগরিক!" স্তেপান মনে মনেই কথাটাকে নিতান্ত অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু এ দেশে এত বিদেশী, তাই ভেবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগ কীভাবে সর্বত্র অন্ধ ভিখারীদের সরিয়ে দিয়েছে দেখে স্তেপানের মনে একটু গর্ববোধও জাগে।

স্তেপানর মনে আত্মপ্রসাদ, দিনটাও খুশির। বাজারখোলার প্রান্তে গিয়ে দেখে তরুণ-তরুণীরা নাচছে, আর তার মাঝে একী বিস্ময়—উৎসাহে প্রশংসা-মুখর চক্রের কেন্দ্রে রঙিন উৎসব-সাজে সজ্জিতা আনিয়া! একেবারে অন্য মানুষ! লাজুক, অপ্রতিভ, করুণাভিখারী সেই-যে মেয়েটি খালি-পায়ে জুতো-হাতে দাঁড়িয়েছিল কাদার মাঝে, কোথায় সেই মেয়ে?—এ কন্যা যেন স্বর্ণময়ী—বিজয়িনী। সোনালী লাল রুমালখানা আলগা হয়ে এসেছে, আর গ্রীবাটিকে ঘিরে লম্বা বেণী দুলছে নাচের তালে তালে। গ্রীষ্মের সূর্য তার

ফুটফুটে ত্বকে বুলিয়ে দিয়েছে এক ছোপ সমুজ্জ্বল প্রভা। স্তেপান তাকে দেখেছিল দু'বছর আগে—ইতিমধ্যে আনিয়া বড় হয়েছে।

তা যেন সবারই চোখে পড়েছে। স্তেপানের মনটাও সপ্রশংস হয়ে ওঠে, এবং ঈভান আর অন্যান্য ছেলেদের চোখেও সেই একই দৃষ্টি। এদের সবাইকে দেখিয়ে দিতে হবে, আনিয়া তারই। সে-না আনিয়ার আরাধ্য হয়ে উঠেছিল? স্তেপান এগিয়ে যায়।

আনিয়াও দেখেছে স্তেপানের সপ্রশংস দৃষ্টি। তার পায়ের গতিতে আসে প্রবলতর দ্রুত মাত্রা। সংগীতের তালে তালে পায়ের ছন্দে, হেলেদুলে, হাত-তালির মাঝে সে আনন্দের উত্তাল ফোয়ারাটাকে উৎসারিত করে দেয়। ফসলের কৃতিত্ব আর সারা গ্রামের অভিনন্দনের আনন্দ নিয়েই সে এসেছে। তার জয়কে ষোলকলা পূর্ণ করবার জন্যে বাকি ছিল এই ছেলেটির স্বীকৃতি।

'ইয়ারমার্কট'-এ প্রত্যেকেরই মুখে মুখে তার ফসলের কথা। শস্যের জন্যে চাষের বয়স হয়নি, তাই সে রুয়েছিল শাক-সবজি। কৃষি দফ্‌তর থেকে সুনির্বাচিত-বীজ আর পুস্তিকা এনে দিয়েছিল আলেক্সিস। তার তৈরি শাক-সবজি বিক্রী হবার জন্যে বাজারে আসেনি—বীজ হবে বলে সমবায় সমিতি তা চড়া দামে কিনে নিয়েছে। চিনি তৈরির কল নেই বলে এ জেলায় চিনির জন্য বীটের চাষ কেউ তেমন করে না, কিন্তু ছোট্ট এক টুকরো জমিতে সেই বীট আনিয়ার সবার বড় গর্বের সামগ্রী। মিষ্টি সিরাপ তৈরি করবার পদ্ধতি শিখেছে একখানি পুস্তিকা থেকে—এবার তার চিনি হবে, সে বস্তু এখনও খুবই দুষ্প্রাপ্য।

সর্বপ্রকার দুর্বিপাকের মধ্যেও সযত্নে রক্ষিত মায়ের উৎসবের পোশাকটি এইবারই প্রথম দাদু তাকে পরতে দিয়েছেন। গ্রামের সেরা পোশাক! ঘরে-বোনা কাপড়ে উজ্জ্বল নীল, হলদে আর সবুজ ডোরা-কাটা ঘাঘরা; ব্লাউজের পুরো হাতায় লাল আর কালো সুতোর আড়াআড়ি সেলাইয়ের বাহার; ব্লাউজের ওপর ঢিলা জ্যাকেটটা ঘণ্টার ছাঁদে কাটা—সবুজ আর লাল পশমে তৈরি পাড়ে শহরের তৈরি নকল জরির কাজ। নানা রঙের দশ-বারোটি পুঁতির মালা গলায় দুলছে, রোদে ঝলমল করছে সেগুলো নাচের তালে তালে।

নাচের শেষে তার চোখ গেল স্তেপানের চোখের দিকে—স্তেপানের চাউনির কিছুটা শিখা ঠিকরে পড়লো তার চোখে। পরের বারের সমবেত নাচে আনিয়াকে সঙ্গে পাবার জন্যে এগিয়ে এল ঈভান। রাজী হয়ে আনিয়া তার সঙ্গে আবার চক্রের দিকে এগিয়ে গেল। স্তেপানের সহ্য হয় না; ঈভান যেন সবই পাবে। স্তেপান এগিয়ে যায়—ভদ্‌কার আমেজে তার চলনে নবাবী চালের মাত্রা বেড়ে গেছে। ভিড় ঠেলে গিয়ে সে দাঁড়ালো ঈভান আর আনিয়ার মাঝে। আনিয়া সংকুচিত হয়ে একটু পিছিয়ে যায়—ভয় মেশানো ঠোঁটে কিন্তু আবেগ আর হাসি। আলুথালু তার সোনালী চুল থেকে নৃত্যচঞ্চল পা অবধি প্রসারিত হয় স্তেপানের স্বত্ব-স্বামিত্বের দৃষ্টি।

"আনিয়া, তুমি আমারই! এসো, নাচবে আমার সঙ্গে, এসো। পরে তোমায়-আমায় যাবো গণৎকারের কাছে।"

স্তেপানের প্রভুত্বব্যঞ্জক হাবভাবের সামনে আনিয়া যেন ফসলের রানীর গরিমা থেকে মুহূর্তে খালি-পা সেই ছোট্ট মেয়েটিতে পরিণত হয়—যাকে স্তেপান খেয়ালখুশিমতো ডেকে নিয়ে যেতে পারে, আবার ফেলেও আসতে পারে। সেই দিনটির কথা তার মনে পড়ে যায়, সেদিন এই একই জায়গায়, আজকের এই মানুষগুলিরই চোখের সামনে, এই বাজারখোলারই কাদার মাঝে সে দাঁড়িয়েছিল। স্তেপানেরও মনে আছে; তার চোখই তা বলছে। আনিয়া যে তারই, ঠিক সেই কথাটিই সে সেদিন অস্বীকার করে গিয়েছিল। এত কলঙ্ক আর লজ্জা সে দিয়েছে—আবারও তার সামনে আবেগের উত্তেজনা আর ভাবের শিহরণ কেন?

ঈভান আড়ষ্ট প্রশ্ন করে: "তুমি কি ওরই সঙ্গে নাচবে, আনিয়া?"

নিশ্চিত পায়ে স্তেপান এগিয়ে যায় আনিয়ার কাছে। সহসা প্রচণ্ডভাবে আনিয়া চড় মারলো ওর মুখে; মুখ ফিরিয়ে ঈভানের হাত ধরল। আনিয়ার চোখে জল চিকচিক করছে; ঠোঁট কামড়ে সে সবেগে এগিয়ে গেল। ঈভান নাচছে ওর সঙ্গে, কিন্তু ওদের দু'জনেরই মনে হল, জয় যেন স্তেপানেরই হয়েছে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে স্তেপান স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আনিয়ার দিকে। আস্তে আস্তে ঠোঁটে দেখা দিল ছোট্ট বাঁকা হাসি। আনিয়া কিন্তু তার সম্পর্কে

উদাসীন ছিল না। শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে গেলো;—ভিড় ঠেলে স্তেপান যেতে যেতে অন্যমনস্কভাবে হাততালি দেয় নাচিয়েদের; যেন মন পড়ে রয়েছে অন্যত্র। শেষ-পর্যন্ত চলে গেল ক্রোতফের বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে—আনিয়া উৎসব থেকে ফিরে দেখে তার উঠোনে বেঞ্চিখানায় বসে আছে স্তেপান। উঠে দাঁড়িয়ে স্তেপান ডিমভর্তি দু'খানা হাত বাড়িয়ে দেয়।

সেই ভুবনজয়ী হাসি হেসে স্তেপান বলে: "বাজারখোলায় এক ঘুষিতে তোমায় ধরাশায়ী করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু তা না করে শেষ পর্যন্ত নিয়ে এলাম এই উপহার।"

আনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো ভেবে রাগ আর অনুশোচনায় জর্জরিত হচ্ছিল আনিয়া। এখন সে হাজির—ফিটফাট জামা, চকচক করছে তার সোনালী সুবিন্যস্ত চুল, তার নীল চোখে এত আদর দেখেনি কখনও।

খুশি মনে আনিয়া বাড়ির ভিতর যেতে যেতে ডাকে: "এসো। চায়ের বদলে ঐ ডিম তৈরি করে দেবো, চলো।"

ছাদওয়ালা চৌকো বারান্দাটা পেরিয়ে বাড়ির অন্দরমহল। এমন ছিমছাম গোছানো ঘর স্তেপান কখনও দেখেনি। কাঁচা ইটের দেয়ালে চূণকামে কোথাও একটি দাগও লাগেনি। শক্ত মেটে মেঝে মসৃণ। ঘরের একটা পাশ জুড়ে রয়েছে প্রকাণ্ড পাকা উনুনটা; তার ওপরে একজন লোক শুয়ে ঝিমোচ্ছে। শুকোবার জন্যে মালা করে গেঁথে পেঁয়াজ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ছাদ থেকে—তার পারিপাট্যে মনে হয় যেন সেগুলিও ঘরের সাজসজ্জার অঙ্গ। উনুনের ওপর শুয়ে যে ঝিমোচ্ছে পেঁয়াজগুলোর আড়ালে সে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পরিবারের সমগ্র দ্রব্যসামগ্রীতে ঠাসা লম্বা তোরঙ্গটার ওপর বসল স্তেপান। খুব বেশি শীত না পড়লে আনিয়া সাধারণত এটার ওপরই শোয়। জানালার নিচেয় বড় টেবিলটায় সাজানো রয়েছে হাতে-গড়া ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগুলি। অন্তরঙ্গ পারিবারিক আবহাওয়াপূর্ণ একটি বাড়িতে স্তেপান এই প্রথম এসেছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে—তাদের বাড়িতে বাচ্চাকাচ্চার ভিড়ে

পারিপাট্য কিংবা আরাম-বিরামের কোন স্থানই ছিল না। ক্রোতফের বাড়ি আনিয়ার চেয়ে ঢের বড়, কিন্তু সেখানে স্তেপান কখনও বসতে পায়নি; সে থাকত গোলাবাড়িতে। তবু, ক্রোতফের সেরা কামরায়ও এখানকার মত সাদর সযত্ন হাতের কল্যাণ-স্পর্শ নেই। কী যেন একটা কামনা জাগে স্তেপানের মনে—সেই অস্ফুট কামনার অস্বস্তিটা যেন প্রায় বিক্ষোভের রূপ নেয়। পরিপাটি বাড়িখানির স্নিগ্ধ কোমল প্রভাবে যেন তার সহজ সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ততা রুদ্ধ হয়ে যায়।

যেন সেই জাদুর প্রভাব কাটাবার জন্যেই স্তেপান একটু বড় গলায় বলতে থাকে: "গোলার সবার বড় ডিমগুলোই এনেছি।"

আনিয়া কথাটা ঠিক শোনেনি। একটু দ্রুতপায়ে সে দাদুর দিকে যাচ্ছিল; তিনি আরামে ঝিমোচ্ছেন দেখে সে আগুনটাকে আরেকটু চাঙ্গা করে দিতে লাগল। তারপর স্তেপানের দিকে তাকাতেই কথাটার মানে বুঝতে পারলো।

অপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "এ কি তোমার মনিবের বাড়ির ডিম?"

জয়ের খুশিতে স্তেপান জানায়: "তার গোলার সেরা ডিম।"

ধীরে ধীরে ডিমগুলি জড়ো করলো আনিয়া, তারপর এগিয়ে দিয়ে বললো: "ও তুমি বরং ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

হঠাৎ রাগের ঝলকে স্তেপান ডিমগুলোকে তুলে ধরেছিল মেঝেতে ছুড়ে দেবে বলে। কিন্তু আনিয়ার উপস্থিতি, আর তার মেঝের পরিপাটি পরিচ্ছন্নতা তাকে সংযত করে দিলো। নিজের টুপিটার মধ্যে ডিমগুলি তুলে রেখে দিল দরজার কাছে একটা বেঞ্চির উপর। "তা, তুমি যদি না চাও…" বিড় বিড় করতে করতে সে আবার গিয়ে বসল তোরঙ্গটার ওপর।

আনিয়া বলে: "ভেবেছিলাম, তুমি চুরি ছেড়েছ। এবার গ্রীষ্মে তোমার প্রচুর কাজের প্রশংসা শুনেছি; তোমার কথা-তো সবারই মুখে মুখে।"

মৃদুকণ্ঠের প্রশংসায় এবং আরও বেশি তার মিনতির সুরে নরম হয়ে স্তেপান বলে: "এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? এ-তো শুধু কটা ডিম।"

"কিন্তু তোমার নিজের জিনিস নয়।"

"এখন আমারই।" খুনশুটি করে ও বলে: "আচ্ছা, একটা কিছু জিনিস 'আমার' হয় কিসে?" মৃদু হেসে ও আনিয়ার বাদামী চোখের সোনালী ঝিলিক চেয়ে চেয়ে দেখে।

আনিয়া একটু বিব্রত হয়ে ওঠে, কিন্তু ছাড়ে না। বলে: "তা, একটা কিছু তৈরি করলে—"

স্তেপান দিলখোলা হাসি হাসে। এবার পাওয়া গেছে। বলে: "ডিম তৈরি করেছে মুরগী, এবং মুরগী দেখার কাজে আমারও হাত আছে।"

স্তেপানের অদ্ভুত যুক্তি শুনে বিরক্তিভরে সজোরে মাথা নাড়তেই আনিয়ার সোনালী বেণী দুটো কাঁধ ঘিরে লাফিয়ে এসে পড়ে তার ব্লাউজের ওপর, জ্যাকেটটার লাল আর সবুজ ডোরার ওপর। সে বলে: "কথায় তোমার সঙ্গে পারি না, কিন্তু তুমিও বেশ জানো, চুরি করাটা অন্যায়।"

স্তেপান স্বীকার করে: "জানি, লোকে তাই বলে।"

নিজের কথার সূত্র ধরেই আনিয়া বলে: "এত লজ্জা পেয়েছিলাম সেই বিচারে—যে ছেলের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম সে-ই কিনা সবার সামনে অপরাধী!"

আনিয়ার সেই আগ্রহেই খুশি স্তেপান জিজ্ঞাসা করে: "তুমিও ছিলে তাহলে?"

স্তেপানের মৃদু হাসির জাদু কাটিয়ে শক্ত হয়ে আনিয়া বলে: "ছিল-তো সবাই, কিন্তু সে-তো কিছু খুশির কথা নয়!"

স্তেপান এবার বড়াই করে বলে: "ঘোড়াটি কোথায় ছিল, কেউ বার করতে পারেনি। তারা গুহাটিও খুঁজে পায়নি।"

আনিয়া কৌতূহলী হয়ে ওঠে: "গুহা মানে?"

"সে একটা জায়গা……গোপন জায়গা……।" গুহাটা কি বুঝিয়ে বলবার মত ভাষা খুঁজে না পেয়ে স্তেপান বলে: "দেখাবো তোমায় একদিন—সেই নদীর ওপরে উঁচু পাথরগুলোর ভিতর।"

খাঁটি চা-পাতা ভিজিয়ে আনিয়া চা তৈরি করল। এনে দিল শসা আর টোমাটো আর দই; মিঠে রুটি থেকে কেটে দিল বড় বড় কয়েকটি টুকরো।

ওদের সঙ্গে খাবার জন্যে উনুনের ওপর থেকে নেমে এলেন দাদু। চা দেখে তিনি অবাক। তারপর স্তেপানের দিকে একটু ভাল করে তাকিয়ে বললেন: "হ্যাঁ, নূতন ফসলের উৎসব বটে।...তারপর, তোমার নাম?"

আনিয়া লজ্জা পায়—এই তো একটু আগেই দাদুকে সব সে বলছে; দাদু অমন তাড়াতাড়ি সব ভুলে যায়, সেটা স্তেপানের সামনে কেমন কেমন লাগে।

ও আবার নাম বলল: "স্তেপান বোগ্‌দানফ।" বুড়োর এই ভুল আর তাঁর চলার দুর্বলতা দেখে স্তেপান বোঝে, আনিয়ার উপর অভিভাবকত্বের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। এ বাড়িতে স্তেপানের 'বাইরের লোকে'র ভাবটা আরও কেটে যায়; মনে হয় সে নিজেই যেন গৃহস্বামী।

"বোগ্‌দানফ?" বৃদ্ধের মনে পড়েছে—"সেই যে বাজারের ওধারের পরিবারটি? বোগদানফ তো যুদ্ধে গিয়েছিল।"

"তিনি আমার বাবা।"

দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের দৃষ্টিতে সপ্রশংসভাব ফুটে উঠে। পেশীর গড়নে আর গায়ের রঙে মাঠের শ্রমের ছাপটি তাঁর নজরে পড়ে। চায়ের সুগন্ধটুকু নাকে চেখে নিতে নিতে তিনি বলেন, "দেখে তো বেশ কাজের ছেলে বলেই মনে হয়।"

আনিয়ার প্রতি চাউনিতে সাদর প্রশংসা ছড়িয়ে স্তেপান বলে: "এই বুঝি সেই প্রাইজ-পাওয়া টোমাটো আর শসা? এমন সব বিখ্যাত জিনিস খাই কোন্ সাহসে!" স্তেপান দরাজ হাতেই খেলো। খুশিতে আনিয়া হাসতে লাগলো; তারপর চললো মেলার কথা আর গল্প—সারাদিনের কত বৈচিত্র্য আর আমোদ-প্রমোদের কথা।

সন্ধ্যা কেটে যায় দেখতে দেখতে। স্তেপানকে দাদুর ভালই লেগেছে বলেই মনে হয়; আর স্তেপানকে কাছে পেয়ে আনিয়াও যেন সুখী। তকতকে ধপধপে দেয়াল, পরিপাটি সাজানো পারিবারিক ফটোগুলি, সবকিছু যেন জাদু বুলিয়ে দেয় স্তেপানের মনে। এখন আর বিসদৃশ অস্বস্তিকর মনে হয় না। এতক্ষণে সে ভাবতে থাকে, এমনি অন্তরঙ্গ এমনি নিশ্চিন্ত বাড়ি তার হলে কেমন হত? যাবার সময় আনিয়া বলল, "আবার এসো।" সম্প্রীতি গড়ে উঠেছে।

চুরি-করা ডিম ফেরৎ দেবার কথাটি স্তেপানের মনে একটিবারও উঁকি দেয়নি। বরং পরদিন সকালে ক্রোতফ যখন ঘুমিয়ে উৎসবের গ্লানি কাটিয়ে নিচ্ছিল তখন সেই সুযোগে সে কিছু তরিতরকারিও সংগ্রহ করল। 'রাঙা প্রভাত' থেকে সাঙ্গপাঙ্গদের জুটিয়ে নিয়ে গুহায় বসল সাজার মেয়াদ শেষ হবার খুশিয়ালিতে। গুহায় সেদিনকার মত আসর আর কখনও জমেনি।

'রাঙা প্রভাত' খামার থেকে সরিয়ে-আনা আরও দশটা ডিম আর প্রকাণ্ড এক ডেলা চিনি তুলে ধরে মারিন উচ্চহাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে ঘোষণা করল: "আজ আমাদের দ্বিতীয় নবান্ন!"

স্তেপান বলে: "ঢের রসদ—কাল রাত্তিরে আরও একটা ভোজ হবে। জঙ্গল থেকে ব্যাঙের ছাতাও আনতে হবে কিছু।"

কথায় কথায় এবার গ্রীষ্মে 'রাঙা প্রভাত' খামারের কৃতিত্বের কথা ওঠে। চলে তাকে নিয়ে নানা অবান্তর ঠাট্টা-তামাশা আর জোর করে টানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কথা। মারিন বলে, ওটা "আমাদের দাস-শ্রমশিবির," "আমাদের জেলখানা।" তা সত্ত্বেও 'রাঙা প্রভাতে'র প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধার নতুন সুরটিও স্তেপানের নজর এড়ায় না।

পীটার বলে: "ঈভান বলছে, এবার বসন্তে একটা ট্রাক্টর আসছে।"

মারিন জানালো: "কৃষক পত্রিকার প্রতিযোগিতায় শুবিনা একটা পুরস্কার পেয়েছে। ডিম থেকে মুরগীর ছানা ফোটাবার একটা যন্ত্র ওকে দেবে।"—অবিশ্বাস তার কৌতুকের হাসি জড়িয়ে মারিন বলে, "শোনো কথা—মুরগীর ছানা হবে কলে!"

সে হাসিতে সবাই যোগ দেয়। যন্ত্র থেকে মুরগী হবে, এ তাদের কাছে নিতান্তই অবিশ্বাস্য রসিকতার কথা। কিন্তু সেই হাসির ভিতরই একটা চাপা আস্থার ভাব; মুরগী বানানো কল সম্পর্কে নয়—স্তেপানের সামনে যে জীবনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে সেই জীবনের প্রতি আস্থা। হাত-পা গুটিয়ে আসন ঘিরে ঘনিয়ে সবাই শেষ পর্যন্ত শুয়ে পড়ল, কিন্তু স্তেপান অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছে যে, গুহাটাকে আবার দাঁড় করাবার স্বপ্ন তার বৃথা। কী যে আশা, কী যে চাই, তার কোন হদিশ নেই মনে, কিন্তু সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে

গুহাটা যে এখন নিতান্তই একটা চড়ুইভাতির জায়গা মাত্র তা স্তেপান বেশ বুঝতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের আসল চিন্তা-ভাবনা লতিয়ে উঠেছে 'রাঙা প্রভাত'কেই ঘিরে।

সেদিন গভীর রাত্রি অবধি স্তেপান জেগে কাটালো। বিচিত্র চোখের দৃষ্টি পড়েছিল আগুনে ছাইয়ের ওপর; নিঝুম নিস্তব্ধতার ভিতর কানে বাজছিল ব্যাঙের ডাক, দূরাগত একটা পেঁচার কর্কশ আওয়াজ, আর নদীর পাড়ে জলের ঘায়ে মৃদু ছল ছল শব্দ। ঘুমন্ত ছেলেগুলির ভিতর নিস্তব্ধ জাগরণে স্তেপান সারা গ্রীষ্মকালটার কথা ভাবে। ভুলটা হল কোথায়! ঘোড়া-চুরির ব্যাপারটা? দলবল রইল 'রাঙা প্রভাতে', আর সে রইল একা—সেই কি হল ভুল? কী করে যে দলটাকে আর গুহাটাকে বাঁচানো যায় তার কোন হদিশই সে পায় না।

স্তেপানের মনে হয়, সেই বিচারকটাই শেষ পর্যন্ত আমাদের দল ভেঙে দিল। আস্তে আস্তে সে বুঝতে পারে, ঠিক তাইই চেয়েছিল বিচারক। তাদের শাস্তি দেওয়াটা তার উদ্দেশ্য ছিল না—উদ্দেশ্য ছিল দল-ভাঙা। বিচারকেরই জয় হয়েছে। তার প্রতি স্তেপানের যে বিরক্তি ছিল তা' একটা তীব্র তিক্ত ঘৃণায় পরিণত হল।

পরদিন সকালে সবারই ঘুম ভাঙলো দেরিতে। তারপর তারা গেল ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে। সবাই জানে সেই রাত্তিরেই তারা ফিরবে 'রাঙা প্রভাতে'; তা নিয়ে কোন কথার প্রয়োজন হয়নি। শুধু মারিন যেন একটু জবাবদিহিই করতে চায়: "নিজেদের তৈরী ফসলটা অন্যকে খেতে দেবো কেন, বলো? আমরাই ফসল ফলিয়েছি—শীতকালে খোরাকটা আমাদের তো পাওনাই।"

নিতান্ত গতানুগতিকভাবেই প্রায় প্রত্যেকেই ব্যাঙের ছাতার ঝোলে ভোজ খেয়ে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে রাত্রে 'রাঙা প্রভাতে' ফিরত। কিন্তু স্তেপান তা হতে দিল না। দুপুরের পরেই সে হঠাৎ নিজের ভাগের ব্যাঙের ছাতাগুলো তুলে নিয়ে বলল, "আমি চললুম—রাতের খাবারটা খাবো গিয়ে আমার শ্রীমতীর সঙ্গেই।" সবার হতভম্ব দৃষ্টির সামনেই ও বেরিয়ে গেল।

আনিয়ার বাড়ি গিয়ে সে ব্যাঙের ছাতাগুলি এগিয়ে দিল। কত সময় দিয়ে স্তেপান তার জন্যে তুলে এনেছে ভেবে খুশি আনিয়া বলে, "রাত্রে খেয়ে যেতে হবে। "তুমি তুলে এনেছ, এবার রান্না করব আমি।" কথাটির সঙ্গে মৃদু হাসিটুকু দিয়ে আনিয়া তাকে একটা ঘরের কাজের সাথী করে তোলে। স্তেপান ফেরবার আগে ঠিক হল পরের রবিবার বিকেলে ওরা দু'জনে মিলে ব্যাঙের ছাতা তুলবার জন্যে গুহায় যাবে।

সে সপ্তাহে তিন-তিন দিন স্তেপান ক্রোতফের খামারের কাজ থেকে একটু আগেই চলে গিয়ে এই বহু প্রত্যাশিত চড়ুইভাতিটির জন্যে খাঁচাটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। ঘুরে ঘুরে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে গুহায় জমা করে। ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেল বড় একটা কাঠের টুকরো—সুন্দর সেই আসনে বসে যাতে নদীর সেরা দৃশ্যটিই দেখা যায়। চুরি করে নিয়ে রাখল ডিম, এমনকি একটা মুরগী পর্যন্ত। স্তেপানের ধারণা, বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট হবে বলেই আনিয়া সেবার চুরি-করা ডিমে আপত্তি করেছিল। এখন সম্পর্কও বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে, তাছাড়া গুহার আবহাওয়ায় ওসব কথা নিয়ে আনিয়া নিশ্চয়ই খুঁতখুঁত করবে না।

সেই নির্দিষ্ট বিকেলে স্তেপান আনিয়াকে নিয়ে এল চড়ুইভাতির জন্যে। নদীর ওপরে যে-পথটা দিয়ে কতবার তার বোঝা নিয়ে হড়বড়িয়ে যেতে হয়েছে সেই পথেই ওরা চলেছে হেলেদুলে অবসরের আনন্দে—নদীর দৃশ্য মনোরম, রোদের তাপে আমেজ।

ঘাসফুল এখন নেই। কিন্তু ঘন বাদামী রঙের বিন্দু-ঘেরা হলুদ 'ডেইজি'-ফুলে মাঠ ভরে উঠেছে। ওদের বলে 'আনিউতিনি গ্লাস্কি'—আনিউতার আঁখি। তারই একটা তুলে নিয়ে স্তেপান তুলনা করে—"আমার আনিউতার চেয়ে ঘোর"—তার সুরে কৃত্রিম ক্ষোভ, কিন্তু হাসিমাখা দৃষ্টিতে আনিয়া ঠিক বিপরীত কথাটিই পড়ে নেয়।

নদীর কুলু কুলু ধ্বনি আর দূরে কোথায় নৌকোর ওপর রোদের খুশিতে তরুণের কলকণ্ঠ ছাড়া একটা নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মায়ার নিঝুমতায় যেন ছেয়ে আছে সারা দিগদিগন্ত। স্তেপানের হঠাৎ মনে পড়ে: "আমাদেরও একখানা

নৌকো আছে। পালের হাওয়ায় কিচ্‌কাসে গিয়ে আবার ফেরাও যাবে ঠিক।" সিঁড়ি-পাথরগুলো পার হতে হতে স্তেপান বড়াই করে বলে, যে পথটা বেরিয়েছে সেটা খুব গোপন, এর আগে কোন মেয়ে গুহায় আসেনি।

"তুমিই প্রথম জানলে এ পথ।"

আনিয়ার বুক গর্বে ভরে ওঠে। খাড়াই-পাহাড়গুলোর বন্য পরিবেশ, পায়ে-চলা পথের রেখা, অসম আর সিঁড়ি-পাথরে চলার ছন্দ তার মনে এনে দেয় কী নতুন আনন্দ—প্রায় ভয় লাগানো এক মুক্তির স্বাদ। গুহার মাঝে ঘুরে ঘুরে এটা-ওটা আবিষ্কারের আনন্দে সে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। বড় কাঠটার ওপর বসে নদী দেখতেও কী সুন্দর! চুরি-করা ডিম আর মুরগী দেখেও স্তেপানের সেই অসংগত সাফল্যে তার মনে জাগে অতি অযৌক্তিক জয়ের গর্ব! মাত্র এক সপ্তাহ আগেই-না চুরি-করা ডিম দেখে সে মনে আঘাত পেয়েছিল? এখনও-তো ঠিক তাইই হওয়া উচিত ছিল—রুটি আর ডিম আর অন্যান্য সবই-তো সৎ শ্রমের ফল হয়ে আসা চাই। কিন্তু এখানে কেন মনে হল রোদ আর নদীর জলের মতোই খাবারও অবাধে কুড়িয়ে ভোগ করবার সামগ্রী?

নৌকাখানা নিশ্চয়ই এই জনমানবহীন পাহাড়ের কারও সম্পত্তি নয়। কিন্তু কোথা থেকে এটি এল আনিয়ার মনে সে প্রশ্ন জাগে না। মুক্ত আকাশের তলে এই দুনিয়ায় স্তেপানের আধিপত্যের মাঝে সে নিশ্চিন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। কোট দুটোকে হাওয়ায় ধরে পালের মত করে ধীরে ধীরে চলে যায় কিচ্‌কাস অবধি। সেখানে খরস্রোতের তোড়ে আর এগোনো যায় না। তখন কোটের পাল নামিয়ে তারা ভেসে ভেসে ফেরে—ধীর মন্থর সেই অলস অপরাহ্নের পথে আনিয়ার কোলে স্তেপানের আলুথালু মাথাটা, স্তেপানের রোদে-পোড়া চুলগুলিকে আলতো করে তুলে তুলে নামিয়ে দেয় আনিয়া।

স্তেপান আগুন জ্বেলে রাত্রের খাবার তৈরি করে, আর মুগ্ধ আনিয়া সসম্ভ্রম সাদর দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে যেমনটি চেয়ে ছিলো তার দিকে 'যে-বসন্তে রবিরশ্মি নেই'-খামারে—স্তেপান তাকে গতানুগতিকতার সূত্রে বাঁধা জীবন থেকে ছিনিয়ে এনে উদার বিশ্বের মাঝে মুক্তি দিয়েছে।

মুরগীটা খাওয়া হল বেশ আনন্দেই। আঙুলে তেল লাগলে আনিয়া একটু যেন বিব্রত হয়ে হাসে, আর স্তেপানও হেসে জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দেয় তার আঙুলগুলো।

আনিয়ার খুশি এবার স্তেপানের ভিতর সঞ্চারিত হয়। এই গুহায় আনিয়ার এই শান্ত উপস্থিতির আনন্দে স্তেপান চীৎকার করে ফেটে পড়তে চায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে চায় ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে তার শান্ত সমাহিত ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে—ইচ্ছে করে আনিয়াও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠুক, কিংবা নবান্ন উৎসবের মতো নাচুক এসে—সে নাচ হবে আরও মাতোয়ারা, নাচতে নাচতে মূর্ছা যাবে আনিয়া। আর আনিয়া যখন পড়ে যেতে চাইবে তখন তাকে সে ধরে ফেলবে, তার শক্তি অনুভব করে আনিয়া হবে খুশি। আনিয়াকে সজোরে আকর্ষণ করার উগ্র কামনা, আর হঠাৎ কিছুতে সে রেগে যায় এই ভয়—কামনা আর সংকোচের এই দ্বন্দ্বে স্তেপান কাঁপতে থাকে। আনিয়ার খুশি কিংবা বিরক্তির উৎস-যে কী হতে পারে, তা সে জানে না, এবং সেই না-জানার অস্বস্তিতে স্তেপানের কেমন যেন অদ্ভুত লাগে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে একটা চড়াই বেয়ে তার শীর্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। সুউচ্চ সেই শীর্ষে তখনও রোদের আলো। সোজা দাঁড়িয়ে স্তেপান একটা দীর্ঘ বিলম্বিত হাঁক ছাড়ল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল সেই আওয়াজ। আবার, আবার, বারবার তেমনি চীৎকারে সে রুদ্ধশ্বাস হয়ে আসে। তারপর পাথরে পাথরে লাফিয়ে নেমে এসে সেই প্রকাণ্ড কাঠটার ওপর আনিয়ার পাশে নিজের দেহটাকে আছড়ে ফেলে—তার দাপটে অত ভারী কাঠটাও নড়ে ওঠে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে, আর প্রবল অস্ফুট কামনার তাড়নায় স্তেপান হাঁফায়।

এই সব কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি আনিয়া একটু দ্বিধাভরেই জানতে চায়ঃ "অমন চেঁচালে কেন?"

কী যে বলবে বুঝতে না পেরে স্তেপান বলেঃ "সূর্যকে বিদায় জানাচ্ছিলাম।"

আনিয়া দেখল, সূর্য তখন সত্যিই অস্ত যাচ্ছে। ওদের আসন কাঠটাকে ঘিরে ঘনিয়ে আসে প্রদোষের অন্ধকার ; গুহার আঁধারে তখন গা ছম ছম করে। পাহাড়ের যে-চূড়াটিতে উঠে স্তেপান চিৎকার করেছিল শুধু সেইখানে এখনও সূর্যের আলো ; তাও দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। গ্রাম অবধি মাইলের পর মাইল সেই আঁধার পথের কথা আনিয়ার মনে পড়ে। অন্ধকার নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে স্তেপান যেন কেমন ভয়ানক আর অপরিচিত হয়ে ওঠে—সে কখন কি করে বসে বোঝা দায়। আনিয়া তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় ; হাতে হাত চেপে থাকে কাঁপুনি দমানোর জন্যে।

"বাড়ি ফিরতে যে রাত হয়ে যাবে," তার স্বরে উদ্বেগ।

স্তেপান না উঠেই শুধু বলে, "হুঁ"।

আনিয়া আতঙ্কিত হয়ে ওঠে: "তোমার যে একটুও তাড়া নেই!"

ওকে আশ্বাস দিয়ে স্তেপান বলে: "ঠিক আছে। আমরা এই গুহায়ই থাকতে পারি। বেশ গরম আছে, খাবারও আছে প্রচুর।"

এই নিরুদ্বেগ ঔদাসীন্যের মধ্যে স্তেপান যেন আরও অপরিচিত, আরও দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে ; আনিয়ার ভয় বাড়ে। একটু রুক্ষ স্বরেই বলে: "সারা-রাত গুহায় থাকা যায় না।"

ধীরেসুস্থে স্তেপান বলে, "আমি একবার গোটা জীবনটা কাটিয়েছি এখানে।" হঠাৎ স্তেপান বুঝতে পারে, সে কি চায়। আনিয়া দু'পা বাড়িয়েছিল সিঁড়ি-পাথরগুলোর দিকে—স্তেপান লাফিয়ে ওঠে, তার কাছে এগিয়ে যায়।

আনিয়া আর এই গুহাটাকে সে একত্রে চায়—আনিয়া, তার ঘরের স্বপ্ন, আর গুহা, যেখানে তার মুক্ত স্বাধীন জীবন। জীবনের এই শ্রেষ্ঠ দুটি সম্পদ একত্রে চাই,—পেতেই হবে।

দু'হাতে আনিয়াকে জড়িয়ে ধরে সে মিনতি করে: "কাল ভোর অবধি থাকো, আমার সঙ্গে, আমার আনিচ্‌কা। রাত্রে দেখো খুব ভাল লাগবে এই গুহাটাকে। পূর্ণ মুক্তির আনন্দ পাবে মনে।"

এই আলিঙ্গনের উগ্রতায় আনিয়ার আতঙ্ক যায় বেড়ে ; সারা দেহ জড়িয়ে মদিরালস্য নিয়ে আসে থাকবার ইচ্ছা—তার ভয় আরও বেশি। মনের শেষ

শক্তিটুকু দিয়ে সে মনের সঙ্গে লড়াই করে। মরীয়া হয়ে বলে: "তোমাকে ভয় করছে। তোমার এই জীবনটায় আমার ভয় হচ্ছে। আমি ঘৃণা করি তোমার এই গুহাটাকে। অন্ধকার পুরানো এই গুহাটা।"

যেন আহত হয়ে স্তেপান ওকে ছেড়ে দেয়। আনিয়া ছুটে এগিয়ে যায় সিঁড়ি-পাথরগুলোর উপর দিয়ে। পরাস্ত স্তেপান সেইখানেই দাঁড়িয়ে কাঁপছে—বিলম্বিত গোধূলি গাঢ় হয়ে আসে অন্ধকারে। ঈভান ঠিকই বলেছিল। দলের সবাই ঠিক। আনিয়াও ঠিক বলেছে। গুহাটা নিতান্তই একটা অন্ধকার গুহা।

স্তেপান আজ গৃহহীন—সমগ্র অতীত জীবনে আর কখনও সে এমন চূড়ান্ত-ভাবে গৃহহারা হয়নি।

ধীরে তারার আলোয় পায়ে পায়ে পথ খুঁজে খুঁজে সে পাহাড় থেকে নেমে গেল—ফিরেও তাকালো না গুহাটার দিকে। ধীরে নৌকোটা খুলে ভাসিয়ে দিল স্রোতে। কিচ্‌কাসের আলোগুলো আর জাপোরোঝের আকাশে আলোর অস্পষ্ট আভার ওপর দিয়ে ঘুরে আসে উদাস দৃষ্টি। নৌকোয় শুয়ে শুয়ে চেয়ে থাকে তারার পানে। নৌকোর গায়ে জলের আদুরে চাপড়ের আবেশে কখন ঘুমিয়ে পড়ে; স্রোতে ভেসে নৌকো চলে দক্ষিণে।

১০

নিকোলাই ঈভানোভিচ বেশি রাত অবধি আপিসে কাজ করছিলেন। জুন মাসের গরমটা এত রাত্রে সবে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, এমন সময় টেলিফোনে ডেকে কথা বললেন জাপোরোঝের সরকারী উকিল : "কঙ্কালগুলোর হদিস যেন পাওয়া গেছে। আজ রাত্রেই এ বিষয়ে কথা বলতে পারবেন কি?"

"রাত বারোটায় আপনার পক্ষে সম্ভব হবে কি?"—কারখানা-কমিটির সভাপতি বললেন, "নগর সোবিয়েতের জন্যে বাসগৃহ-সংক্রান্ত বিবরণীটি এখনও তৈরি হয়নি, তাই।"

একটু হাসি ভেসে এল টেলিফোনের তারে। সরকারী উকিল বললেন : "বাঁধের কাজ শুরু হবার পর থেকে এ শহরে 'দেরি' কিংবা 'সকাল-সকাল' বলে কিছু আর নেই। বেশ, রাত বারোটাই খাসা হবে। আমি যাব।"

বাসগৃহ-সংক্রান্ত বিবরণীটি একবার খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে নিতে নিতে নিকোলাই ঈভানোভিচ একবার কাশলেন। তাঁর মুখখানি ক্লান্তিতে মলিনাভ; বিরাট বাঁধের কাজের ফলে তাঁর খাটুনি বহু গুণ বেড়ে গেছে। নীপার নদীর যে-অংশটি দু'ধারে খাড়াই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ খাদ দিয়ে বয়ে গেছে তার গভীরে ১৯২৭ সনের বসন্তকালে গর্জে উঠেছিল যে বিস্ফোরণগুলি তাতে জাপোরোঝের জীবনযাত্রা একেবারে ভিত্তিমূল থেকে নাড়া খেয়ে উঠেছে। তার পরের বছর উক্রাইনের সমগ্র অঞ্চল থেকে এসে হাজির হয়েছে হাজার হাজার শ্রমিক; তারা চাইছে কাজ, আর সঙ্গে এনেছে অসংখ্য রকমারি সমস্যা। কারখানা-কমিটির সভাপতির উপর এখন নিয়মিত কাজের উপরও এসে পড়েছে আরও পাঁচটা অতিরিক্ত সামাজিক কর্তব্য।

নিজ কারখানা থেকে নির্বাচিত সদস্য হিসাবে নগর কর্তৃপক্ষের বাসগৃহ সংক্রান্ত কমিটিতে তিনি চেষ্টা করছেন, যাতে জাপোরোঝে থেকে নদী অবধি

বিস্তৃত দু'মাইল এলাকার কোথাও তিরিশ হাজার শ্রমিকের বাসের উপযোগী ঘরবাড়ি তৈরি করা যায়। কী করা যায়—অস্থায়ী ব্যারাক, না আলাদা আলাদা ছোট ছোট বাড়ি, না বহু কামরাওয়ালা বড় বড় বাড়ি, না এই তিন রকমই মিলিয়ে?

নিজের তৈরী বিবরণীটির শেষাংশ থেকে তিনি পড়ছেন: ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক নগরীর উপরই প্রধান জোরটা পড়া চাই। রাস্তাগুলির দু'পাশে থাকবে গাছের সারি; যানবাহনের ব্যবস্থা যেমন চাই বাঁধ অবধি, তেমনি, এই বাঁধ থেকে যোগান নিয়ে পরে যে সব বিরাট শিল্প গড়ে উঠবে, তারও জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা। বহু-কামরাওয়ালা বড় বড় বাড়ি, আর তার মাঝে মাঝে পার্ক; একটু দূরে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বাড়ি, আর তার সংলগ্ন সবজি-বাগানের জমি;—এক্ষুনি চাই ব্যারাকের পর ব্যারাক, কিন্তু সে হবে নিতান্তই অস্থায়ী। অন্যান্য সোবিয়েত নগরীর অনুকরণ-যোগ্য আদর্শ হওয়া চাই এই পরিকল্পনা—কারণ, আমাদের এই বাঁধই পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রথম বিরাট সৃষ্টি।

বিবরণীটি পাশে সরিয়ে রেখে তিনি চুরি-যাওয়া কৃষিযন্ত্রগুলি সম্পর্কে ফাইলটি নিয়ে বসলেন। কয়েক মাস হল, এবং বিশেষ করে এবার বসন্তে চুরির হিড়িকে তিনি বড় বিব্রত হয়ে পড়েছেন। খোলা কিংবা ঢাকা ওয়াগনে চাপিয়ে যন্ত্র-পাতিগুলো কারখানা থেকে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু গন্তব্য খামারগুলিতে তা পৌঁছায়নি। প্রত্যেক বার-যে একই রকমের জিনিস চুরি যাচ্ছে এমন নয়—কখনও একটা লাঙল, কখনও চাষের মই; হালে গিয়েছে প্রকাণ্ড একটা ফসল-কাটা যন্ত্র। সেগুলি অদৃশ্য হবার ধরনও বিচিত্র। কখনও কখনও এমন অবস্থার মাঝে জিনিস উধাও হয়েছে যে, এত-সব অনভিজ্ঞ লোক নিয়ে কাজের ফলে জিনিসটা সত্যিই চুরি গেল, না, কাঁচা-হাত কোন কর্মী তালিকা মেলাতেই ভুল করে বসল, বোঝা দায়।

একদিনে খোয়া গেছে প্রায় দু'ডজন কৃষিযন্ত্র; এবার মনে হচ্ছে কোথাও যেন রীতিমতো একটা পদ্ধতি অনুসারেই ব্যাপারটা চলছে। নিকোলাই ঈভানোভিচ পার্টির জেলা কমিটিরও সদস্য; সেখানে আবার খবর এসেছে যে, কতকগুলি

কুলাকের হাতে নতুন কৃষি-যন্ত্র দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোথা থেকে আসছে তার কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তথ্যগুলি এতকাল একত্র হয়নি, কিন্তু সরকারী উকিল মনে করছেন, এবার বুঝি সেগুলিকে একসূত্রে বাঁধা যায়।

প্রত্যেকটি চুরির খুঁটিনাটি দেখতে দেখতে নিকোলাই ঈভানোভিচ নিজের মনেই বলেন: "বেশ পাকা চুরি। বুদ্ধিকৌশলের কি নিদারুণ অপচয়!"

সরকারী উকিলের আসতে একটু দেরি আছে দেখে নিকোলাই ঈভানোভিচ বাঁধের কাজের আরেকটি দায়িত্ব সংক্রান্ত কাগজপত্র টেনে নিলেন। জাপোরোঝের ট্রেড ইউনিয়ন সংসদের সদস্য হিসাবে বাঁধের কাজে শ্রমিক সংগ্রহের ব্যাপারেও তিনি সংশ্লিষ্ট; ও কাজটা করে শ্রমিক বিনিময়-কেন্দ্র। ইলিয়া মরোজফ সেই ব্যাপারে আসছে কাল—কাল কেন, বরং আজই; কেননা, রাত বারোটা-তো পেরিয়ে গেল। পার্টি ট্রেনিং ইস্কুলে তার দ্বিতীয় বছর শেষ হয়েছে; গ্রীষ্মের ছুটিতে সেই ট্রেনিং ইস্কুলের পথ থেকেই সে ক্রমে ক্রমে শ্রমিক সংগ্রহের কাজ করছে। ইতিমধ্যেই সে শ'খানেকের বেশি সংগ্রহ করেছে, এবং তাদের একেবারে ব্রিগেডে-ব্রিগেডে ভাগ করেই পাঠিয়েছে; ফলে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থাদির কাজে খুবই সুবিধা হয়েছে। একটা যৌথ খামারে কিছু কৃষিযন্ত্র সরবরাহ করা গেলে সেখান থেকে দশজন লোক পাওয়া যেতে পারে বাঁধের কাজে—সেইজন্যেই সে নিকোলাই ঈভানোভিচের সঙ্গে কথা বলতে আসছে।

নিকোলাই ঈভানোভিচ ভাবেন, "বড় ভাল ছেলে এই মরোজফ। পরিকল্পনার অতিরিক্ত উৎপাদনের এমন একটা আন্দোলন চাই যা সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।" অতিরিক্ত কাজের চাপে তাঁর হাত অবসন্ন হয়ে আসছে। তবু তিনি ক্যালেণ্ডারে পরের দিনের পাতায় কথাটা টুকে রাখলেন।

মরোজফের পার্টি-ইস্কুলে যাবার সময় 'রাঙা প্রভাত' খামারের ভার নিল যে ছেলেমেয়েরা, তাদের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। ঈভান বোব্রফ বেশ পরিপাটি কাজের ছেলে—খাটিয়ে ম্যানেজার; হাঁস-মুরগীর খামারটি বেশ সমানে ধৈর্য-সহকারে বাড়িয়ে চলেছে শুবিনা; স্টেশা এবার গ্রীষ্মে গ্রামের দিনের বেলাকার

শিশু-সদনে সহকারিণীর কাজের সঙ্গে মেডিক্যাল ইস্কুলে ভর্তি হবার জন্যে অন্ত একটি প্রাথমিক ইস্কুলে পড়ছে। "ওদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে আমরা ভালই করেছি। এত অল্পেই এগিয়ে চলে তরুণ জীবন! কিছু খাবার, একটু রোদের আলো, ঠিক সময়টিতে একটি কথা,—আর অমনি ফুটে ওঠে জীবন।"

কী যেন নাম ছেলেটির—সেই যে 'রাঙা প্রভাতে' কাজ করতে অস্বীকার করে দু'বছর আগে কাজ চেয়েছিল এই কারখানায়? হ্যাঁ, মনে পড়েছে—স্তেপান। কঠিন ছেলে, কিন্তু তেজ আর হিম্মত রাখে। "কাটিয়ে উঠতে পারলে একটা কিছু হয়ে উঠতে পারত বটে। এখন কাজও অঢেল, এবং ঠিক তারই মনের মতো কাজ—নদীতে। কোথায়-যে গেল!"

দরজা ঠেলে ভিতরে এলেন সরকারী উকিল। তিরিশ বছরের কাছাকাছি বয়েস; সূচের কাজ করা তাঁর জামাটা গরমে সারাদিন কাজের ফলে কুঁচ্‌কে লাট হয়ে আধ-ময়লা হয়ে এসেছে। কাগজপত্রে অতিরিক্ত ঠাসা ব্যাগটা টেবিলে রেখে তিনি দেরির জন্যে মার্জনা চাইতে লাগলেন।

"না—না, তাতে কি হয়েছে"—বলে তাঁকে আশ্বস্ত করে নিকোলাই ঈভানোভিচ বললেন: "সময়টা আমি কিছু কাজেই লাগিয়েছি। একটু বসুন—এই আমি একটু টুকে রাখি, স্তেপান বোগদানফ নামে ছেলেটির খোঁজ করবার জন্যে মরোজফকে বলতে হবে; ছেলেটি একটু ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে, কিন্তু বাঁধের কাজে একটা ব্রীগেড সে গড়ে তুলতে পারে।" ভাঙা এক টুকরো পেন্সিলে তিনি কথাটা লিখে রাখলেন।

"স্তেপান!" নামটি উচ্চারণ করে সরকারী উকিল রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: "স্তেপানের জন্যে আপনাকে ঢুঁড়ে বেড়াতে হবে না। খরস্রোতের কাছে দলটা চালাতো যে, সে-ই যদি হয় তাহলে আমি তার পাত্তা জানি। আপনার এখান থেকে চুরি-করা যন্ত্রপাতি বিলি করবার কাজটা সে-ই চালাচ্ছিল। তাকে আমি জেলে রেখেছি।"

হতভম্ব নিকোলাই ঈভানোভিচের হাত থেকে পেন্সিলটা পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন: "খুব খারাপ কথা।······অনেক দিন ছেলেটির ওপর কোন নজর রাখতে পারিনি।"

সরকারী উকিলটি হেসে বললেন: "মানুষ-চেনায় আপনার ওপর নিশ্চিন্ত আস্থা রাখতে পরি। কিন্তু এই স্তেপানের কথা বলবেন না; ও খারাপ ছেলে। আর, চালাকও বটে! এই শহরে ভবঘুরেদের একটা ছোট্ট দল ছিল; প্রধানত খাবার, কাপড়-জামা-জুতো এইসব নিজেদের ব্যবহারের জিনিসই তারা ছিঁচ্‌কে চুরি করে অশান্তি সৃষ্টি করত। বেশি দামী দরকারী জিনিস নিয়ে কারবারের কোন যোগাযোগ তাদের ছিল না। গত শরৎকালে হঠাৎ কোথা থেকে যেন উড়ে এসে এই স্তেপান সেই দলটার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলল। চোরাই মালের বিলি-ব্যবস্থাটা গড়ে তুলল সে-ই; কুলাকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। মনে হয়, আগে থেকে পাওয়া ফরমাইস অনুসারে ওরা যন্ত্রপাতি চুরি করেছে। প্রত্যেকটির জন্যেই খদ্দের জোটানো হয়েছে আগেভাগেই।"

সমস্ত বিবরণ শুনতে শুনতে নিকোলাই ঈভানোভিচের মুখখানা ক্রমাগত বেশি গম্ভীর হয়ে উঠছে। সরকারী উকিল একটু থামলে তিনি বললেন, "সত্যিই গুরুতর ব্যাপার বটে।" একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: "দু'বছর আগে এই স্তেপান আমার কাছে কাজ চাইতে এসেছিল। তাকে নেবার মত অবস্থা তখন আমাদের শিল্পের ছিল না। তা, এখন একে নিয়ে কী করা যায় বলুন তো?"

"রীতিমতো পাঁচ বছর মেয়াদের শাস্তির উপযুক্ত সে। বয়স একটু কম, সবে আঠারো হবে। কিন্তু সে-ই যে আসল পালের গোদা, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে আসবার আগে এরা ছিল বকাটে উচ্ছৃঙ্খল ছেলের দল—সময়ে সময়ে এটা-ওটা চুরি করত। ওই স্তেপান এসেই তাদের রীতিমতো একটা বিপদের কারণ করে তুলেছে।"

"আপনারা ওকে বিচার করার আগে আমি একবারটা কথা বলতে চাই।"

মাথা নেড়ে সম্মান জানিয়ে সরকারী উকিল জানতে চাইলেন, "বলুন, কখন চান তাকে?"

নিকোলাই ঈভানোভিচ একটু ভেবে বললেন: "ছেলেটি দু-একটা রাত্রির, কিন্তু ব্যাপারটা আগে ভেবে দেখুক—নতুন নতুন বদ-অভ্যাস আর

যোগাযোগ গড়ে তুলবার মতো সময় ও যাতে না পায়। আগে মরোজফের কাছে ওর সম্পর্কে একটু জেনে নেবো। তার জন্যে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। পরশু ওকে এখানে পাঠিয়ে দিন—দুপুরের আগে যে কোন সময়।"

ব্যাগটা তুলে সরকারী উকিল একটি কথা বলে যাবার জন্যে দাঁড়ালেন। "আপনার চোখের কোলে ওই কালিটা কিন্তু ভাল না। শরীরের একটু যত্ন নিন। এই গরম আপিস-ঘরটায় আপনি থাকেন বড্ড বেশি সময়। আবারও আপনাকে অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্যনিবাসে যেতে হলে, আপনার অনুপস্থিতির সেই ক্ষতি আমরা আর হতে দিতে পারি না।"

"এই এক্ষুনি বাড়ি যাচ্ছি"—নিকোলাই ঈভানোভিচের উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাটুকুর মাঝেও ক্লান্তি ফুটে ওঠে। একটু কাশতে কাশতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। "কী করে-যে ছেলেটি কুলাকদের সঙ্গে গিয়ে জুটলো!"

দু'দিন বাদে স্তেপান এলো এই আপিসে। কাউন্টি জেল থেকে যে পাহারাদার তাকে নিয়ে এসেছিল, সে নিকোলাই ঈভানোভিচের অনুরোধক্রমে বাইরে বসবার ঘরেই রইল। একটা কৃত্রিম হাবভাবের আড়ালে স্তেপান নিজের মনের আশঙ্কাটা গোপন করতে চাইলেও তার সুস্পষ্ট অস্বস্তি তা' প্রকাশ করে দিচ্ছিল। স্তেপান জানে একটা কিছু গুরুতর সাজাই হবে, কিন্তু ঠিক কী-যে তা জানে না, এবং এই অনিশ্চয়তাই তার আরও বেশি উদ্বেগের কারণ। কারখানা-কমিটির সভাপতি এই মানুষটিকে সে শ্রদ্ধাই করে, কিন্তু তাঁর উপদেশের বক্তৃতা শুনবার কোন রুচি তার নেই।

স্তেপানকে একখানি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে নিকোলাই ঈভানোভিচ বললেন: "এই এক্ষুনি তোমার সঙ্গে কথা বলব, একটু বোসো। সামান্য একটু কাজ শেষ করে নিচ্ছি।"

তাঁর অনাড়ম্বর মামুলী অথচ সুন্দর স্বাভাবিক ব্যবহারে স্তেপানের ধাঁধাঁ লাগে, কিন্তু কিসে যেন একটু স্বস্তিও বোধ করে। সে-যে জেল থেকে এসেছে সে কথাটি যেন উনি জানেনই না। নিকোলাই ঈভানোভিচ কয়েকখানা কাগজ গুছিয়ে রাখলেন, কতকগুলো চিঠিতে সই দিয়ে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে, সেখান থেকে কোনো কারখানার পরিচালকের সঙ্গে কারখানারই কি একটি

বিষয়ে কথা বললেন। স্তেপান সন্দিগ্ধ মনে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর শোনে। তাঁদের এই সাধারণ স্বাভাবিক কাজের ধারাটি হঠাৎ তার বড় ভাল লাগে—তার মনে হয়, তার সামনে এই জীবনের দরজা হয়তো বা চিরকালের মতোই বন্ধ হয়ে গেছে। সেই-যে সে একবার কাজের সন্ধানে এসেছিল, সে কথা কি নিকোলাই ঈভানোভিচের মনে আছে? কিন্তু ডেকে পাঠালেনই-বা কেন? সে যে যন্ত্রপাতিগুলি চুরি করেছে তা তো নিকোলাই ঈভানোভিচেরই কারখানার জিনিস। কথাটি মনে পড়তেই স্তেপান ভাবলো, কারখানা-কমিটির এই সভাপতি হলেন মামলার বাদী। এবার সে শক্ত হয়ে ওঠে—আক্রমণের সম্মুখীন হবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে যায়।

নিকোলাই ঈভানোভিচ যখন একটু হাত-পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসে কথা শুরু করলেন, তখন তাঁর নিতান্ত সহজ ভাবটা দেখে স্তেপান অবাক হয়ে গেল। নিকোলাই ঈভানোভিচ বললেন: "নীপারের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে এবার তো শ্রমিকশ্রেণী আর প্রকৃতির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সেদিন তোমার কথা মনে পড়তেই আমি ভাবছিলাম—কই, তুমি সেই-যে কাজ চেয়েছিলে তার জন্যে এলে না-তো আমার কাছে! এখন তোমার পছন্দ-মত অঢেল কাজ রয়েছে। ভাবছিলাম তোমায় খুঁজে বের করব—এমন সময় সরকারী উকিল এসে হাজির। তিনি বললেন, আমার আগেই তিনি তোমার খোঁজ পেয়েছেন—তোমাকে রেখেছেন জেলে।"

এই লোকটি এমন সহজেই জেলের কথা বলতে পারে; জেলের কথা বলতে তার কোন ভাবাবেগের লেশমাত্র দেখা দেয় না—স্তেপান স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। নিকোলাই ঈভানোভিচ বলে যান: "আমার আশা ছিল, নীপার বাঁধ গড়ার কাজে একটা দল গড়ে তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু সরকারী উকিলের দেখছি ভিন্ন মতিগতি। তিনি যেন তোমায় পাঠাতে চাইছেন উত্তরে।"

স্তেপানের মন বিষিয়ে ওঠে। এই বৃদ্ধ তাকে একবার কাজের লোভ দেখিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে তা ছিনিয়ে নিয়ে কষ্ট দিতে চাইছে? সে বলে: "আমাকে 'শ্বেত ভল্লুকের' দেশেই পাঠানো হচ্ছে তাহলে?" নিকোলাই

ঈভানোভিচের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বিরস অথচ উপেক্ষাভরে সে কথাটা বলে।

"হ্যাঁ, সাধারণত লোকে ঐ নামই বলে বটে।" ধীরস্থির ভাবে নিকোলাই ঈভানোভিচ বলেন: "তার সদর কার্যালয় 'ভল্লুক পর্বতে'; বাল্টিক-শ্বেত সাগর খাল-কাটার কাজ চল্‌ছে। তবে যদি ভূগোলের কথা বলো—'শ্বেত ভল্লুকের' দেশ সেখান থেকে আরও পাঁচশ' মাইল উত্তরে। ওখানে যে খালটা কাটা হচ্ছে তা আমাদের দেশরক্ষার ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আরও পাঁচটা গড়ার কাজের মতোই—তবে কাজের অবস্থা আর পরিবেশ একটু বেশি কঠোর বটে; প্রকাণ্ড উত্তুরে জঙ্গলগুলির ওধারে বিচ্ছিন্ন জায়গাটা থেকে পালানো যায় না। সেখানে চুরি করাও কঠিন—সুযোগসুবিধে খুবই কম। কাজের উৎসাহ সৃষ্টি করবার নানা ব্যবস্থা আছে; আবার, কাজ আদায় করে নেবার ব্যবস্থাও আছে। সেইদিকে নজর রেখেই সেখানে সব ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও, আর সব জায়গারই মতো, জীবন জীবনই—খুব একটা আলাদা কিছু নয়।"

স্তেপান দমে যায়। সে ভেবেছিল, কঠিন সজোর হুমকি শুনতে হবে; মনে করেছিল, এমন কঠিন সাজা সে পাবে, যার জন্যে সে কুখ্যাত হয়ে থাকবে। তার মনটাকেও প্রস্তুত করে তুলেছিল। কিন্তু তার বদলে সে যে-জীবনের কাছে সে এতকাল বারবার পরাস্ত হয়েছে, যে-জীবনধারা তার কাছে আরও খারাপ, তারই জালে আবার ধরা পড়ে যাচ্ছে। নিকোলাই ঈভানোভিচকে সে ঘৃণা করতে চায়, কিন্তু পারে না। নিজের মনের গভীরে অনুভূতি দিয়ে বোঝে, এই যা শুনছে এই হল চরম সত্য। এমন সময় উনি হঠাৎ ওর চোখে চোখ রেখে বেদনাভরে অথচ দৃঢ়ভাবেই বললেন: "নিজেকে তুমি যদি ধ্বংসই করতে চাও, তাহলে তা বন্ধ করতে পারি এমন সাধ্য আমাদের নেই। তুমি নিজে কী চাও! সে সিদ্ধান্ত প্রত্যেকটি মানুষের নিজের।"

নিকোলাই ঈভানিচের কথায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে,—এখন যেন যা বলবার তা স্তেপানেরই। এলোমেলো ঝড়ের মতো অসংখ্য চিন্তার মাঝে একটি কথাই অতি অদ্ভুত দৃঢ়তা নিয়ে স্তেপানের মনে ঘুরে ফিরে আসে। তার বে-আইনী কাজকর্মের সঙ্গে কিংবা প্রাপ্য কঠিন সাজার সঙ্গেও তার কোন সম্পর্ক নেই;

এ যেন সে-সবকিছুর চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে জীবনে আর কেউ কখনও তাকে 'মানুষ' বলে উল্লেখ করেনি!

শেষ পর্যন্ত ভাঙা গলায় সে জের টানে: "নিজেকে আমি যদি ধ্বংস করতে চাই···।"

নিকোলাই ঈভানোভিচ শুধু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, ঠিক তাইই তিনি বলতে চেয়েছেন। তারপর, যেন কোন সমস্যা নিয়ে স্তেপানের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে এমনি বিশ্লেষণের কায়দায় এবং শান্তভাবে তিনি বললেন: "এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না স্তেপান—জমি আর মুক্তির জন্যে প্রাণ দিয়েছেন যে গরীব কৃষক তাঁর ছেলে তুমি, কুলাকদের শোষণের ফলে অনশনে মৃত্যুর শিকার তোমার কিসানী মা, নিজে তুমি ছিলে লালফৌজের সঙ্গে সঙ্গে, শৈশবেই কুলাকদের উৎপীড়নের বোঝা বইতে হয়েছে তোমায়, সেই তুমি কেমন করে গিয়ে জুটলে কুলাকদের সঙ্গে!"

কথাটা বেঁধে। জ্বলে ওঠে স্তেপান: "কুলাকদের সঙ্গে জুটিনি আমি। তারা আমায় শোষণ করেছিল—এবার আমিই শোষণ করছি তাদের। তাদের ওপর দিয়ে আমি মুনাফা করছি।" কৃষিকাজের সাজসরঞ্জামের জন্যে কুলাকেরা যে কী মোটা হাতে পয়সা দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে তা কি নিকোলাই ঈভানোভিচ জানেন? কথাটায় স্তেপানের অস্বস্তি লাগে। যৌথ খামার থেকে কম্যুনার কারখানা যে দাম পায়, তার দ্বিগুণ তিনগুণ পর্যন্ত দেয় কুলাকেরা। কিন্তু চুরির ব্যাপার ছেড়ে এরা কুলাকদেরই কথা নিয়ে এমন মাথা ঘামাচ্ছে কেন?

জবাব আসে: "সোবিয়েত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরাজিত করবার জন্য তুমি হাত মিলিয়েছ কুলাকদের সঙ্গে। গুরুত্ব যে কতখানি তা তুমি বোধ হয় ভাল করে জানো না। জানো 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ' কথাটার অর্থ কি?"

স্তেপান জবাব দেয়: "সে অপরাধে নির্বাসনে যেতে হয়।"

"কিন্তু, ঠিক কেন, তা তুমি জানো কি?"—স্তেপান মাথা নেড়ে জানায়, সে জানে না। নিকোলাই ঈভানোভিচ ভেবে ভেবে কথা বেছে বলেন:

"খাবার চুরি করলে, কিংবা জামাকাপড় চুরি করলে, কিংবা নিজের প্রয়োজনের গরজে অন্য কিছু চুরি করলে, এমনকি লাঙ্গল কিংবা ফসলকাটা যন্ত্র চুরি করলেও সে হল সাধারণ চুরি। তার জন্যে সাজা হবে—কোন রাস্তা তৈরির কাজে কিংবা একটা পুল তৈরির কাজে, সর্বসাধারণের কোন কাজে হয়তো কয়েক মাসের কাজ হবে সে সাজা। কিন্তু তাতেও তোমাকে আমাদের সমাজের শত্রু বলে গণ্য করা হবে না—শুধু মনে করা হবে যে, সমাজেরই একজন বেয়াড়া হয়ে গেছে, তাকে শৃঙ্খলার মাঝে আনা দরকার।

"কিন্তু তুমি যা করেছ, তা অপরাধের সেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তুমি লড়াই করছ সোবিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে। আমরা গড়ে তুলছি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—তার মাঝে সমস্ত প্রাকৃতিক সহায়সম্পদ উৎপাদনের উপায়াদি আমাদের সকলেরই জিনিস। বার বার ভোট দিয়ে আমাদের জনগণ এই ব্যবস্থা বেছে নিয়েছে; এই ব্যবস্থা তারা বেছে নিয়েছে চার বছরের সুতীব্র লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে—সে লড়াইয়ে আমরা যেমন ঘরের শত্রুদের পরাস্ত করেছি, তেমনি পুঁজিবাদী দুনিয়ার সমস্ত দস্যুবাহিনীকেও বিতাড়িত করেছি। এই মুহূর্তে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবার মতো জনগণের সহায়সম্পদও আমাদের নেই, যথেষ্ট দক্ষ কারিগরও আমাদের নেই। যারা মজুরি-বাঁধা শ্রম শোষণ করে আর মহাজনী করে, আর ছোটখাটো উৎপাদনী উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার মুনাফায় জীবন ধারণ করে, তাদের তাই কিছুকালের জন্যে বরদাস্ত করতে হচ্ছে। তাদের নিজস্ব খামারে যে খাদ্য উৎপাদন হয় তার প্রয়োজন আজও আমাদের রয়েছে, তাই এখনও আইন করে তাদের দমন করা হয় নি। এই মুনাফা-বাজিকে তাই ব'লে কিন্তু রাষ্ট্রের সাহায্য দেওয়া হয় না কখনও। আমরা জানি, পারলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যে আমাদের এই জনগণের ব্যবস্থা ভেঙে দিত।"

এসব কথা স্তেপানও মোটামুটি বোঝে, স্বীকারও করে সব কথা। কিন্তু তার সঙ্গে এসবের সম্পর্কটা কী? নিকোলাই ঈভানোভিচের কথা ও মন দিয়েই শোনে; "কম্যুনার কারখানায় যেসব যন্ত্রপাতি তৈরী হয় তা আমরা পুঁজিবাদী দেশের মতো সবচেয়ে বেশি দামের খদ্দেরের কাছে বিক্রি করি না। সবার

আগে তা আমরা বিক্রি করি রাষ্ট্রের কাছে, আর যৌথ খামারগুলির কাছে; কারণ, একটি নয়, বহু পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে এর প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি। অতিরিক্ত খাটুনি দিয়ে আমাদের কারখানার শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট সংখ্যারও বেশি যন্ত্র তৈরি করে—কেন? কেননা, তাদের আশা, আমাদের গোটা দেশটিকে উন্নত আর ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়ক হবে এর প্রত্যেকটি যন্ত্র। কিন্তু তুমি আমাদের সেই সব যন্ত্র নিয়ে—বোধহয় চড়া দামেই বিক্রি করছ ঐসব ব্যক্তিগত মুনাফালোভীদের কাছে, এবং তারা এই যন্ত্র ব্যবহার করে আরও বেশি ক্ষেতমজুরকে শোষণ করবার জন্যে, আর আমাদেরই সর্বসাধারণের সম্পদ অপহরণ ক'রে আমাদেরই মাঝে ব্যক্তিগত মালিকানার পুঁজিবাদ গড়ে তুলবার জন্যে।

"তোমার কুলাক-প্রীতি হবার-তো কোন কারণ নেই। তুমি আর তোমার পরিবার-তো তাদের ঢের নির্যাতন আর শোষণ সহ্য করেছ। তবুও তুমি আজ তাদের শক্তি যোগাচ্ছো সোবিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে। সেই হল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তোমার অপরাধ।"

কথা শুনে স্তেপানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে নিকোলাই ঈভানোভিচ বুঝতে পারেন যে, তাঁর কৌশলটা অন্তত আংশিকভাবে ভুল হয়েছে। তিনি নিতান্ত বিষয়ানুগ নিস্পৃহ ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন, যেন রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়ে বক্তৃতা করছিলেন—স্তেপানকে অনুশোচনা করতে কিংবা আনুগত্য ঘোষণা করতে টেনে আনা যেন তার উদ্দেশ্য নয়, তিনি যেন স্তেপানকে তার নিজের কাজের তাৎপর্যটাই শুধু বোঝাতে চাইছেন। ছেলেটির মাথা আছে; প্রত্যেকটি কথার ওজন বুঝে সে তাঁর কথা আর যুক্তি গ্রহণ করছিল, কিন্তু তার আবার রয়েছে একটা জঙ্গী মনোবৃত্তি—তা দিয়ে সে নিকোলাই ঈভানোভিচের ইচ্ছার ঠিক বিরোধী সিদ্ধান্তেই পৌঁছে গেল।

রীতিমতো বাহাদুরির বড়াইয়ে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে সে নিজের অপরাধের গুরুত্বের মাঝেই নিজের বৈশিষ্ট্যের একটা বিকৃত গর্বের স্বাদ পেয়ে সমগ্র রাষ্ট্রটিকেই যেন চ্যালেঞ্জ করে বলে: "তাই বুঝি আমায় 'শ্বেত ভল্লুকে'র দেশে যেতে হবে, পাছে দেশটাকে আমি ধ্বংস করে দিই"

"না!"—চোখা জবাবে নিকোলাই ঈভানোভিচ বলেন: "সোবিয়েত জনগণকে ধ্বংস করবার সাধ্য তোমার নেই। তুমি বড়জোর দেশের একটা কোণের কোথাও একটু গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারো, কিন্তু নিজের যে বিপদ সৃষ্টি করছ তার তুলনায় আমাদের সেটুকু অসুবিধা নিতান্তই নগণ্য।"

স্তেপানের সাগ্রহ নীরবতা দেখে নিকোলাই ঈভানোভিচ বোঝেন, এবার ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে কথা। তিনি বলেন: "তোমার মাথা আছে, প্রতিজ্ঞা আছে; সংগঠন আর নেতৃত্বের ক্ষমতাও আছে তোমার ভিতর। তুমি কত সুকৌশলে চুরিগুলির ব্যবস্থা করেছ সেই কথা সেদিন বলছিলেন সরকারী উকিল। আমার দুঃখ হল, সেই ক্ষমতা তুমি কল্যাণকর নেতৃত্বের ভিতর প্রকাশ না করে তা প্রয়োগ করছ নিজেকেই ধ্বংস করবার জন্যে!

"আজ গ্রামের ওপরে মোড়লি করছে যে কুলাকেরা তাদের শেষ করতে আর পাঁচ বছরও লাগবে না। রাষ্ট্রীয় শিল্পের উৎপাদন বাড়ছে দ্রুত—তা বেড়েই চলবে দ্রুততর বেগে। আমাদের সরকারী আর যৌথ খামারগুলিতে ট্রাক্টর, ফসল-কাটা যন্ত্র এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের আধুনিক কৃষিযন্ত্র সরবরাহ হচ্ছে যেন স্রোতের মতো। ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যক্তিগত মালিকানার অনগ্রসর কৃষি-ব্যবস্থা সেই স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে যাবে আমাদের দেশের মাটি থেকে—এত তাড়াতাড়ি যাবে, তুমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারো না। একে তুমি রুখতে পারো না; এক নিমেষের জন্যে দেরিও করিয়ে দিতে পারবে না তুমি। কিন্তু তবু আজও দক্ষ লোকের অভাব আছে, ভাল সংগঠক আর পরিচালকের ঘাটতি আছে, এবং তুমিও তাদেরই একজন হয়ে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারতে।"

হঠাৎ কাশির দমকে তাঁকে থামতে হল। গভীরভাবে কিছুটা নিশ্বাস টেনে নিলেন। ব্যাপারটা এত কঠিন হবে তা আগে ভাবেন নি তিনি। বলবার মতো যা আছে তা সবই বলা হয়েছে—এখন কি হয় দেখা ছাড়া করবার কিছু আর নেই।

অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। নিকোলাই ঈভানোভিচের কথাগুলি স্তেপানের মনে দাগ কেটে কেটে বসে। শেষপর্যন্ত সে বলে: "আপনি বোধহয় ঠিকই

বলেছেন, কিন্তু এখন আর সে কথায় লাভ কি? আমার আগামী কয়েক বছর-তো ঠিকই হয়ে গেছে।"

"তোমার ভবিষ্যৎ তুমি নিজে না করলে, আর কিছুতেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে না।"

"কেন? আমায় তো যেতে হবে সেই উত্তরেই—কিনা?"

"হয়তো। কিন্তু ভাল হবার, উন্নতি করবার, সংগঠক আর পরিচালক হবার সুযোগ আছে সেখানেও।"

গোড়ায় 'হয়তো' কথাটা থাকলেও স্তেপান আর সব কথা ঠেলে প্রশ্ন করে; "তাহলে কি 'ভল্লুক পর্বতে'র কথাটা একেবারে ঠিক হয়ে যায়নি?" আবেগভরে সে বলে: "এখানে যদি থাকতে পেতাম······নীপারে একটা কাজের দল যদি গড়ে তুলতে পারতাম—সেই আগে আপনি যেমনটি ভাবছিলেন······নদী······"

এক ঝলক নতুন আশার দমকে তার সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবেই প্রবল রুদ্ধ আবেগের চাপা কান্নায় স্তেপান কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। নিজের সংযমের এই অভাবে ক্রুদ্ধ স্তেপান ঘরের দিকে পিঠ করে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো। নিকোলাই ঈভানোভিচ কথাটি বললেন না; কথার সময় এ নয়। তিনি অপেক্ষা করে চলেন। শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে স্তেপান ফিরে দাঁড়ালো—চোখে তার প্রশ্নভরা মিনতি।

এই সংযম-ভাঙা ভাবাবেগকে স্তেপান উড়িয়ে দিতে চায় দেখে নিকোলাই ঈভানোভিচও সেদিকে নজর না দিয়ে বললেন: "কিছুই স্থির হয়ে যায়নি। আমি নিজে তোমাকে চাইছিলাম এখানে, এই নীপারেই। আমার ধারণা, তোমার যা বয়েস, আর নদীর প্রতি তোমার যে আকর্ষণ, তার ফলে তুমি হয়তো এখানেই ভাল কাজই করতে পারবে। আমি আগে যথেষ্ট তৎপর হইনি।" নিকোলাই ঈভানোভিচের স্বরে ক্ষোভ: "এখন সরকারী উকিলকে, এবং বোধহয় একজন বিচারককেও ব্যাপারটা বুঝাতে হবে। তাছাড়া, স্থানীয় কুলাকদের সঙ্গে

তোমার সম্পর্কটা ঠিক কি রকমের, আর যে দল গড়ে তুলেছ তার সঙ্গেই-বা তোমার সম্পর্কটা কি, তার ওপর সব নির্ভর করছে। এই এলাকায় তোমার যে যোগাযোগ আছে সেটা কাজের হবে, না এই সমগ্র পরিবেশ থেকে তোমাকে একেবারে সরিয়ে নেওয়াই ভালো, সে সম্পর্কেও তদন্ত হবে। তুমি চাইলে ব্যাপারটা নিয়ে সরকারী উকিলের সঙ্গে কথা হতে পারে। তোমার সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুবই খারাপ, কিন্তু দেখবে তিনি অযৌক্তিক নন।"

স্তেপান মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল, কিন্তু তার এই দৃঢ়তায় আগেকার সেই বিদ্রোহের ছাপ আর নেই। সে জানতে চায়: "কখন তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে?"

নিকোলাই ঈভানোভিচ একটু হেসে বললেন: "তুমি জেলে রয়েছ, সে কথা ভুলে যেওনা যেন। সরকারী উকিলের সুবিধামতোই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। অধৈর্য হোয়ো না; তাঁর দেরি হতে পারে। তিনি তদন্ত করে দেখবেন আগে।...তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একজন রক্ষী বসে রয়েছে।"

স্তেপানের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় দিয়ে নিকোলাই ঈভানোভিচ টেবিলে কাজের গাদায় মন দিলেন। দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে স্তেপান থেমে ফিরে তাকালো নিকোলাই ঈভানোভিচের দিকে, কিন্তু তাঁকে কাজে ব্যস্ত দেখে ইতস্তত করে, কাজে বাধা দিতে যেন ভরসা পায় না।

নিকোলাই ঈভানোভিচ তা লক্ষ্য করে জানতে চাইলেন: "কিছু বলবে?"

স্তেপান জানতে চায়: "জেলের কথা আপনি অমন সহজেই বলেন কেন—যেন কিছুই না? জেলের ব্যাপারটাকে অমনভাবে নিতে আমি আর কাউকে দেখিনি।"

নিকোলাই ঈভানোভিচ একটু হেসে বলেন: "আমি-যে পুরানো পাপী। আটটি বছর আমার কেটেছে জারের জেলে। এবং সে কী জেল! আমাদের জেলের মতো নয়। নির্জন নিঃসঙ্গ! সংশোধন নয়—তার লক্ষ্য ছিল ধ্বংস করা।"

গভীর একটি শ্বাস নিয়ে স্তেপান সশ্রদ্ধভাবে তাকায় ওঁর দিকে। আবেগভরে সে বলে ওঠে: "কিন্তু ধ্বংস করতে পারেনি-তো আপনাকে! আপনার জেল হয়েছিল কেন?"

"যে সমাজে বাস করতাম তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার অপরাধে। ঠিক তোমারই মতো—কিন্তু, আমার লড়াই ছিল জারের বিরুদ্ধে, জনগণের স্বপক্ষে, জয় হল আমাদেরই; এইতো ইতিহাস। তুমি লড়াই করছিলে সোবিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে। সে লড়াইয়ে কোনদিন জয় হতে পারে না।"

স্তেপান ধীরে মাথা নাড়ে, পায় পায় চলে যায় বাইরের ঘরে রক্ষীটির কাছে। অনাস্বাদিত সাথী-সাহচর্যের এক নতুন অনুভূতি জাগে। আগামী কয়েক বছর ভাগ্যে আছে নীপার নদীর সান্নিধ্য, না দূর উত্তরে নির্বাসনের জীবন, তা এখনও অনিশ্চিত, কিন্তু তাও যেন স্তেপানের কাছে এখন আর বড় কথা নয়। যেখানেই থাকুক না-কেন, সেও এই মহান্ জনগণের একটি অংশ—এবং এই জনগণের জয়যাত্রায় পথ রোধ করে এমন সাধ্য নেই কারও।

সরকারী উকিলকেও স্তেপানের আর শত্রু মনে হয় না—তিনিও এখন এই দেশেরই কাজে একজন কর্মী, রীতিমতো একটা গুরুতর দায়িত্ব তাঁর উপর।

দীর্ঘ দু' সপ্তাহের মধ্যে কিছুই যেন হল না। স্তেপান জেলে। আরও কয়েকজনের সঙ্গে একত্রে একটি 'সেল'-এ রইলো, কিন্তু আগেকার সাঙ্গোপাঙ্গরা কেউ নেই তাদের মধ্যে। এরা সব নিজেদের অপরাধের কথা বলে, আর কেমন সাজা হতে পারে তা দিয়ে জল্পনাকল্পনা করে, কিন্তু স্তেপানের মন সেদিকে নেই। নীপার নদীর ধারে একটা কাজের দল গড়ে তোলবার ফন্দিফিকিরের চিন্তাটাই রয়েছে তার মন জুড়ে। গতানুগতিকতার স্রোতে দিন আসে, দিন যায়, আর সে সম্ভাবনা যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। সরকারী উকিল আজও অবধি একবার ডেকেও পাঠান নি।

নিকোলাই ঈভানোভিচকেই স্তেপান প্রধান পৃষ্ঠপোষক আর শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে জানে—তিনিও কোন খোঁজখবর করলেন না, তাই ভাবনা আরও বেশী। জেলে এই দুর্ভাবনার সময় যেন কাটতেই চায় না। নিকোলাই ঈভানোভিচের মুখের অভিব্যক্তি, কথাগুলির সুরের বৈশিষ্ট্য আর তীক্ষ্ণতা তার স্মরণপথে ঝাপসা হয়ে আসে। সুস্পষ্ট ধারণার প্রখর আলোয় স্তেপানের প্রত্যেকটি সমস্যা আর আশাআকাঙ্খা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল—তাও যেন আজ স্বপ্নের মতো সুদূরের কোন্ কথা। একেক সময় এমন কথাও মনে ওঠে যে, কারখানা-কমিটির সভাপতি যা কিছু বললেন, দেখালেন সে কি সবই মিথ্যা আশার ছলনা-মাত্র!

নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিবলেই স্তেপান চূড়ান্ত নৈরাশ্যের মাঝে ডুবে যায়নি। দুর্ভাবনার এই অতি নিদারুণ মুহূর্তগুলিতে সে আপন মনে বলে: "তিনি যদি ছলনাই করে থাকেন, আমাকে একটু খোঁচানোই যদি হয় তাঁর মতলব, তবু যা তিনি বলেছেন তা সত্যিই।" নতুন এবং তীব্র এক শক্তি জাগে মনে—সে শক্তি স্তেপানের একান্ত নিজস্ব; নিকোলাই ঈভানোভিচও সে শক্তির অধিকার নন।

চোদ্দ দিনের দিন জেল-দারোগা এসে জানালো, বাইরের আপিসে লোক এসেছে স্তেপানের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। আশা জাগে—যার কথা ভাবছে

সেই বন্ধুই বুঝি এসেছে, কিন্তু গিয়ে দেখে ইলিয়া মরোজফ—সেই 'ভালো ছেলেটি'। স্তেপান ভাবে, তার দুঃসাহসিকতার এই শোচনীয় পরিণতি নিয়ে মরোজফ হয়তো এবার নিজের বাহাদুরি দেখাতে এসেছে।

জেলের দুঃসহ দিনগুলিতে স্তেপানের মনে যে চিত্র গড়ে উঠেছিল তা কিন্তু বদলে গেল মরোজফের প্রথম কটি কথাতেই: "নিকোলাই ঈভানোভিচের একটা খবর নিয়ে এসেছি। তিনি অসুস্থ; তাঁকে পাঠানো হয়েছে ক্রাইমিয়ায় একটি স্বাস্থ্যনিবাসে। তিনি তোমাকে জানাতে বলেছেন, সরকারী উকিলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল, এবং তোমাকে যারা চিনতো তাদের কাছে গিয়ে তোমার 'পরিচয়' সংগ্রহ করার কাজে সাহায্য করার জন্যে তিনি আমাকে বলেছেন। সে 'পরিচয়' আমি দিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে যে চোরের দলটা কাজ করত তাদের পরিচয় সংগ্রহের কাজে সরকারী উকিল এখন ব্যস্ত আছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তোমার খোঁজ নেবেন।"

চোরের দল'টার প্রতি অবিচলিত আকর্ষণ স্তেপানের মনে বিরক্তির সৃষ্টি করেছিল। এখন তার মনে স্বস্তি আসে। বলে: 'ধন্যবাদ, ইলিয়া। ভাবছিলাম, নিকোলাই ঈভানোভিচের কোন খবর পাই না কেন? তাঁর অসুখের কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।" তার সম্পর্কে কে কি বলল জানবার জন্যে ভীষণ ইচ্ছা, কিন্তু মরোজফের হয়তো তা বলবার অনুমতি নেই, তাছাড়া মরোজফের কাছে জিজ্ঞাসা করতেও মাথা হেঁট হয়ে যায়।

এর পর সারাদিন একটি কথাই স্তেপানের মন তোলপাড় করে: তার আগেকার সাথী-সঙ্গীরা, যাদের কারও বিরুদ্ধে ছিল তার লড়াই, কাউকে করেছে অবজ্ঞা, কিংবা নিজের খেয়ালখুশি মতো চালিয়েছে, তাদেরই মতামতে তার আশু ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে! এবং সেই সব মতামত সংগ্রহ করেছে মরোজফ। স্তেপান ভাবে, মরোজফ কখনও তাকে পছন্দ করত না, আর সেই সব তথ্য চুইয়ে চুইয়ে যাবে যাঁর তদন্তের নানা সূক্ষ্ম তন্ত্রীর মধ্য দিয়ে সেই সরকারী উকিলটিরও তাকে বাঁচাতে চাইবার কোন কারণ নেই, এবং এইভাবেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে!

মরোজফ কী বলবে ? "এই ছেলেটিই কাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করেছিল, আর 'নবীন ক্ষেতী'তে মনোবল নষ্ট করেছিল"—এই-তো ! কাজটা করবার সময়ে কিন্তু স্তেপান মরোজফের বিরক্তি সৃষ্টি করেই আনন্দ পেয়েছিল। কী বলবে ঈভান ? প্রিয় বন্ধু মারিন আর পীটারই-বা কি বলবে ? এই এলাকাটায় সে-তো খারাপ ছাড়া ভাল কিছুই করেনি। স্তেপান ভাবে—সরকারী উকিলটিও কঠিনহৃদয় মানুষ, তাঁর বিচারবিবেচনা নিতান্তই ব্যক্তিনিরপেক্ষ—তিনি তাকে এই এলাকায় থাকতে দেবেন এমন কথাই-বা বলতে পারে কে ! প্রতিষ্ঠিত সমাজ যে দৃষ্টিতে দেখবে সেই দৃষ্টিতে স্তেপান নিজেকে দেখতে থাকে, এবং যা দেখে তা অনুমোদনযোগ্য নয়।

আনিয়াকেও কি তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে ? সে-ই বা কী বলেছে কে জানে !—হয়তো মালিকের শাকসবজি চুরির কথা, তাকে গুহায় নিয়ে যাবার সেই কথা, কেমন ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল সেই সব কথা ? স্তেপান আতঙ্কিত হয়ে ওঠে : দুর্ব্যবহার আর অপকীর্তির সব কথাই বলুক আনিয়া, কিন্তু সেই যে পাহাড়ের চূড়ায় ছুটে গিয়ে সূর্যবিদায়ের হাঁক ছেড়েছিল সে, সে-কথাটি যেন জানতে না পারে ভাবাবেগবর্জিত ঐ নির্বিকার দৃষ্টি সরকারী উকিল। স্তেপান মনে মনে আশা রাখে, আনিয়া সে-কথা নিশ্চয়ই বলবে না, তাছাড়া সরকারী উকিল হয়তো আনিয়ার কথা আদৌ জানে না। আর আনিয়া যদি খুব খাসা 'পরিচয়'ই দেয় এবং তাই দেখে সরকারী উকিল তার অনুকূল রায়ই দেন—এইভাবে স্তেপান পরিত্রাণ পেতে চায় না।

নিকোলাই ঈভানোভিচ নেই বলে স্তেপানের মনে বড় উদ্বেগ জাগে। তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তিতে কাজ হবে বলে সে ভরসা করেছিল। সরকারী উকিল নিজেই এই চোরের দলটাকে নির্বাসনে পাঠাবার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন এমন আশা সে রাখে না। নিকোলাই ঈভানোভিচ চাইলে সবই করতে পারতেন। তবু-তো এই মানুষটি অত বড় কারখানার শত কাজে ব্যস্ত, আরও দশটা সামাজিক সমস্যায় ব্যাপৃত, একেবারে শয্যাশায়ী হবার মুখে প্রায়-অবসন্ন, তবু অতখানি সময় দিয়ে স্তেপানের সঙ্গে কথা বললেন, সরকারী উকিলের সঙ্গে কথা বলতেও ভোলেননি, মরোজফের সঙ্গেও কথা বলেছেন,

এবং মনে করে শেষ পর্যন্ত খবরও পাঠিয়েছেন জেলে পর্যন্ত। প্রণত হয়ে আসে স্তেপানের মন ; মন ভরে ওঠে আনন্দে—না-ই বা আছেন কাছে, কিন্তু এমন বন্ধু, এমন শুভানুধ্যায়ী তো রয়েছেন !

না ! তিনি এই এখানে রয়েছেন তার পাশেই। তাঁর কথা-তো রয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষই কীভাবে নিজের ভাগ্য বেছে নিতে পারে, গড়ে তুলতে পারে, সেই কথাগুলি মনে করে স্তেপান একেবারে সোজা হয়ে ওঠে। ওর 'পরিচয়' সম্পর্কে যে যা বলবে তা নিশ্চয়ই প্রতিকূলই হবে, হয়তো যেতে হবে সেই উত্তরেই, কিন্তু তাই দিয়েই তার জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে না—তা করবে সে নিজেই।

হঠাৎ যেন এক ঝলক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবে : "ওরা দেবে শর্ত বেঁধে, কিন্তু সেই শর্ত দিয়ে আমি কি করব তা তো বেঁধে দিতে পারবে না। আমার জীবনের গতি নির্ধারণ করব আমি নিজেই।"

কারাবাসের ষোল দিনের দিন সরকারী উকিলের ডাক এল। স্তেপান ভাবতে চেষ্টা করে যে, এই-যে এক যুগ বলে মনে হচ্ছে সময়টাকে তার তো সত্যিই এক যুগ নয়। পাতলা দোহারা চেহারার মানুষটি টেবিলে বসে কিছু রিপোর্টের উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন। নিতান্ত কাজের মানুষের মামুলী ঢঙে তিনি স্তেপানকে বসতে বলবার সঙ্গে সঙ্গে দু' সপ্তাহ আগে আরেকটি আপিসের কথা স্তেপানের মনে পড়ে যায়—সেখানেও আরেকটি মানুষ বসতে বলেছিলেন এইভাবে। সরকারী উকিলটির হাবভাবে, কী যেন একটা নির্লিপ্ত অথচ সন্ধানী, বিশ্লেষণের ভাবটি দেখেও স্তেপানের শুভানুধ্যায়ীর কথা মনে পড়ে। নিকোলাই ঈজনোভিচের দৃষ্টিও সবকিছু বিচারবিশ্লেষণ করে নেয়, অথচ গভীর সহানুভূতির মৃদু হাসিটুকু সে দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করে তোলে ; কিন্তু সরকারী উকিলের বাঁকা ঠোঁটের অবিশ্বাসী ব্যঞ্জনায় দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে।

পৃষ্ঠাটি পড়া শেষ করে, কিসে যেন একটা পেন্সিলের দাগ দিয়ে সরকারী উকিল সোজাসুজি স্তেপানের উপর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বললেন : "তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমি মনে করি, তোমাকে আর তোমার দলটাকে উত্তরেই পাঠানো উচিত।"

স্তেপান শুধু মাথা নেড়ে জানালো, সে তা জানে। টেবিলে কাগজের উপর হাত রেখে তিনি বললেন: "নিকোলাই ঈভানোভিচ তোমার সম্পর্কে অনেক আশা রাখেন, এবং তিনি যেসব আশা-ভরসা পোষণ করেন তার প্রতি সশ্রদ্ধ হতেই আমি শিখেছি। যারা তোমাকে ভাল করে চিনতো তাদের মতামত আমি সংগ্রহ করেছি তাঁরই অনুরোধক্রমে। তোমার মনমেজাজ আর অতীত জীবন সম্পর্কে সে বিবরণী মোটামোটি পূর্ণাঙ্গ। মরোজফ, বব্‌রফ, ইয়েরেমিয়েফ, আনিয়া কোসারেভা নামে একটি মেয়ে, এবং আরও কেউ কেউ মতামত জানিয়েছে। তার থেকে দেখতে পাচ্ছি, তোমার চমৎকার মাথা আছে, সংগঠনের কিছু ক্ষমতাও আছে, আর নিজে চাইলে তুমি খাটতেও পারো খুবই। আবার, তোমার বিরুদ্ধেও কথা রয়েছে: কাজ তুমি সাধারণত এড়িয়েই চলো, অন্যের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারো না কিংবা করতে চাও না, 'নবীন ক্ষেতী'তে প্রধান বিভেদপন্থী ছিলে তুমিই, আর যেখানে নিজের কর্তৃত্ব চাপাতে পারো না সেখানে সবকিছু ভেঙে দেওয়াই তোমার স্বভাব।"

একখানি কাগজ তুলে সরকারী উকিল তার থেকে দাগ-দেওয়া একটি কথা পড়লেন: "কঠোর পরিশ্রম করবে, দৃঢ় লড়াই চালাবে যদি সে নেতা হতে পায়, নইলে, ভেঙে দেবে;"—কে-যে বলেছে তার কোন ইঙ্গিতও তিনি দিলেন না। কে বলতে পারে এমন কথা? মরোজফ? ঈভান? ইয়েরেমিয়েফ? তিক্ত মনে স্তেপান ভাবে, ঐ একটি কথাই হয়তো তার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। সরকারী উকিলের কাছে কিন্তু কথাটা তেমন চূড়ান্ত কিছু নয়। তিনি বলেন: "কোন কিছুর পরিচালক হতে চাওয়াটাই যে খারাপ তা নয়। যারা অন্যের দ্বারা পরিচালিত হতে পারে তার চেয়ে, যে চালাতে পারে তেমন লোকেরই প্রয়োজন আমাদের দেশে এই মুহূর্তে খুব বেশি। অসংখ্য অদক্ষ কৃষক কাজ চাইছে—হুকুম দিলে তারা করতে প্রস্তুত, কিন্তু পরিচালনা আর সংগঠনে পটু লোকের সংখ্যা একটু কম। তবে নেতৃত্ব জিনিসটা মোটেই সহজ নয়—শুধু মোড়লি করলে হয় না, মানিয়ে-বানিয়ে সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারা চাই। সেসব জিনিস তুমি এখানে কিংবা

হয়তো উত্তরে আরও কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মাঝে আরও ভালভাবেই শিখতে পাবে।

"তোমাকে 'ভল্লুক পর্বতে' পাঠাবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবার কোন কারণ আমি এর মধ্যে দেখতে পাইনি……"

হঠাৎ মন দমে যাবার লক্ষণটা স্তেপানের চাপা ঠোঁট ভেদ করতে পারেনি। স্বচ্ছ সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে শুনেছিল সরকারী উকিলের কথা: "তবে, শুধু এই কথাটি—" এক টুকরো কাগজ থেকে তিনি পড়লেন: "নদীটাকে সে ভালবাসে সবচেয়ে বেশি!"

আনিয়া বলেছে কি এ কথা?—স্তেপান ভাবে। নিশ্চয়ই আনিয়া। নদী আর নদীর ধারের এলোমেলো পাহাড়গুলির প্রতি গভীর অনুরাগের কথাটি আনিয়ার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে সে অমন নিঃশেষে প্রকাশ করেনি। আনিয়া কি তাহলে সেই ছুটে পালিয়ে গেলেও বুঝেছে তার মনের কথাটি? কিংবা হয়তো বলেছেন নিকোলাই ঈভানোভিচ; তিনি জানতেন, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই 'পরিচয়' সম্পর্কে মতামত লিখতে বসেননি। তাহলে নিশ্চয়ই আনিয়াই বলেছে ও কথা।

সরকারী উকিল বলে চলছিলেন: "এ একটা কারণ বটে—এর ফলে তুমি হয়তো সেই উত্তরাঞ্চলের চেয়ে এই নীপার নদীর ধারেই কাজ করবে ভাল। কিন্তু একদিকে রয়েছে যেমন নদীর প্রতি এই টান, তেমনি আবার এই নদীর ধারে তুমি যাদের সংস্পর্শে এসেছ তাদের প্রায় সকলকেই নিজের শত্রু করে তুলেছ। প্রথম দল তোমাকে ছেড়ে গেছে; তারা কাজ করছে 'রাঙা প্রভাত' খামারে। তোমার দ্বিতীয় দলটির সব চোর। তোমার সঙ্গে কাজ করতে চাইবে এমন সৎ মানুষ কাউকে তুমি জানো বলে-তো মনে হয় না।"

নীরস বিচারবিশ্লেষণে চোখা ভাষায় যান্ত্রিক ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল এই কথাগুলি। তেমন কোন আশা করবার কোন কারণ তার মাঝে স্তেপান দেখতে পায় না। সহসা সরকারী উকিলটি সেই চোখা সন্ধানী দৃষ্টি হেনে সোজা প্রশ্ন করলেন: "বাঁধ গড়ার কাজে একটা দল চালাবার সুযোগ তোমায়

দেওয়া হলে সে কাজে কীভাবে এগোবে বলো-তো ? ভেবেছো কিছু ? মাথায় আছে তেমন কোন পরিকল্পনা ?”

স্তেপান স্থিরনিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, সরকারী উকিল তাকে নির্বাসনে পাঠাবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন, তবু নিকোলাই ঈভানোভিচের সম্মানে নিতান্ত মামুলিভাবেই প্রশ্নটি করলেন। উক্ত নির্লিপ্তভাবে স্তেপান বলে যায়ঃ “পরিকল্পনা ? আমার-তো এখন আছে শুধু পরিকল্পনাই। গত দু’ সপ্তাহ ধরে ভেবেছি-তো ঐ একটি কথাই—বাঁধের কাজে একটা দল গড়বার কথা।”

এই প্রথম সরকারী উকিল ওর দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকালেন; সে দৃষ্টি প্রায় সাগ্রহ। “আচ্ছা, শুনি তোমার পরিকল্পনা।”

স্তেপান জবাব দেয় একটু উপেক্ষা আর বিদ্রোহের মনোভাব নিয়েই—কেননা, সরকারী উকিল বিশ্বাস করবেন কিংবা আমল দেবেন, সে ভরসা তার নেই। “আমার ধারণা, যারা যন্ত্রপাতি চুরিতে সাহায্য করেছিল তারা প্রায় প্রত্যেকেই বাঁধে কাজ পেলে খুশিই হবে। চুরি করায় একটা মস্ত আগ্রহ তো আসলে কারও ছিল না! ছন্নছাড়া ছেলে সব—হাতের কাছে যা পেত তুলে নিত, এই মাত্র। যন্ত্রপাতি সরাবার মতলবটা গোড়ায় আমারই; কুলাকদের চাহিদার কথাটা আমিই জানতাম; আমিই জানতাম তারা চড়া দাম দিতে প্রস্তুত। আর সবাই বরং এই সব দরকারী জিনিসে হাত দিতে ভীষণ ইতস্ততই করত—আমিই তাদের বুঝিয়ে বাগিয়ে নিয়েছিলাম। বাঁধের কাজে তাদের বুঝিয়ে আনাটা বরং তার চেয়ে সহজই হবে।”

সরকারী উকিলের আগ্রহ বাড়ে। স্তেপানই যে পালের গোদা ছিল তা তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু নেতৃত্বের কৌশল সম্পর্কে স্তেপান সব স্বীকার করল দেখে তিনি আরও বিস্মিত হন। কারখানা-কমিটির সভাপতির কথাটাই ঠিকঃ ছেলেটির মধ্যে জিনিস আছে।

সরকারী উকিলটি চাপা মানুষ; তাঁর মনোভাবে পরিবর্তনটা বুঝতে না পেরেই স্তেপান বলে চলেঃ “অবশ্যি শুধু এদেরই ওপর নির্ভর করলে চলবে না। যারা কাজ করতে জানে এমনি কয়েকজনকেও এর সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া চাই। অনুমতি দেওয়া হলে ‘রাঙা প্রভাত’ খামার থেকে কাউকে কাউকে

আমি নিতে চাই। মারিন আর পীটার ছ'ছ'জনকে নিয়ে কাজ চালাতে পারে; খামারে ওরা ছ'ছ'জনের দলে কাজ করতেই অভ্যস্ত।"

বলতে বলতে স্তেপানের মনে পরিকল্পনাটিতে বাস্তবের রঙ লাগে। এ যেন রাত পোহালেই চালু করা যায়। তখন স্তেপানের মনে পড়ে যে, দু'সপ্তাহ ধরে এই পরিকল্পনাটি ছিল শুধু তার নিজেরই কল্পনারাজ্যের অবাধ স্বাধীন আবহাওয়ায়, কিন্তু এখন এই স্বপ্নের জাল সে বুনে চলেছে অন্যের সামনে, এবং এই পরিকল্পনাটিকে সার্থক করা বা ব্যর্থ করার সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে ঐ মানুষটিরই হাতে। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে স্তেপান কোন কিছু লক্ষণ খুঁজে পায় না। চোখে মুখে কোন ভাব ফোটে না, এমন লোকের সঙ্গে চলতে স্তেপান অভ্যস্ত নয়। একটু দমে গিয়ে সে থেমে যায়।

তখন সরকারী উকিল আস্তে আস্তে বলেন: "দেখছি বেশ কিছু গঠনমূলক ভাবনাচিন্তা তুমি করেছ। তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হতে পারে এমন নিশ্চয়তা আমার মনে নেই। একটা চোরের দলকে তুমি নেপ্রোস্ত্রইয়েই সংশোধন করবে বলছ। পারলে সে হবে খুবই কাজের কাজ, কিন্তু বাধা-বিঘ্নগুলিকে তুমি যেন একটু খাটো করে দেখছ। স্বপ্ন তোমার সুন্দর আর বিরাট, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের যোগ থাকা চাই। আচ্ছা, ধরো মারিন আর পীটারের কথা: ধরে নিচ্ছি তারা এখন 'রাঙা প্রভাত' খামারে সৎ পরিশ্রমী কর্মী হয়ে উঠেছে—তারা কি ঐ খামার ছেড়ে একটা চোরের দলের সঙ্গে কাজ করতে আসতে চাইবে?"

স্তেপানের মুখ লাল হয়ে ওঠে। মারিন আর পীটারের ওপর নিজের আগেকার আধিপত্যের ফলে সে ওদের সম্পর্কে নিশ্চিতই ছিল—এ দিকটা তার মনেই আসেনি। কিন্তু পরিকল্পনাটা আঁকড়েই সে বলে: "অন্যান্য চোর সম্পর্কে তাদের মনোভাবটা কি হবে তা ঠিক জানি না বটে—" এইভাবে নিজেকে নিজের মুখে চোরের একজন বলতে দ্বিধা না করেই সে বলে চলল: "কিন্তু, তারা ঈভানের চেয়ে বরং আমার সঙ্গেই কাজ করতে চাইবে বেশী, আর খামারের চেয়ে নদীর ওপর টানও তাদের বেশি, তবে ব্যাপারটা আপনারা কী ভাবে তাদের কাছে তুলে ধরবেন তার ওপরই অনেকটা নির্ভর করবে। আমার

মনে হয়, আমার প্রধান সহায়ক হতে পারলে তারা চলেই আসবে। আচ্ছা, সবাই কি জানবে যে, এটা ছিল একটা চোরের দল ?"

সরকারী উকিল জানান: "হ্যাঁ, জানতে চাইলেই জানবে। উত্তরে গেলে যেমন হত তেমনি নেপ্রোস্ত্রইয়েও তোমরা সাজার মেয়াদেই কাজ করবে। অন্যান্য শ্রমিকের মতো কাজ বদল করবার স্বাধীনতা তোমাদের থাকবে না; তোমাদের কাজ ছাড়তে হলে পুলিসের অনুমতি প্রয়োজন হবে। তোমাদের অপরাধ আর সাজার কথা ট্রেড ইউনিয়নে জানিয়ে দেওয়া হবে; কর্তৃপক্ষ তোমাদের মজুরি থেকে জরিমানা কেটে নেবে। এমন অবস্থায় তোমাদের জীবনযাত্রার মান 'ভল্লুক পর্বতে'র চেয়ে কিছু ভাল হবে না, বরং একটু খারাপই হতে পারে। তা ছাড়া, অপরাধ আর সাজার কথা জানাজানি হবেই—ফলে পুরানো পরিচিতদের মাঝে একটু অসুবিধাও হতে পারে।"

"সে কথা আগে ভাবিনি বটে।"—স্তেপানের মনে পড়ে, এর চেয়ে অনেক কম কলঙ্কের মাঝেও সে 'রাঙা প্রভাত' খামারে কাজ করতে অস্বীকার করেছিল।

"তবুও কি এই নদীই তুমি চাও ?"

স্তেপানের দৃঢ় জবাব: "হ্যাঁ।"

"এখনও মনে করছ, মারিন আর পীটার এই অবস্থার মাঝেও তোমার সঙ্গে কাজ করতে পেলে খুশি হবে ?"

স্তেপান বড় দুঃখে স্বীকার করে: "বুঝতে পারছি না," কিন্তু পর মুহূর্তেই বন্ধুদের উপর আস্থা ফিরে আসে; নিজের সন্দেহের জন্যেই বরং লজ্জা পায়, এবং মাথা তুলে বলে: "আমি যদি বলি, তাদের দিয়ে আমার বড় দরকার তাহলে আসবে তারা।"

এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজের জন্যে এক সপ্তাহ সময় মঞ্জুর করে সরকারী উকিল বললেন: "দু'সপ্তাহের মধ্যে 'ভল্লুক পর্বতে' কোন লোক যাচ্ছে না। তুমি জেলেই থাকবে, তবে নেপ্রোস্ত্রইয়ে কাজের কথা আলোচনা করার জন্যে অন্যান্য চোরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সুযোগ পাবে। কিন্তু একটি হুঁশিয়ারির কথা: উত্তরে যাবার ভয়ে ওরা সবাই কিন্তু এখানে কাজ করতে রাজি হয়ে যাবে। কাজের শর্ত সব স্পষ্ট জানিয়ে ওদের জবাবগুলি বেশ বুঝেশুঝে দেখবে

তুমি। যাকে থাকতে বলবে তার আচরণের জন্যে তুমিই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবে—কেউ আর কোন অপরাধ করলেও তোমার ঘাড়ে দায়িত্ব আসতে পারে। খুব ভাল করে ভেবে দেখবে। ওদের বাজিয়ে নেওয়া চাই। ইতিমধ্যে আমি দেখছি নেপ্রোস্ত্রইয়ে তোমাদের জায়গা হবে কিনা। আর, মারিন আর পীটার কি বলে সে খোঁজও করব। 'রাঙা প্রভাত' খামারের যে কোন ছেলের কথারই একটা দাম থাকবে। আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।"

স্তেপান বুঝলো, এখনকার মত কাজ হয়ে গেছে। মনস্কামনা পূর্ণ হবার দিকে আরও এগিয়ে গেছে। ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে সে চললো ওখান থেকে। বাঁধে কাজের চিন্তাটা স্বপ্নে ছিল রঙিন। এবার বাস্তবে রূপান্তরিত হবার মুখে সে স্বপ্ন দায়িত্বের ছোপে ঘোর হয়ে আসে, শর্তকণ্টকিত হয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে। শুধু উৎসাহ আর মন জয়-করা আচার-ব্যবহার দিয়েই হাসিল করবার কাজ এ নয়। শুধু নিজের ওপরই তো নির্ভর করছে না—অন্যান্যের সঙ্গে জটিল সম্পর্কের নানা প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। পীটার আর মারিন তার জন্যে কতখানি আত্মত্যাগ করতে পারবে? চোরের জীবনের মাঝে যে-পরিচয় তারই ওপর কি জীবনটাকে স্থাপন করা যায়? এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে স্তেপান এবার এই প্রথম নেতৃত্বের চটকের বদলে গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

দলের লোকদের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগটা সে দু'দিন ব্যবহারই করল না। একের পর এক প্রত্যেকের সম্পর্কে ভেবে ভেবে দেখে: "ওর ওপর কি নির্ভর করা চলে?" তারপর একে একে ওদের সঙ্গে কথা বলে। দু'জন বাঁধে কাজ করতেই অস্বীকার করল; এই বিপদে পড়বার জন্যে স্তেপানের ওপর তাদের রাগ—উত্তরে যাবার পথে পালাবার কথাই তারা এখন ভাবছে। আর ন'জন বাঁধের কাজে আগ্রহ দেখায়, কিন্তু আরও কথা বলতে বলতে স্তেপান বোঝে, শর্তগুলি তারা আসলে মানতে তৈরি নয়—শর্তগুলি এড়িয়ে চলাই তাদের মতলব। তাও সম্ভব না হলে, নীপার নদীর ধারে কাজ থেকে পালিয়ে যাওয়াটা কিছু কঠিন হবে না—এই তাদের হিসেব।

এমন সব ছেলেকে নির্ভরযোগ্য শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলা যায় কেমন করে? এতকাল স্তেপান তাদের লাভজনক আর কর্তৃত্বাধীন সাঙ্গোপাঙ্গ হিসেবেই দেখে এসেছে; তাতে কাজও চলেছিল বেশ। কিন্তু সরকারী উকিলের এবং এখন স্তেপানেরও সমস্যা হল তাদের কেমন করে সৎ নাগরিক রূপে সমাজ-জীবনে মানিয়ে নেওয়া যায়। এমন সব দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেদের উপর নিজের ভবিষ্যৎটা ছেড়ে দিতে হবে ভেবে স্তেপান দমে যায়।

হতাশ বিষণ্ণ মনে সে ম্যাক্সিম ছাড়া আর সবাইকেই বাদ দিতে উদ্যত হয়। ম্যাক্সিম সম্পর্কে সে নিশ্চিত; বাঁধের কাজ ভাল লাগুক না-লাগুক, তার ব্যক্তিগত আনুগত্যের ওপর ভরসা করা যায়; সে বিপদে ফেলবে না। আর কাউকে সে বিশ্বাস করতে পারে না, কিন্তু বাঁধের কাজে একটা দল-তো সরকারী উকিলকে দেখানো চাই, নইলে সে নিজেই হয়তো থাকতে পাবে না। আবার, যে-চুরির জন্যে সে নিজেই সবচেয়ে বেশি দায়ী সেই অপরাধেই আজ পুরানো সাথীরা নির্বাসনে যাবে এই কথাটি ভেবে ওদের বাদ দিতেও মন ওঠে না।

পরের সপ্তাহে স্তেপান যখন সরকারী উকিলের সঙ্গে দেখা করল তখন তার বয়েস যেন ঢের বেড়ে গেছে, অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি।

"মাত্র একজন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি। দু'জন থাকতেই চায় না। এ ছাড়া চার জন সম্পর্কে ঝুঁকি নিয়ে দেখতে পারি—কারণ, তাদের আমি চালাতে পারি। আরও যে চারজন তারা থাকতে চায়, কিন্তু তাদের কাজ করাতে পারব কিংবা পালানো বন্ধ করতে পারব এমন দৃঢ় ভরসা আমার নেই। তাদেরই ওপর নিজের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিতে আমি চাই না। কিন্তু তবুও বাদ দেবো, আর আপনি তাদের পাঠাবেন উত্তরে তাও আমি চাই না।"

একটু বিরস হাসি টেনে স্তেপান আরও বলে: "জানি না, আপনি এখন কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আপনি ঠিকই বলেছিলেন—যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ব্যাপারটা কঠিনই বটে।"

সরকারী উকিল বললেন: "ভালই করেছ; এই আমি আশা করেছিলাম। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, ওদের প্রত্যেকের সম্পর্কে তোমার নিজের

একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছে, এবং কীভাবে ওদের নিয়ে চলতে হবে, চালাতে হবে সে সম্পর্কেও মনস্থির করে ফেলেছ। কিন্তু বাঁধের কাজে একটা ভাল দল তুমি এখনও আমাকে দেখাতে পারলে না।"

বিষণ্ন স্তেপান বলে: "তাহলে ব্যর্থই হয়েছি। আমার যা আছে তা সবই আপনাকে দেখিয়েছি।" তবে, কাজ সম্পর্কে এখন যে সিদ্ধান্তই হোক না-কেন, একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাস্য তার রয়েছে: "মারিন আর পীটার কি বলল?"

দু'জনের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে এই প্রথম সরকারী উকিলটির পাতলা ঠোঁটে একটু মধুর হাসি ফুটল। তিনি জানালেন: "তোমার এমন বন্ধু থাকতে পারে আমি ভাবতেও পারিনি। শুধু মারিন আর পীটার নয়, তোমার আগেকার দলের আরও তিন জন 'রাঙা প্রভাত' খামারের চেয়ে তোমার সঙ্গে নীপার বাঁধের কাজই বেশি পছন্দ করেছে। এর কতটা তোমার প্রতি টান আর কতটা খামারের কাজে অপছন্দ তা জানি না, কিন্তু এই ব্যাপার —তারা বেছে নিয়েছে। পাঁচ জন সৎ পরিশ্রমী বন্ধু তোমার রয়েছে। আমার মনে হয়, তাদের সাহায্যে তুমি দলের কজন সঙ্গীকে নিয়মশৃঙ্খলার ভিতর নিয়ে আসতে পারবে। এখন তুমি চাইলে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।"

হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য ধারণ করা কঠিন। স্তেপান প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল। তা সামলে নিয়ে সে চাপা কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে। আস্তে আস্তে অন্য চিন্তা আসে মনে। নির্মাণের কাজে একটি শ্রমিক দলের নেতা সে, এবং এই হবে দুনিয়ার বৃহত্তম বাঁধ। এখন-তো সে যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে এমনকি কিছু আগে তাকে নির্বাসনে পাঠাচ্ছিলেন যে সরকারী উকিল তাঁর সঙ্গেও করমর্দন করবার যোগ্য হয়ে উঠেছে।

সরকারী উকিল যেমন হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করলেন ততটা স্তেপান আশাও করেনি। বিদায়কালে তিনি একটু হুঁশিয়ারীও জানালেন: "এবার এগিয়ে যাও! আর, কী করে বেঁচে গেলে সে কথাটি যেন ভুলো না। আমি না, নিকোলাই ঈভানোভিচও না, এই-যে পাঁচটি তরুণ তোমাকে একত্রে

কাজ করবার উপযুক্ত মনে করেছে, তারাই তোমায় বাঁচিয়েছে। তারা বেছে নিয়েছে তাই তুমি এই ফোরম্যান হবার সুযোগ পেলে। এই কাজে তারাও তোমারই মতো সমান অংশীদার।"

স্তেপান যাবার পর সরকারী উকিল একখানা চিঠি লিখলেন। কৃষ্ণ সাগরের তীরে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে এই চিঠিখানির জন্যে একজন প্রতীক্ষা করে রয়েছে।

প্রিয় নিকোলাই ঈভানোভিচ,—আপনি চিনে নিতে জানেন ঠিকই। ভেবেছিলাম সুদর্শন এই তরুণ চোরটি সম্পর্কে আপনি বুঝি একটু ভাবালু হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সাত বছর আগেকার কথাও মনে পড়ল। কম্যুনার কারখানায় কাঁচা শিক্ষানবীশি থেকে আপনিই আমাকে কারখানা পরিদর্শনের কমিটির কাজে বসিয়েছিলেন, এবং পরে আইন পড়ার বৃত্তির জন্যেও সুপারিশ করেছিলেন। তাই, আপনার এই নতুন শরণাগত সম্পর্কে আমি বিচার বিবেচনা করেছি সর্বতোভাবেই।

আপনার অনুমানই সত্যি—ছেলেটির মধ্যে কিছু আছে বটে। এইসব চুরির গুরুতর রাজনৈতিক দিকটা সম্পর্কে তার নিজের প্রাথমিক দায়িত্বের কথাটা এমন মনখুলে সে স্বীকার করল তা বিস্ময়কর। সেই চোরদের বাঁধ গড়ার কাজে শ্রমিক করে তুলবে—এই তার পরিকল্পনা। এর সাফল্য সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ আছে, কিন্তু সে যা করছে তা জেনে বুঝেই করছে; কি করে আনুগত্য সৃষ্টি করতে হয় তাও সে জানে। 'রাঙা প্রভাত' খামারে গিয়ে পাঁচ জনকে আবিষ্কার করা গেল—ওর সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।

ফিরে এসে দেখবেন চৌদ্দ জনের কর্মিদলের নেতা হিসেবে ও এখন বাঁধে 'বাধ্যতামূলক শ্রমের' মেয়াদে কাজ করছে। ওর কাজের ওপর নজর রাখবার জন্যে ট্রেড ইউনিয়নে বলে দিচ্ছি; ঢিলেমি না আসে তা ওরা দেখবে। কঠোর লড়াইয়ের ভিতর দিয়েই ও এগোবে ভাল।

১২

লেবর এক্সচেঞ্জের লম্বা সারিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদে-পোড়া তাজা কাঠের গন্ধটা বেশ ভালই লাগে। স্তেপান এদিকে ওদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে—নতুন আর কৌতূহলোদ্দীপক অনেক কিছুই চোখে পড়ে। অসমাপ্ত ব্যারাকগুলির কাঠামোর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় পাথর-ভাঙা কল, কন্‌ক্রিট মেশানো চোঙা, রেলের চকচকে ঝকঝকে ইস্পাতের কী একটা জিনিস। তার পরেই খাড়া ঢালটা নেমে গেছে নদীতে।

ওপারে একটু উত্তরে কিচ্‌কাস বেশ দেখা যায়। নদীর ভাঁটায় আরও দূরে 'কসাকের গুহা'র পাহাড়গুলি। সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে স্তেপানের মুখখানি একটু বিষণ্ণ গম্ভীর। সেই যে আনিয়া ছুটে চলে গিয়েছিল তারপর সে আর গুহায় যায়নি। দুটো শীতের পরে আজও গুহাটা যেন বুকে একটা ব্যথা হয়ে বিঁধে রয়েছে। গুহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আজ তার সঙ্গেই—মারিন, পীটার আর অন্যান্যেরা আজ সকলেই জেলে এসে দেখা করেছে; গ্রীষ্মের আমেজী রোদে এই এখন তারা পাশেই।

স্তেপানের কাঁধে একটা চাপড় মেরে মারিন বলে, খামারের কাজ তার ভালো লাগেনি কখনও, আর আজ "আমরা গড়ে তুলছি এক বিরাট সৃষ্টি! দুনিয়ার বৃহত্তম বাঁধ! সারা সোবিয়েৎ ইউনিয়ন চেয়ে আছে আমাদের দিকে!"

চারপাশে গড়াপেটার নানা আওয়াজের ওপর গলা চড়িয়ে রীতিমতো চেঁচিয়েই কথা বলতে হচ্ছে। আকাশে বাতাসে নানা ধ্বনির স্পন্দন: ইঞ্জিনের হ্রস্ব তীক্ষ্ণ নিশ্বাস, রেলগাড়ির সিটি আর চাকার ঘড়ঘড়ানি, কাঠে করাতের হিস্‌হিসানি, আর সব ছাপিয়ে দূর থেকে যেন ভেসে আসছে মেশিনগানের র‍্যাট্‌-ট্যাট্‌-ট্যাট্‌—বায়ুচালিত ড্রিল যন্ত্র কেটে বিঁধছে নদীর গ্রানাইট পাথরের বুকে।

স্তেপান কি বলছিল তা কেটে গেল কানে-তালা লাগানো একটা সাইরেনের আওয়াজে। লাফিয়ে উঠেছে প্রত্যেকে। নদীর কিনার দিয়ে সবাই ছুটছে। স্তেপানের মনে আশঙ্কা জাগে ; দলের কেউ কেউ আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেছে। চট্ করে লেবর এক্সচেঞ্জের জানালা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে স্তেপান দেখল মেয়ে কেরানীরা বেশ শান্তই রয়েছে—সাইরেনে তারা কানই দেয়নি।

স্তেপান বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে : "ও কিছু না ভাই।" কী-যে তা বলল না—কারণ নিজেও তা জানে না।

সারিটাকে পেরিয়ে আর সবাইকে ঠেলে এক্সচেঞ্জে মহা তাড়াতাড়ি ঢুকছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাকি রঙের জামা-কাপড়-পরা হৃষ্টপুষ্ট লোকটি—সে বলে গেল, "ফাটাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।" আগেকার যাবতীয় আওয়াজ ছাপিয়ে নদীগর্ভে তিরিশটি ডিনামাইট প্রবল বিস্ফোরণে গর্জে উঠল। নদীর পাড়ের নিচে দিয়ে উঠল ধোঁয়ার মেঘ, আর তারই মধ্যে শোনা যেতে লাগল পড়ন্ত পাথরের গায়ে পাথরের ঠকাঠক আওয়াজ।

স্তেপান যাকে রাখতে চাইছিল না সেই চোরটি বলে : "এমন যায়গায় কি কাজ করা যায় ?" ভ্যাসিলির মুখে বসন্তর দাগ।

তার পাংশু মুখ আর হাতের খেঁচুনিতে উদ্বেগ দেখে নেতা হিসেবে স্তেপানের দায়িত্ববোধ প্রখর হয়ে ওঠে। "দেখো, এর চেয়েও ঢের বেশি সব ধাতস্থ হয়ে যাবে।" বলতে বলতে নিতান্ত হেলাভরেই সে পাড়ের একেবারে কিনারে গিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখে।

নিচে দেখা যাচ্ছে এই বিপুল গড়ার কাজের কেন্দ্রস্থলটি। পাড়ের কোল ঘেঁসে ভাঙাচোরা বিহ্বল পাথরভর্তি প্রকাণ্ড একটা গহ্বর নদীর আড়াআড়ি প্রায় একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত ঢুকে গেছে ; নদীর স্রোত ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে গাছ আর পাথরের বেড়া দিয়ে। সেই গর্ত থেকেই এসেছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। নদীর আড়পারে ঠিক একই রকমের খাদ এবং তাকেও ওপারের পাহাড়ের পাথর দিয়ে একই প্রক্রিয়ার ঘিরে রাখা হয়েছে। এ-কূল ও-কূল দুকূল থেকে প্রসারিত প্রায়-বৃত্তাকার গহ্বর দুটোর মধ্যে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে—মাঝনদীতে সীমাবদ্ধ তার স্রোত আগের চেয়ে প্রখর।

বিস্ফোরণের পর এখন দলে দলে শ্রমিক ভারী ভারী ড্রিল নিয়ে কাজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। নদীগর্ভ থেকে আবার আওয়াজ ওঠে—র‍্যাট্-ট্যাট্-ট্যাট্।

মারিন স্তেপানকে ডেকে বলে: "আমাদের সময় এসে গেল।" নদীর বিরুদ্ধে আক্রমণে এগিয়ে চলেছে মানুষ—সেই চাঞ্চল্যকর দৃশ্য থেকে নিতান্ত অনিচ্ছাভরেই চোখ ফিরিয়ে স্তেপান গিয়ে লেবর এক্সচেঞ্জে ঢোকে।

কোমর-সমান উঁচু লম্বা বেড়াটার জায়গায় জায়গায় প্লাকার্ড লাগানো। কর্মপ্রার্থীরা সেইসব প্লাকার্ড ঘিরে ছড়িয়ে পড়ছে। বারো জন কেরানী কাজ করছে সেই বেড়াটির পেছনে। প্লাকার্ডে লেখাগুলো স্তেপান বানান ক'রে ক'রে পড়ে; আর, নিজের এই অপটুতায় মনে মনে লজ্জা পায়। মারিন একটু তাড়াতাড়ি পড়তে পারে; সে স্তেপানকে বলে দেয়। নানান রকমের কাজ আছে: কাঠের কারিগর, পাথর-খোঁড়া ড্রিলচালক, কন্‌ক্রিট-ঢালা শ্রমিক। স্তেপান সেই মুহূর্তেই মনে মনে ঠিক করে ফেলে, বাঁধ গড়ায় কাজে একজন ফোরম্যান হিসেবে তার রীতিমতো লেখাপড়া শেখা চাই অবিলম্বে।

কী কাজ পাবে? কোন্ কাজটা যে কিসের আর কীরকমের তার কিছুমাত্র ধারণা তার নেই। বেড়ার ওধারে একটি মেয়ে-কেরানীর সঙ্গে কথা বলছিল সেই লোকটি—সেই-যে যে বিস্ফোরণের কথা বলেছিল। সে একবারটি তাকিয়েই স্তেপানের সমস্যাটা বুঝে ফেলে। বেড়াটার ওপর ঝুঁকে পড়ে সে জানতে চায়: "এই প্রথম আসছ!" স্তেপান মাথা নেড়ে জানায়, "হ্যাঁ"। সে জানতে চায়, "কোন বিশেষ ব্রিগেড গড়েছ কি তোমরা?"

"তা এক রকম···" বলে শুরু করে স্তেপান জানায় কিভাবে তাদের এই কাজে পাঠিয়েছেন সরকারী উকিল।

স্তেপানের কথায় প্রথমে লোকটি যেন একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা শুনতে শুনতে সে আশ্বস্ত হয়ে বলে: "ঠিক আছে। আগে ভেবেছিলাম বুঝি আর কারও সঙ্গে সই করে ফেলেছ তোমরা। আমি চাইছি ড্রিল-চালানো দল। পুরো চোদ্দ জনকেই নিতে পারি।" স্তেপানের ইতস্তত ভাবটাকে ভুল বুঝে সে একটু অবজ্ঞার সুরে বলে: "নদীগর্ভের কাজে ভয় বুঝি?"

"আপনার কাজ কি সেইখানে?" পাবার আনন্দে হাসিখুশি স্তেপান বলে: "পাড় থেকে দেখলাম; আমি ঐখানেই কাজ করতে চাই। কিন্তু আমাদের ওপর সাজা রয়েছে, তাতে কোন অসুবিধে হবে না-তো?"

ড্রিলের কর্তা জানায়: "বরং ভালই হবে। কাজ তোমরা ছেড়ে যাবে না। খামার থেকে যেসব মরশুমী শ্রমিক আসে ওরা একেবারে যা তা—ঠিক আসল দরকারের সময়টিতে সরে পড়ে। কতদিন তোমাদের মেয়াদ?"

স্তেপান সংক্ষেপে জানায়: "এক বছর।" সাজা সম্পর্কে লোকটির নির্বিকার ভাব দেখে বিরক্তি লাগে, আবার আশ্বস্তও হয়।

কাউন্টারে মেয়েটিকে ডেকে ড্রিল-কর্তা এদের ড্রিলচালক হিসেবে সই করিয়ে নিতে বললেন: "সরকারী উকিল পাঠিয়েছে। আপনাদের ফাইলে নিশ্চয়ই এসে গেছে। দেখে নিন—ব্যারাক লিখে দিন।"

স্তেপানকে বলে গেলেন: "সাড়ে তিনটেয় এসো পেটরা-বাঁধের আপিসে। সেই-যে নদীর মধ্যে গাছ আর পাথর দিয়ে গড়া প্রকাণ্ড বাক্সের মতো বেড়াটা সেটাই হ'ল পেটরা-বাঁধ। আপিসটা সেই পাড়ের নিচে। আমার নাম করবে—এ. কপিলফ, উত্তর বিভাগের ড্রিল-কর্তা। ফিরতি শিফ্‌টে ঠিক চারটের সময় তোমরা কাজে যাবে।"

তরুণীটি ফাইলগুলি হাতড়াতে থাকে কিন্তু সেখানে বিশৃঙ্খলা; কারণ, আপিসের কর্মীরাও অন্যান্য সবারই মতো অনভিজ্ঞ, নতুন। ওদিকে কাউন্টারে অধৈর্য ডাক—সেখানে গিয়েও কথা বলা চাই, আর ফাঁকে ফাঁকে 'বাধ্যতামূলক শ্রম' সংক্রান্ত একটা কিছু বের করবার ব্যর্থ চেষ্টা। শেষপর্যন্ত স্তেপানের দলকে দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়েটি খেতে চলে গেল।

মারিন কথা তোলে; "আমরা খাবোটাবো কখন?" খোঁজ নিয়ে কাছেই একটা খাবার ঘর পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে শুধু বাঁধের কাজে শ্রমিকদেরই জন্যে, ওদের নাম-তো এখনও রেজিস্টারি হয়নি। ক্ষিধে পেয়েছে সবারই, কিন্তু এ দুপুরে আর কিছু জুটবার আশা দেখা যায় না।

শাদা জামা গায়ে মধ্যবয়সী একজন এসে দাঁড়ালেন মেয়ে-কেরানীটির জায়গায়। দেরাজের ওপর হাতের ব্যাগটা রেখে তিনি একটা ফাইলের পাতা

ওল্টাতে লাগলেন। একটু পরেই একটা ফোন এল; সেখানে কি শুনেই তিনি স্তেপানকে ডেকে জানতে চাইলেন, সরকারী উকিল কি পাঠিয়েছেন তাদেরই ?

স্তেপান জানালো, হ্যাঁ, তাদেরই পাঠিয়েছেন সরকারী উকিল। ফোন ধরবার জন্যে পিছন ফিরলে লোকটির মাথায় ধুসর চুলে ঘেরা বৃত্তাকার টাকটি চকচক করে উঠল। ফোনে তাঁর কথা চলে; "হ্যাঁ, ওরা রয়েছে।……আচ্ছা, আমি দেখছি।"

ফোন রেখে তিনি স্তেপানকে জিজ্ঞাসা করলেন; "কোন কাজ জানা আছে, কিংবা কোন কাজে বিশেষ ঝোঁক? আমি তোমাদের নাম রেজিস্ট্রি করে ব্যারাক ঠিক করে দিচ্ছি।"

স্তেপান জানালো, আগেই ঠিক হয়ে গেছে—এই বিকেলেই কপিলফের অধীনে তাদের ড্রিলের কাজ শুরু হবে। মধ্যবয়সী লোকটি তারিফের হাসি হেসে বলেন; "কপিলফ ঠিক বাগিয়ে ফেলে। ড্রিল-কর্তারা সবাই যদি অমনি কাজের হোতো! তাহলে তোমাদের এখন চাই শুধু ব্যারাক, আর—"

"দুপুরে খাবার ব্যবস্থাটা"—কথা জুড়ে দেয় স্তেপান। ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে দলের সবাই স্বস্তি বোধ করে।

টাক মাথায় ভদ্রলোক দুটো হুকুম-নামা তৈরি করে তাতে সই দিয়ে শীল-মোহর ছেপে স্তেপানের হাতে দিলেন। "প্রথমটা ব্যারাকের জন্যে। তৃতীয় সারি গাছের ধারে নদীর ভাঁটায় আধ মাইলের মাথায় পড়বে তোমার ব্যারাক। আশা করি ছাদ উঠেছে, কিন্তু তার বেশি কিছু এখনও বোধ হয় পাবে না। আজ দুপুরে খাবার জন্যে দ্বিতীয়টা; এরপর খাবার ঘরের ব্যবস্থা তোমাদের করে দেবে কপিলফ।"

স্তেপান যাবার জন্যে পা বাড়াতেই মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাকে ডেকে বললেন, "সরকারী উকিল বলছিলেন, নিকোলাই ঈভানোভিচ তোমায় চেনেন।" শুনে স্তেপানের মুখ খুশি দেখে ভদ্রলোক প্রীত হয়েই বলেন; "অমন সুহৃদ আঁকড়ে থাকবার মতো বটে। বিপ্লবের আগে ট্রেড ইউনিয়নের কাজের ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন ট্রেড ইউনিয়ন ছিল বেআইনি, কিন্তু যেকোন অসুবিধার মধ্যে সংগঠনের ক্ষমতা তাঁর ছিল।'

"তিনি যদি থাকতেন এখন—গিয়ে বলতাম আমার নতুন কাজের কথা।"

পুরানো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক সায় দিয়ে বলেন, "চিঠি লিখতে পারো তো?" স্তেপানের অস্বস্তি দেখে ব্যাপারটা বুঝে তিনি একেবারে গর্জে ওঠেন: "কী—তুমি লিখতে পারো না? লজ্জার কথা! এই বয়েসে···! এক্ষুণি লেগে যাও; প্রত্যেকটি বিভাগে ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। লেখাপড়া না শিখলে ব্রিগেডের নেতা থাকতে পারবে না বেশি দিন। যখন যা দরকার হয় এসে বলবে, কিন্তু ক্লাসে ভর্তি হওয়া চাই আগে।

পেত্রফ আমার নাম—ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির পেত্রফ। দুপুরে খাবার সময় আমি এখানে একবার আসি।"

খাবার ঘরে ভীষণ ভিড়—সেখানেও সারি। অবশেষে ক্যাশিয়ারের কাউন্টারে পৌঁছে সেই সই-করা হুকুমনামাটা দিয়ে চোদ্দখানা টিকিট পাওয়া গেল; জায়গাও পাওয়া গেল অতি সাধারণ টেবিলের পাশে লম্বা বেঞ্চিতে। একটা দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে—খাবার ঘরটাকে বাড়ানো হচ্ছে।

মারিন চুপচাপ থাকার ছেলে নয়; বলে: "সবকিছুই বেড়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো। বাঁধ, ব্যারাক, খাবার ঘর—সবই নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে আরও বড় করে।

ভারী ভারী মেটে সাদা বাটিতে করে ছলাৎ করে ঝোল দিয়ে গেল পরিচারক। 'চাষীর ঝোলে' আলুর বড় বড় টুকরো, বাঁধাকপি, বীট, আর চর্বিওয়ালা মাংস এক টুকরো। থালাটি ভরে দিয়ে গেল 'কাশা'—একটু নিকৃষ্ট ধরনের শস্য দিয়ে রাঁধা মোটা ঝোল, তার এক-এক টুকরো মাংস। খোসা-ওয়ালা আপেলের টুকরো সেদ্ধ করে তৈরি সিরাপ, তাতে চিনি পড়েনি বলেই হয়—সেই 'কম্পোট' এল গ্লাসভর্তি, তার মধ্যে কিছু কিসমিস আর খুবানি। এমনভাবে ফেলে দিয়ে গেল সব ঝোল আর কম্পোট, ছলকে উঠল মাংস আর 'কাশা' গড়াগড়ি খেয়ে গেল।

স্তেপানের দলবল কোনদিন কিছু নিয়ে খুঁত খুঁত করে না। গম দিয়ে তৈরি রুটির একটা মোটা টুকরো তুলে কামড় লাগাতে লাগাতে মারিন বলে; "ও-হো, তিন ভাগে খাবার!" আর, ভবিষ্যদ্বাণী করে: "দেখছি, জমবে ভালোই!"

আহারের পর ধুলোভরা চওড়া রাস্তা দিয়ে গিয়ে নিজেদের ব্যারাকটা খুঁজে বের করল তারা। এমনি আরও বারোটা। সামনে তৈরি হচ্ছে একটা শহুরে ফ্ল্যাটবাড়ি, পিছনে একটা কেন্দ্রীয় বারবাড়ি—সবার ব্যবহারের জন্যে। তৈরি শেষ হয়নি একটারও ; দেয়াল উঠেছে, ছাদও হয়েছে, কিন্তু দরজা-জানালা এখনও এসে পৌঁছয়নি। খাট, টেবিল আর বেঞ্চি তৈরি হবে বলে কাঠ এনে ফেলে রাখা হয়েছে। অসম্পূর্ণ বাড়িগুলি এর মধ্যেই শ্রমিকে ভর্তি হয়ে গেছে। স্তেপানের দলের জন্যে নির্দিষ্ট ব্যারাকটা আগে থেকেই অন্য ষোল জন এসে দখল করে আছে—পাশের ব্যারাকে ধরেনি বলে খালি দেখে এটাও তারা জুড়ে বসেছে ; নিজেদের বিভাগের কর্তাকে দিয়ে একটা 'হুকুম'ও সই করিয়ে নিয়েছে। সেই 'হুকুম' দুলিয়ে তারা রণংদেহী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে গেল—দখল-করা ঘর তারা এমনিতে ছেড়ে দেবে না।

মাথার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে, যেন লড়াইয়ে এগিয়ে যাবার সঙ্কেত দিয়ে ম্যাক্সিম ব্যারাকের দিকে পা বাড়িয়ে ডাকলো: "চলো, ওদের উৎখাত করে দিই।"

"ফিরে এসো" বলে আদেশ করল স্তেপান। ভূতপূর্ব চোরটি অগত্যা ফিরে এল ; দলের একটা মন্ত্রণা সভাই বসে গেল। "লড়াই করবার সময়ই এখন নেই।" স্তেপান বলল: "পেটরা-বাঁধে পৌঁছতে হবে সময়মতো। এবং এই প্রথম দিনেই কাজে বেশ ভাল রেকর্ড দেখানো চাই।"

"কিন্তু আজ রাত্রে শোবো কোথায় শুনি ?"—ভূতপূর্ব চোরেরা সবাই ম্যাক্সিমের এই কথায় সায় দেয়।

বারবাড়িটা থেকে ঘুরে মারিন ঠিক সেই সঙ্গীন মুহূর্তটিতে ফিরে এল—তার মুখে জয়ের হাসি। স্তেপানের সঙ্গে কী যেন ফিসফিস করে কথা হল ; আর, স্তেপান অমনি হুকুম দিল—সব চলো, চলো। ওদের কানের নাগালের বাইরে গিয়েই মারিন বলল, বারবাড়িতে সে জেনে এসেছে, ঐ বে-দখলকারীরা প্রায় সবাই কাজ করে মাঝরাতের শিফ্‌টে।

স্তেপান পরিকল্পনা দিল: "আজ রাত্রে আমরা যখন কাজ থেকে ফিরব তখন ওরা খুব অল্প লোকই থাকবে। তখন সহজেই তাড়িয়ে দিয়ে আঁটঘাট

বেঁধে বসে যাব ; পাহারায় সান্ত্রী বসিয়ে ঘুমুতে হবে। কাল সব ঠিক করে ফেলা যাবে ; আমাদেরই কাগজপত্র আসল জিনিস—লেবর এক্সচেঞ্জের সই করা।"

সবাই খুশি মনে রাজী হয়ে গেল। সেদিন সকালে প্রথম সাক্ষাতের পর এই প্রথম 'রাঙা প্রভাতে'র পাঁচ জন আর ন'টি ভূতপূর্ব চোর একাত্ম বোধ করল—লড়াইয়ের সম্ভাবনায় তারা একজোট।

ঘড়ি নেই, তাই সময় ঠিক বুঝতে না পেরে ওরা পেটরা-বাঁধের আপিসে হাজির হল আধ ঘণ্টা আগেই। কপিলফ একটু অবাক হলেও খুশি।

সে ওদের বুঝিয়ে দিল : "এখন থেকে কান রাখবে—প্রত্যেকবার শিফ্‌ট বদলের আধ ঘণ্টা আগে একটা সিটি পড়ে। তোমাদের কারও ঘড়িটড়ি নেই তো ; তোমাদের মত কৃষক-শ্রমিকদের জন্যেই ঐ ব্যবস্থাটা। ঘড়ি ধরে কাজও তোমরা আগে কখনও করোনি। এখন কিন্তু কাজ করতে হবে একেবারে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায়। সবার আগে এই জিনিসটা শেখা চাই। এই বাঁধে প্রত্যেকটি কাজের প্রত্যেকটি ভাগের জন্যে একেবারে ধরাবাঁধা সময় রয়েছে। তোমাদের ভাগে দেরি হলে সেই একের দেরীতেই সারা বাঁধের কাজে বাধা পড়বে—সে বাধা পড়বে সারা দেশের অগ্রগতির পথে। সারা সোবিয়েৎ ইউনিয়ন আমাদের ওপর ভরসা করে রয়েছে ; এবার চলো সব, কাজে যাওয়া যাক।"

ভাঙাচোরা পাথরের একটা তালগোলপাকানো দুনিয়ায় গিয়ে পড়ল ওরা। সেই বিশৃঙ্খলার ওপর দিয়ে তক্তা ফেলে এগিয়ে গেল মাঝনদীর দিকে। মাথার অনেকটা ওপরে গর্জে চলেছে একটা রেলের ইঞ্জিন ; চারপাশে কতকগুলো ইস্পাতের ক্রেন্ আর বাষ্পচালিত লম্বা হাতলওয়ালা কোদাল সাংঘাতিক কোনাকুনিভাবে তাদের দীর্ঘবাহু বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওরা এখন নদীবক্ষেরও নিচেয়—স্তেপানের রোমাঞ্চ লাগে। মাথা ছাড়িয়ে ওপরে বাঁধের বাইরের দেয়ালে নদীর ঢেউ আছড়ে পড়বার আওয়াজ শোনা যায়। যা ছিল নদীগর্ভ তারও নিচেয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছে ওরা। অনেক, অনেক গভীরে স্থাপিত হবে এর বিরাট ভিত্তি।

"দেখ, ওরা কীভাবে কাজ করে, দেখো।"—কপিলফ চেঁচিয়ে বলে। ওরা কাজের জায়গায় পৌঁছে গেছে।

স্তেপান দেখে কী একটা যন্ত্রের চারপাশে একদল লোক—আর, পাথরের বুকে মেশিনগানের আওয়াজ তুলছে ঐ যন্ত্রটাই। যন্ত্রটা যে ধরে আছে সে তার সঙ্গে ঝাঁকানি খাচ্ছে। লম্বা পাতলা একটা ধাতুর তৈরি ডাণ্ডা হাতে তার কাছেই দাঁড়িয়ে আর একজন। পাথরের ওপরটা পরিষ্কার করে নিচ্ছে আরও জনা বারো লোক—তারা ড্রিল করবার জন্যে তৈরি করছে জায়গাটা, কিংবা আগেকার বিস্ফোরণের রাবিশ সরিয়ে ফেলছে।

কপিলফ বুঝিয়ে বলে: "কোন্ দিকে কত গভীরে বিঁধ হবে তা এই দিকে চিহ্ন দেওয়া আছে। তোমার সহকারী ঐ ডাণ্ডাটা দিয়ে গভীরতার মাপ নেবে। যথেষ্ট বিঁধ করা হলে পরে পাথরের গায়ে লিখে যাবে কতগুলো কার্তুজ চাই। বারুদের দল আছে আলাদা—তারা পরে এসে যত লাগে সব বিস্ফোরক একবারে ফাটিয়ে দিয়ে যায়। এবার শিফ্ট বদল হচ্ছে; এসো, ড্রিল চালাতে হয় কেমন করে দেখিয়ে দিই।"

কপিলফের কাছে-তো বেশ সোজা, কিন্তু এই ব্যাখ্যার পর স্তেপানের মাথায় সব যেন আরও গুলিয়ে যায়। ছক দেখে বুঝবে কি করে? কার্তুজটা আবার কী? আবার বারুদের দল—সেটাই-বা কি? এই তালগোলপাকানো ভয়ানক বিশৃঙ্খলার মাঝে কী করে-যে কি হবে!

দলের ছেলেরা সব ছড়িয়ে প'ড়ে আনাড়ী হাতে গাঁইতি আর কোদাল তুলে নিল। স্তেপান ধরল ড্রিল যন্ত্র; ছক আর মাপের ডাণ্ডা নিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো মারিন। ড্রিল চলতে শুরু করে—আর স্তেপান ঝাঁকুনি খায় তার সঙ্গে সঙ্গে। সেই আওয়াজ—এখন অভ্যস্ত, কিন্তু আরও তীব্র; পায়ের তলায় নেচে উঠছে সে আওয়াজ, কাঁপুনি ছড়িয়ে দিচ্ছে মাটির তলা দিয়ে।

স্তেপান এখন নদীগর্ভের পাথরের গভীরে বিঁধে চলেছে—সেখানে কেউ কখনও প্রবেশ করতে পারেনি, নদীর জল তাকে যুগযুগান্ত ধরে মানুষের স্পর্শ আর দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। তার কঠিন চাপে পাথরের কুমারী বক্ষ নুইয়ে আত্মসমর্পন করছে। নীপারের ওপর, সারা দুনিয়ার উপর প্রভুত্বের পথে তার যাত্রা শুরু। আগামী হাজার বছরের জলস্রোতের তোড় সইতে পারে তেমন মজবুত ভিতের সন্ধানে সে এগিয়ে চলেছে।

সেই বন্য আনন্দই আরও সুতীব্র যন্ত্রণা হয়ে দেখা দিল। আধ ঘণ্টা পরেই স্তেপানের হাতে ফোস্কা পড়ল; ড্রিল ধরে থাকাই যেন মহা নির্যাতন। মুহুর্মুহু ঝাঁকুনির দুঃসহ কষ্টের কাছে সে যন্ত্রণাও কিছু নয়—মনে হয় যেন ফেটে চৌচির হয়ে যেতে হবে। খাবারের ছুটিতে স্তেপান কিছুই মুখে তুলতে পারল না। উবু হয়ে সে বসে রইল একটা পাথরের ওপর। খাওয়ার পর ড্রিল দিল মারিনের হাতে; তারপর পালা করে সবাই ড্রিল চালালো। সবচেয়ে বেশি বার এবং সবচেয়ে বেশি সময় স্তেপানই। মাঝরাতে ব্যারাকে ফিরে বেদখলকারীদের তাড়ানো হল, কিন্তু স্তেপান ঘুমুতে পারল না। পর দিন সকালে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লেবর এক্সচেঞ্জে গিয়ে সে ব্যারাকে স্বত্বটা পাকা করে নিল।

তৃতীয় দিনে একটু সামলে উঠে স্তেপান লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে গেল। বাঁধের কাজে সে এগিয়ে চলবেই—দ্রুত; এবং পড়াশুনা তার স্বতঃসিদ্ধ প্রথম ধাপ। বিকেলে একটা ক্লাস বসছে আগে থেকেই, কিন্তু স্তেপানের কাজও সেই বিকেলেই। কপিলফ বলল, যে কোন দশজন একত্র হয়ে চাইলে তাদেরই সুবিধামতো সময়ে একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা হতে পারে। চোর ন'জনই ছিল নিরক্ষর—তাদের স্তেপান বাগিয়ে নিল এবং মাঝ-শিফ্‌টের আরও কয়েক জনকে নিয়ে কাজের আগে অপরাহ্নে একটা ক্লাসের ব্যবস্থা করে ফেলল।

ক্লাস দুটোর মধ্যে প্রতিযোগিতার কথাটা যে কে প্রথম তুলেছিল তা এখন আর কেউ বলতে পারে না। 'সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা'র কথা এখন সবার মুখে মুখে। স্তেপানই প্রধান উদ্যোক্তা। নিজের দলটাকে অন্যান্যের চেয়ে ভাল প্রতিপন্ন করতে পারলে নিজেদের গায়ে যে কলঙ্কের ছাপটা রয়েছে, তার ফলে অন্যান্য শ্রমিকের সঙ্গে যে পার্থক্যটা রয়েছে সেটা আরও তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যাবে; পার্থক্যটা স্তেপান অত্যন্ত তীব্র ভাবেই অনুভব করে। ট্রেড ইউনিয়নের

সদর কার্যালয়ের পেত্রফ প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন তৈরি করবার ব্যাপারে সাহায্য করলেন। নভেম্বর বিপ্লবের বার্ষিকী উপলক্ষে যে ছুটি আসছে তার মধ্যে উভয় দলে প্রত্যেকরই সহজ রুশ লিখতে এবং পড়তে পারা চাই—এই হল প্রতিযোগিতার লক্ষ্য। বাঁধের নিজস্ব খবরের কাগজ 'নেপ্রোস্ত্রই শ্রমিক' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ দিয়ে পড়ার পরীক্ষা হবে; ছুটির সময়েই নতুন বেরুবে দেয়াল পত্রিকা 'লিকৃবেজ', মানে 'নিরক্ষরতার অবসান'—তার জন্যে একটি ছোট্ট রচনা দিয়ে হবে লেখার পরীক্ষা। সেরা দলটি মিছিলে একটি পতাকা পাবে।

"ও পতাকা জিতবো আমরাই!" স্তেপান বুক ফুলিয়ে বলে, "পড়ে পড়ে একেবারে মাথা খারাপ করে ফেলব।"

নওজোয়ানের উৎসাহ-উদ্দীপনা বুঝে পেত্রফ একটু হেসে বলেন: "আরও বড় রকমের একটা প্রতিযোগিতা লাগানো যায় না? শুধু দুটি ক্লাসের মধ্যে নয়—এই বাঁ ধারে ড্রিলের কাজে যত দল আছে সেই সবাইকে মিলিয়ে হবে প্রতিযোগিতা। কী বলো?—৭ই নভেম্বর ড্রিল-শ্রমিকদের মধ্যে নিরক্ষর থাকবে না কেউ! সে একটা লড়াই বটে।"

স্তেপান প্রস্তাবটি অনুমোদন করে: "চমৎকার! কিন্তু সে সংগঠনের ক্ষমতা আমার কই। বেশি কাউকে চিনিও না এখনও।"

"পেটরা-বাঁধে 'কম্‌সোমলের' সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলো—তারা ব্যাপারটা ঘটিয়ে দিতে তোমায় সাহায্য করবে।"

স্তেপানের প্রস্তাব শুনে 'কম্‌সোমলের' পেটরা-বাঁধ ইউনিটের সম্পাদক আন্দ্রিয়েফ মহা খুশি। তেমন পটু না হলেও খুবই নিষ্ঠাবান এই তরুণটি আসন্ন উৎসব উপলক্ষে দেখাবার মতো বিশেষ কিছু ভেবে উঠতে পারেনি। লেখাপড়া কিংবা সামাজিক ব্যাপারে আগ্রহের চেয়ে কিছু পয়সা করবার আশায়ই গ্রামাঞ্চল থেকে সবাই এসেছে বাঁধের কাজে; এদের মধ্যে কম্‌সোমল এখনও তেমন শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। এক নতুন উৎসাহ নিয়ে এসেছে স্তেপান—তার ফলে যদি এই পেটরা-বাঁধে নিরক্ষরতার অবসান ঘটানো যায়, তাহলে ঘটা করে উদ্‌যাপন করার মতোই ব্যাপার হবে বটে।

"সংগঠনের কাজ পড়বে প্রচুর"—আন্দ্রিয়েফ বলে, "শহরের সদর কার্যালয় থেকে সাহায্য দরকার।"

"তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা কি!"—স্তেপান যেন পা বাড়িয়েছে।

"শহরের আপিসে যেতে পারবে? আমার কাজ পড়েছে দিনের শিফ্‌টে। আজ রাত্তিরেই কম্‌সোমলের সভা আছে—সেখান থেকেই শুরু করতে পারলে অনেকটা সময়ও বেঁচে যাবে।"

"আমি তো সদস্য নই।"

"তাতে কিছু এসে যায় না।"—আন্দ্রিয়েফ বলে, "বলবে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা শুরু করছ। কথা শুনবেই।"

শহর কম্‌সোমলের সম্পাদকও সোৎসাহে প্রস্তাব অনুমোদন করল। সে বলল: "পার্টি ট্রেনিং ইস্কুলের ছাত্রদের দিয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।" উচ্চারণ ক'রে নামগুলি পড়তে পড়তে ইলিয়া মরোজফের নাম এল। স্তেপান তাকে চেনে শুনে সম্পাদক বলল: "তাকে দিয়ে হবে, কী বলো?"

এক ঝলক ঈর্ষায় স্তেপান ইতস্তত করে। ঠিক মরোজফেরই নাম করবার মতো কাজ বটে। সেই হয়তো সব খ্যাতি পেয়ে যাবে। স্তেপান জিজ্ঞাসা করে: "তাকে দিয়ে কী হবে? সে-ই কি চালাবে?"

ওর মন বিরূপ বুঝে সম্পাদক জবাব দেয়: "চালাবে তোমরা স্থানীয় লোকেরাই, কিন্তু মরোজফের অভিজ্ঞতা আছে, সে কায়দাটা দেখিয়ে দিতে পারবে। তবে, জানি না তার সময় হবে কিনা—চারদিক থেকে আজকাল এই ছাত্রদের ডাক আসছে।"

স্তেপান এবার বোঝে—মরোজফকেই চাই: "আজ রাত্রেই সে যেতে পারবে? আমরা একেবারে এক্ষুনি শুরু করতে চাই।"

সম্পাদক ইতিমধ্যেই ফোন ধরেছে। মরোজফকে না পেয়ে খবর দিয়ে দিল: "শহর আপিসে আমরা মনে করছি, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে আশু ফলের জন্যে, তেমনি আবার পেটরা-বাঁধে কম্‌সোমলের প্রসারের জন্যেও। তাছাড়া, দাবিটি উঠেছে পার্টির বাইরেকার লোকেদেরই মধ্য থেকে; আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্যই দেওয়া কর্তব্য।"

মাঝরাতে কাজ থেকে ফিরে স্তেপান দেখে আন্দ্রিয়েফ আর মরোজফ অপেক্ষা করছে পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ করবে বলে। কম্‌সোমল ঠিক করেছে রবিবারই পেটরা-বাঁধের সমস্ত শ্রমিকের একটা সাধারণ সভা থেকে আন্দোলনটা শুরু করতে হবে।

মরোজফ জিজ্ঞাসা করে: "তুমি একটা বক্তৃতা করো-না, স্তেপান! তুমিই তো প্রথম তুলেছ প্রতিযোগিতার কথা।" শুনে স্তেপানের খুশি লাগে, কিন্তু ভয় হয়—বড় কোন শ্রমিক সভায় বক্তৃতা সে কখনও করেনি।

রবিবার সভায় লোক বেশি হল না। এ যেন তারই প্রকাশ্য ব্যক্তিগত অপমান। পেটরা-বাঁধের মোট শ্রমিকের এক চতুর্থাংশ হাজির দেখে মরোজফ আর আন্দ্রিয়েফ মোটামুটি খুশিই হয়। পুরো দুটি দিন ধরে সভার উদ্যোগ আয়োজন, প্রচার চালিয়েছে স্তেপানই। সে ভেবেছিল, লেখাপড়া শিখবার গুরুত্বটা বুঝতে আর কারও নিশ্চয়ই বাকি নেই। তাই গরহাজিরের সংখ্যায় মহা বিরক্ত হয়ে সে বক্তৃতায় নিজের অনভিজ্ঞতার কথাটা ভুলেই গেল; আবেগ আর শক্তি ছিল তার কথাগুলিতে:

"ভাইসব, সারা দেশ চেয়ে আছে আমাদের এই নেপ্রোস্ত্রইয়ের দিকে। শুধু আমাদের দেশ নয়—তাকিয়ে আছে সারাটা দুনিয়া। আমরা গড়ে তুলছি দুনিয়ার বৃহত্তম বাঁধ; এই কাজে নিরলসদের পিছটান বরদাস্ত করা যায় না। চোদ্দ জনের ওপরে ব্রিগেড নেতা হয়ে আমি এসেছি, অথচ, ব্যারাক আর খাবারের জন্য যে টিকিটটি দেওয়া হয় তাও আমি পড়তে পারিনি। অমন আর থাকছে না। আমি লেখাপড়া শিখব, এবং এই বাঁধ সম্পর্কে সবকিছুই শিখব। একটা পুরোদস্তুর ইঞ্জিনিয়ারই হয়ে উঠব আমি। তাছাড়া, আমাদের এই পেটরা-বাঁধের শ্রমিকদের এগিয়ে যেতে হবে নেপ্রোস্ত্রইয়ের আর সব শ্রমিকের আগে—এবং ৭ই নভেম্বরের জন্য তার দরুন পতাকা জিতে নিতে হবে।"

যেমন তার চোখের দীপ্তি আর গলার স্বরের জাদু, তেমনি তার কথাগুলি—সব মিলিয়ে স্তেপানের বক্তৃতায় হাততালি আর হর্ষধ্বনি উঠল প্রচুর। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে ঘোষণা করা হল: ৭ই নভেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকেরই

লেখাপড়া শিখতে হবে—নিরলসতা ঘুচিয়ে দেওয়া চাই। স্তেপান ভাবে কাজ-তো একরকম হয়ে গেল, সংগঠন ব্যাপারটা তো বেশ সহজ-সরলই।

কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখে কমিটি তক্ষুণি পরিকল্পনা তৈরী করতে বসল। কী কী করতে হবে তার এক ফিরিস্তি দিল মরোজফ: "প্রথমেই অবস্থাটা সম্পর্কে একেবারে সঠিক একটা বিবরণী তৈরি করতে হবে: পড়তে পারে কত জন, একেবারে নিরক্ষর কতজন, কতজন আধা-নিরক্ষর আছে। প্রত্যেক শিফ্‌ট থেকে একজন নিয়ে তিন-জনের সাব-কমিটিকে দিয়ে কালই সে-হিসেব তৈরি করতে হবে। সবার সুবিধামত সময় কখন, তা দেখে শিক্ষক আব ক্লাসঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক যথেষ্ট পাওয়া যাবে না, কাজেই স্লোগান তুলতে হবে: 'যে-ই পড়তে পারে তার আরেকজনকে শেখানো চাই!' কম্‌সোমলের প্রত্যেকটি সদস্য কাজের মাঝেই ব্যাপারটা প্রচার করবে, সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, পিছিয়ে-পড়াদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করবে, যারা একেবারে ইচ্ছে করেও কুঁড়ে তাদের নামে দেয়াল-পত্রিকায় সমালোচনা বের করতে হবে। যারা সেরা হবে তারাই হবে 'লিক্‌বেজ'-এর ৭ই নভেম্বরের বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকমণ্ডলী। মিছিলে আমরা যাতে একটা ভাল জায়গা পাই তার জন্যে ট্রেড ইউনিয়নে বলতে হবে।"

লেখাপড়া শেখার মতো এমন সহজ, সরল, চমৎকার কথাটা ছড়িয়ে দেবার জন্যই এতসব জটিল কাজকর্ম! নদীগর্ভে পাথর উড়িয়ে দেবার কাজটা শিখেছে সে নিজে, তেমনি মরোজফ শিখেছে সামাজিক কাঠামোর গর্ভে পাথরটাকে বিঁধে তাকে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে নতুন ভিত্তি গড়বার কৌশলটা। আজ এই প্রথম মরোজফের প্রতি স্তেপানের শ্রদ্ধায় ঈর্ষার ছাপটি আর রইল না।

কমিটির সভা থেকে ফিরবার সময় মরোজফ ওর পাশে এসে গেল। "স্তেপান, চমৎকার হয়েছে তোমার বক্তৃতাটা। সবাই রীতিমতো নড়েচড়ে উঠেছিল। কাজ আমাদের হবেই—সব দিক দিয়েই আশা রয়েছে।"

প্রশংসার অন্তরঙ্গতায় প্রীত স্তেপান জানতে চায়: "তুমি বুঝি এখন এইসব কাজ করছ ইলিয়া? 'রাঙা প্রভাত' ছেড়ে দিয়েছ? শুনলুম, পুরানো

সরকারী খামারটাও ওরা এখন পেয়েছে, আরও পেয়েছে একটা ট্রাক্টর আর ডিম-ফোটানো যন্ত্র।"

"শহরের সঙ্গে ওদের যোগাযোগটা আমি দেখি।"—মরোজফ জানালো: "খামারের সব জমি এখন একটি জোতে—কাজ চলছে বেশ ভালই। কয়েকটি কৃষক পরিবারও যোগ দিয়েছে; প্রায় চল্লিশ জন। আনিয়া কোসারেভাও এসে পড়তে পারে; খামারে একটা শাকসবজি বিভাগ খুলবার জন্যে আমি তাকে কয়েকবার বলেছি।"

"সে কি বলে?"—কথাটায় স্তেপানের বুকটা যেন একটু ঢিপঢিপ করে ওঠে।

"গত বছরেও তার কোন আগ্রহ ছিল না। নতুন ট্রাক্টরটি নিয়ে অত সব হৈ চৈ তার ভাল লাগেনি। তোমার সেই পুরানো মালিক গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে ট্রাক্টরটা হল একটা 'শয়তান যন্ত্র'। আনিয়া ক্ষেত করে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতেই, কিন্তু সামাজিক প্রশ্নে সে রক্ষণশীল, প্রতিবেশিরা যা বলে তাই শোনে, তেমনই ভাবে। গুজবের প্রচারটা এখন ঝিমিয়ে গেছে—খামার সমানে এগিয়ে চলেছে। আনিয়া এখন ওদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে ঈভান আর স্টেশার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে; এইভাবে সে খামারের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। সে এলে সবার পক্ষেই ভাল।"

আনিয়া তাহলে ঈভানের দিকে ঝুঁকছে, আর তাতে সাহায্যও করছে ইলিয়া! মরোজফের সঙ্গে স্তেপানের যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল তাতে বাধা পড়ে, কিন্তু নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানে সহযোগিতার পথে কোন বাধা হয় না। সেই আন্দোলনের কাজে স্তেপানের দিনে আট ঘণ্টা করে কাটে শ্রমিকদের মধ্যে। মরোজফ তার ইস্কুল থেকে টেলিফোন করে শিক্ষা আর ক্লাসঘর সম্পর্কে তদারক করে। সর্বপ্রকারে সাহায্য দেয় কম্‌সোমলের সদর কার্যালয়। এইসব শক্তি একত্রিত হয়ে কাজ জয়যুক্ত হল।

নভেম্বর উৎসবের মিছিলে প্রকাণ্ড লাল পতাকা হাওয়ায় ভর করে মেলে ধরল ওদের সগর্ব ঘোষণা: "আমরা সবাই লিখতে পড়তে জানি!" কোন কড়া সমালোচক হয়তো কথাটির মাঝে অতিশয়োক্তি খুঁজে পাবেন—এদের কেউ কেউ এখনও শুধু অতি প্রাথমিক শব্দগুলি পড়তে পারে, আর নিজের

নামের বেশি তেমনকিছু লিখতে পারে না। কিন্তু কাজের এলাকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত হুঁশিয়ারির কথাগুলি পড়ে নিতে পারে সবাই, ফলে দুর্ঘটনা কমে গেছে। কোন্‌দিকে কোথায় কি আছে না-আছে তার চিহ্ন আর ঘোষণাগুলি এখন প্রত্যেকেই পড়ে নিতে পারে; বাঁধের কথা নিয়ে খবরের কাগজে সংবাদের শিরোনামাটা অন্ততঃ পড়তে পারে। ফলে, কাজের সুরাহা হয়, পটুতা বাড়ে। সাধারণ ছাত্ররা এক বছরে যা শেখে ততখানিই এই দুই মাসে এগিয়ে গেছে স্তেপান এবং আরও কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র।

মিছিলের সামনে জায়গা পেয়ে স্তেপান আর পেটরা-বাঁধের অন্যান্য শ্রমিক সেদিনকার আসল ঘটনাটা বেশ ভালভাবেই দেখল। মহারবে ব্যাণ্ড বেজে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে কন্‌ক্রিট মেশাবার কারখানা থেকে বেরিয়ে এল ঝকঝকে বার্নিশ-করা একখানা ইঞ্জিন; যাতে টেনে নিয়ে এল প্রকাণ্ড সব বালতি ভর্তি তৈরি কন্‌ক্রিট। ইঞ্জিনের সামনের আলোটার জায়গায় প্রকাণ্ড লাল তারা; তার দুই পাশ লাল পতাকা মোড়া। প্রকাণ্ড আর তেমনি সুসজ্জিত ক্রেন্‌টার কাছে গিয়ে ইঞ্জিন দাঁড়ালো। রূপকথার দৈত্যপাখির মতো সেই ক্রেন্‌ তার লম্বা গলাটা বাড়িয়ে খুব জবরদস্ত একটা আঁকড়া লাগানো ইস্পাতের দড়িটা এগিয়ে দিল—সেই যেন তার জিভ্‌। পরমুহূর্তে দেখা গেল বিরাট পাখিটার ঠোঁটে তুলছে সেই প্রকাণ্ড বালতিগুলির একটা; শিকারটা ধরে সেই দৈত্য-পাখি তার গলাটাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিল, এবং রীতিমতো গর্বভরে সেই বালতিভর্তি কন্‌ক্রিটটাকে নামিয়ে দিল অনেক নিচেতে নদীগর্ভে।

উৎসাহে আনন্দে হৈচৈ চিৎকার করল প্রত্যেকে। এক বছরে প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে; এবার হল আসল গড়ার কাজ শুরু। নদীগর্ভের গভীরে জীবন্ত পাথরে গিয়ে যুক্ত হয়েছে লোহার বাঁধনে মজবুত মানুষের হাতে তৈরি পাথর।

নিজেদের সাফল্যের গর্বে আর সারাদিনের আনন্দে ভরপুর স্তেপানের দল এবার চলেছে খাবার ঘরের দিকে। এমন সময় পীটার চেনা মানুষ দেখে স্তেপানকে ডেকে দেখালো, " 'রাঙা প্রভাতে'র ছেলেরা!"

উৎসবমুখর দিনটা মুহূর্তে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রথমে কৃষিকাজে অনিচ্ছার দরুণ এবং পরে চুরির অপরাধে সাজার লজ্জায় স্তেপান দু'বছর ধরে 'রাঙা প্রভাত' খামার আর তার প্রায় প্রত্যেকেই এড়িয়ে চলেছে। এবার শুরু হয়েছে তার সাফল্যের পালা; লিখতে পড়তে শিখেছে, একটা সফল প্রতিযোগিতার সে প্রধান সংগঠক। বিরাট এই বাঁধের জয়গর্বে স্তেপানও অংশীদার, এবং তাই দেখবার জন্যে বহুদূর থেকে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছে ঈভান। ঈভানের সঙ্গে আনিয়াকে দেখেই স্তেপান ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে, কিন্তু আনিয়া তার সাফল্যও দেখবে—তাই ভেবে সে জ্বালা প্রশমিত হয়।

"এই-যে স্তেপান" ব'লে ঈভান বন্ধুভাবে এগিয়ে বলে; "তোমাদের এই বাঁধ থেকে আলো আর শক্তি যাবে আমাদের খামারে—আর বেশি দিন লাগবে না। তাই আমরা সবাই মিলে দেখতে এলাম।"

আন্তরিক অভিনন্দন জানায় আনিয়া। "তোমার উন্নতি দেখে কত খুশি হলাম। কতদিন তোমার আর কোন খোঁজখবর না পেয়ে আমি কত চিন্তা করছিলাম।"—সাগ্রহে আনিয়া হাত বাড়িয়ে দেয়।

চোখে চোখ মিলতেই মুহূর্তের জন্যে আনিয়া যেন আবার সেই গুহায় ফিরে যায়—স্তেপানের রাশছাড়া হিম্মৎ যেমন পুলক শিহরণ জাগায়, তেমনি যেন ভয়-ভয় লাগে। অমনি 'রাঙা প্রভাতে'র হাসিখুশি মানুষগুলিকে পাশে দেখে গুহার সে চিত্র যেমন সহসা এসেছিল তেমনি দ্রুতই মিলিয়ে যায়। আনিয়ার ব্যবহারে একটা সংযম আসে। সুঠাম প্রাণচঞ্চল এই তরুণ দু'বার তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে এবং সেই দু'বারই সহসা অন্তর্হিত হয়েছে—কী, কেন, একটি কথাও বলেনি। পুরানো কথা মনে করে আনিয়া ঠিক করে এবার সে আর স্তেপানের প্রভাবে পড়বে না। ঈভানের সঙ্গে তার স্নিগ্ধ সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে—এবার সে বিয়ের কথাই ভাবছে, ভাবছে ঘর বাঁধবে ঐ 'রাঙা প্রভাত' খামারেই।

আনিয়ার হাতের স্পর্শে গুহার সেই উত্তেজনার মুহূর্তটি স্তেপানের ভিতরও সংক্রমিত হয়। শেষ-দেখার সেই স্মৃতি আজও একটা বেদনা হয়েই বিঁধে আছে। সেই তার কৈশোর ঘুচল—শুরু হল অগৌরবের আবছা জীবনের

দিনগুলি। আজ আনিয়া ইভানের খামারে জীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে—তার সঙ্গে কোন দিন কিছু ছিলই না যেন। স্তেপান শক্ত থাকবে—আনিয়ার আঘাত আবার যাতে সইতে না হয়।

সাময়িক অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে স্তেপান এই সমাবেশের উপর নেতৃত্ব গ্রহণ করে বলে ওঠে; "চলো, সব চলো। কোথায় কাজ করছি দেখবে চলো।"

স্তেপানের সঙ্গে সবাই গেল পাথর, তক্তা, রেলপথ আর যন্ত্রপাতিতে তালগোলপাকানো সেই দুনিয়াটায়। প্রথমে যে বাষ্পচালিত ড্রিল ব্যবহার করেছে তা দেখালো, আর দেখালো তার চেয়ে ভারী বিজলীচালিত যন্ত্র—তাতে বিঁধ চলে আরও গভীরে, আরও বড়। দলের কেউ কেউ যে শাবল দিয়ে বড় বড় পাথর সরায়, ভারী হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙে, আর হাতলওয়ালা যে কাঠের ডুলি 'নসিল্‌কা'তে করে রাবিশ সরায় সে সবই সবাইকে ধরতে দিল। যারা জরিপ করে তারা ড্রিল করবার জায়গা ঠিক করে যায়, তাদের কাজের পর বারুদের দল এসে ফাটিয়ে দিয়ে যায়—স্তেপান সবই বলে; কাজে পুরানো ও দক্ষ একটি শ্রমিকের ঢঙে বলে সব কথা।

এইসব জটিল কারিগরী ব্যাপারে তাকে সড়গড় দেখে সবাই সপ্রশংস হয়ে ওঠে, আর স্তেপানও তাতে উৎসাহিত হয়ে নিজের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাঁধের যাকিছু জানে সবই ওদের বলতে থাকে। "কৃষ্ণসাগরের বালি আসে ইউপেতোরিয়া থেকে।"—কন্‌ক্রিট জমাবার কলগুলোর পাশে পাহাড়প্রমাণ গাদাটি দেখিয়ে স্তেপান সগর্বে বলে; "ওই ভারী ভারী বস্তাভর্তি সিমেণ্ট আসে ডন্‌বাস্‌ থেকে। নদীগর্ভের পাথর ভেঙে বিশেষ ধরণের খোয়া তৈরি হয়—নুড়ির মতো গোলগাল নয়, তার পাশগুলো হয় ধারালো, যাতে আঁকড়ে ধরে বেশ জোরে। সেই সব মিলিয়ে তৈরি হয় কন্‌ক্রিট—তাই ঢালা হল আজ অনুষ্ঠানে।"

খাবারের ঘরে যাবার পথে দেখালো প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র—দুর্ঘটনা হলে সেখানে যেতে হয়। গুরুতর কিছু হলে তার জন্যে আছে ক্লিনিক আর হাসপাতাল। একটু দূরে নদীর পাড়ে উঁচুতে ঐ প্রকাণ্ড কারিগরী বিদ্যালয়—

কন্‌ক্রিট তৈরি, কন্‌ক্রিট-ঢালা থেকে শুরু করে বাঁধের কাজে প্রয়োজনীয় সব রকমের কারিগরী শিক্ষা সেখানে দেওয়া হয়।

স্তেপান গর্বভরেই বলে: "এবার লিখতে-পড়তে শিখেছি—আসছে শীতে আমি ওখানে পড়তে যাচ্ছি।

বিরাট নির্মাণকেন্দ্রের সর্বত্র শ্রমিকেরা এমনি ভাবে নিজ নিজ গাঁয়ের লোকেদের নিয়ে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখাচ্ছে। ঘোড়ার গাড়ি করে চব্বিশ ঘণ্টার পথ মাড়িয়েও এসেছে অনেকে। এইভাবে সেদিন একশ' গ্রামের আধা-নিরক্ষর কৃষকেরা জেনে গেল, দেখে গেল, তাদেরই মতো লোকেরা, তাদের খামারেরই লোকেরা গড়ে তুলছে দুনিয়ার বৃহত্তম এই বাঁধ।

বাঁধের সেই গৌরবের কিছুটা স্তেপানকে উদ্ভাসিত করে তোলে। 'রাঙা প্রভাত' খামারে এরা আজ প্রতিষ্ঠিত ক্ষেতী, এদের কেউ কেউ সেই 'নবীন ক্ষেতী'র আমলের আগে ছিল স্তেপানের দলে—তাদের কাছে স্তেপান যেন আবার সেই পুরনো প্রাধান্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবারও সে এদের কাছে ঈভানের চেয়ে বেশি চটকদার হয়ে ওঠে—কারণ, বাঁধটার চটক খামারের চেয়ে ঢের বেশি। অবস্থাটা আনিয়া বোঝে। তাই এই চটক থেকে ঈভানকে রক্ষা করার জন্যই সে এগিয়ে আসে, যেন নিজের স্বাতন্ত্র্য সে প্রকাশ করতে চায়।

খাবার ঘরে ঢুকবার মুখে আনিয়া যেচেই স্তেপানকে বলে: "এক রকম ঠিকই করে ফেলেছি—'রাঙা-প্রভাতে' ঢুকবো, শুধু ঈভানকে দিয়ে যদি একটা ভাল সবজি বিভাগ খোলাতে পারি। ওর ধারণা গমের চাষে আর বাঁধে মরশুমি কাজেই খামারের লাভ বেশি। মেয়েরা কিন্তু আমার সঙ্গে একমত—তবে কিনা মেয়েদের কাজ সম্পর্কে পুরুষের যে অবজ্ঞা তা ঈভানেরও রয়েছে।"

ঈভান বাধা দিয়ে বলে: "তোমার শাকসবজি সম্পর্কে আমার তো খুবই আগ্রহ আছে, আনিয়া। তবে, বড় রকমের শাকসবজির পক্ষে খাটুনি বড় বেশি।"

আনিয়া আর ঈভান একত্রেই বসল দেখে স্তেপান রেগে যায়। সে আরও সরে গিয়ে বসল লম্বা টেবিলটার মাথায় স্টেশা আর শুবিনার মাঝখানে। ওদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

বলে: "তোমাদের সেই মুরগী তৈরি করবার কলটার কথা শুনেছিলাম আমি। কাজ দিচ্ছে তাও জানি।"

শুবিনার চোখটায় কেমন আলো খেলে দেখে স্তেপানের অবাক লাগে। 'রাঙা প্রভাত' খামারে এই কয় বছরে সে কত বদলে গেছে! এখন বড়সড়ো, স্বাস্থ্যের একটা স্পষ্ট ছাপ, লাল গাল কেমন নিটোল; কোথায় সেই মৃতপ্রায় পাংশু মেয়েটি—এ যেন আর কেউ। তারও হাবভাবে আনিয়ার মত কি আছে যেন—ক্ষেতের কাজের মেয়ের শান্ত সংযত শ্রীটুকু। ওর ফিকে সোনালী চুল আরেকটু উজ্জ্বল হলে তাও দেখতে ঠিক আনিয়ারই মতো হত। খামারের কথা বলতে বলতে সে কেমন খুশি হয়ে ওঠে—বড় ভাল লাগে।

"গোড়ায় কেউ বিশ্বাস করেনি—সত্যি কথা বলতে কি, সন্দেহ ছিল আমারও।"—শুবিনা হেসে বলে: "কিন্তু জিনিসটা-তো সামনেই, এসেছে সেই রস্তফ থেকে, আমার নামে ঠিকানা লেখা, আর তার গায়ে লেখা: 'ডিম-ফোটানো যন্ত্র, ১০০ ডিম্বের জন্যে।' কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে ছোট্ট পুস্তিকাখানিতে। নানা কারিগরী কথা, আর আমি তখনও ভাল পড়তে পারি না; শেষে মরোজফ একদিন এসে পড়ে দিল।

"আগে ঈভান কিংবা ছেলেদের কাউকে বলিনি। বললে-তো সব হাসত। আমি, স্টেশা আরও তিনজন যেখানে শুই, সেই ঘরে আমার খাটের এক কোণে রেখে দিয়েছিলাম। ফেলে-রাখা কয়েকটা ডিম দিলাম পুরে। সে ডিম নিয়ে-তো কথা উঠবে না, তাই। রোজ দেখি, ডিমগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি, আর কলে কান পেতে শুনি—সত্যিই কি বাচ্চা দেবে!

"নির্দিষ্ট একুশ দিনও কেটে গেল—অথচ, কোনকিছু সাড়াশব্দ নেই। তখন নিজের মনে নিজেকে বোকা বলে ভাবলাম, ভালই করেছি কাউকে না বলে, ডিমগুলোই বোকা! আর সেইদিনই অনেক রাত্রে কী যেন একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে দেখি—ডিমগুলোর মাঝখান থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসছে! জীবনে আর কখনও অমন উত্তেজনা বোধ করিনি।"

মৃদু হেসে স্টেশা বলে: "সে-রাত্তিরে সে নিজেও ঘুমোয়নি, আর কাউকেও ঘুমুতে দেয়নি। সকালে ঈভানকে, অন্যান্য ছেলেদের ডাকা হল।

'মুরগীর বাচ্চা এল কোত্থেকে?' সবাই বলে, 'কল থেকে নাকি! না, সে হতেই পারে না!' খামারে একেবারে হুলুস্থুল পড়ে গেল।"

শুবিনা গর্বভরেই জানালো: "আমাদের খামারটির ওপর পাদ্রী তার আক্রোশ ছড়িয়ে বেড়ালো গ্রামময়, এবং সে আক্রমণের কেন্দ্র আমি। পাদ্রী বলে, "অপবিত্র—কল দিয়ে জীবন তৈরি; এ পাপ! শয়তানকে রোখো, সাবেকী পবিত্র জীবন রক্ষা করো'!" শুবিনা বলে: "রক্ষা করার মতো কী ছিল আমার পুরানো পবিত্র জীবনে? নূতন জীবনই চেয়েছিলাম আমি।"—সেই আলো ফুটে ওঠে শুবিনার চোখে।

শুবিনা বলে: "এখন আর বাতিল ডিম নয়। কিচ্‌কাসে কৃষক মেয়েদের খুব খাঁটি জাতের মুরগীই আমরা দিই, যাতে খাটুনির উপযুক্ত ফল তারা পায়। ঈভানের মত করতে একটু সময় লেগেছিল, কিন্তু এখন সে সমস্ত গ্রামের মুরগী-জাতটা উন্নত করবারই পক্ষপাতী। চটপট কিছু শুরু করতে পারে না ঈভান, কিন্তু মনস্থির করলে ঠিক লেগে থাকে।"

টেবিলের ও-কোণটায় গিয়ে পড়ে তার আদরমাখা দৃষ্টি—সেখানে ঈভান আনিয়ার সঙ্গে কথায় ডুবে আছে। স্তেপান দেখে, শুবিনার মুখখানায় যেন একটু ছায়া পড়ে। অর্থাৎ, শুবিনা ঈভানকে চায়, এবং ঈভান-আনিয়ার মধ্যে একটা কিছু আছে বলেই সে মনে করে। পুরানো সাথী ঈভানের নতুন রূপটি এবার স্তেপান দেখতে পায়—সে এখন কিচ্‌কাসে সেরা তরুণ ক্ষেতী, মেয়েদের মন টানবার যোগ্যতা তার আছে।

স্তেপান ভ্রূকুটি করে আনিয়াকে আলাদা করে বিদায় জানালো না—বিদায় জানালো সবাইকে এক সঙ্গে। পরাহত কামনার জ্বালায় সে রাত্তিরে স্তেপানের ঘুম আসে না। তার উশখুশ ভাব দেখে মারিন শেষে একটু জোরেই ফিসফিস ক'রে ঘুমোতে বলে।

কয়েক দিন পরের কথা। স্তেপান দলের সবাইকে বলে: "শুধু ড্রিলার হয়ে থাকলে চলবে না। কন্‌ক্রিট ঢালা শেখা যাক এবার।"

"ড্রিলিং'-এ দোষ হল কি?"—ম্যাক্সিম বলে, "এতে পয়সাও বেশ। যখন শুরু করলাম তখন তুমিই-তো বলেছিলে, খাসা।"

স্তেপান বলে: "হ্যাঁ, ড্রিলিং ভালই, কিন্তু এ শুধু ভাঙার কাজ, নভেম্বর উৎসবে তা দেখলাম। সবাই সাবাস-সাবাস করল ঐ কন্‌ক্রিট-ঢালার কাজেই সবচেয়ে বেশি। পাথর উড়িয়ে দিয়ে কী হয়?—একটা গর্ত হয়; সেখানে কিছু গড়তে হবে। চিরকাল থাকবে ঐ কন্‌ক্রিটটাই। কন্‌ক্রিটের সবকিছু আমি শিখতে চাই—কত রকমের কন্‌ক্রিট হয়; তা তৈরি করে কেমন করে, সব!"

মারিন একটু ঠাট্টা করে বলে, "পাথর গড়ার ভগবান হতে চাইছো," কিন্তু কাজ বদলের কথাটা ভালই লাগে; সবার মত হয়ে যায়।

স্তেপান কারিগরী ইস্কুলে ভর্তি হল। এখানে বিকেলের ক্লাসটা শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়েই ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্তেপান প্রধানত বক্তৃতা থেকে আর হাতে-কলমে শেখে; এখনও সে পড়ে অত্যন্ত ধীরে। চটপট ধরতে পারবার, বুঝতে পারবার গর্ব ছিল, কিন্তু এই নতুন ব্যাপারে বড় অস্বস্তি লাগে। যেটুকু অঙ্ক দরকার তার কিছুই জানে না। দু'মাসের ক্লাস ছাড়া লেখাপড়ার অভ্যাসও কোন দিন ছিল না। বাঁধের কাজে তার শক্ত সমর্থ নওজোয়ান দেহে তেমন ধকল লাগেনি, কিন্তু তার সঙ্গে অনভ্যস্ত এই মাথার কাজ মিলে স্তেপানের ভীষণ ক্লান্তি লাগে। কিন্তু কষ্টে হলেও অবিশ্রাম কাজ করে যায়—অন্যান্যেরা ধীরে সুস্থে যা দু'-তিন বছরের মেয়াদে ধরেছে, তাই সে এই একটি শীতেই ঠেসে শিখে নিতে চায়। স্তেপান রোগা হয়ে যায়, চোখেমুখে ক্লান্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে।

প্রথমে ভেবেছিল, দু'এক মাসের মধ্যেই 'কন্‌ক্রিট সম্পর্কে সবকিছু' শিখে ফেলবে, দু'এক মাস পরেই তাই দিয়ে আনন্দ অনুভব করা যাবে। এখন কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, আর স্তেপান দেখে একটু একটু জ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—প্রত্যেকটি টুকরোই আরও ব্যাপকতর জ্ঞানের এক-একটি সিঁড়ি। সেই ব্যাপকতায় স্তেপানের ভয় লাগে। কিন্তু এবার সে বোঝে, জ্ঞানের ক্ষেত্র কী অসীম! এই নতুন জয়ের উত্তেজনায় স্তেপান আর সব ছাড়ে। পতাকা জিতবার পরই স্তেপান কম্‌সোমলের কাজকর্ম ছাড়ল দেখে আন্দ্রিয়েফ হতাশ হয়। স্তেপানের এখন আনিয়ার কথা শুনবার সময়ও নেই। তার কথা মনে পড়লে ঈভানের সঙ্গে বিয়ের সম্ভাবনাটা ভেবে যন্ত্রণা পায়। কিন্তু চিন্তাটাকে সে ঝেড়ে ফেলে দেয়: আনিয়া কিংবা অন্য যে কোন মেয়ের মন জয় করতে হলে আগে নিজের জীবনে জয় লাভ করা চাই।

শীতের শেষের দিকে স্তেপান এবার নদীর পরিবর্তনশীল মেজাজটাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পায়। ছেলেবেলার বাসন্তী নদীর জলোচ্ছ্বাসের গর্জনের সঙ্গে পুলক শিহরণ জেগেছে, গ্রীষ্মের ভাঁটায় নদীগর্ভের অসংখ্য গোপন কথা চোখের সামনে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, শীতে বরফজোড়া পাড়ের সঙ্গে খরস্রোতের লড়াই দেখে মেতেছে। নদীর এইসব পরিবর্তন আর বিচার বিশ্লেষণের নিয়ম, কিছু পরিমাণে তা নিয়ন্ত্রণ করবার জিনিস। নিকোলাই ঈভানোভিচ সেই-যে প্রকৃতির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর যুদ্ধের কথা বলেছিলেন, সেই যুদ্ধে নীপারের ওপর চূড়ান্ত জয় লাভ করতে হলে খুবই সতর্ক রণনীতি চাই—যেমন বারবার তড়িত অগ্রগতি চাই, তেমনি আবার প্রত্যেকটি অগ্রগতির ফলাফল সুশৃঙ্খলভাবে সুসংহত করা চাই, এই দুইয়ের সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন।

শীতকালেও কাজ ছিল প্রধানত প্রস্তুতির পর্যায়ে। তারপর পেটরা-বাঁধ ছাপিয়ে এল বসন্তের বান; জলে ডুবে গেল কাজের জায়গাগুলো। বানের জল কমে এলে তবে বাকিটা পাম্প করে নেপ্রোস্ত্রইয়ে আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হল। ১৯২৯ সালের সেই গ্রীষ্মে স্তেপানের দল কন্‌ক্রিট ঢালছে।

সমগ্র নির্মাণকেন্দ্রের চেহারা বারবার বদলে যাচ্ছে। সে পরিবর্তন সাধনে অংশ গ্রহণ করেছে স্তেপানও, আর সেই সঙ্গে বদলেছে সে নিজেও—তাই কাজের

জায়গাটার গতকালের চেহারাটা মনেও থাকে না, আজকের চেহারাটাই বাস্তব। নিরেট পাথর, এমন কি দুনিয়ার আকৃতিটা পর্যন্ত নিতান্ত বস্তুসাপেক্ষ, তাই তা সর্বক্ষণ বদলাবে, এই কথাটাই স্তেপানের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বাঁধে মাপজোখ করে দেখার মতও ভূমিতল আর নেই; হিসাব-জরিপের কাজে এখন সমুদ্রপৃষ্ঠই ব্যবহার করা হয়। কাজের ভিতর নানা পর্যায়ে মাপজোখের কাজ নানা ভাবে পরিবর্তিত হয়, এবং তা বদলাচ্ছেও প্রতিদিন। মাথার ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে—তত উঁচুতে তো শুধু পাখিই ওড়ে। ক্রেন্‌গুলো দাঁড়িয়ে আছে অতল গহ্বরে—সেখানে মানুষের নামা-তো অসম্ভবই ছিল। এবং এইসব নানা স্তরের তল মানুষেরই তৈরি। বল্টু-আঁটা তক্তার পাটাতন, আড়াআড়ি মজবুত-করে লাগানো লোহার বেষ্টনী, জ্যামিতিক কৌশলে যেন বাতাসে ভর-করে গড়া কাঠের ভারা, পাথরের গভীরে চালানো কাঠের দেয়াল দিয়ে বাঁধানো গহ্বর,—এমনি সব প্রক্রিয়ায় মানুষের তৈরি সেই নানা তলের মাঝে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

স্তেপানের দলের চোদ্দ জনকে দেখা যাচ্ছে তারই একটি গহ্বরে। ওয়াটার-প্রুফ আলখাল্লা পরে তারা দাঁড়িয়েছে কন্‌ক্রিটের ওপর, ঘাড় বাঁকিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে—ক্রেনের ঠোঁটে বালতি-ভর্তি কন্‌ক্রিট আসবে যে কোন মুহূর্তে। গত বছর শরৎকালে ওরা নদীগর্ভের যে পাথর উড়িয়ে দিয়েছিল, তাই আজ সাবেকী এবং চিরস্থায়ী অবস্থানে ফিরে আসছে। ইতিমধ্যে তার রূপ বদলে গেছে। মানুষের প্রয়োজন অনুসারে বালি, সিমেণ্ট আর জল মিশিয়ে তাকে আগের চেয়ে জবরদস্ত করে তোলা হয়েছে।

ধীর সতর্ক গতিতে বালতিটা হেলে দুলে নেমে আসে। অনেক উঁচুতে নিজের কামরায় বসে আছে ক্রেন্‌চালক—তাকে এরা দেখতেও পায় না, সেও দেখতে পায় না নিচেয় কি হচ্ছে না হচ্ছে। বালতিটার গতি পরিচালনা করছে পীটার; সে এখন হুঁশিয়ার সংকেত-দাতা হয়ে উঠেছে। ক্রেন থেকে অনেক নিচেয় দাঁড়িয়ে সে দুই হাত আর দশ আঙুল দিয়ে সংকেত জানাচ্ছে: ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছিয়ে, তুলে, নামিয়ে, আস্তে, বেগে। হঠাৎ তার উভয় হাত দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয় উভয় পার্শ্বে। অমনি ঠিক কন্‌ক্রিটের ওপরে গিয়ে

বালতিটা থেমে যায়। স্তেপান আর মারিন চটপট এগিয়ে গিয়ে একটা লিভারে পা দিয়ে ঘা মেরেই লাফিয়ে সরে দাঁড়ায়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তলা খুলে সেই প্রকাণ্ড বালতিটা খালি হয়ে যায়। পীটারের হাত আবার কথা বলতে থাকে, বালতিটা উঠে যায় আর স্তেপানের দলবলের রবারের বুট-পরা পায়ের চাপে কন্‌ক্রিটটা বসে যায়।

এই তাদের জীবন। রাতের পর রাত, সারা গ্রীষ্মের উত্তপ্ত সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই জীবন। দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্তেপানের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটি আসে মধ্যরাত্রে—তখন গভীর সেই গহ্বর থেকে আঁকাবাঁকা লম্বা মই বেয়ে উঠে দেখে সমস্ত তক্তার পাটাতন, বেষ্টনী আর গহ্বরগুলো এবং সব কিছুর ওপর ফুটে ওঠেছে বিজলী আলো। তাদেরই গড়া বাঁধ থেকে একদিন এই আলো ছড়িয়ে যাবে শত শত শহরে, হাজার হাজার খামারে।

তেমনি একদিন মাঝরাতে উঠে দেখে আন্দ্রিয়েফ অপেক্ষা করছে। "তোমার যে দেখাই নেই আজকাল। এবার আরেকটা প্রতিযোগিতায় তোমার সাহায্য চাই।"

স্তেপান বলে: "চলো, যেতে যেতেই কথা বলা যাক। আবার কি হল?"

বাঁধের উজ্জ্বল আলো পেরিয়ে ওরা পড়ল গিয়ে সেই ধুলোর রাস্তায়। সেখানে বাতি কম, তার সঙ্গে তারার আলোয় আবছা পথে পড়তে পড়তে আন্দ্রিয়েফ জানায়: "নদীর দুই পারেই কন্‌ক্রিট ঢালার কাজে আমরা ভীষণ পিছিয়ে আছি। জুলাই মাসে পড়েছে দৈনিক চার শ' ঘন মিটার, অগস্টে হচ্ছে ছ' শ'—কিন্তু তাও প্রয়োজনের মাত্র অর্ধেক। শীতের আগেই এই বাঁ ধারে চোদ্দটা থাম শেষ করা চাই, তাহলে জল কম থাকতে থাকতেই নদীর গতি সেইসব থামে ঘেরা খাতে বইয়ে দেওয়া যাবে, নইলে মাঝের রাতের কাজ আর তার সঙ্গে বাঁধের গোটা সময় তালিকাই এক বছরের জন্যে পিছিয়ে যাবে। তা হতে দেওয়া যায় না।"

ওদের পায়ে পায়ে ধুলো উঠে নাকে ঢুকতেই আন্দ্রিয়েফ কাশে। গত শরতে রাস্তার দু'ধারে লাগানো গাছের সৌরভ অনেকটা টেনে নিয়ে আবার

শান্ত হয়। গাছগুলো ইতিমধ্যেই খাঁচা ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে। আন্দ্রিয়েফ অবস্থা বুঝিয়ে বলে: "পার্টি থেকে এই বিপদের কথা জানিয়েছে। আহ্বান এসেছে কম্‌সোমলে। বাঁধে কম্‌সোমলের প্রত্যেকটি সদস্যই উদ্যোগী হবে; সাহায্যের জন্যে শহর থেকে, খামার থেকেও সদস্যদের আনা হবে। সেপ্টেম্বর মাসে বহু মরশুমী শ্রমিক আসবে; তাদের যাতে মানিয়ে নেওয়া যায় সেজন্যে প্রত্যেকটি দলকে শক্তিশালী করা দরকার। সব পরিকল্পনা তৈরি করবার জন্যে রবিবার সম্মেলন বসছে—সেখানে তোমায় আসতে হবে।"

স্তেপান রাজী। সম্মেলনে বেশ লোক হল; স্তেপান যখন কাজে আর পড়াশুনায় ডুবে ছিল, তার মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যাও বেড়েছে, বাঁধের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাদের কাণ্ডজ্ঞানও বেড়েছে। আলোচনা হল কার্যকর আর কারিগরী ঘেঁষা। এক শ' ফুট করে উঁচু হবে চোদ্দটা থাম, আর তাদের মধ্যবর্তী জায়গাগুলোও হবে চল্লিশ ফুট উঁচু। অর্থাৎ, পাথর-ভাঙা কেন্দ্রগুলিতে দ্বিগুণ এবং কন্‌ক্রিট তৈরির কাজ দ্বিগুণেরও বেশি হওয়া চাই। কত শ্রমিক কাজ করছে, কত বাড়ানো যেতে পারে, প্রত্যেকটি দলের কাজের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে কতটা,—এই সমস্ত খুঁটিনাটি বিচার-বিবেচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল: আর বারো সপ্তাহে এপারে পূর্ণ কার্যক্রম শেষ হওয়া চাই ৬ই নভেম্বরের মধ্যে।

"বিপ্লবের দ্বাদশ বার্ষিকী উৎসবে সেই হবে দেশের জন্যে আমাদের উপহার। ওপারও এগিয়ে আসুক—এই আমাদের চ্যালেঞ্জ।"

ওপারের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্যে শর্তাদি স্থির করার কমিটিতে স্তেপানকে নেওয়া হল। আগেকার সেই ভাসমান পুলটা আর নেই, পারাপারের একমাত্র পুল এখন নদীর উজানে কয়েক মাইল দূরে, তাই এ-পার থেকে ও-পারে কাজের দৈনন্দিন অগ্রগতি জানাবার জন্যে রঙিন আলো দিয়ে সংকেতের ব্যবস্থা হল। প্রতি একশ' ঘন মিটারের জন্যে একটি সবুজ আলো, প্রতি তিন শ'য়ের জন্যে একটি লাল আলো—চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জ্বলবে সেই সাংকেতিক আলো। দুই পারেই দিনের নির্দিষ্ট পরিমাণ পুরো হলে প্রকাণ্ড একটা লাল তারা জ্বলবে সারা রাত।

"যেমন এপারে-ওপারে তেমনি নিজেদের পারের দলগুলির মধ্যেও প্রতিযোগিতা চাই,"—স্তেপানের প্রস্তাব কমিটিতে গৃহীত হল। তিনটি পতাকা তৈরি হল : একটাতে বিমান, একটাতে রেল ইঞ্জিন, এবং শামুক আঁকা আরেকটাতে। সেরা, দ্বিতীয় আর নিকৃষ্টদের জন্যে সেই পতাকা এক-এক সপ্তাহের জন্যে দেওয়া হবে। তবে, নিকৃষ্ট দলটিও যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ পুরো করতে পারে তাহলে সে সপ্তাহে শামুকের পতাকাটা ব্যবহৃত হবে না।

স্তেপান ঠিক করে ফেলল, বিমান পতাকা জেতা চাই—যতবার সম্ভব। তার দলটা বেশ মজবুত আর একজোট। ভ্যাসিলি এবং আরেকটা চোর পালিয়ে গেছে, ধরাও পড়েছে ; তারা এখন অন্যত্র, কিন্তু তাদের জায়গায় স্তেপান কিচ্‌কাস থেকে চেনা লোক নিয়ে এসেছে। অগস্ট মাসের শেষের দিকে বহু মরশুমী শ্রমিক এসে অন্যান্য দলে মিশে গেলেও স্তেপান নিজের দলটাকে তেমনিই বজায় রেখেছে।

সে সপ্তাহে স্তেপান পতাকা জিতলো সহজেই।

'রাঙা প্রভাত' থেকে একদল মরশুমী শ্রমিক নিয়ে এল ঈভান। স্তেপান অমনি মনে মনে জিদ ধরল—এমনভাবে হারিয়ে দেবে যে, জীবনে আর কখনও ঈভান তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সাহস না পায়। অভিজ্ঞতার মাত্রা-ভেদ অনুসারে প্রতিযোগিতা-কমিটি থেকে বিভিন্ন দলের পরিমাণ বদলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে—কাজেই ঈভানকে হারিয়ে বসিয়ে দিতে হলে স্তেপানের নিজের রেকর্ডই আবার ছাড়িয়ে যাওয়া চাই। নিজের সেই তিক্ত কামনা দলের অন্যান্যের মধ্যে সংক্রামিত করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাদের চাঙ্গা করে তোলবারও একটা উপায় মিলে গেল। সরকারী উকিল জানিয়েছেন, তাদের 'বাধ্যতামূলক শ্রমের' মেয়াদ শেষ হয়েছে ; এখন তারা যেখানে খুশি কাজ করতে পারে, মজুরিও আর কাটা যাবে না।

"এখন আমরা মুক্ত, স্বাধীন।"—দলের খুশির জমায়েতে স্তেপান বলে, "এই মুক্তি উদ্‌যাপন করা চাই! এসো, সারা নেপ্রোস্ত্রইকে দেখিয়ে দেওয়া যাক্—এ বাঁধে আমরাই সবার আগে, সেরা দল!"

পরের সপ্তাহে ওরা সমানে কাজের গতি বাড়িয়ে চলল। কন্‌ক্রিটের গাড়ির ইঞ্জিনের চালক স্তেপানের খুব চেনা লোক। তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলল—সংকেত জানালেই বালতি পাবে, পালা না পড়লেও পাবে। প্রতি শিফ্‌টে মাথাপিছু কুড়ি ঘন মিটার রেকর্ড করল স্তেপানের দল—কোন দল আর কখনও এত বেশি করতে পারেনি। ঈভান ঢের নিচেয়।

সপ্তাহের পঞ্চম দিনে একটু আগে আগেই স্তেপান কাজে গিয়ে দেখে, তার ক্রেন্‌টায় কী যেন একটু বিগড়েছে, সেটা মেরামতের জন্ম কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহা মুশকিল; কয়েকটা ঘণ্টাই মাটি হবে। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে তার নিজের ক্রেন্‌চালক আসছে, ঈভানেরা কেউই তখনও পৌছায়নি। শিফ্‌ট বদলের সময় চটপট ঈভানের ক্রেন্‌টা চুরি করে তার নম্বর বদলে দিল—হঠাৎ মনে হবে ঈভানেরই ক্রেন্ গেছে মেরামতে। কাজের এলাকাটা প্রকাণ্ড, দেখতে একই রকমের ক্রেন্‌ও রয়েছে বহু—ঈভান সন্দেহ করলেও খুঁজে পেতে বেশ কিছুটা সময়-তো লাগবেই।

অসংগত নিষিদ্ধ একটা উল্লাস ভর করে স্তেপানের ওপর—এক বছরের বেশি হল এমন আর হয়নি। ব্যাপার শুনে সে উল্লাস সংক্রামিত হয় দলের আর সবার ভিতরও। হেসে গেয়ে কাজ চলে চতুর্গুণ উৎসাহে—ছ'ঘণ্টার মধ্যেই আগের শিফ্‌টের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। এবং ঠিক তখনই তাদের নিজেদের ক্রেন্‌টা ফিরে এল: একই জায়গায় দুটো ক্রেন্—ব্যাপারটা শিফ্‌টের কর্তার কাছে রিপোর্ট হয়ে গেল। তিনি মহা রেগে গেলেন স্তেপানের কাছে।

"ওদের ক্রেন্‌টা চুরি করলে, তাই বব্‌রোফের দলের প্রায় সারাদিনের কাজই কামাই গেল!"

একটুও না দমে স্তেপান বরং কড়া জবাব দিল: "ভালই হয়েছে, দিনটা মাটি হয়েছে ওদের—আমাদের নয়। ওদের কাজটাও বরং করে দিয়েছি; আমাদের দলই জিতছে। বিশ ঘনমিটার ছাড়িয়ে গেছি, আরও চব্বিশ করব—নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্বিগুণ।"

"জাহান্নমে যাক্ তোমার রেকর্ড! গোটা পরিকল্পনার তুমি কী জানো? তোমার উচ্ছৃঙ্খলতায় পুরো কাজটা-যে বেসামাল হয়ে গেল!"

শিফ্‌টের কর্তা চলে গেল। নিজের ওপরও তার রাগ। স্তেপানের দল অন্যান্যের চেয়ে যথেষ্ট এগিয়েই ছিল। ঈভানের কাজ এমনিতেও পিছিয়েই ছিল; তার ওপর এই নতুন বাধা এসে অন্য সমস্ত বিভাগের কাজই তার ফলে জড়িয়ে পড়বে। ব্যাপারটা আগেই তার নজরে পড়া উচিত ছিল; চুরি না হলেও গোটা পরিকল্পনার খাতিরে ঈভানের ওখানে ক্রেন্‌টা পাঠানো উচিত ছিল। নিজের তদারকে এই ত্রুটি বুঝে, সে নিজের অবহেলার কথা বেরিয়ে পড়বার ভয়ে স্তেপানের বিরুদ্ধে আর অগ্রসর হল না। কিন্তু আপিস থেকে কোন শাস্তিমূলক তিরস্কার না এলেও, স্তেপানের কীর্তির কথাটা ছড়িয়ে গেল। কেউ নিন্দা করল, কেউ-বা তার চাতুরী দেখে বাহবা দিল।

পরের দিন রাত্রে, এই প্রথম লাল তারা জ্বলল ও-পারে। ও-পারে পরিকল্পনার অতিরিক্ত কাজ হয়েছে; এ-পার এখনও পারেনি। এ পারে সবার জানতে দেরি হল না যে, স্তেপানের সেই চুরির ফলেই কাজের চিত্রটি গড়বড় হয়ে গেছে, এবং তারই ফলে এ-পারের গোটা কাজ সামান্য পিছিয়ে গেছে।

সাপ্তাহিক পতাকা দেবার সময় দেখা গেল স্তেপানের রেকর্ডই সেরা। এ সপ্তাহে তার দল বেশি কাজ তো করেছেই, অধিকন্তু একদিন মাথাপিছু তাদের চব্বিশ ঘনমিটার যে-কোন ব্যক্তিগত রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে। অঙ্কগুলো সবাই শুনলো নীরবে। উৎপাদন সম্মেলনের ভোটে বিমান পতাকা স্তেপানের দল পেল না, পেল তার পরের দল।

মহা রেগে স্তেপান সভা থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর কয়েকদিন ধরে দলের কাজ কমতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আন্দ্রিয়েফ গিয়ে পেত্রফ'কে জানালো: "স্তেপান বিগড়ে গেছে। কিছু বিহিত করা দরকার।"

"ওকে গিয়ে বুঝিয়ে বলো না কেন? ও একটু স্পর্ধিত, কিন্তু খুবই কাজের শ্রমিক—অবহেলার পাত্র নয়।"

আন্দ্রিয়েফ বলে: "আমার কথা শুনবে না। আপনি বললে হয়তো কাজ হতে পারে।"

পেত্রফ স্তেপানকে ট্রেড ইউনিয়নের আপিসে ডেকে পাঠালেন। কথাটা তুলতে কোন বেগ পেতে হল না; স্তেপানই অভিযোগ করল: "আমার দল সবাইকে হারিয়ে দিল। সেরা সাপ্তাহিক রেকর্ড হল আমাদেরই; এ-পারে ও-পারে সবাইকে ছাড়িয়ে উঠলো আমাদের দৈনিক রেকর্ডও, অথচ কী যেন ক্রেন্ নিয়ে কোন্ চুলোর লাল ফিতের কারচুপিতে ওরা ছিনিয়ে নিল আমার পতাকা।"

পেত্রফ শান্তভাবে বুঝিয়ে বলেন: "সহকর্মীরা সবাই যখন একমত হয়ে একটা কথা বলছে, তখন ভাবা উচিত—কেন? লাল ফিতের ব্যাপার এ নয়। তুমি কাজের গোটা পরিকল্পনাকে গোলমাল করে দিয়েছে এবং তার ফলে তোমাদের পার নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ পুরো করতে পারে নি।

স্তেপান গরম হয়ে তর্ক তোলে: "সে-তো সুপারিণ্টেডেণ্ট-এর ব্যাপার! গোটা পরিকল্পনার দায়িত্ব-তো তাঁরই, আমার নয়। আমি কন্‌ক্রিট ফেলছি। আমার কাজ আমি করেছি।"

"স্তেপান, তুমি বোধ হয় সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার মূল কথাটাই খেয়াল করোনি। একটা ছোট্ট দল জিতবে, আরেকটা হারবে—তা এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য নয়। সমগ্র কাজে অগ্রগতি হওয়া চাই। বাঁধটা-তো আমাদের সবারই জিনিস। এর সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা আমাদের প্রত্যেকেরই। ব্যাপারটা হল এই: তুমি নিজের দলের জিত চেয়েছো। ভাল কথা। কিন্তু পুরো এ-পারটা যে বৃহত্তর দল। সেই বৃহত্তর দলের জয়ের জন্য তোমার একটা কর্তব্য আছে।"

এরপর সারাদিন স্তেপান কথাটা নিয়ে ভাবল। পুরো বাঁ পারের কাজের দিক থেকে ভেবে নিজের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতিই নজরে এল। কিছু মরশুমী শ্রমিকের ট্রেনিংয়ের জন্যে আন্দ্রিয়েফ কতবার বলেছে—স্তেপান সমানে 'না' করে এসেছে। এবার বোঝে এমনি কিছু একটা করা দরকার বটে। স্তেপান ভাবে, তার দলের একত্ব-বোধটার মূল্য আন্দ্রিয়েফ ঠিক বোঝে না, কিন্তু দলের সেই জিনিস অক্ষুণ্ণ রেখেই অন্যান্য শ্রমিকদের সাহায্য করবার একটা উপায়ও চাই।

দলটাকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে, পুরনো অভ্যাস বদলাতে হবে। অতীতে ওরা সুবিধা পেলেই কাজের সহজ দিকটাই হাতে নিয়েছে, জটিল কাজগুলো যথাসম্ভব ফেলে দিয়েছে পরের শিফ্‌টের ঘাড়ে। এবার 'বাজে কাজের' বোঝাটাও নিতে হবে। বিমান পতাকা জেতা তার ফলে যদিও একটু কঠিনই হবে।

দলের সবাইকে বুঝিয়ে বলে: "এ-তো কারও নিজস্ব কাজের ব্যাপারই নয়। কন্‌ক্রিট ঢেলে ঢেলে-তো আকাশ ছুঁয়ে উপচে ফেলা যায়, কিন্তু তা দিয়ে-তো বাঁধ হবে না। পুরো বাঁ-পারটাকেই এগিয়ে নেওয়া চাই, জিততে হবে লাল তারা—সে-তারা যেন না নেভে!"

এরপর লাল তারা জ্বলতে থাকল প্রতি রাত্রেই। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি দেখা দিল এক নতুন স্লোগান: "এ মাসে দুনিয়ার সেরা রেকর্ড করতে হবে!" ইঞ্জিনিয়ারিং আপিসে কম্‌সোমলের সদস্যরা জানতে পেরেছে কন্‌ক্রিট-ঢালার কাজে এক মাসের সেরা রেকর্ড হল ৫৪ হাজার ঘন মিটার, তা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি উপত্যকার উইল্‌সন বাঁধে। নেপ্রোস্ত্রইয়েকে তা ছাড়িয়ে যেতে হবে। তথ্যটা তারা সহকর্মী কন্‌ক্রিট শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিল; 'নেপ্রোস্ত্রই শ্রমিক' কাগজেও প্রকাশিত হল। দু'পারই জেগে উঠল সেই নতুন স্লোগানে।

সেপ্টেম্বর মাসের সেই শেষ সপ্তাহে তিনটি রেকর্ড হল: স্তেপানের দল বিমান পতাকা জিতল; বাঁ-পারের কন্‌ক্রিট শ্রমিকেরা সমষ্টিগতভাবে জিতল লাল পতাকা—সে পতাকা ঘুরে এল বাঁধের কাজের সবগুলো বিভাগে; আর সেই মাসে ৫৭ হাজার ঘন মিটার কন্‌ক্রিট ঢেলে নেপ্রোস্ত্রই দুনিয়ার সেরা রেকর্ড স্থাপন করল। এবার পতাকা বিতরণের অনুষ্ঠান রীতিমতো উৎসবে পরিণত হল। প্রধান ইঞ্জিনিয়ারেরা এবং কোন কোন মার্কিন উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ারও তাতে উপস্থিত হলেন।

একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার তাঁর দোভাষীকে ডেকে বললেন: "ঐ যে নওজোয়ান শ্রমিকটিকে সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে—বড় খাসা চেহারা। এ

আপনারা এক নতুন ধরনের বীর সৃষ্টি করছেন; ওর সঙ্গে দেখা করতে পারলে হোতো।"

দোভাষী জানালো: "ভিড় ঠেলে যাবার একটু সুযোগ পেলেই ওকে ডেকে আনছি।"

বহু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে স্তেপান তখন করমর্দন করছে; আগে কখনও দেখেনি এমনও কত শ্রমিক তার মাঝে। বিমান নিয়ে হাসিঠাট্টাও চলেছে: "ওকে উড়ন্ত রাখা চাই!" স্তেপান বোঝে যে, ক্রেন্-চুরির কলঙ্কটাও মুছে ফেলতে পেরেছে বলে সকলের আন্তরিকতা আর অভিনন্দন আরও বেড়েই গেছে।

ভিড় ঠেলে আনিয়া এগিয়ে আসছে দেখে স্তেপানের আনন্দ ষোলকলা পূর্ণ হয়। সেই খুশির মুহূর্তেও স্তেপান লক্ষ্য করে যে, আনিয়া ঈভানের সঙ্গে আসেনি; এসেছে একদল পরিপূর্ণ যৌবনা মেয়ের সঙ্গে—অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরা তাদের উজ্জ্বল রঙিন রুমাল ছড়িয়ে দিচ্ছে খুশির আমেজ।

মহা উৎসাহে স্তেপানের করমর্দন ক'রে আনিয়া মৃদু হেসে জানায়: "এক সপ্তাহ হল বাঁধে কাজ করছি। মেয়ের একটা দল নিয়ে এসেছি। সবাইকে বলেছি আজকের এই নায়ক আমার গাঁয়ের মানুষ, তার সঙ্গে আমার কয়েক বছরের পরিচয়।"

তুষ্ট হেসে স্তেপান বলে: "শুনে খুশি হলাম যে, আমি এখন আর গ্রামের কলঙ্ক নই।"

আনিয়া অনুরোধ জানায়: "এসো না একবার আজ বিকেলে—আমরা-তো সব কাঁচা, একটু বুঝিয়ে বলবে, কেমন করে কী করো তোমরা সব! আমরাও এই বাঁ-পারেই আছি।"

খুশি মনে রাজী হয় স্তেপান। তার জয়ের চূড়ান্ত স্বীকৃতি এল এই আমন্ত্রণে। আনিয়ার বাড়ি-তো নদীর ওপারে—সে এপারে কাজ করতে এল কেন? তার জন্যেই কি? পুলকিত হয়ে ওঠে স্তেপান।

চোখে সেই খুশির আলো তখনও নেভেনি; আবার কে আসতেই মুখ ফিরিয়ে স্তেপান দেখে একজন দোভাষী—সে জানায় একজন মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার তাকে অভিনন্দন জানাতে চাইছেন। সবকিছু যেন ঘটছে একত্রে।

আমেরিকানটিকে খুব চেনা-চেনা লাগে। 'নবীন ক্ষেতী'কে যে কাপড়চোপড় দিয়েছিল, আর বাঁধ সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছিল সেই রিলিফ অফিসার না?

"আপনি না মিস্টার জন্‌সন? সেই-যে বছর কয়েক আগে আমি ইয়েরেমিয়েফের সঙ্গে কিচ্‌কাস থেকে গেলে আপনি রিলিফ দিয়েছিলেন?"

আমেরিকানটির সে কথা মনে ছিল না। আগের বার তিনি যখন এদেশে এসেছিলেন, তখন অমন কত ঘটনাই ঘটেছিল। চোদ্দ বছরের সেই ছেলেটি আজ বিমান পতাকার চমকদার নায়ক—এ মিলিয়ে তিনি কিছুতেই চিনতে পারতেন না। স্তেপানের কথায় কিন্তু আবছা মনে পড়ে বটে।

একটু আতিশয্য দেখিয়েই তিনি বলেন: "হ্যাঁ, সেই কলোনির কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। তুমি কত দূর এগিয়ে গেছ ইতিমধ্যে। এই বাঁধ সম্পর্কেও অনেক দিন আগে কী একটা কথা বলেছিলাম যেন।"

স্তেপান একটু হেসে মনে করিয়ে দেয়: "বলেছিলেন, আপনি আর ইয়েরেমিয়েফ নীপার নদীর ওপর বাঁধ দেখে যেতে পারবেন না, তবে কলোনির ছেলেদের জীবনে হয়তো ঘটতে পারে।"

কথা শুনে জনসনের একটু মজা লাগে, আর স্তেপানের প্রতি আগ্রহটাও বাড়ে। "তোমার মনে আছে দেখছি!"—জনসন বলেন, "হ্যাঁ, মহান্‌ তোমাদের এই দেশটা। এতো তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলবে, ভাবতেই পারেনি কেউ। এসো-না আমার বাড়িতে রাত্রে খাবার সময়—শুনবো তোমার কথা। আমার স্ত্রীও নিশ্চয়ই সঙ্গী পেয়ে খুশি হবে। তার বড় একেলা কাটে এখানে।"

স্তেপানের মাথা ঘুরে যায়, নদীর ওপারে আমেরিকানদের আশ্চর্য বাড়িগুলোর কথা শুনেছে বটে, চার-পাঁচ কামরা বাড়ি শুধু দুটি মানুষের জন্যে! সেখানেই কিনা রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ!—ফিরে এসে সবাইকে একটা বলবার মতো ব্যাপার বটে।

"যাবার আমার ইচ্ছে আছে খুবই। কিন্তু কবে? রবিবার হওয়া চাই,—কারণ, আমি এখন বিকেলের শিফ্‌টে।"

"আজই চলো না।"—জনসন প্রস্তাব করেন: "আমার গাড়িতেই যাবে, আবার পরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করব।"

মোটরে চড়াটা হবে একেবারে চূড়ান্ত কাণ্ড। বাড়ির গাড়িতে স্তেপান কখনও চড়েনি। একবার কি দুইবার ট্রাকে করে শহরে গেছে বটে, কিন্তু আমেরিকানের ঢাকা গাড়িতে এই খেপটা-তো হবে বাবুয়ানার চূড়ান্ত। অন্তত দুটো পাঁচশালা পরিকল্পনার আগে সে সৌভাগ্যের কথা স্তেপান কল্পনাও করেনি। সাগ্রহে সে সম্মতি জানায়।

গাড়িতে উঠতে উঠতে মনে পড়ে আনিয়ার কাছে যাবার কথা রয়েছে। চমৎকার যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে স্তেপান নিজের মনে যুক্তি দেয় যে, আনিয়া নিজেও তাকে এই স্থযোগ ছাড়তে বলত না। আমেরিকানদের ওখান থেকে ফিরে যাবে আনিয়াদের ব্যারাকে—না-হয় দু'-তিন ঘণ্টা দেরিই হবে।

নদী পেরিয়ে মোটর ছোটে। মুগ্ধ স্তেপান নির্বাক হয়ে একবার গাড়িটার দিকে, একবার জনসনের দিকে চেয়ে দেখে—এদের অন্তর্হিত হয়ে যাওয়াটাও যেন বিচিত্র নয়। আমেরিকানটি রুশ ভাষা জানে না; দোভাষীটি সামনে বসেছে চালকের পাশে। কাজেই, স্তেপানের কিছু বলবার বা শুনবার ঝঞ্ঝাট নেই; মোটরের বিস্ময়কর গতির সঙ্গে ঘুরপাক খেয়ে চিরপরিচিত পথঘাট-মাঠ সব পিছিয়ে চলে যায়, নতুন সেই অনুভূতির কোথাও কোন ছেদ পড়ে না। ট্রাকের মতো ঝাঁকুনি নেই, ঝুলে থাকবার প্রয়োজন নেই—প্রচণ্ড গতির সঙ্গে এতখানি আরাম সম্ভব তা সে কখনও কল্পনাও করেনি। ব্যারাক দূরের কথা, তার দেখা কোন বাড়িতেও স্তেপান কখনও এমন আরামের ব্যবস্থা দেখেনি।

চুরুট-ধরানো কলটা ব্যবহার করবার জন্যে আমেরিকানটি একটু সামনে ঝুঁকতেই বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যায় স্তেপানের চোখ দুটি। কী না পারে এই আমেরিকানরা? চাপ, তাপ, আর গতি—মাপের ছক আর কাঁটা মোড়া কত রকমারি ডায়ালই সে দেখেছে, কিন্তু কী চমৎকার এই মোটর ইঞ্জিনের ডায়ালটা।

ওপারে নদীর উজানে কিচ্‌কাসের ভেতর দিয়ে পথ। আমেরিকানদের কলোনিটা একটু নিচেয়। নদী আর নির্মাণকেন্দ্রের হৈচৈ থেকে দূরে কুঞ্জঘেরা নতুন ধরণের বিদেশী ছাঁদের বাড়িগুলি। তারই একখানিতে গিয়ে থামল গাড়ি।

স্তেপানের মনে পড়ে, স্তালিন বলেছেন, সব কাগজে কাগজে, বক্তৃতায়, সভায় মুখে মুখে সে কথা, "পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধরে ফেলে দ্রুত অতিক্রম করে যেতে হবে, নইলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য!" আমেরিকাই অগ্রনী পুঁজিবাদী দেশ, তাদের কারিগরিও উন্নত। একদিন তার দেশের শ্রমিকও আমেরিকানদের ভাল যাকিছু আছে সবই গড়বে, ভোগ করবে। স্তেপান নিসংশয় যে, সে

দিন আসছে। দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশের সমস্ত সহায়সম্পদ তো আজ তাদের করায়ত্ত। দুর্ভিক্ষের দিনগুলি থেকে আজ এই বাঁধ—ক'টি মাত্র বছর, কিন্তু কত দূর এগিয়ে এসেছে!

ঘরগুলির চেহারাতেও আরাম আর পারিপাট্যের আমেজ। খাবার আগে হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে জনসন স্তেপানকে প্রথমেই স্নানের ঘরে পৌঁছে দিলেন। স্নানের ঘরটিরও কী জাঁকজমক! তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিই স্তেপানের একেকটি বিস্ময়। কোনোকোনোটা ব্যবহার করতে অনেকটা বুদ্ধিই খরচ করতে হয়।

স্নানের ঘর সম্পর্কে স্তেপানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা দোভাষীর কাছে শুনে জনসন বলেন, "আমেরিকার ঘরে ঘরে অমন আছে। দেখবে আমাদের রান্নাঘর? যাও, দেখাবেন মিসেস জনসন।"

মিসেস জনসন যেন শৌখিনতার প্রতিমূর্তি। সবুজ রেশমী পোশাক, তার সাদা অ্যাপ্রানটা যেন ডানার মতো—রান্নাঘরের চেয়ে উৎসবেই যেন মানায় ভালো। কিন্তু সে কী রান্নাঘর! দেখনাই, প্রয়োজন আর আরামের এমন সুষ্ঠু সমাবেশও হয়! হ্যাঁ, এমন রান্নাঘরের জন্তে সাজ করা চলে বটে।

থাকবার ঘরে ওরা ফিরে আসতেই জনসন স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "নিয়ে এসেছি আজকের নায়ককে। ওপারের সেরা কন্‌ক্রিট-ঢালা শ্রমিক। একটি বিমান-পতাকা ও জিতেছে, অর্থাৎ কাজ করে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। দেখতে যদি ওকে ঘিরে সে কী ভিড় আর অজস্র অভিনন্দন—যেন আমাদের দেশের ফুটবলের তারকা!"

স্তেপানের পানে চোখ ধাঁধানো দৃষ্টি হেনে ইভা জনসন অস্ফুট মন্তব্য করে; "কী সুন্দর দেখতে!"

স্তেপান বোঝে কথাটা তার সম্পর্কেই হচ্ছে। ইভার চোখের ভাষাও বেশ বোঝে। পুরুষ হিসেবে সে তার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছে; ইভা জনসন নিজের মোহিনী শক্তি দিয়ে কামনা জাগিয়ে তুলতে চায়—শুধু চোখে নয় মুখের হাসিটুকুতে, সযত্ন পরিচর্যায়, সুঠাম কোমল হাত দু'খানির মৃদু হ্রস্ব প্রতিটি সঞ্চালনে, তন্বীর নরম দেহঘেরা মৃদু গন্ধটিতেও সেই একই কথা।

স্তেপানের খুশি লাগে, আবার একটু অপ্রতিভও হয়ে পড়ে। নারীর চোখে নিবেদনের দৃষ্টি তার কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু এমন আশ্চর্য, তায় আবার বিবাহিতা নারীর এই সুপরিকল্পিত প্ররোচনা-মাখা চাউনি! স্তেপানের প্রতি ঐ চাউনি দেখেছে কি ওর স্বামী? আপত্তি করে না? স্ত্রীর ওপর জনসনের উদার হাসিমাখা দৃষ্টি দেখে স্তেপান অবাক হয়ে যায়।

ঈর্ষা দূরের কথা, স্তেপানকে খেতে ডাকবার কথাটা মাথায় এসেছিল ভেবেই জনসন বরং খুশি। কোথাও একটু আকর্ষণের কিছু নেই, বন্ধুবান্ধবদের থেকে এত দূরে বিচ্ছিন্ন নির্জনতার একঘেঁয়েমির মধ্যে এই সুদর্শন তরুণটির সঙ্গে একটু ঢলাঢলি করে ইভা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। আহা, নিঃসঙ্গতার ক্লান্তিতে বেচারার কী হয়রানিই-হয়েছে—কত বিশিষ্ট অতিথির জন্য সংরক্ষিত সবখানি মোহিনী মায়া সে উজাড় করে দিচ্ছে এই তরুণ মজুরটিরই উপর!

গৃহকর্তাকে নিতান্তই নিরুদ্বেগ দেখে স্তেপান আশ্বস্ত হয়। এবার সে বিনা দ্বিধায় সবকিছু দেখতে পারে। কী নরম, অথচ সোনালী চুলের কি সুন্দর ঢেউ খেলানো পাট! স্তেপান শুধু রোদে পোড়া-ধোয়া চুল দেখতেই অভ্যস্ত, সে ভাবে এমন রংও হয় চুলের! মাথাটাকে ঘিরে অমন চুলের ঢেউ তুলতে কত পরিচর্যাই করতে হয়েছে ইভাকে! গাউনের সবুজের ওপর চুলের ঐ লালের কী শোভা—ইভা জানে কি? কে জানে, পোশাকটা হয়তো ঠিক ঐ জন্যেই ইভা বাছাই করেছে। ইচ্ছে হয় যেন ধরে দেখা যাক্।

রঙের বাহার আর আরামের উপকরণ দিয়ে ঘরখানিও যেন ঠিক ইভারই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে সাজানো। তাছাড়া, শুধু খাবার জন্যেই একটা আলাদা কামরা। সেখানে টেবিলের সাদা কাপড়ের উপর বাসনকোসনগুলো ঠিকঠাক জায়গাটিতে বসানো—তার পরিপাটিতে যেন চোখ ঝলসে যায়; আনিয়াকে কেন্দ্র করে তার ঘরকন্নার স্বপ্নের জায়গায় এসে জুড়ে বসে এই নতুন চিত্রটি, তার কেন্দ্রে ইভা।

জনসন একটু খুনসুটি করে স্ত্রীকে বলে: "দেখতে যদি ও কেমনভাবে দেখছিল গাড়িখানা। যেমন মুগ্ধ হয়ে তোমায় দেখছে প্রায় অমনিভাবে। গাড়িখানাই তোমার আসল সতীন।"

দোভাষীটিকে খাবার টেবিলেও ডাকা হয়েছিল; জনসনের কথাটিকে কেটেছেঁটে সে শুধু বলল যে, গাড়ি সম্পর্কে তার আগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

স্তেপান জানায়, বাড়ির গাড়িতে চড়ল সে এই প্রথম। জনসন শুনে বড়াই করে বলে: "আমেরিকায় অমন ঢের আছে। কত শ্রমিকই-তো তার নিজের গাড়ি করেই কারখানায় যায়।"

তা শুনে স্তেপানের মনে অনেক প্রশ্নই জেগেছিল। ইভা ইতিমধ্যে দোভাষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্তেপানের পানে মধুর হেসে অনুরোধ জানালো: "তোমার কৃতিত্বের কথা সব বলো শুনি, বিমান-পতাকাটাই বা কি, আর তুমি কী করেই বা তা জিতলে?"

সে সব কথাই জানতে চাইছে ভেবে স্তেপান 'বাঁধটা পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে পড়ছিল' থেকেই শুরু করে। বহু কারিগরী খুঁটিনাটি সমেত সে যা বলে তার সব কথা দোভাষী তর্জমা করে না—সে জানে, তাতে এই মার্কিন মেয়েটির কোন আগ্রহ থাকতে পারে না। এখন আর কলঙ্কের কথা নয়, একটা শিক্ষার কথা, তাই ক্রেন্-চুরির ঘটনাও বাদ যায় যায় না। কিন্তু, আশ্চর্য, কন্‌ক্রিট-ঢালা রেকর্ডের চেয়ে সেই চুরির কাহিনীই ইভার কাছে বেশি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। স্তেপান ভাবে সে নিশ্চয় ভুল বুঝেছে, নইলে চুরির ব্যাপারটা অত মজার কি?

"কি মজার ডাকাত!"—ইভা তার স্বামীর দিকে ফিরে বলে: "জানতাম না তো এমন সব মজার ব্যাপার রয়েছে তোমাদের কাজের মধ্যে।"

"শেষপর্যন্ত আমরা সবাই মিলেমিশে একত্রে এগিয়ে চলতে শিখলাম,"—স্তেপান তার কাহিনীতে বলে যায় মরশুমী শ্রমিকেরাও কিভাবে দক্ষতা অর্জন ক'রে কাজের গতিবেগ বাড়াবার ক্ষেত্রেও অংশীদার হয়ে উঠেছে, এবং "শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর মাসে আমরা আমেরিকার রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছি।" স্তেপান আশা করে একথা বলাটা নিশ্চয়ই দুর্বিনীত কিছু হবে না।

জনসন বলেন: "এরা সবাই কেমন গোটা পরিকল্পনা সম্পর্কেই আগ্রহশীল হয়ে ওঠে—আশ্চর্য! কী করে মনোবল সৃষ্টি করতে হয় তা এই দেশটি জানে বটে।"

"এত ভাল লাগে," ইভা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে "তোমার কাজের কথা শুনতেও. যদি অমনি মজা লাগতো!" দোভাষী এটা তর্জমা করেনি।

টেবিলে সালাড্ আসতে আলোচনায় ছেদ পড়ে। এখানে সবকিছু পাওয়া যায় না, তবু বাবুর্চিকে এই শাকসবজির সালাড্ তৈরিটা শেখাতে পেরেছে—ইভার মহা গর্বের সামগ্রী। ফালিকাটা টোমাটো, বাঁধাকপি আর লেটুস, ফালিকাটা গাঁজর, এবং আরও কত কি সব বিশেষ প্রক্রিয়ায় মেশোনা জিনিসটা স্তেপান নিশ্চয়ই তারিফ করবে। কিন্তু স্তেপান ওটা শুধু নাড়াচাড়াই করছে, খাচ্ছে না আসলে। ইভার নজর ওদিকে দেখে স্তেপান এক টুকরো টোমাটো তুলে গিলে ফেলে আবার সালাড্ নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

স্তেপান এবার দোভাষীকে বলে, মিস্টার জনসন যদি আমেরিকায় শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার সংগঠন সম্পর্কে একটু বলেন—"সেই রকমের একটা প্রতিযোগিতা বাঁধে করে দেখতাম।"

জনসন বলেন: "এই রকমের কোন প্রতিযোগিতা আমাদের নেই।"

কিন্তু স্তেপানের জানা চাইই: "কী রকম তাহলে বলুন।"

"তা, হ্যাঁ আমাদের খেলায় প্রতিযোগিতা আছে। স্ত্রীকে বলছিলাম, সবাই তোমাকে নিয়ে আনন্দ করছিল ঠিক ফুটবলের চ্যাম্পিয়নের মতো।"

"খেলাধুলা আমাদেরও আছে। কিন্তু কাজে প্রতিযোগিতার উৎসাহের মতো কি হয়! একটা বাঁধ গড়লে বহু বছরের জন্যে স্থায়ী একটা জিনিস হল—তা সবাই জানে, ব্যবহার করে। আপনাদের দেশে কাজে প্রতিযোগিতা নেই?"

আমেরিকানটি বলবার চেষ্টা করে: "তাও এক রকম আছে বটে। আমি ইঞ্জিনিয়ার—অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে আমার পাল্লা দিতে হয়। তাদের চেয়ে আমার কাজ ভাল হলে আমি এখানে এই নীপারে চাকরি পাবো, নইলে আর কেউ পাবে।"

স্তেপান বলে: "তা বড় ইঞ্জিনিয়ার তো বড় কাজে যেতেই চাইবে।" জনসন এখানেই কাজ করতে আগ্রহশীল শুনে স্তেপান আনন্দ প্রকাশ করে। নীপারের এই বিরাট কাজে সবারই আসতে চাওয়াই তো স্বাভাবিক!

স্বামীর দিকে একটু বাঁকা চোখে ইভা তীর্যক হাসে। ওরা দুজনেই জানে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ হালে আমেরিকায় এবং দুনিয়ার অন্যত্রও কি ভীষণ কমে গেছে; এই বিদেশেও যে এই কাজটা পাওয়া গেছে সে তাদের মহা সৌভাগ্যের কথা। এবং, ভালই হল, তারই জন্যে এই সুদর্শন ছেলেটি তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠছে।

স্তেপান গম্ভীরভাবে বলে: "বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারের তো প্রতিযোগিতার প্রয়োজনই নেই। মহান্ উৎকর্ষসাধনের প্রেরণাতেই তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তবে, আমাদের শ্রমিকেরা এখনও অনগ্রসর—আমাদের মধ্যে তাই উৎসাহ সৃষ্টি করবার দরকার হয়। কাজটা কেন, দেশের পক্ষে এর গুরুত্ব কতখানি, এসব আমাদের মধ্যে বুঝিয়ে বলতে হয়।"

জনসন মন্তব্য করেন: "তোমাদের তো হাতিয়ার বলতে কিছু নেই; বুঝি না তোমরা কি করে কি করো।"

স্তেপান আপত্তি করে: "কী বলছেন আপনি? আমাদের ঢের ঢের সব হাতিয়ার আছে।"

আমেরিকানটি হেসে বলে: "হাতিয়ার কাকে বলে আসলে তাই তোমরা জানো না। পেরেক টেনে তোলার নখ-হাতুরিটা পর্যন্ত নেই। একটা পেরেক তুলতে হলে কোন শ্রমিক আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসে একটা সাঁড়াশী।"

স্তেপান একটু লজ্জা পেয়ে জানতে চায়: "নখ-হাতুড়িটি কি জিনিস?"

"দেখাচ্চি, আমাদের ঘরেও আছে।"—জনসন একটু উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসেন একটি নখ-হাতুড়ি।

হাতুড়িটা দিয়ে কাজ করবার কায়দাটা দেখিয়ে তিনি বলেন: "এদেশে একটা গাঁইতি দেখলাম না—শুধু আমরা এই নেপ্রোস্ত্রইয়ের জন্যে যে কটি নিয়ে এসেছিলাম। তোমাদের শ্রমিকেরা মাটি ভাঙে লোহার ভারি ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে, একটা খাড়া রেখা ঠিক করবার জন্যে চাই ঐ কাজের উপযোগী সামান্য জিনিসটি—একটা দোলক। তা না, তোমরা একখানা ইট কিংবা এক টুকরো

পুরানো লোহা ঝুলিয়ে কাজ চালিয়ে যাও। তোমাদের হাত-লেভেলগুলো অত্যন্ত সাধারণ, তা নিয়ে সূক্ষ্ম কোন মাপের কাছেও যাওয়া চলে না।"

নিজের দেশের সপক্ষে স্তেপান বলে : "হ্যাঁ, শিল্পকৌশলে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি ঠিকই, কিন্তু তবু আমরা করেছিও ঢের। আপনি নিজেই ১৯২৩ সালে কি দেখে গিয়েছিলেন, আর, আজও দেখছেন।"

"তা ঠিক বটে," জনসন সেটুকু মেনে নিয়ে বলেন, "কিন্তু মানুষের শ্রমের ভয়ানক অপচয় তার জন্যে হয়েছে।" স্তেপান নামও শোনেনি এমনি আরও কয়েকটা হাতিয়ারের নাম করে তিনি স্তেপানকে প্রায় ঘাবড়ে দিলেন। শিল্প-কৌশলে 'আমেরিকাকে ধরে ফেলে ছাড়িয়েও যেতে হবে', কথাটা সে মনে মনে আরও জোর করে আঁকড়ে ধরে, আর ভাবে, তার জন্যে কত কীর্তি যে করতে হবে। উপযুক্ত হাতিয়ারের জন্যে খবরের কাগজে আন্দোলন করতে পারলে হত!

এতক্ষণে সবাই ও-ঘরে যাবার জন্যে উঠছে। চা নিয়ে আসছে উক্রাইনীয়া পরিচারিকাটি। স্তেপান চা খায় গ্লাসে—এখানে চায়ের পেয়ালাগুলিও কি চমৎকার!

পেয়ালার সুবাস টেনে নিয়ে স্তেপান বলে : "কী চমৎকার মার্কিন চা! আমেরিকা থেকেই আনা বুঝি? আমাদের চায়ের থেকে একেবারে আলাদা।"

গৃহকর্ত্রীর চোখে কৌতুক। "বলব নাকি, বব্?" তার স্বামী একটু হাসে। ইভা বলে : "চা আমেরিকায় হয় না; আমাদের চা যায় ভারত থেকে, চীন থেকে। এটা কিন্তু তোমাদেরই জর্জিয়ার চা—এই এখানেই কেনা। আমি শুধু একটা বিশেষ গন্ধ মিশিয়ে নেই—তাও পাওয়া যায় এখানকারই দোকানে।" তার ইঙ্গিতে পরিচারিকাটি রান্নাঘর থেকে কি যেন আনতেই সে স্তেপানের চোখের সামনে তুলে ধরল—একটি লবঙ্গ। "গোটা এক পাত্র চায়ের জন্যে এর একটিই যথেষ্ট।" ইভা হাসে—কি গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্যই যেন দিয়ে দিচ্ছে।

স্তেপান ভাবে যেমন রকমারি মার্কিন শিল্পকৌশল, তেমনি ইভার আশ্চর্য বুদ্ধি! কি কাজ করে ইভা? তার স্বামীর মতো অমনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিশ্চয়ই। বাঁধেই কিছু, না, খাবার ব্যাপারে এত জ্ঞান—হয়তো কোন বড় কারখানার রসুইখানায় কিছু।

কথাটা জিজ্ঞাসা করতেই ইভা মজা পেয়ে হেসে বলে: "তুমি বরং পথ দেখো, বব্‌। কন্‌ক্রিটের নায়ক আমাকে তার বাঁধের জন্যেই পছন্দ করে ফেলেছে। তুমি দিতে পারোনি এমন কিছু।" চটুল হাসিটুকু স্তেপানের চোখে জড়িয়ে দিয়ে সে বলে: "আমি বরের সঙ্গে এসেছি, এই মাত্র। আমি শুধু বউ—ওর ঘরকন্না করি। সেই-তো যথেষ্ট!"

"সেই-তো দুনিয়ার সেরা কাজ"—নারীর মর্যাদারক্ষক বীরের মতো একটা অহঙ্কৃত গৌরবে তার স্বামী বলে, "যথাশক্তি করবার জন্যে স্বামীকে প্রেরণা যোগাবে—সেই-তো দুনিয়ার সেরা ব্রত।"

এই মুহূর্তটিতে কিন্তু ইভা প্রেরণা যোগায় স্তেপানকে। তার স্থিরদৃষ্টিতে অন্তরের গভীরে নাড়া খেয়ে আনিয়ার কথা মনে পড়ে—অনেক দেরি হয়ে গেছে। বলে, এই সন্ধ্যায়ই ও-পারে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করবার কথা রয়েছে। বাঁধের কর্তৃপক্ষেরই দেওয়া ড্রাইভারকে ডেকে দেন জনসন।

বিদায়কালে তিনি স্তেপানকে আবার আসতে বলেন।

"এসো যেন"—কথাটার সঙ্গে স্তেপানের হাতে নরম চাপ দিয়ে ইভা বলে, "বড় ভাল লেগেছে তোমার অত দরকারী সব কাজের কথা। তুমি একটু ইংরেজী জানলে কি ভালই হত! আমিই-তো শেখাতে পারি—আমার হাতে অঢেল সময়।"

মহা খুশি হয়ে স্তেপান বলে: "সে-তো খুবই আনন্দের কথা। একটা বিদেশী ভাষা শিখতে আমার খুব ইচ্ছে করে—আমেরিকান ভাষা হলেই সবচেয়ে ভাল। এখন আসা কঠিন, পুল ঘুরে আসতে বেজায় দূর পড়ে। বড়দিনের মধ্যে এপার ওপার মিশে যাবে—তখন প্রায়ই আসতে পারব।"

ফিরবার পথে গাড়িখানার ছিমছাম কারিগরি আর চোখেও পড়ে না। কয়েকঘণ্টা আগের মহা বিস্ময়ের সেইসব সামগ্রী এখন নতুন নতুন কথা আর চিন্তায় চাপা পড়ে গেছে। এই আমেরিকানদের বোঝা দায়! আশ্চর্য মেয়েটি স্তেপানকে মুগ্ধ করছে—অথচ তার এত বুদ্ধি কোন সামাজিক কাজে আসে না, তা শুধু একজন পুরুষকে প্রেরণা যোগাতেই লেগে যায়। মিস্টার জনসনের প্রতি ঈর্ষা জাগে। অমন আশ্চর্য মেয়েটি একেবারে অমনি নিজের হলে সে-যে কী আনন্দ!
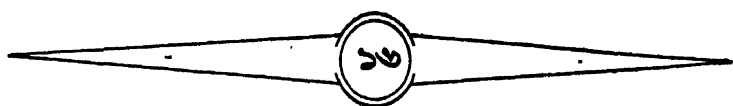
নিজের মনটিকে আনিয়া এবার স্পষ্ট চিনেছে। স্তেপানের যোগ্যতাও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত; মনের কথা গোপন করা আর কেন। অভিনন্দন জানাতে গিয়ে দেখেছে স্তেপানের চোখে খুশির দ্যুতি। সে খাবার-ঘর থেকেই সোজা চলে আসবে নিশ্চয়ই। সভাসমিতি আর অনুষ্ঠানাদি সামাজিক কাজেকর্মে ব্যবহারের জন্যে মেয়েরা ব্যারাকের একটা দিক সাজিয়েগুছিয়ে নিয়েছে। আনিয়া রাতের খাওয়া সেরেই গিয়ে তাকে পরিপাটি করে তুলতে লেগে যায়—সেই তাদের 'লাল কোণ'।

কিছু দূরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ছিল তার চেয়ে একটু বড় মেয়েটি—তাকে ডেকে আনিয়া বলে: "আয় না, একটু হাত লাগাবি আয়, ভেরা।"

ভেরা হেসে এগিয়ে আসে। বলে, "মধুর মধুর এত—না? দেখিস ভেসে যাসনি যেন।" খুশি আনিয়ার জন্যে ফোটে তার সহানুভূতির মৃদু হাসি।

মনের কথাটা এতখানি প্রকট হয়ে উঠেছে দেখে লজ্জা পেয়ে আনিয়া খুব মন দিয়ে আর একটু বেশি তৎপর হয়ে লম্বা লাল টেবিলে বই আর কাগজগুলো গোছাতে থাকে। টেবিলের ওপর দেয়ালে লেনিনের ছবিখানাকে ঠিক করে বসিয়ে দিল; বড় ঘরটার সবটা জুড়ে দশ-বারোটি মেয়ের বিছানাগুলো যাতে নজরে না পড়ে তাই পর্দাকে ভাল করে টেনে দেয়। মেয়েরা যখন এসেছিল তখন এ ব্যারাকটিও ছিল অন্যান্যগুলিরই মতো সমান অসংস্কৃত আর বিশ্রী। এখন একটু বাড়িঘরের ছাপ পড়েছে—বিছানায় ঢাকনা চাদর, বালিশ-গুলোতে পরিপাটির স্পর্শ, বাড়ি থেকে আনা পারিবারিক ফটো আর পোস্টার, আর বন্ধুবান্ধব এলে বসাবার জন্যে এই সাজানোগোছানো 'লাল কোণ'।

এই বিকেলেই তোলা সবুজ পাতা আর পল্লব-বসানো ফুলদানিটা তুলে নিয়ে টেবিলের এখানে ওখানে বসিয়ে আনিয়া কত দিক থেকে দেখে বুঝে শেষে একটু পিছনে ঠেলে দিল।

ভেরা হেসে বলে : "অত উতলা হোস্‌নি রে, তুই অত ছটফট না করলেও সে ঠিক সেই সময়টিতেই আসবে।"

অধীর ভাবটা দমন করে আনিয়া বসে। ব্রিগেডের নেত্রীটিকে বড় ভালো লাগে; তার সুনজরে থাকা চাই। কিন্তু ভেরা অমন চটপট মনের কথাটা ধরে ফেলল কেমন করে? বিয়ে হয়ে গেছে তো—তাই বুঝি?

ভেরা জানতে চায় : "ওর জন্যেই কি এখানে কাজে এলে?"

"পুরোপুরি তা নয়। আমাদের ছোট্ট বাগানে আর এখানে-সেখানে ছড়ানো ফালি ফালি জমির কাজে কোন ভবিষ্যৎ নেই। ভাবছিলাম একটা যৌথ প্রতিষ্ঠান,—'রাঙা প্রভাত' খামারে যাবো, কিন্তু দাদুর মত হল না—তাঁর বয়েস হল আশি, চালচলন সব ছকে বাঁধা। জিদ ধরতে পারতাম, কিন্তু নিজের মনেই জোর পাইনি তেমন। 'রাঙা প্রভাতে'র সভাপতি আমায় বিয়ে করতে চায়; কিছুদিন আমারও মনে হয়েছিল তাই ভাল। তারপর গত বছর উৎসবের সময় দেখলাম এই বাঁধ; খামারটাকে যেন নিতান্ত মামুলী মনে হল। স্তেপানের পাশে ঈভানকেও মনে হল ম্লান। স্তেপান ছিল কেমন যেন দুরন্ত, আর অশান্ত, তাই তাকে ভালবাসতে ভয় হ'ত। ঠিক করেছিলাম, কাজের ভিতর তাকে দেখে তবে মনস্থির করব।"

"এমন গুরুতর সিদ্ধান্ত করবার বয়েস তোমার হয়নি এখনও, আনিয়া। মাত্র আঠেরো।"

"আমার মা'র বিয়ে হয়েছিল আরও কম বয়সে।"

"আমাদের মায়েদের-তো নিজের সিদ্ধান্ত করবার উপায় ছিল না; তাঁদের বর ঠিক করত অপরে। আজ অন্য রকম। আমরা নিজেরাই মনের মানুষ দেখে নিতে পারি; কিন্তু এই বেছে নেবার কাজটা সহজ নয়।"

আনিয়া তা মানে। "কঠিন, তা-তো দেখলামই," কিন্তু তার কথায় আত্ম-সন্তুষ্টির সুর।

ভেরা বলে যায় : "জীবনে কি চাই সেটা সুস্থিরভাবে সামলে বুঝলে তবে জীবনের সাথীটিকে চিনে নেওয়া যায়।"

"স্তেপান আর আমি যদি পরস্পরকে ভালই বাসি তাহলে জীবনে কি চাই তা তো আমরা দু'জনে মিলেই শিখে বুঝে নিতে পারি ?"

"তা পারবে না কেন," সস্নেহ সম্মতি জানিয়ে ভেরা বলে: "কিন্তু এই প্রেমের টান যেন কোটালের বান—ভাসিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিতে চায়। আবেগের দাপট কখন যেন ঝাপ্‌টা মেরে তুলে নিয়ে যায় ঢেউয়ের পিঠে; একটি মানুষকে শুধু একটু খুশি করবার জন্যেই সবকিছু, দুনিয়ার সবকিছু উজাড় করে দেবার জন্যে তখন সে কী আকুলি-বিকুলি! কিন্তু তা বেশিদিন থাকে না, আনিয়া। ভালবাসা থাকে, থাকে না কেবল নিজের জীবনটাকে বিলিয়ে দেবার সেই ক্ষ্যাপামি। সুপরিণত বিয়ে করে যদি ভরা জীবনের মধ্যে সুখী হতে চাও তাহলে এই আবেগের তাড়নায় ভেসে যেও না—নিজের জীবনের পথটা আগে বুঝে নিও।"

কথা শুনে আনিয়া আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে দেখে ভেরা এবার তাকে একটু আশ্বাস দিয়েই বলে: "তোমার তবু ভাগ্য ভাল, দুটি ছেলের কেউই পারিবারিক বেষ্টনীতে গড়ে ওঠা কৃষক নয়। বাপ-ছেলের সেই-যে সম্পর্ক, ছেলের ওপর, ছেলের বৌ-ছেলের ওপর বাপের সেই-যে কর্তৃত্ব তা-যে মানুষের জীবনে কি ভয়ানক সর্বনাশ হয়ে উঠতে পারে! আমি এই বাঁধের কাজে এসেছি স্বামীর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে। যতদিন না সে বাপের সামনে মানুষের মতো দাঁড়াতে শিখছে, আমি এই নিজের মতোই থাকবো।"

আনিয়ার সহানুভূতিমাখা প্রশ্ন: "ওদের সংসারে বুঝি কষ্ট দিত ?"

"বিয়ের পর ও-সংসারে পা দেবার মুহূর্তটি থেকেই অত্যাচার—চাকরানীকেও কেউ অমন করে না। ওর মা-বাপ আর ভাই-বোন নিয়ে সংসারে ছিলাম আমরা ন'জন। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজের বোঝা পড়ত সব আমারই ওপর। বাড়ির মেয়েরা আরামে গাড়িতে পা ঝুলিয়ে বাজারে যেত, আর মাঠের কাজে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হত আমাকে। সাধ্যের অতীত সে খাটুনি। পেটে যখন সন্তান এল, তখনও। তাই-তো সে সন্তান আমার নষ্ট হল; সময়ের আগে মাঠেই প্রসব হয়ে গেল।"

হাত মুঠি করে সেই স্মৃতির আবেগটাকে সামলে নিয়ে ভেরা আবার সহজ স্বরেই বলে : "স্বামী আমার জন্যে কষ্ট পেত, চেষ্টাও করত বাঁচাবার জন্যে, কিন্তু বাপের সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সাহস তার ছিল না। তাই আমিই ছেড়ে এসেছি—আগে সে নিজের বৌ-ছেলের প্রয়োজনটা বাপের হুকুমের এক্তিয়ারের বাইরে বুঝতে শিখুক।

"পুরানো আমলে সব সইতেই হত। পৃথক হওয়া তখন সম্ভবই ছিল না। একটিমাত্র ঘর, একটি গরু, একটি ঘোড়া—সে সম্পত্তি ভাগ হলে বাপ-ছেলে দুইয়েরই হত সর্বনাশ। এখন কিন্তু ও-সংসার ছেড়ে 'কোল্‌বজে' গিয়ে ভর্তি হওয়া যায়। পরিবারের জমির অংশ এবং সাজসরঞ্জাম আর গরু-ঘোড়ার অংশও আইনত প্রাপ্য। নিজেদের অংশ নিয়ে আমরা যৌথ খামারে চলে যেতে পারতাম।"

আনিয়া জানতে চায়, ভেরার বর কি 'কোল্‌বজ্'-এর বিরোধী ?

"না, না! আজকালকার ছেলেরা সবাইই যেতে চায়। কিন্তু দেখতে যদি—বুড়োর সে কী কাণ্ড! বলে, 'শয়তান সব আজকালকার ছেলেরা—নাস্তিকের দল! বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে অমনি সংসার ভাঙার মতলব! সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেলে আমি বাঁচব কি নিয়ে?' আমি বলেছিলাম, তিনিও 'কোল্‌বজ'-এ যেতে পারেন, সেখানকার নতুন কলকব্জার সুযোগ পাবেন, তবে সেখানে আমাদের সমান-সমান অধিকার, কোন মোড়লি চলবে না।

"তিনি গলা ফাটিয়ে বললেন : 'শয়তান ট্রাক্টর আমি কথ্‌খনো ছোঁবো না। আমি ঈশ্বর মানি, সে বিশ্বাস বদলাবার বয়েস আমার নেই।' তারপর আনা হল পাদ্রীকে। দু'জনে মিলে আমার স্বামীকে বোঝালো—সংসার ভাঙলে ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসবে। এই সংসার আমার ছেলেটিকে মেরেছে—তা বলতে পাদ্রী বলল, জীবন-মৃত্যু-তো তাঁরই ইচ্ছা!

"এইসব থেকে নিষ্কৃতি পাবার সুযোগ এনে দিয়েছে এই বাঁধ। এক নতুন জীবনের পথ আমার সামনে খুলে ধরেছে; আমি পার্টি-সদস্যা হয়েছি। নিজের পছন্দমতো পড়া, শেখা, এগিয়ে যাবার চমৎকার সুযোগগুলি রয়েছে—গ্রামে আর ফিরছি না। কী জানি একদিন সেও হয়তো এসে পড়তে পারে।"

আলাপে ডুবে ছিল এতক্ষণ—আনিয়া বুঝতেই পারেনি সময় কোথা দিয়ে কেটে গেছে। কয়েকটি মেয়ে বেড়িয়ে ফিরে মাঝরাতের শিফ্‌টে কাজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে দেখে সে বোঝে কত দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু স্তেপান তো এলো না?

দারিয়া নামে চটুলস্বভাব শ্যামাঙ্গী মেয়েটি এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে বলে: "কই, নাগর কই? আমরা-যে এলুম তাকে দেখব বলে।"

"সে আসেনি।"

"হয়তো অন্য কাউকে পেয়ে গেছে। এখন মেয়েরা কে না চাইবে তাকে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে মোটর গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। এখানে মোটর গাড়ি এই প্রথম—ব্যারাকে এসে থামল সেই মার্কিন গাড়িখানি। অমনি এক ঝাঁক মেয়ে গিয়ে স্তেপানকে ঘিরে ঠাট্টা শুরু করল: "বীর এলো এই! এরই মধ্যে একেবারে মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলে যে! গাড়িতে ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাও না একটু কাজকর্ম!"

কী সম্বর্ধনা! স্তেপান এক্ষুণই যে পরিবেশ থেকে এল তারপর এইসব স্থূল রসিকতা নিতান্ত ছেলেমানুষি লাগে। ভেবেছিল আশ্চর্য সন্ধ্যাটার কথা আনিয়াকে সব সবিস্তারে বলবে; এখন মনে হয় আনিয়া বরং এখানকার পরিবেশ আরও একটু ফিটফাট রাখলে পারত। দেরি হবে বলে মার্জনা চাইবে ভেবে এসেছিল, কিন্তু এখন সে ব্যারাকের ভিতর ঢুকে শুধু বলে: "ডিনারে যেতে হয়েছিল মার্কিন কলোনিতে।"

স্তেপান আসবে তাই সুন্দর পোশাকটা পরেছিল আনিয়া, কিন্তু তা বদলে ওভারঅল পরে নিয়েছে—এখন কাজে যাবার সময়। স্তেপান সব মাটি করে দিল, অথচ সেজন্যে এতটুকু ও অনুতপ্ত নয়। "ওখানে যাবে সে-কথাটা অন্তত জানিয়ে দিতে পারতে, তাহলে অপেক্ষা করে করে আমার সন্ধ্যেটা নষ্ট হত না।"

স্তেপান বলে: "কিছু ভাববারই অবকাশ পাইনি। কিন্তু আমি-যে অমন চমৎকার সন্ধ্যাটি নষ্ট করে শুধু একটা কথা রাখবার জন্যে চলে এলাম তা তুমি দেখছ না।"

ও, শুষ্ক কর্তব্যের তাগিদে এসেছে স্তেপান। বড় মর্মাহত হয় আনিয়া। ঝগড়া করবে না, তাই যে-প্রত্যুত্তরটা মনে এসেছিল তা মুখে ফুটল না, কিন্তু সামলে নেবার সেই চেষ্টায় তার আচরণে, কথায় একটা চাপা উত্তেজনার ভাব এসে যায়। "বল, সব শুনি। এখনও একটু সময় আছে।"

বিফল সন্ধ্যাটির উদ্দেশে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে স্তেপানের মোটর গাড়ি, স্নানের ঘর আর আশ্চর্য রান্নাঘরের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় মন দেবার চেষ্টা করে। সবাই কাজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে—সেই অস্থির আবহাওয়াটাও অস্বস্তিকর। স্তেপানও চটপট আসল কথাটিতে এসে যায়—সেই নিখুঁত সংসারের কর্ত্রী আমেরিকান মেয়েটি।

"সে-যে কি আশ্চর্য সুস্বাদু চা আবিষ্কার করেছে! এবং এই সবই সেই আমেরিকান ভদ্রলোকটির জন্যে। অন্য কোন কাজ সে করে না—শুধু ঐ আমেরিকান ভদ্রলোকটি আর তার ঘর-সংসার দেখা আর তাকে প্রেরণা যোগানো।"

"বয়স্কা মেয়ের খাসা কাজ বটে!"—নিজের শ্রম-কর্কশ রুক্ষ হাতখানার দিকে চেয়ে আনিয়া প্রাণপণে চোখের জল রোধ করবার চেষ্টা করে। মাসের পর মাস কেটেছে স্তেপানের চিন্তায়; বীরের সম্মান উজাড় করে দিয়েছে; তারপর এই প্রথম সাক্ষাৎ—তাও যেকোন মুহূর্তে বেজে উঠতে পারে কাজে ছুটবার বাঁশি, অথচ কয়েকটি মাত্র মিনিটের কথাগুলি যাবে কিনা কাজ-না-করা এক বিদেশী মেয়ের স্তুতিতে?

স্তেপান কঠিন হয়ে ওঠে: "জানতে চাইলে, তাই বললুম। একদিন আমার নিজেরই অমনি মার্কিন ধরনের বাড়ি হবে। অমনি স্নানের ঘর, অমনি সব কিছু। আমাদের দেশে অমন সুন্দর জিনিস নেই।"

"তেমন কিছু যদি থেকেই থাকে আমেরিকানদের বাড়িতে"—আনিয়া বলে, "আমাদের সবারই তা হবে—বাঁধটা শেষ হলে পরে।"

স্তেপানের রাগ হয়। আমেরিকানদের ছেড়ে এল তার উচ্ছ্বাসে আনিয়াকে ভাগীদার করবার জন্যে, আর সে কিনা অবজ্ঞা দেখায়! স্তেপান ফেটে পড়ে:

"তুমি নিতান্ত গেঁয়ো কৃষকই আছো, এবং অন্য কিছু হবার ইচ্ছাও তোমার বোধ হয় নেই!"

"আর, তুমি যদি 'অন্য কিছু' বলতে শুধু পুরুষের প্রেরণার যোগানদার ঘুরঘুর-করা নিষ্কর্মা মেয়েটির আদর্শ দেখাতে চেয়ে থাকো, তাও আমার দ্বারা হবে না, জেনো।"

তখনও সিটি পড়েনি, তবু এই কড়া জবাব দিয়ে আনিয়া চোখের জল গোপন করবার জন্যে উঠে পড়ে। মহা-রেগে স্তেপানও নিজের ব্যারাকে ফিরে যায়।

তারপর দিন যায়—দু'জনে সর্বক্ষণ দু'জনের কথা ভাবে; অভিমান ভাঙবার জন্যে এগিয়ে আসবে আবার কালই, এই আশায় দু'জনেই দিন গোণে। কিন্তু, কাজের সময় পড়েছে আলাদা। তার ওপর আবার কাজের এক নতুন সময়-তালিকা চালু হয়েছে, তাকে বলা হয় 'নিরবচ্ছিন্ন সপ্তাহ'; বাঁধের কাজে কোন ছেদ নেই—প্রতিদিনই সমস্ত শ্রমিকের এক-পঞ্চমাংশ ছুটি নেয়। স্তেপান আর আনিয়ার সেই ছুটির দিনও পড়েছে আলাদা, শিফ্‌টও আলাদা। একত্রে বসে ব্যবস্থা করতে পারলে তবে এত সব বাধা কাটানো যেত। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হয়েছে রাগে, তাই বাধাগুলো থেকেই গেল।

ভেরা আনিয়াকে বলে: "যে তোমাকে চায় না তারই জন্যে কেঁদে অন্ধ হওয়াটা কিছু কাজের কথা নয়। নিজে মানুষ হয়ে ওঠো; একটা কিছু হও আগে। তাহলে হয়তো একদিন সে ফিরে আসবে। তাও না এলে……সারা জীবনটাই এখনও সামনে পড়ে রয়েছে, জীবন ব্যর্থ হবে না।"

আনিয়া জানতে চায়: "সভ্যতায়-ভব্যতায় আমেরিকানদের ছাড়িয়ে যাবার জন্যে কী পড়া যায়?"

ভেরা দুষ্টু হেসে বলে: "এই ঢুকেছে তোমার মাথায়? ওসব আমেরিকান-টামেরিকানের কথা ভুলে যাও তো। নিজে ঠিক কি করতে চাও, তাই বুঝে নাও আগে। তারপর আমার মতো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারো। তোমার আগ্রহ অন্য রকম হলে অন্য কিছু পড়বে। এ বাঁধে জীবনটা বহুমুখী। একটু চারপাশে তাকালেই তা দেখতে পাবে।"

নতুন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আনিয়া দেখে, সত্যিই কত রকমের যে কাজ আছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। নদীগর্ভেই কত রকমের কাজ—গাঁইতি-শাবলওয়ালাদের থেকে শুরু করে বিশেষ দক্ষ ক্রেন-চালক পর্যন্ত। আপিসে কত লোক নকশা তৈরির কাজ করছে, কাজ করছে ইঞ্জিনিয়ারেরা; বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রটা যেখানে হবে সেখানেও আবার আরও কত রকমারি কাজ! তার ওপর আবার কারখানার প্রকাণ্ড রসুইখানায় দশ হাজারের বেশি শ্রমিকের খাবার তৈরি হচ্ছে, বিরাট বিরাট 'থার্মো'-পাত্রে তা পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন খাবার ঘরে; সেখানেও আবার কত রকমের বিশেষজ্ঞেরা কাজ করছে। এবং তার প্রত্যেকটিতেই সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। কী বেছে নেবে আনিয়া—কোন্ কাজটা ঠিক মনের মতো হবে?

দিনের বেলাকার শিশুভবন আর শিশু-বিদ্যালয়টা খুব ভাল লাগে। আনিয়ার ব্যারাকে তিনটি মেয়ের ছেলেপিলে আছে। আনিয়া প্রায়ই সেই ছেলেমেয়েদের শিশুভবনে দিয়ে আসে, কিংবা বাড়ি ফিরিয়ে আনে। একদিন ভেরা বলল: "বাচ্চা খুব ভাল লাগে বুঝি? দিনের বেলাকার শিশুভবনের কমিটিতে কাজ করবে? আমাদের ব্রিগেড থেকে একজন সদস্যা দেবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বলেছে।"

আনিয়া জানতে চায়: "কী করতে হবে?"

"শিশুভবনের উন্নতির জন্যে যা ভালো বোঝ! শহরের স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে ডাক্তারটাক্তার দেয়, বাঁধের কর্তৃপক্ষ দিয়েছে বাড়িটা। দেখাশুনা তদারক করবার সব ভার মেয়েদেরই ওপর। এমনি একটা সামাজিক কাজ-তো তোমার করাই উচিৎ।"

আনিয়া নিয়মিতভাবে শিশুভবনে যায়। নবজাত শিশু থেকে সবে হাতেখড়ি পাওয়া শিশু পর্যন্ত বিভাগে বিভাগে ঘুরে তার কত সব নতুন নতুন আবিষ্কার তার কাহিনী শোনায় ভেরাকে: "ছোট্ট ছোট্ট ঘেরা-খাটে শুয়ে যখন থাকে ইচ্ছে করে আদর করি প্রত্যেকটিকেই। খেলার সময় ঝলমলে সব জামা পরা, আর খাবার ঘরে সামনে সব খুদে খুদে ডিশ—যেন আরও মিষ্টি লাগে। আর শিশুদের সম্পর্কে কত কী-যে জানবার শিখবার আছে! এখন ভাবি, গাঁয়ে তো

এর একটি কথাও মানে না কেউ সেখানে ; শিশুরা বাঁচে বা কেমন করে, আর কেমন করেই-বা বেড়ে ওঠে।"

"বহু শিশুই বাঁচতে পারে না"—ভেরা বলে, "আমার ছেলে পারেনি।"

আলগোছে ভেরার হাতে হাতখানি রেখে আনিয়া সাহস করে বলে : "ক্রমে ক্রমে এত-যে শিশুমৃত্যু এর একটা বিহিত করবার জন্যে যদি কাজ করতে পারতাম ! বিপ্লবের আগের আমলের চেয়ে এখনই ঢের কম, কিন্তু এখনও অনেক অগ্রসর দেশগুলির চেয়ে অনেক বেশি।"

ভেরা মৃদু হেসে বলে : "এখনও কি সেই আমেরিকানের সঙ্গে পাল্লা দেবার জিদ ?"

"না, না—সে কথা মনেও ছিল না আমার। জনস্বাস্থ্য আর শিশুসদন সম্পর্কে আরও জানতে শিখতে ইচ্ছে করে। ভাবছি, তাই তো আমার ভবিষ্যতের কাজ হতে পারে।"

"যেসব মায়েরা দিনের বেলাকার শিশুভবনে ছেলেমেয়ে রাখে তাদের মধ্যে একটা পাঠশালার ব্যবস্থা দিয়েই তো শুরু করতে পারো। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে একজন শিক্ষকের মাইনে দেবে, স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে দেবে আরেক জন। আর, আসছে শীতে তুমি নিজেই দিনের বেলাকার শিশুভবনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ট্রেনিং নিতে পারো।"

পাঠচক্র, আর শিশুভবনে কাজ, আর বাঁধেও পুরো কাজের ভিতর আনিয়া ডুবে যায়। পরবর্তী কয়েকটা সপ্তাহে এমনি কাটে। স্তেপানের কথা ভেবে আর তেমন একেলা লাগে না। কথাটা সে ভেরাকে জানায়।

ভেরা বলে : "আজ বিপ্লবের পরে আমাদের এই জীবন,—মেয়ে হিসেবে এ মহা সৌভাগ্যের কথা। জীবন, জীবনের সুখশান্তি আজ আর একটি পুরুষের পায়ের তলে সঁপে দিতে হয় না।"

"কিন্তু", আনিয়া বলে, "স্তেপানকে পেলে-যে আরও কত সুখী হতে পারতাম !"

ভেরা তা মানে, কিন্তু, বলে, "এ সুখ কেড়ে নেবার সাধ্যও তার নেই।"

আনিয়া ভেবে দেখে, কথাটা ঠিকই, তাইই বাস্তব।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। ভেরা আর আনিয়ার জীবনে, ঈভান আর স্তেপানের জীবনে, সোবিয়েৎ দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে দ্রুত পরিবর্তনের আশু সম্ভাবনা নিয়ে এল মস্কোর একটি ঘটনা। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্তালিন ঘোষণা করলেন: ১৯২৯ সাল হ'ল 'বিরাট মোড় ঘুরবার বছর'; প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার আশ্চর্য সাফল্যগুলির ফলে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ব্যাপক শিল্পের দেশে পরিণত হয়েছে; মধ্যযুগীয় কৃষিব্যবস্থাই পূর্ণাঙ্গ শিল্পোন্নয়নের পথে একমাত্র বাধা; কুলাকদের চূর্ণ করে যৌথ খামারকেই কৃষির প্রধান ব্যবস্থা করে তুলবার সময় এসে গেছে। ব্যাপক আর তীব্র আলাপ-আলোচনা আর তর্কবিতর্কের ভিতর দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী উভয় বিরোধিতা পরাস্ত করে স্তালিনের কর্মনীতিই ব্যাপকতম ক্ষেত্রে সমাদৃত হয়ে গৃহীত হল। দেশের সর্বত্র সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাণ্ড শিরোনামায় ঘোষিত হল সে সিদ্ধান্ত; জনসভায়, ঘরোয়া আলোচনায়, যে কোন আলাপে সর্বতোভাবে সাগ্রহ বিচারবিশ্লেষণের ভিতর সে সিদ্ধান্ত হয়ে উঠল প্রত্যেকটি সোবিয়েৎ নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী।

তার পরের সপ্তাহে একদিন ভেরা আনিয়াকে ডেকে বলে: "কন্‌ক্রিট ঢালা তো এ মরশুমের মতো এক রকম শেষ হল। এর পরে কি কাজ ধরতে হবে এবার ভাবা দরকার। আসছে বসন্তে ওপারে নতুন একটি দিনের শিশুভবন খুলছে; চাও-তো সেখানে তোমার একটা কাজের জন্যে সুপারিশ করতে পারি, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে তোমার নাম অনুমোদিত হলেই তোমার কাজের জন্যে তৈরি হতে একটা ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে; ছাত্রী হিসেবে মাইনে পাবে এখানকার গড়পড়তা মজুরির সমানই।"

এ-যে কী খুশির কথা, আনিয়া তাই বলতে থাকে, কিন্তু ভেরা তারই ভিতর বলে: "মন স্থির করে ভেবে দেখো ঠিক তাইই চাও কিনা। বুঝে দেখো, পার্টি সম্মেলনের পর এখন আমরা অনেকেই নিজের পরিকল্পনা বদলে ফেলছি। আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুলে না ঢুকে এবার শীতে যৌথ খামার গড়ার কাজে যাচ্ছি।"

আনিয়া অবাক হয়ে বলে : “তুমি-যে বলেছিলে গাঁয়ে ফিরবে না আর কক্ষনও। এখন মত বদলালে কেন? পার্টি তোমায় টেনে নিয়েছে বুঝি?”

“টেনে নেয়নি কেউ,”—ভেরা হেসে বলে : “গাঁয়ের কাজে সাহায্য করবার জন্যে পার্টি থেকে ট্রেড ইউনিয়নের কাছে পঁচিশ হাজার ভাল কর্মী চেয়ে পাঠিয়েছে। ইতিহাসের বৃহত্তম এই কৃষি-বিপ্লবের ভিতর থাকবার সুযোগটি আমি ছাড়তে চাইনি, তাই। আশা করি, যোগ্য বিবেচিত হবো, সংগঠনের কাজে আমি মোটামুটি ভালোই; মধ্যযুগীয় এই কৃষির তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার হাড়ে-মজ্জায়, দেহে। আমার জানতে হবে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কায়দা।”

“এমন বিরাট বাঁধে ইঞ্জিনিয়ার হবার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছ ঐ কাজ—সত্যিই?”

“এর সব কাজই গুরুত্বপূর্ণ। ইঞ্জিনিয়ার পরে হবো। হয়তো কোন কারখানায়; কোন খামারে ইঞ্জিনিয়ার হবার সম্ভাবনাই বরং বেশি। কিন্তু এখন—এ হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় বিপ্লব। খামারই এখন মহা গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন।”

“কিন্তু ভেরা, খামারে পরিবর্তন আসে বড় ধীরে। ‘রাঙা প্রভাতের’ও আশাআকাঙ্ক্ষা মাত্র এতটুকু। তাই তো আমি চলে এলাম বাঁধে।”

ভেরা হাসে : “সেই খামারই এবার পাল্লা দেবে বাঁধের সঙ্গে।” আনিয়া তাকে আর কখনও এমন আবেগ চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখেনি। “কৃষকরা শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে গেছে। এবার অক্টোবর মাস থেকে তারা যৌথ খামারগুলিতে এসে পড়ছে যেন একেবারে ধস্‌নামা বরফস্তূপের মতো। ছোট ছোট আর্টেলের বদলে গড়ে তুলছে প্রকাণ্ড সব খামার। যন্ত্রপাতিও তৈরি হয়ে যাচ্ছে; আসছে বছর থেকে স্তালিনগ্রাদ থেকে বেরিয়ে আসবে ট্রাক্টরের সারি। বাপের কর্তৃত্বে আদিম কালের সেই চাষবাসের দিন এবার শেষ—এবার মুক্তির রাজ্যে জীবন গড়ার পালা। তার থেকে কি দূরে থাকতে পারি!”

আনিয়ার চোখের সামনেও একটা নতুন পথ খুলে যায়। জানতে চায়: "সেই বড় খামার 'কোল্‌খজ'-এ কি বিশেষ বিশেষ বিভাগ থাকবে? যেমন ধরো—শাক-সবজি?"

"খামারের লোকেরা যাকিছু করতে পারে আর ভাবতে পারে সে সবই থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, আর শহরের শ্রেষ্ঠ সংগঠকেরা সব এবার শীতে ছড়িয়ে পড়ছে খামারে খামারে, সঙ্গে নিয়ে আসছে তাদের শ্রেষ্ঠ আর নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা আর বুদ্ধিবিবেচনার নতুন সম্পদ। ভালো লাগে না? তোমারও মন ছুটে যায় না?"

এক সপ্তাহ ধরে আনিয়া ভাবে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়ে, পরামর্শ করে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। তারপর গিয়ে ভেরাকে বলে: "আমায় বরং এবার শীতেই চিনি-বীট চাষের পড়ায় ঢুকিয়ে দাও। বীট চাষ আমার ভারী পছন্দ—দু'বারে আগে করেছিলামও বেশ ফসল। দেশে আমাদের চিনির ঘাটতি রয়েছে। এ অঞ্চলে আরও বেশি বীট ফলানো দরকার। বীট আনা চাই উত্তরেও।"

১৭

'রাঙা প্রভাত' খামারে জীবন এবার টগবগিয়ে ফুটে উঠেছে। একটু একটু ফুটে উঠেছিল ফসল তোলার আগে থেকেই, তবে, শরৎ গিয়ে শীত আসতে এই খামারই হয়ে উঠল গ্রামাঞ্চলের সমস্ত উতল আশা, আর আশঙ্কারও ফুটন্ত কটাহ।

ঈভান বোব্রফ'-এর সতর্ক নেতৃত্বে তিন বছরে খামারটির কোন চটকদার উন্নতি হয়নি, কিন্তু সমানে এগিয়ে চলেছে। কয়েকটি গরীব কৃষক আর ক্ষেত-মজুর পরিবার এসেছে; সদস্যসংখ্যা গোড়ার পঁচিশের জায়গায় এখন পঞ্চাশে উঠেছে। সেই সঙ্গে জমির পরিমাণ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধাও বেড়েছে। উপযুক্ত মেরামত-ঘর আর দক্ষ কারিগরের অভাবে প্রায়ই অকেজো হয়ে পড়ে থাকলেও এখন ট্রাক্টরও হয়েছে দুটো।

আশেপাশে কৃষকেরাও 'রাঙা প্রভাতে'র অনুকরণে আর্টেল গড়ে তুলেছে। কিচ্কাসকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে পাঁচ মাইলের মধ্যে এমনি সাতটি আর্টেলের প্রত্যেকটিতে দশ থেকে বিশ পর্যন্ত সদস্য; 'রাঙা প্রভাত'ই বড়, তাই পরামর্শ আর সাহায্যের জন্যও সবাই তারই কাছে আসে। এই ছোট আর্টেলগুলির একটিও তেমন স্বচ্ছল নয়। অতি সামান্য সম্বল নিয়েই তাদের শুরু। গৃহহীন ক্ষেতমজুরেরা ছিল একটা কেন্দ্রীয় গোলাবাড়িতে—তাদেরই নিয়ে হয়েছে একটি আর্টেল। অন্যান্যগুলিতে সব গরীব কৃষক; দশ-দশটি পরিবারের জন্য তিন-চারটি করে ঘোড়া। যা সামান্য সাজসরঞ্জাম তাইই একত্র ক'রে, আর সরকারী ঋণের ওপর নির্ভর করে এরা মহাজনদের দেনার দাসত্ব থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। ট্যাক্স দিতে হয় কম, চাষের নতুন সাজসরঞ্জাম পাবার ব্যাপারে অগ্রাধিকারও মিলেছে—তাই ধীরে হলেও এরাও মোটের ওপর এগিয়েই চলেছে। এদের মধ্যে সবার বড় সেলিদ্বা'র আর্টেলে বিশ জন সদস্য; তারা একটা বহু-ব্যবহৃত ট্রাক্টরও পেয়েছে।

১৯২৯ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি যখন আহ্বান জানালো, 'বৃহত্তর খামার গড়ো, নতুন নতুন যন্ত্রপাতির জন্যে তৈরি হও,' তখন এরা সাড়া দিল সানন্দে, সাগ্রহে। ফসল তোলার পরে 'রাঙা প্রভাতের' সঙ্গে মিশে যাবার জন্যে এরা আবেদন জানালো, এবং কিছু আলাপ আলোচনার পর তা গৃহীত হল।

ফিরতি চাষের সময় এই আটটি খামার এক হয়ে কাজ করল। সাতটি গ্রামে একশ' বিশটি পরিবার, বিশটি মাঠে ছড়ানো তার দু'হাজার একরের বেশি জমি—তার ফসল ফেরানো, শ্রম-বিভাগ, পশু আর অন্যান্য সাজসরঞ্জামের বিলি-ব্যবস্থা সবই একটি সমগ্র পরিকল্পনা অনুযায়ী করবার এই কাজে যে কোন পাকা সংগঠকও হিমসিম্ খেয়ে যায়। লাঙল টানার জন্যে আছে বলদ, ঘোড়া আর ট্রাক্টর; সাজসরঞ্জামের মধ্যে আছে 'সোখা' নামে কাঠের লাঙল থেকে ট্রাক্টরে টানা ইস্পাতের লাঙল পর্যন্ত।

প্রচণ্ড চাপে পড়ে ঈভান বলে: "এত সব সামলাই কেমন করে?"

কিন্তু ঠিক তত কঠিন হল না। সাহায্য এল নানা সূত্র থেকে। খামারের সমস্যায় এবার দেশজোড়া নজর পড়েছে—তার প্রথম ফলস্বরূপ 'কম্যুনার কারখানা' থেকে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এল একদল কারিগর। ট্রাক্টর তিনটে আর সমস্ত সাজসরঞ্জাম তারা মেরামত করে দিল; তেল লাগিয়ে ঠিকঠাক করে এবার তারা এমন কাজ দিতে লাগল তেমনটি আর কখনও হয়নি। এর পর একজন শিক্ষক এলেন কৃষি দফ্‌তর থেকে। সারা কাউণ্টির সমস্ত জমির মানচিত্র তৈরি করে তাতে তিনি জায়গায় জায়গায় জমির রকমফের দেখিয়ে তার আগেকার ফসলের বৃত্তান্তও দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। ফসল-ফেরানোর পদ্ধতি শিখিয়ে তিনি বাছাই করা বীজ পাইয়ে দিলেন, আর স্তালিনগ্রাদের কারখানা থেকে নতুন ট্রাক্টর বেরোনো শুরু হলে তা পাবার জন্যে 'রাঙা প্রভাতে'র নামটাও তুলে নিলেন তালিকায়।

তিনি বললেন: "কাঠের 'সোখা'গুলো বাতিল করো। ঘোড়ার তাকতই শুধু নষ্ট হয় ওতে। তার চেয়ে বরং সেরা লাঙলে তিনটে করে ঘোড়া জুতে দাও—লাঙলের ফালি বসবে তলিয়ে, কাজও হবে জলদি।"

এই শরতে 'রাঙা প্রভাতে'র যা চাষ হল এমনটি আগে আর কখনও হয়নি। গুবিনার মুরগীর চাষও বেড়ে গেল; কতকগুলি গ্রামের কৃষক-বৌরা এখন তাকে সাহায্য করে। স্টেশার দিনের বেলাকার শিশুভবন শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিল; মায়েরা ছাড়া পেয়ে রসুইখানা বসালো গিয়ে মাঠে—ক্ষেতে চাষীর পাতে পড়ল গরম ঝোল।

গরীব কৃষকেরা বলাবলি করে: "এই 'রাঙা প্রভাতে'র ক্ষেতের কাজে ঝোলে মাংস কিংবা চর্বি একটি দিনও বাদ যায় না।" আগে নিয়মিত মাংস কিংবা চর্বি শুধু সম্পন্ন গৃহস্থেরই জুটত; অন্যান্যের বরাতে বড় জোর ফসল তোলার মরশুমে কালে ভদ্রে।

শরতের শেষে প্রায় রোজই কৃষকেরা দলে দলে নানা জায়গা থেকে 'রাঙা প্রভাতে'র কাজকর্ম, জীবনযাত্রা দেখতে আসে। শিশুভবন আর শিশুবিদ্যালয় আর আর্টেলের সদস্যদের থাকার ঘরগুলো সম্পর্কেই মেয়েদের আগ্রহ বেশি।

স্টেশার কাছে তারা জানতে চায়: "আচ্ছা, কথাটা কি সত্যি—তোমরা নাকি সব বাচ্চাগুলোকে মালগাড়িতে তুলে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দাও? আর তোমরা নাকি সব কম্বল জুড়ে দু'শ ফুট লম্বা করে ফেলো—আর তারই নিচেয় সবার শুতেই হবে?"

স্টেশা শান্তভাবে জবাব দেয়: "ঘুরে দেখো। খামারের কিছু লোকের যাদের ঘরবাড়ি ছিলো না—তারা গোলাবাড়িতেই থাকে, কিন্তু তাদের জন্যেও আর সবার মতো ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। মায়েরা কাজে গেলে বাচ্চাদের রাখবার ব্যবস্থা রয়েছে। তোমরা যখন কুলাকের কাজে যাও, বাচ্চা রাখো ময়লা কাপড়ে জড়িয়ে, কিংবা ধুলোর ভিতর মাটিতেই ফেলে রাখো। কিন্তু আমাদের এই ব্যবস্থায় কাজের শেষে ঘরে ফিরবার সময় তোমরা তাজা বাচ্চাটিকেই কোলে নিয়ে যাবে।"

শিশুভবন দেখে অনেকেরই ভাল লাগে। কেউ কেউ আবার বলে: "বাচ্চা চোখের আড়াল করবে, সে আবার কেমন মা। তা বাপু ময়লায় পড়ে থাকলেও কি করে না-করে দেখতে-তো পাই।"

শত্রুরা ফলাও করে রকমারি গুজব রটায়। শরতের শেষের দিকে কিচ্‌কাস শিশুভবনটি নদীর ভাঁটির দিকে আরও ভাল বাড়িতে উঠে গেল। গুজব রটে গেল 'রাঙা প্রভাতের' বাচ্চারা সব ঐ শিশুভবনের সঙ্গে চলে যাবে। ছোট ছোট আর্টেলগুলিতে যেসব মেয়েরা বছর খানেক হল ঢুকেছে কিন্তু আগে কখনও শিশুভবনে ছেলে দেয়নি তাদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। আলুর খেতে হাতের হাতিয়ার ফেলে তারা গলা ফাটিয়ে বলতে লাগল—ছেলে দেবো না! প্রায় সারাদিনই কাজ অচল হয়ে রইল।

ঈভান বলে: "আরে বাপু, কে চাইছে তোমাদের ছেলে? মানুষ নয়—জমি আর কাজের সাজসরঞ্জামই আমরা সমাজের সম্পত্তি করছি। অমনি দিলেই বা কে নিচ্ছে তোমাদের বাচ্চা-কাচ্চা!" কথা শুনে কোন কোন মেয়ের চিৎকার আরও বেড়ে গেল—অপমান করছে। শেষে স্টেশা গিয়ে থামায়।

আর্তিউকিনা নামে বিধবা মেয়েটি বলে: "তা বাপু যা শুনি তাই বুঝি। তাছাড়া উপায়টা কি বলো? পড়তে পারি না—কাজেই আমার কাছে পাদ্রীর কথাই সত্যি। লেখাপড়া জানতেন আমার বাবা—তিনি ভয় করতেন না কাউকে, পাদ্রীকেও না, শয়তানকেও না। আমরা আঁধারের মানুষ—ভগবানে আর গুজবে আমাদের বিশ্বাস।"

নভেম্বর মাসের শেষাশেষি দেখা গেল আরও দু'শো পরিবার 'রাঙা প্রভাতে' আসতে চাইছে। ঈভান ভয় পায়।

সেই সব সরখাস্ত নিয়ে খামার সোবিয়েতের সভায় সে বলে: "এত সামলানো যাবে না।"

স্টেশা এখন কম্‌সোমলের সদস্যা—সে পার্টি নীতি অনুসারে ব্যাপক যৌথ খামারের কার্যক্রমের সমর্থনে মহা উৎসাহে বলে: "এ বরং সমগ্র গ্রামাঞ্চলটিকে নতুন করে গড়ে তুলবার সুযোগই এবার এলো।"

ঈভান যুক্তি দেখায়: "এমনিতেই—আটটি আর্টেলকে এক করতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে; এক মরশুমের পক্ষে তাই ঢের। বড় বেশি বাড়তে গিয়েই 'নবীন ক্ষেতী' ভেঙে পড়েছিল, সে কথা ভুললে চলবে না। এই

নতুন যারা আসতে চাইছে এদের না আছে কোন অভিজ্ঞতা, না আছে খাদ্যের সংস্থান। এদের নিলে সবাই মিলে উপোষ করতে হবে।"

দূর দূর গ্রামের কয়েকজন প্রতিনিধি স্টেশাকে সমর্থন করল, কিন্তু ঈভানের কথাই রইল। ঠিক হল, ফসলতোলার সময় অবধি যাদের খাবারের সংস্থান আছে শুধু তাদেরই নেওয়া হবে। ফলে বাদ পড়ল ক্ষেতমজুর আর গরীব চাষীরাই; বছরের কয়েকটা মাস কর্জ-নেওয়া খাদ্যের ওপরই তাদের ভরসা। স্টেশার প্রতিবাদ সত্ত্বেও কয়েকজন কুলাকও এসে গেল। ঈভান শুধু সংক্ষেপে বলল: "এরা কাজ বোঝে,; এরা আসছে, সে বরং আমাদেরই জিত।"

যে খেতমজুরদের আবেদন নামঞ্জুর হল তারা তা নীরবে মেনে নেয়নি। এরা ধার-দেনা করত কুলাকদের কাছে। একটা বিরোধ ঘনিয়ে আসছে বুঝে কুলাকরা এখন শুধু নিজেদের স্পষ্ট সমর্থক ছাড়া অন্যান্যদের ধার দিতে অস্বীকার করল। 'রাঙা প্রভাত' খামারে ঢুকবার জন্যে যারা দরখাস্ত করেছিল তারাই ধার-দেনা থেকে বঞ্চিত হল সবার আগে। যে পরিবারগুলি বেশী গরীব তাদের মধ্যেই অনশন শুরু হল। তাদের অভিযোগের কথা ছড়িয়ে পড়ল সারা এলাকায়। 'কমুনার কারখানা'য়ও তার খবর পৌঁছে গেল।

নিকোলাই ঈভানোভিচ্ মরোজফকে কাছে ডেকে বললেন, "যাও, ব্যাপাটার একটা মিটমাট করে এসো। একজন মেয়ে সংগঠিকা সঙ্গে নেবে। ভেরা ভরোনিনা ঐ এলাকারই মেয়ে; একটি ব্রিগেডের ভাল নেত্রী, স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে এগিয়ে এসেছে।"

মরোজফ আর ভেরার উপস্থিতিতে আবার গ্রাম সোবিয়েতের সভা বসল।

ঈভান যুক্তি দেখিয়ে বলে: "তিন বছরের লড়াইয়ের পর এতদিনে আমরা একশ' কুড়িটি পরিবারের ভরণপোষণের উপযোগী এই খামারটিকে বেশ মজবুত করে দাঁড় করাতে পেরেছি। এখন আরও দু'শো পরিবারের দায় নিতে বলা হচ্ছে। তাদের প্রায় সবই খেতমজুর—সঙ্গে আসবে না কিছুই; আর সব এমন মূর্খ যে, কুলাকদের কথায় নিজেদের গরু-ঘোড়াগুলো মেরে ফেলেছে। কুলাকেরা তাদের কানে মন্ত্র দিয়েছিল: 'কোল্‌খজে সব অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি

হয়ে যাবে—তার চেয়ে বরং এই বেলা খেয়ে নাও।' আর, আজ কিনা তাদেরই সঙ্গে অনশন করতে হবে?"

মরোজফ জোর দিয়ে বলে: "এ-যে কত বড় সুযোগ সেই কথাটিই ভুলে যাচ্ছো। তিন শ' বিশটি পরিবার হলে তোমরাই এই তল্লাটে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবে। নতুন করে জমির বিলি ব্যবস্থা করে তোমরা এই সব সেরা জমিতে একটা আদর্শ খামার গড়ে তুলতে পারবে। শুরুতে কঠিন হবে ঠিকই, কিন্তু কাউন্টির সহায়তাও পাবে।"

ঈভান ছাড়ে না, জানতে চায়: "বাড়তি ঐ দু'শো পরিবারকে খাওয়াবার ভার সরকার নেবে?"

মরোজফ এবার রেগে যায়: "তোমরা কি এখন আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছো? তোমরা এখানে চমৎকার কাজই করেছ, কিন্তু যদি এগিয়ে চলতে না পারো তাহলে যে তার কোন মূল্যই থাকবে না। 'নবীন ক্ষেতী' ডুবে গেল—কিন্তু এ সেই ১৯২৫ সাল নয়। এ হল বিরাট মোড় ঘুরবার বছর। রাইফেল হাতে যখন আমরা ক্ষমতা দখল করেও এগিয়ে গিয়েছিলাম এ সেই ১৯১৭ সালেরই মতো। এবার লড়াই চালাতে হবে খামারের রণাঙ্গনে।

"কৃষক তো আর বিচ্ছিন্ন নিরলম্ব মানুষ নয়; সারা জাতির অবস্থার ওপরই তার গোটা খামারের ভাগ্য নির্ভর করে। আমাদের সবার মুক্তি আর সমৃদ্ধির জন্যেই দেশের শক্তি চাই। আসছে গ্রীষ্মেই স্তালিনগ্রাদের ট্রাক্টর কারখানা তোমাদের ট্রাক্টর দেবে; দু' বছরের মধ্যেই তোমাদের ঘরে ঘরে আলো আর খামারে খামারে বিজলী শক্তি ছড়িয়ে দেবে নীপার বাঁধ। এইসব বিরাট কাজ শেষ করবার জন্যেই রুটির উৎপাদন বাড়ানো চাই। সব কৃষক যদি যে যার মতো বসে চাষের মরশুম ঠিক করবার জন্যে ভাবতে থাকে তাহলে কি তা সম্ভব হবে? অন্তর্ঘাতী কাজ চালিয়ে যায় যদি কুলাকরা, আর ক্ষেতমজুররা যদি উপোষী থাকে তাহলে কি তা সম্ভব হবে? এই সারা তল্লাটের চাষবাস সংগঠিত করবার দায়িত্ব তোমাদেরই ওপর। যেমন যেমন সম্ভব তেমনি সাহায্য পাবে। তার বেশি চাইবার কোন অধিকারই নেই।"

মনের আবেগ ঢেলে দিয়ে কথা বলল ভেরা: "এ হল দ্বিতীয় যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধে রক্তপাত ছিল, ছিল খুনোখুনি। এবার তেমন যুদ্ধ নয়—কিন্তু তবু যুদ্ধই। এ আমাদের প্রত্যেকের সন্তান-সন্ততির জন্যে যুদ্ধ। দু'শো পরিবার তোমাদের পাশে আসতে চাইছে। তাদের নিতে হবে, তাদের সাহায্য করতে হবে।"

এরপর খামার সোবিয়েতের সদস্যরা একে একে রাজী হয়ে গেল। এবং শেষ-পর্যন্ত ঈভানও বলল: "নেবো তাদের; আমরা যথাসাধ্য করব।"

"আরও একটি কথা"—মরোজফ এবার হুঁশিয়ারি জানায়: "শত্রু-মিত্র চিনে নিতে পারা চাই। তোমরা কুলাকদের নিচ্ছো। ক্ষেতমজুরেরা তোমাদের 'কুলাকের খামার' নাম দিয়েছে। অথচ শুনলাম তোমরা ভাবছো কুলাকদের পাওয়াটাই একটা মহা লাভের ব্যাপার। অমন বোকা সরলপনা চলবে না; ওদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে যায়নি। ওদের বরং বের করে দাও খামার থেকে।"

ঈভান জানায়: "ঘোড়া, সাজসরঞ্জাম, খাবার, সবই নিয়ে আসবে, ওরা বলেছে।"

মরোজফ হেসে জবাব দেয়: "তার বদলে তোমাদের ওপর শাসন চালাতে চায়। ওসব সাজসরঞ্জাম পেয়েছে কোথায় শুনি? যুদ্ধের আগেকার জিনিস সব-তো নষ্ট হয়ে এসেছে; তারপর যা পেয়েছে সবই চুরি করে কিংবা কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে। তোমরা ঐ কুলাকদের সব ঝেঁটিয়ে বিদেয় করো; আর ওদের হাতের চোরাই-মালগুলো বরং ফিরিয়ে নাও।"

সভায় সবাই চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ঈভানের মুখেও হাসি ফোটে। সে বলে: "এই ঝাড়াই-বাছাইয়ের ব্যাপারটায় তোমাদের সাহায্য পাবো তো?" মরোজফ সম্মতি জানায়।

মেয়েদের একটা আলাদা সভা করবার প্রস্তাব তোলে ভেরা। "এটা দরকার, তাদের সব ভালভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার। মেয়েরাই লড়াইয়ের অর্ধেক।"

শত শত মেয়ে হাজির হল সেই সভায়। এই এলাকারই একটি গ্রাম আলেক্সিস্কোর মেয়ে ভেরা—কথাটা অনেকেই জানে, আর সেই সঙ্গে জানে যে, যৌথখামার সম্পর্কে মতান্তরের ফলে সে স্বামীকে ছেড়ে গেছে। আগ্রহটা তাই

আরও বাড়ে। সেদিন রবিবার। সারাদিন মেয়েরা অসংখ্য প্রশ্ন করল। জানতে চাইল গরু সম্পর্কে, শিশু পালন সম্পর্কে, শস্য-ভাগের ব্যাপারে। দৈনন্দিন জীবনের ওপর এই নতুন ধরণের খামারের ফলাফলটা কেমন দাঁড়াবে, তাও তাদের জরুরী প্রশ্ন। চিনি-বীটের একটা আলাদা বিভাগ খোলা হবে বলে আনিয়া কোসারেভা এখন খারকোভে পড়ছে—ভেরার মুখে সেই খবর শুনে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেল ; আনিয়া যে সেরা ফসল ফলিয়েছিল সে কথাটা সবার মনে রয়েছে।

ভেরার চেয়েও বেশি চাঞ্চল্য আর উৎসাহ সৃষ্টি হল আর্তিউকিনা বুড়ির কথায়। মাথায় কালো শাল জড়ানো আর তারই ভিতর থেকে তার উদ্দীপ্ত চোখ দুটো, তার কথায় সাবেকী শহীদের প্রেরণাটি আরও উজ্জল করে তুলল।

"একজন যদি দুধ খেতে না পায় তাহলে সবারই দুধ ছাড়া চলবে। একজনের যদি ফেল্ট বুট না থাকে তাহলে খালি পায়ে বরফে চলতে হবে সবাইকেই। দরকার হলে একত্রেই মরতে হবে। কিন্তু মরতে হয়তো হবে না—একত্রে শিখতে বুঝতেই পারবো বরং। প্রথম যখন পড়তে শুরু করলাম—একদিন জানতে চেয়েছিলাম অমুকটা কী অক্ষর। তখন শুনলাম, 'এটা অক্ষর নয়, অঙ্ক।' অঙ্ক আর অক্ষর যে এক নয়, সেটাই বুঝতাম না—এমন মূর্খই ছিলাম! এইতো মাত্র দু'মাস আগের কথা। কিন্তু এখন আমি অক্ষরও চিনি, অঙ্কও বুঝি ; আরও শিখতেও পারব বৈকি।

"স্বামী মারা যাবার পর আটটা বছর আমার কাচ্চাবাচ্চারা উপোষী থেকেছে—একটি দিনও পেট পুরে খেতে পায়নি বাচ্চারা আমার। এবার আমি পেয়েছি তিরিশ বুশেল গম—আমাদের চার জনের সারা বছরের জন্যে যথেষ্ট। 'রাঙা প্রভাতে'র দৌলতেই তো পেলাম ; তারা আমায় খামারে নিলো, আর আমিও ফসল-তোলার কাজ করলাম। ছোট যৌথ খামারের কাজ-তো আমরা এর মধ্যেই শিখে নিয়েছি ; এর পর বড় বড় ব্যাপারেও হাত দিতে পারব হয়তো।" দু'সপ্তাহ পরে 'রাঙা প্রভাতে'র মেয়েদের ভোটে সবে অক্ষর-জ্ঞান পাওয়া আর্তিউকিনা যৌথ খামারের মেয়েকর্মীদের মস্কো সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হল।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়। 'রাঙা প্রভাত' তখন অনেক বড় হয়ে উঠেছে। একটি বিশেষ অধিবেশন বসল কুলাক সদস্যদের সম্পর্কে বিচারবিবেচনা করবার জন্যে। সভাপতি ঈভান বসল মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে, এবং তার সঙ্গে বসল আরও চার জন: মরোজফ, একটি ছোট আর্টেলের সভাপতি, কমসোমলের একজন প্রতিনিধি আর মেয়ে একজন। সভা থেকেই এদের নিয়ে কমিশন গড়া হয়েছে; দশটি গ্রামের সাঁইত্রিশ জন সদস্যের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে হবে।

ক্রুদ্ধ লালমুখ তিরিশ বছরের কাছাকাছি বয়সের লোকটি—ফেবার বুড়োর ছোট ছেলে মিথাইল ফেবার; সে এবার দাঁড়িয়েছে; কথা হচ্ছে তারই সম্পর্কে। ফেবার-পরিবারটি একেবারে শুরু থেকেই সোবিয়েৎ বিরোধী। ফেবার বুড়ো ছিলো 'ভলোস্ট'এর 'স্তার্শিনই', অর্থাৎ এলাকার মোড়ল; তাদের এক-গেলাসের ইয়ার ছিল জারের স্থানীয় কর্মকর্তারা। গৃহযুদ্ধের সময় তার বড় ছেলে একটা সন্ত্রাসবাদী দলে ভিড়ে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের শাসিয়ে বেড়িয়েছিল; সোবিয়েতের পক্ষপাতী কৃষকদের তারা হত্যা করত। ফেবার বুড়ো কিন্তু সোবিয়েৎ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ চালাতো চুপিসারে। কৃষকদের সে মন্ত্রণা দিত: "ঠিক যেটুকু নিজের খোরাকের জন্যে দরকার তার বেশি চাষ নয়।"

এ-তো গেল ফেবার-পরিবারের কথা; তার ছোট ছেলেটি লোক কেমন? একজন ক্ষেত-মজুর প্রশ্ন করল: "তুমিই তো ১৯২৮ সালে বলেছিলে, গম বরং কুকুরকে খাওয়াবে তবু শয়তান বলশেভিকদের কাছে বিক্রি করবে না?" মিথাইল ফেবারের লাল মুখ আরও লাল হয়ে ওঠে। আর একজন সাক্ষী জানালো—মাখন তৈরির সমবায় প্রতিষ্ঠানটির গোড়ার দিককার নানা ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে সে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিল। তৃতীয় সাক্ষী এসে বলল, এই গত গ্রীষ্মেই 'কোলবজ'-এ ঢুকবার পরও মিথাইল মুখ খারাপ করে বলেছিল, 'রাঙা প্রভাতে' যত নিষ্কর্মার আড্ডা। এমন লোক যৌথ খামারের প্রতি অনুগত হবে কেমন করে?

মিথাইল ফেবার রাগে যেন ফেটে পড়তে চাইছিল। তার দিকে সতর্ক নজর রেখে মরোজফ বলল: "অতীত অপরাধের প্রধান দায়িত্ব পরিবারের কর্তারই। যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছে তাকে নিয়ে ঝগড়া করে মিথাইল এক

বছর হল ঘর ছেড়েছে। এবার শরতে সে 'কোলবজ'এ কাজও করেছে ভালই। মিথাইল একটু রগচটা, কিন্তু একেবারে ত্রুটিবিচ্যুতিহীন কে? আমার তো মনে হয়, ওর যা বয়েস তাতে এই নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে বদলাতে পারবে; আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলে ওকে ভর্তি করা যেতে পারে। মিথাইল তার সমস্ত ভূমি-স্বত্ব, গাড়ি, হালের ঘোড়া-বলদ, আর সাজসরঞ্জাম সব 'রাঙা প্রভাতে'র এজমালি সম্পত্তি করে দিক; খামার ছেড়ে গেলে এসব ফিরিয়ে পাবার যে সাধারণ নিয়ম আছে তা তার বেলায় খাটবে না, এই শর্ত থাকবে। আপনি কি বলেন, মিস্টার ফেবার?"

মিথাইলের কুঞ্চিত ভ্রূ এবার স্বাভাবিক হয়ে আসে; সে বলে: "নিশ্চয়ই! আমি তো সব সময়েই বলে এসেছি যে, দোমনা সদস্যরাই যত নষ্টের মূল। আমি বলি, হয় এসো পুরোপুরি, নইলে বাড়িতেই থাকো। আমার গরু-ঘোড়া সব চিরকালের মতোই দিলাম। এ খামার দাঁড়াবে, বেড়ে চলবে!"

ঈভান আশ্বস্ত হয়ে পাশেই আর্টেলের সভাপতির দিকে চেয়ে বলল: "মিথাইল কাজের লোক। আমার ভয় ছিল মরোজফ হয়তো আরও কড়া হবে। এ একরকম ভালই হল।" পাঁচজনের কমিশন অল্প সময়ের জন্যে গোপনে আলোচনা করে তাদের সুপারিশ নিয়ে ফিরে এলো: মিথাইলকে নেওয়া হোক। সভায় তা অনুমোদিত হল।

বছর পঞ্চাশের একটি লোক, মুখখানি তার কঠিন—সে টেবিলের কাছে এসে চেঁচিয়ে বলল: "এই সব অদ্ভুত ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এই সদস্যপদ ত্যাগ করছি এই এক্ষুণই—আমার জিনিসপত্তর সব নিয়ে চলে যাচ্ছি।"

তার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে মরোজফ বলল: "সবুর সবুর, পেঞ্চেলিন মশাই, খামার থেকে আপনি পদত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু আপনার বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারটা আমরাই দেখছি। সাক্ষী আছে কে?"

বিভিন্ন বিবৃতি প্রসঙ্গে প্রকাশ পেল, বিপ্লবের আগে সেলিদ্‌বা'র কাছাকাছি প্রায় সব জমিরই মালিক ছিল এই পেঞ্চেলিন। মজুর খাটিয়ে সে একটা

কামারশালা চালাতো। বহু মেয়েকে সে নিয়োগ করত ক্ষেতের যত সব কঠোর পরিশ্রমের কাজে। এমনি সাতটি মেয়ে জানালো, ১৯১৪ সালে তারা পেঙ্কেলিনের কাছে পাওনা মজুরি পায়নি।

"এমন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটাতো আর খেতে দিত এত কম! স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ত, এক সপ্তাহের বেশি সে খাটুনি গতরে সইত না। তখন সে ঐ কয়দিনের কাজের মজুরি দিত না। ওর কাছে সেই বকেয়া পাওনা আমরা সুদে-আসলে হিসেব কষে দেখেছি, এবং তা আমরা এই 'রাঙা প্রভাতে'র স্থায়ী মূলধনের সঙ্গে মিলিয়ে দিলাম।"

সবার মুখে হাসি খেলে যায়। কম্‌সোমলের সদস্যটি মরোজফের কানে ফিসফিস করে বলল: "এ যা বকেয়া পাওনা, ১৯১৪ সাল থেকে পেঙ্কেলিনের হারে হিসেব করলে তা পেঙ্কেলিনের একজোড়া ঘোড়ার দামে গিয়ে দাঁড়াবে।"

বিপ্লবের সময় পেঙ্কেলিনের দুর্ব্যবহারের বিবরণী দিল শুবিনা: পড়তে দিত না। শেষের দিকে কিন্তু মনে হল সে যৌথখামারের ভক্ত হয়ে উঠেছে। সেলিদ্‌বা আর্টেলটি সে-ই গড়ে তুলল, সে-ই ছিল তার নেতৃত্বে, বহু সাজসরঞ্জাম দিয়ে আর্টেলটিকে সাহায্য করল, একটা ট্রাক্টর পর্যন্ত পাবার ব্যবস্থা করে দিল। কী ছিল এই আশ্চর্য পরিবর্তনের পিছনে?

দেখা গেল, ঐসব সরঞ্জাম চোরাই মাল; 'কম্যুনার কারখানা' থেকে সরানো কিছু কিছুও ছিল তার মধ্যে। সাক্ষ্যে-প্রমাণে আরও দেখা গেল যে, চড়া হারের সুদে ট্রাক্টরটার মর্টগেজী মালিকানা রয়েছে পেঙ্কেলিনেরই; অধিকন্তু, তারই চাপানো গঠনতন্ত্র অনুসারে সে আর্টেলে জনপ্রতি এক ভোটের নিয়ম ছিল না, সেখানে ভোটের ব্যবস্থা হয়েছিল লগ্নী-করা বিষয়-সম্পত্তির শেয়ারের হিসাবে। এইভাবে সে এজমালি ফসলের বড় অংশটাই শুষে নিত, আর আসল যারা খাটতো তাদের ভাগ্যে জুটত সামান্যই।

কথা শুনে বিস্ময় আর ক্রোধের আওয়াজ উঠল সভাস্থল থেকে। মরোজফ এবার ঈভানকে স্মরণ করিয়ে দেয়, "বলেছিলাম না তোমাকে? কুলাক আসে নিজের কর্তৃত্ব চাপাবার জন্যেই।"

সভায় সে ঘোষণা করল: "এ হল পেঞ্চেলিনের ব্যক্তিগত স্বার্থে তৈরি জাল আর্টেল। এমন গঠনতন্ত্র সরকারী অনুমোদন পাবে না। আমরা ভোট দিই মানুষ হিসাবে; বিষয়-সম্পত্তি হিসাবে নয়। পেঞ্চেলিনকে 'রাঙা প্রভাত' থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে; শুধু তাই নয়—চুরির জন্যে ওকে পুলিসে দিতে হবে।"

তিন দিনের এই ঝাড়াইবাছাইয়ের ফলে 'রাঙা প্রভাত' থেকে সাত জন বহিষ্কৃত হল, বিশেষ বিশেষ শর্ত দেওয়া হল আরও কুড়ি জনের ওপর। তার ফলে সারা তল্লাটে 'রাঙা প্রভাতের' সুনাম আর মর্যাদা বেড়ে গেল। কৃষকদের ভিতর থেকে একটি নতুন অংশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সদস্য হবার জন্য দরখাস্ত করল। তাদের প্রত্যেকেরই দুটি একটি ঘোড়া আছে, লাঙল আছে খাসা। বহুদিন ধরে তারা দ্বিধায় দুলেছে। দিন আনে দিন খায় যে গরীব কৃষকেরা তাদের চেয়ে নিজেদের তারা বড় মনে করে। তারা মজুর খাটায় না, তাই কুলাকও নয়, কিন্তু কুলাক হবার আশা রাখে। এবার তারা স্পষ্ট দেখল যে, কুলাকের শাসন শেষ হয়ে গেছে; কৃষকদের অধিকাংশই এখন 'রাঙা প্রভাতে'র সদস্য—নতুন করে জমি বিলি দাবি করে তারাই পেয়ে যাবে সব সেরা জমি। 'রাঙা প্রভাত'ই এখন উন্নতি আর সমৃদ্ধির পথ।

এই পোড়-খাওয়া কৃষকেরা খামারে আসায় ঈভান একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এদের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত গরীব সদস্যদের খাবার ব্যবস্থাটা হতে পারবে।

যারা চাষ-আবাদ করে তাদের প্রায় বারো আনা পরিবারই এখন 'রাঙা প্রভাতে'। নতুন জমিবিলি হতে দেরি হল না। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কৃষকদের নির্দিষ্ট জমিতে মালিকানা না দিয়ে প্রজাস্বত্ব দেওয়া হয়, তাই জমি মাঝে মাঝে নতুন করে বিলি হয়। নতুন জমিবিলিতে 'রাঙাপ্রভাত'ই অগ্রাধিকার পেল; বড় বড় মাঠে এক নাগাড়ে পড়ল তাদের সব জমি। কিচ্‌কাস থেকে পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সেলিদ্‌বা পর্যন্ত, আর চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আলেক্সিকো পর্যন্ত একটানা মাঠে পড়ল তাদের আট হাজার একর জমি।

কুলাকদের জমির স্বত্ব এখনও রইল, কিন্তু তাদের জমি পড়ল সব দূরের মাঠে। 'রাঙা প্রভাত' সর্বনাশ করল বলে তারা সোরগোল লাগালো।

মরোজফ নির্লিপ্ত ভাবেই বলল: "ঠিকই, নিশ্চয়ই। জারের পুলিসের সঙ্গে যোগসাজশে জমিবিলির ব্যবস্থাটি হাত করে তোমরাও এতকাল এমনি ভাবে গরীব কৃষকের সর্বনাশ করে এসেছ। তবে, আমাদের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটা অধিকাংশের সপক্ষে।"

জমিবিলির তিন দিন পরে বড়দিনের আগের দিন মাঝরাত্রে দরজায় প্রবল ধাক্কায় ঈভানের ঘুম ভাঙলো।

যে খবর নিয়ে এসেছে সে হাঁপাতে হাঁপাতে জানালো: "কুলাকরা আলেক্সিস্কোতে গোলাবাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে। ছাব্বিশটা ঘোড়ার মাত্র তিনটে বের করা গেছে।"

রাগে বিড়বিড় করে গালি দিতে দিতে ঈভান জামা-কাপড় পরে নিল। স্টেশাকে ডেকে সব খবর দিয়ে ভেরাকে ডাকতে বলে সে জানালো, "সে আছে আনিয়ার বাড়ি। আলেক্সিস্কোর মেয়ে সে—ওখানে কাজে আসতে পারে। ছেলেদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।"

এই বলে সে বেরিয়ে পড়ল সেই ঠাণ্ডা জমাট অন্ধকারের ভিতর।

বড়দিনের ভোরের আলো তখন সবে ফুটছে। ঈভান গিয়ে দেখল আগুনে ছাই আর দেয়ালের কতকগুলো টুকরো ছাড়া আস্তানাটার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সেই ধ্বংসস্তূপ ঘিরে পোড়া কাঠ আর কয়লায় ময়লা বরফের ভিতর আতঙ্কে বিহ্বল মেয়ে-পুরুষ সব দাঁড়িয়ে আছে। তাদের স্থির দৃষ্টি পড়ে আছে সেই ধ্বংসাবশেষের ওপর। ঐ আগুনে জ্বলেপুড়ে মরেছে ঘোড়াগুলো, সঙ্গে সঙ্গে উবে গেছে ভাল খামার গড়ে তুলবার জন্যে তাদের আশাভরসা। মেয়েরা প্রায় সবাই গলা ছেড়ে বিলাপ করছে; একেবারে যেন বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে কেউ কেউ। অনেকের মুখে কুসংস্কারের ভয়ের ছায়া।

ছাই রঙের শালের ভিতর কাঁপতে কাঁপতে মুখে বসন্তর দাগ মেয়েটি ঈভানকে দেখে মুখ ফিরিয়ে কেঁদে বলে গেল, "কোলবজে যোগ দিয়েছি, তাই এই ঈশ্বরের অভিশাপ।"

ভেড়ার চামড়ার ভারী-জামাটার ভিতর আরও জড়োসড়ো হয়ে মোটাসোটা ভারিক্কি এক গৃহিনী ঈভানের দিকে তিক্ত দৃষ্টি হেনে রায় দিল: "গৃহদেবতারা সব রুষ্ট হয়েছেন। একটি বাড়িতেই শুধু নয়, সব বাড়িতেই পড়েছে তাঁদের অভিশাপ। ঘোর অমঙ্গল, ঘোর অমঙ্গল!" তার ক্ষ্যাপা আতঙ্কজড়ানো চোখে সর্বনাশের ঘোর।

মেয়েদের আতঙ্কিত কাঁদুনি ছাপিয়ে গলা তুলেছে একটু কমবয়স্ক ছেলেরা। একটি ছেলের ঝুলে-কালো মুখ আর ঝলসানো ভেড়ার চামড়ার টুপিটাই আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাক্ষ্য; সে চেঁচিয়ে বলছে, "শয়তান, কিংবা গৃহদেবতা নয়—কুলাকেরা! এ কুলাকদেরই কীর্তি! আমি কেরোসিনের গন্ধ পেয়েছি, তাদের ঘোড়ার পায়ে পালানোর আওয়াজও আমি শুনেছি।"

তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঈভান বলল, "আরও যারা দেখেছে ডেকে জড়ো করো।"

ভিড়ের দিকে ফিরে সে ডাক ছাড়লো : "এই আতঙ্ক ছড়ানো বন্ধ করো! সমস্ত শক্তি দিয়ে 'রাঙা প্রভাত' তোমাদের চাষে মদৎ দেবে। গোলাবাড়ি যারা গুঁড়িয়েছে তারা শাস্তি পাবে! আগুন লাগল কী করে যাঁরা বলতে পারেন তাঁরা সবাই এক্ষুনি ইস্কুলবাড়িতে চলে আসুন। আর সবাই বাড়ি চলে যান।" ঈভানের নিজের মনটাই কিন্তু দমে যায় ; সে নিজেই ভেবে পায় না যে, এই নিদারুণ শক্তি এরা কেমন করে সইবে।

সবাই ইস্কুলবাড়িতে জড়ো হয়েছে এমন সময় এসে পড়ল ভেরা, আর বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি এসেছে আনিয়া, সে-ও। সঙ্গে এসেছে মরোজফ। সে পাশে এসে বসতে ঈভান একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

চটপট প্রাথমিক তদন্তেই জানা গেল, গোলাবাড়িটার জিম্মা ছিল দু'জন ক্ষেতীর ওপর—পাব্‌লোব্‌স্কি আর রোচাগফ্‌ ; পাব্‌লোব্‌স্কি কী যেন ব্যক্তিগত কাজে গিয়ে এখানে অনুপস্থিত ছিল, আর রোচাগফ্‌কে মত্ত অচৈতন্য অবস্থায় জলন্ত গোলাবাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এতক্ষণে আতঙ্কে তার নেশা টুটেছে ; এবার সে মোটামুটি গুছিয়ে সব বলল। আগে যে কুলাকের খামারে সে কাজ করত সে তাকে আগের দিন বিকেলে এক বোতল ভদ্‌কা দিয়ে বলেছিল, "আমাদের প্রভুর জন্মদিনে পান কোরো!" এবং বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় সেই ভদ্‌কা নিয়ে একা পড়ে সে লোভ সামলাতে পারেনি।

"বরাবর এই ভদ্‌কাই হয়েছে আমার যত সর্বনাশের মূল!" এলোমেলো চুলের ভিতর ময়লা আঙুলগুলো চালিয়ে সে আপশোষ করে। তারপর কেমন যেন বেহুঁশের ঘোরে বিড়বিড় করে বলে, "মাত্র একটি বোতল, আর তাতেই কি না—"

কাতর স্বরে ঈভান বলল, "আজ রাত্রের এই সর্বনাশ তো শুধু তোমার নয়।"

"ভদ্‌কার চেয়ে বেশি কিছুও হয়তো ছিল," মরোজফ বলল, "বোতলটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।" কিন্তু সে বোতল তখন আগুনে ছাইয়ের কবরে।

পাব্‌লোব্‌স্কিকেও খুঁজে বের করা হল। তড়বড়িয়ে চলে, সর্বক্ষণ সে উকুন খোঁজে বুকের লোমে। সে জানালো, তার আগেকার মনিব কুলাক হাক্‌ম্যান কিছু পুরানো জামাকাপড় দেবে বলে বড়দিনের আগের দিন যেতে বলেছিল।

আর সে ভেবেছিল সহকর্মীর ওপর আস্তাবলের ভার দিয়ে যেতে বাধা কি! তার সুরে ঝগড়াটে ঝাঁঝ।

ঈভান মন্তব্য করে: "কাজে শৃঙ্খলা-বোধ বলে কিছু যাদের নেই তাদের নিয়ে কাজ করতে গেলে এমনই হয়।"

মরোজফ বলে: "দেখা যাচ্ছে, সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র অনুসারেই ব্যাপারটা ঘটেছে। এবং এমনসব চক্রী নিশ্চয়ই আলেক্সিস্কো ছাড়া অন্যত্রও থাকতে পারে।"

আগুন লাগবার পর ঘোড়া ছুটিয়ে একদল লোককে যেতে দেখেছে দু'জন কৃষক। সেই আওয়াজে তাদের ঘুম ভাঙে, কিন্তু চিনতে কিংবা বুঝতে পারবার আগেই তারা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের অনুসরণ করেনি কেউ—যাদের হাতের কাছে পাওয়া গেছে তারা সবাই আগুন নেভাতে আর ঘোড়াগুলো উদ্ধার করার আশায় ছুটে গেছে। কেরোসিনের উগ্র গন্ধ পাওয়া গেছে গোলাবাড়িতে। তাছাড়া, তিনটির বেশি ঘোড়া বাঁচানো গেল না, আগুনের এত তেজ—এর থেকেও বোঝা যায় যে, কৃত্রিম উপায়েই আগুনটা চাঙ্গা করা হয়েছিল।

মরোজফ বলে, "অপরাধীদের পাওয়া কঠিনই হবে।"

"কেন?"—ঈভান বলে, "রোচাগফ্‌কে যারা মদ খাইয়েছে আর পাবলোব্‌স্কিকে ফুসলে নিয়েছে তাদের দিয়ে আমরা তো শুরু করতে পারি।"

"যদি তাদের পাওয়া যায়," মরোজফ বলে, "কিন্তু, তারা কি আর বাড়িতে বসে আছে আমাদের জন্যে!" কুলাক দু'জনের বাড়িতে গিয়ে জানা গেল তারা রাতারাতি সরে পড়েছে।

কৃষক-মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ভেরা আর আনিয়া সংগঠিত একটা দলের কিছু সূত্র পেল; তার মধ্যে কিচ্‌কাস আর সেলিদ্‌বার লোকও আছে। সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া কঠিন, কারণ কৃষকেরা সাক্ষী দিতে ভয় পায়, আর জেলা পুলিসেরও হাত জোড়া—এমন বহু ঘটনা রয়েছে। যৌথখামার বেড়ে চলেছে দ্রুত, আর কুলাকদের নাশকতামূলক কার্যকলাপও যেন মড়ক হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভেরা প্রস্তাব করল তদন্তটার ভার সে-ই নেবে—"আমার স্বামী এখানে 'কোলবজে' রয়েছে; যেসব ঘোড়া পুড়ে মরেছে তার একটা ছিল তারই।

তার বাপ-তো তার ওপর মহা খাপ্পা ; সে নিজেই হয়তো ষড়যন্ত্রটার সঙ্গে জড়িত আছে। হদিশ কেউ পেলে তা আমিই পাবো।"

মরোজফ সম্মতি জানালো: "ভাল কথা—কিন্তু খুব সাবধান থাকবে, বিপদ আছে।"

"আনিয়ার বাড়ি হবে আমার ঘাঁটি ; দলিল কাগজপত্র সব সেখানেই থাকবে। বাড়িটা এখান থেকে যথেষ্ট দূর। পাভেলের বাড়িতে-তো থাকা চলে না ; থাকতে দেবেও না তার বাবা। আনিয়ার বাড়িতে গিয়েই পাভেল আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে—সবাই দেখবে পারিবারিক মিটমাটের জন্যে আমি আলেক্সিস্কোর কাছাকাছি এসে রয়েছি। এইভাবে নিশ্চয়ই আসল ব্যাপারটা ঢাকা পড়বে।"

তদন্তটির বিশেষ গুরুত্ব দেখে আনিয়া ভেরাকে সাহায্য করবার জন্যে ইস্কুল পর্যন্ত ছাড়তে চাইল। কিন্তু ভেরা তা শুনবে না। "তোমার বাড়িতে আমি জায়গা পাচ্ছি। তার ওপর আবার তুমি ইস্কুল ছাড়লেই সবার নজর পড়বে। তাছাড়া, তোমার চিনি-বীট আরও বেশি দরকারী। জয় আমাদের হবেই। তার জন্যে শুধু অমঙ্গল নিশ্চিহ্ন করলেই হবে না—নতুন নতুন সম্পদে খামার-গুলিকে আমরা সমৃদ্ধিশালী করে তুলব।"

ছুটির বাকি দিন ক'টিতে আনিয়া 'রাঙা প্রভাতে' চিনি-বীটের একটি বিভাগ গড়ে তুলল। এইজন্যে সে খামারের সোবিয়েৎকে বলে সেরা জমি চেয়ে নিল, মেয়েদের নিয়ে কয়েকটি ক্ষেতী দল গড়ল, আর সাজসরঞ্জাম আর বীজেরও ব্যবস্থা করে ফেলল। এরপর ফিরে গেল ইস্কুলে, ওদিকে তার কিচ্‌কাসের বাড়িতে জমে উঠতে লাগল অগ্নিকাণ্ডের তথ্য-প্রমাণ।

গোলাবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডটা হল 'রাঙা প্রভাতের' বিপদের সূচনা মাত্র। আরও নানা বিপত্তি দেখা দিল। দুর্ঘটনা হতে লাগল ঘনঘন। পেঞ্চেলিনের কাছে মর্টগেজী ট্রাক্টরটাকে একদিন ভোরে একেবারে ভাঙাচোরা অবস্থায় খরস্রোতের কিনারে বরফের মধ্যে দেখা গেল। খাড়াই পাহাড়টার ওপর থেকে ট্রাক্টরটাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এবার বোঝা গেল ট্রাক্টরটার একটা চাবি পেঞ্চেলিন নিজের হাতেও রেখেছিল। এবং খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল পেঞ্চেলিনও উধাও।

বড় বড় প্রকাশ্য লোকসানগুলোর চেয়ে নানা গোপন হাতের কারসাজি আরও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। নানা অন্তর্ঘাতী রটনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নানা রূপে সেই সব গুজব পরস্পর-বিরোধী হলেও খামারের সদস্য সদস্যাদের মনোবল তাতে ক্ষুণ্ণ হতে লাগল। গোলাবাড়িতে আগুন লাগলো—এর থেকে কী বোঝা গেল? না ঈশ্বরের অভিশাপ, কুলাকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ফল, যৌথ-খামারের অযোগ্যতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটির সঙ্গে আরেকটি মেলে না, কিন্তু মনোবল ভাঙে।

জানুআরি মাসের শেষাশেষি ঈভান গিয়ে দেখা করল মরোজফের সঙ্গে। সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে; বলে, "কুলাকরা আমাদের সর্বনাশ করল। ওদের সঙ্গে আমি এঁটে উঠতে পারছি না।"

মরোজফও বলে, "হ্যাঁ, ধূর্ত বটে। তাই ওরা সুবিধে করছে।"

"আঙুলে-গোণা এই ক'টা লোক এত কাজ করতে পারে, ভাবাই যায় না। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি দুর্বলতা ওরা কাজে লাগাতে জানে। খামারের অনেক সদস্য ওদের কাছে ঋণী; এবং সেইগুলি হয়েছে ওদের ঘুষ আর চাপের হাতিয়ার। এখন আমাদের বীজ সংগ্রহ করবার কাজ চলেছে। নতুন সদস্যদের কাছে বীজ-গম পেলে তাই দিয়ে আমরা বাছাই করা বীজ আনতে পারি। কিন্তু সে বীজ-গম আসছে না; কৃষকরা তা খেয়ে ফেলছে। কুলাকরা ওদের কানে মন্ত্র দিয়েছে যে, সরকার ওদের খাবার ব্যবস্থা-তো করবেই। এদিকে এমনিই আমাদের ঘাটতি। এই সর্বনাশা অন্তর্ঘাতী কাণ্ড বন্ধ করতে না পারলে আমাদের সামনে অনশনই আসছে।"

মরোজফ ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে বলে: "কোন কোন জেলায় কুলাকদের তো নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে।"

ঈভানের চোখ দুটো আশায় দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে: "কেমন করে করা হচ্ছে?"

মরোজফ একটু ইতস্তত করে। "এখনও তেমন কোন আইন নেই। কেন্দ্রীয় সরকার কুলাকদের ওপর ট্যাক্স বসাতে পারে, গ্রামে তাদের জমি নতুন করে বিলি বন্দোবস্ত করা চলে, অপরাধীদের পুলিস গ্রেপ্তারও করতে পারে, কিন্তু নির্বাসনে পাঠাবার কোন আইন এখনও নেই। শিগগিরি চাই সে আইন।"

মরোজফ জানালো, "কোন কোন জেলায় আইনটাকে একটু টেনে নেওয়া হচ্ছে। জাপোরোঝেতে পার্টির সদর কার্যালয়ে গিয়ে আমি কথা বলব।" এর বেশি কিছু সে বলতে চায় না; ঈভান অধৈর্য হয়ে ফিরে গেল।

স্টেশার সঙ্গে মরোজফ আরও মন খুলে কথা বলল। ওরা দু'জনেই অনেকদিন হল কম্‌সোমলের সদস্য; শিগগিরই ওরা পার্টি-সদস্য হবে। স্টেশার বুঝতে দেরি হয় না। সংগঠনের কঠিন কাজে, স্বচ্ছ চিন্তার ব্যাপারেও স্টেশা বেশ চটপট।

একদিন বিকেলে কিচ্‌কাস থেকে বাড়ি ফিরবার পথে মরোজফ মনের উদ্বেগের কথাটা স্টেশাকে বলল: "কথাটা আমি ঈভানের কাছে বলতে পারি না —পার্টির নেতৃত্বের ভিতর বিরোধ চলছে। দু'মাস আগেই সম্মেলনে কুলাক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু উচ্চতম সরকারী পদগুলিতে রয়েছে রাইকফ আর অন্যান্য দক্ষিণপন্থী বিরোধীরা, এবং তারাই সিদ্ধান্তটা আইন করতে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সর্বত্র মরীয়া হয়ে উঠছে; 'কোল্‌বজ'-কে বাঁচাবার জন্যে তারা আইনের ভার নিচ্ছে নিজেদেরই হাতে। বুঝলে স্টেশা, তা না করে উপায় নেই। এই মুহূর্তে যৌথখামারগুলি দাঁড়াতে না পারলে আগামী ফসলে সবাইকে অনাহারে মরতে হবে। কিন্তু আমরা আইনই চাই, অরাজকতা নয়। জাপোরোঝে থেকে আমার কাছে বিবরণী চেয়ে পাঠিয়েছে।"

স্টেশা ভেবেচিন্তে জবাব দেয়। "ওরা আমাদের টিপে মারতে থাকবে, আর আমরা নিশ্চেষ্ট বসে থাকব, তা চলতে পারে না। কিন্তু তাই বলে আমরা গৃহযুদ্ধও লাগিয়ে দিতে পারি না। কুলাকরা কাগজ পড়ে; মস্কো থেকে যা পাস হয়নি তেমন কিছু চালু করতে গেলে ওরা একেবারে সশস্ত্র হয়ে বাধা দিতে পারে। আমার মনে হয়, ওদের নির্বাসনে পাঠাবার চেষ্টাই করা দরকার। মিটিং করা যাক, অন্তর্ঘাতী কাজ যারা চালাচ্ছে তাদের তালিকা তৈরি করে ফেলি, খুঁটিয়ে দেখবার জন্যে তালিকা পাঠানো যাক জাপোরোঝেতে। কিন্তু মস্কো থেকে আইন জারি হবার আগে একেবারে নির্বাসনে পাঠাবার কাজটা স্থগিত রাখতে হবে। মস্কোতে চাপ দেবার জন্যে রীতিমতো অভিযান গড়ে তুলতে হবে। ব্যাপারটা তো আসলে এক তরফা নয়। মস্কো থেকে আমরা আইন

পাই, কিন্তু মস্কোতে আইনটা তৈরি হয় সে-তো আমাদেরই কার্যকলাপেরই ভিত্তিতে।"

মরোজফ বলে, "তাতে অবিশ্যি কুলাকরা হুঁশিয়ার হয়ে যাবে, ফলে আরও মরীয়া হয়ে উঠবে। কিন্তু তাইই করতে হবে, তুমি ঠিকই বলেছ।"

তাপমাত্রা শূন্যে নেমে গেছে ; ওদের পায়ের তলায় বরফ কচ্‌কচ্‌ করছে। একটু গরম হবার জন্যে হাত ঝুলিয়ে পাশে চাপড় মারতে থাকে। মরোজফ হঠাৎ স্টেশার একখানি হাত ধরে বলে, "তোমার যে দস্তানা নেই ? নিজের ওপর তুমি নজর দিচ্ছো না।" নিজের হাতের ভিতর নিয়ে ওর হাত দু'খানি ঘষে ঘষে দেয়। তারপর একটা দস্তানা ওকে দিয়ে নিজের হাত সমেত ওর খালি হাতখানা নিজের বড় পকেটে পুরে নেয়। হেসে বলে, "এমনি করে একজোড়া দস্তানা দু'জনের সামাজিক সম্মতিতে পরিণত করতে হয় !"

ওর হাতখানি এমনিভাবে একটু গরম করে তুলতে তুলতে মরোজফের মনে গভীর আনন্দের অনুভূতি যেন নতুন শক্তি নিয়ে আসে। আদরের সুরে বলে : "স্টেশা, তোমার সঙ্গে কাজ করতে বড় ভাল লাগে। এই একত্রে, কী সুখের ! তোমারও মনে হয় না ?"

"সুখ কথাটা যথেষ্ট নয়। এ তারও বেশি।"

"এই সুখ যাতে বজায় রাখতে পারি, তা আমাদের শেখাও চাই।"

মরোজফ কিছুক্ষণ চুপ করে যায়। প্রাণ যেন হাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে প্রাণের সঙ্গে মেশে। মৌনতা ভেঙে সে-ই বলে : "স্টেশা, দুনিয়ারই ভাগ্য নির্ণীত হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই যুগে। সে সিদ্ধান্ত করতে হবে আমাদেরই। সংঘর্ষের কঠিন জীবন আমাদের সামনে। এই জীবনকে আমরা জয়যুক্ত করে তুলবোই ; তার ভিতর স্টেশা, আমি তোমাকেই চাই জীবনের সাথী।"

স্টেশা ওর মুখের কাছে মুখ তোলে। দু'জনেরই মনে হয় পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র সব বাঁধা পড়ল সেই চুম্বনে।

একটু পরে স্টেশা বলে, "ইলিওশা, কী রকমটি হবে আমাদের বিয়ে ?"

"তুমি যেমনটি চাইবে। আমি তো 'জাক্‌স্‌'এ গিয়ে রেজেস্ট্রি করলেও খুশী। তুমি যদি উৎসব-অনুষ্ঠান চাও—"

"আমাদের মতো বিয়ে কেমন সুন্দর জিনিস তা আমি কৃষক-মেয়েদের একটু দেখাতে চাই।" স্টেশা তার পরিকল্পনাটি তুলে ধরে: "নিজেরাই করব লেখাপড়া; মিলিত জীবনটাকে তুলে ধরব সমাজতন্ত্র গড়বার উদ্দেশ্যে। সে বিয়ে হবে 'রাঙা প্রভাত' খামারেই; সঙ্গে অর্কেস্ট্রা চাই, ভোজ হবে! রীতিমতো মনে করে রাখবার মতো দিনটি হওয়া চাই, ইলিওশা!"

"বীজ সব ক্ষেতে পড়লে তবে—" মরোজফ বলে, "সেই জয় আমরা উদ্‌যাপন করব বিয়ের অনুষ্ঠান দিয়ে। তার আগে ছুটি পাবে কোথায়?" স্টেশা হেসে সম্মতি জানায়।

চলতে চলতে স্টেশা ভেরার কথা বলে: "আরেকজন আজ সুখী। পাভেল তাকে তদন্তে সাহায্য করছে। এত কাছাকাছি তারা ছিল না আগে কখনও। বাপের প্রভুত্ব থেকে সে এবার সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছে। ভেরা এবার বোধহয় পুরোপুরিই খামারের কাজে চলে আসবে। মেয়েদের ওপর তার আশ্চর্য প্রভাব। তুমি ভাবতে পারবে না, ইলিওশা, তার সঙ্গে কাজ করে আমি যে কত শিখেছি!"

মরোজফ মৃদু হেসে প্রশ্ন করে: "কী শেখালো তোমায়?"

ওর ঠোঁটে ঠেলা মেরে স্টেশা হেসে বলে: "স্বামী যাতে আমাকে ঘরকুনো গিন্নী করে তুলতে না পারে।"

হাতখানা লুফে আঙুলে চুমু খেয়ে মরোজফ বলে: "আমি চাই কমরেড—রাঁধুনী চাইনি। ভোরোনিন বুড়ো কি বলছে?"

"সে খামারে ঢুকেছে ঠিকই, কিন্তু অন্তরে তিক্ততা। তার ধারণা, তাকে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। পাভেলের শ্রম, আর পারিবারিক জিনিসপত্তরে পাভেলের অংশটা গেলে তার নাকি সর্বনাশ হয়ে যেত। ভেরাকে সে আগের চেয়েও বিষনজরে দেখে। বুড়োর ভাবটা যেন গোটা যৌথখামারের ব্যাপারটা শুরু করেছে ভেরাই।"

মরোজফ ধীরে বলে: "তা ঠিকই—ভেরা, আর ভেরার মত যারা। নওজোয়ানেরা—যারা মুক্তি চেয়েছে।" একটু ইতস্তত করে মরোজফ বলে, "মানিয়ে নিতে না পারলে বৃদ্ধদের পক্ষে একটু কঠিনই বটে।"

'রাঙাপ্রভাতে' গিয়ে ভেরার সঙ্গে দেখা। সে বিজয়গর্বে ঘোষণা করে: "এবার সব পেয়ে গেছি। গোলাবাড়িতে আগুন লাগিয়েছে দশজন কুলাক; পেঙ্কেলিন আর ফেবার বুড়োই পালের গোদা। হ্যাকম্যানও ছিল; রস্তভে তার হদিশ পাওয়া গেছে। আরও দু'জন চলে গেছে স্তালিনগ্রাদে; তাদের ফিরিয়ে আনা হবে। প্রায় সবাই কাছাকাছিই গা-ঢাকা দিয়ে আছে। কিছুকাল তারা ক্রোতফের আশ্রয়ে ছিল।"

"ক্রোতফ"! স্টেশা বিস্ময় প্রকাশ করে: "তাকে তো সব সময় সরকারের প্রতি অনুগতই মনে হতো!"

মরোজফ কঠিন হয়ে ওঠে: "সেই মুখোস পরেই সে অন্যান্যকে আগলেছে।"

ভেরা বলে যায়: "যা ভেবেছিলাম—ভোরোনিন বুড়োও ছিল এর মধ্যে। কিভাবে আস্তাবল পাহারা দেওয়া হয় সে সন্ধান সে-ই ওদের দিয়েছিল। শুনে নিয়েছিল পাভেলের কাছেই।" ভেরার মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে। "পাভেল বলে, গোলাবাড়িটা পুড়িয়েই দেবে সে কথা নাকি ওর বাবা জানতো না; ভেবেছিল, তাদের ঘোড়া সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং পাভেল যে ঘোড়াটা খামারে দিয়েছিল তাও এইভাবে ফেরত পাওয়া যাবে। এই নাকি ব্যাপার। তবে, বুড়োর এখনকার চালচলনের ওপর নজর রাখতে হবে। আজ রাত্তিরেই আমি আর পাভেল বুড়োর সঙ্গে কথা বলে এলাম; বললাম, কৃষকদের বর্জন করে রাষ্ট্রের পক্ষে সাক্ষী হবার সুযোগ রয়েছে। বুড়ো ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হতে পারে।"

মরোজফ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে: "পাভেল কোথায়? বড় সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছ তুমি।"

"সে ভোরোনিন বুড়োর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে রয়ে গেছে। রাগ করো না। ওদের পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত লড়াইয়ে পাভেলকে আমি এত ব্যথা দিয়েছি, তাই বাপকে বাঁচাবার এই সুযোগটা তাকে না দিয়ে পারলাম না।"

"না, রাগ করিনি। শুধু তোমার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি। সব ফয়সালা হবার আগে আর আলেক্সিস্কো যাবে না। এটা কিন্তু নির্দেশ। তোমার সঙ্গে

যা কিছু তথ্যপ্রমাণ আছে তা এই রাত্রেই খামারে রেখে যাবে। আনিয়ার বাড়ি আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

স্টেশা বলে : "আজ রাত্রে ও খামারেই থাক না কেন?"

মরোজফ জানালো : "প্রায় সব তথ্যপ্রমাণই রয়েছে আনিয়ার বাড়ি ; সেগুলোর দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার সঙ্গে পিস্তল আছে। আমরা এখনই যাবো। ঈভানকে বল, হঠাৎ কোনো আক্রমণের বিরুদ্ধে সব জায়গায় যেন অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হয়। ভোরোনিন কুলাকদের হুঁশিয়ারি জানিয়ে দিলে কী-যে হবে বলা যায় না।"

দ্রুত অন্ধকার পথে পা পাড়াতে বাড়াতে ভেরা বলে : "স্টেশার কাছ থেকে তোমায় নিয়ে যেতে হচ্ছে, আমি দুঃখিত। সময় তো তুমি পাওই না।

"এ-যে যুদ্ধ! আমাদের আপন সবকিছু রক্ষা করা চাই তো আগে।"

কিচ্‌কাসে ঢুকবার মুখে একটা ঝোপের কাছে এসে মরোজফ পিস্তলে হাত রাখে ; ওরা আরও পা চালিয়ে চলে। ঝোপটার ঘন অন্ধকার থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছে এমন সময় কতকগুলি কৃষ্ণমূর্তি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মরোজফ একবার গুলী চালালো, তার কানে এল একটা গোঙানি, কিন্তু নিজের হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। হিংস্র কয়েকখানা হাত ওকে ঝোপের ভিতর টেনে নিয়ে গেল।

আঘাতের পর আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়তে পড়তেও মরোজফের কানে আসে ভোরোনিন বুড়োর গলা। "নরকের কীট! শয়তানের শাকরেদ! ঘর-ভাঙানো দুশমন!" এর পর কতকগুলো অশ্লীল গালিগালাজ ; আরও কতকগুলো আঘাতের আওয়াজ ; একটা মানুষ পড়ে গেল। ভেরার অস্ফুট গোঙানি মিলিয়ে গেল স্তব্ধতার ভিতর।

"বদমাশ্‌ গাধা!" মরোজফ ফেবারের গলা চিনতে পারে। সে বলছে, "ওর কাছেই তো সব সাক্ষীপ্রমাণ। কি জানে না-জানে দেখা দরকার ছিল।"

তেমনি চেঁচিয়ে আরেকজন জবাব দেয় : "ঐ শয়তান বলশেভিকটা নিশ্চয় সবই জানে। সে-ই হল এই সব কিছুর পালের গোদা।" সবাই মিলে গিয়ে পড়ে মরোজফের ওপর।

কোটটিকে টেনে ছিঁড়ে নেয়; অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোই যেন ছিঁড়ে ফেলছে। তীক্ষ্ণ ছুরির খোঁচা পড়ে মরোজফের গায়ে।

ঘৃণায় ভয়ঙ্কর অথচ ঠাণ্ডা গলায় একজন বলে, "কথাটা কুঁরে কুঁরে বের করে নাও-তো! ঐ শয়তান মাগীটা তথ্যপ্রমাণ সব কোথায় রেখেছে বল্! বাঁচতে চাস্ তো বল্!"

আরও রুক্ষ বিদ্রূপ আসে: "তাড়াতাড়ি মরতে চাস্ তো বল!"

মরোজফ ভাবে এমন একটা কিছু করা চাই যাতে ওরা চটপট ওকে শেষ করে দেয়, নইলে দীর্ঘ নির্যাতন অসহ্য হয়ে উঠবে। একটা আঙুলও যতক্ষণ পেরেছে ততক্ষণ মরোজফ বাধা দেয়। ছুরির কোপ পড়ছে; টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলছে সব জামাকাপড়। অত্যাচারীদের হাতে অসহায় অর্ধনগ্ন মরোজফ যন্ত্রণার চিৎকার দমন করবার জন্যে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে পড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ চৌচির করা একটা যন্ত্রণার ভিতর মরোজফ অচৈতন্য হয়ে পড়ে। শেষ মুহূর্তে যেন শুনতে পায় হতাশার বিলাপ, আর রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ।

ঢেউয়ের পর ঢেউ যন্ত্রণার ঝাপটা সয়ে মরোজফ রাত কাটায়। কিচ্‌কাস হাসপাতাল। পাশে স্টেশা। আবছা মনে হয় এখনও বেঁচে আছে। আবার বেহুঁশ হয়ে যায়।

আবার যখন চোখ মেলে তখনও পাশে স্টেশা।

মরোজফ জানতে চায়: "কখন এসব হল?"

"পরশু রাত্তিরে।"

"ভেরা কি নেই?"

"না, ওকে খুন করেছে। ঈভানের ছেলেরা গিয়ে পড়ে কোনমতে তোমাকে বাঁচিয়েছে।"

"ধরতে পেরেছ ওদের?"

"দু'জনকে ঐখানেই; আর সবাই পরে। আনিয়ার বাড়িতে ভেরা যেসব প্রমাণ রেখে গেছে তাতে এরা প্রত্যেকে এক সূত্রে বাঁধা; সাজা হবে প্রত্যেকের।"

মরোজফ ধীরে বলেঃ "বড় ভাল সৈনিক ছিল ভেরা। মরার সময় শত্রুদের থেকে নিজের ভাগটাও সে নিয়ে গেছে।"

আবার বেহুঁশ হয়ে যায় মরোজফ, আবার জেগে ওঠে যন্ত্রণার ভিতর। কী যেন বলতে চায় স্টেশাকে। "স্টেশা, আমার প্রিয়তমা, সেদিনের সব স্বপ্ন শেষ!"

"না," চাপা কান্নায় ধরা-গলায় স্টেশা বলে, "না।"

"আমি তোমাকে কোনদিন সুখী করতে পারব না। তুমি আমার সন্তানের মা হতে পাবে না।"

"সে প্রতিশ্রুতি তো তুমি দাওনি। তুমি তো সংঘর্ষের কঠিন জীবনটি তুলে ধরেছ, আর তাতেই আমাকে শরিক করতে চেয়েছ। সে প্রতিশ্রুতি তোমার তো লজ্জিত হবার নয়।"

"তোমার সন্তান চাই, স্টেশা।"

"এই 'রাঙাপ্রভাতে'র সন্তানসন্ততি, আর আমাদের মাতৃভূমির সন্তানসন্ততিরা, তাই নিয়েই আমরা খুশী থাকতে পারব না কেন।"

মরোজফ ভাবে, তা যথেষ্ট নয়, কিন্তু তর্ক করবার সামর্থ্য এখন নেই। স্টেশার সান্নিধ্যে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে।

১৯

এপার থেকে অভিযান চালিয়ে স্তেপানের দল মাঝের খাতে এগিয়ে গেল।

নদীর কিনারে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ওদের তৈরি লম্বা সাদা চোদ্দটা থাম। কিন্তু মাঝের খাত দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষ্যাপা নীপার। এবার শীতেই পেটরা-বাঁধ দিয়ে মাঝের খাতটি বন্ধ করে বসন্তের ঢল নামবার আগেই নদীর গতি ফিরিয়ে দেওয়া চাই। কন্‌ক্রিটের কাজ এ মরশুমের মতো শেষ; স্রোত এখন জমাট বেঁধে আসছে—তার সঙ্গে এখন লড়াই চলেছে গাছ-পাথর দিয়ে।

নদীর ভিতর অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড কাঠের বেড়া দিয়ে অতিকায় একেকটা খোপ তৈরি করেছে, আর সেটাকে ভর্তি করে দিয়েছে পাথর ঢেলে। সেই নতুন ফাঁড়িতে একটা পুল ফেলে তৈরি হয়েছে একেকটা দুর্গ এবং সেই ঘাঁটি থেকে পরিচালিত হয়েছে নতুন অভিযান। থামের পর থামে এই পুল ফেলে ওরা এগিয়ে গেছে, আর সেই তোরণের তলা দিয়ে ফেনা তুলে ছুটে চলেছে ক্ষ্যাপা নীপার। বড়দিনের পাঁচ দিন আগে দু'দিক থেকে শ্রমিকেরা মিলিত হল কেন্দ্রীয় খাতটার ওপরে—নিচেয় বরফের পাড় লাগানো স্রোতের দিকে চেয়ে পরস্পরকে তারা আলিঙ্গন করল; উঠল জয়ধ্বনি।

সেদিন বিকেলে স্তেপান নদী পেরিয়ে গেল জন্‌সনদের বাড়ি; সেই হল তার উভয় তীরের মিলনের নিজস্ব অনুষ্ঠান। ইঞ্জিনিয়ারটির কাছে তার অনেক প্রশ্ন আছে। বিশেষ করে মিসেস জনসনের সঙ্গে একবার দেখা করা চাই—আনিয়ার সঙ্গে ঝগড়ায় নিজেদের ন্যায্যতা সম্পর্কে সে নিশ্চিত হতে চায়। ঝগড়া মিটিয়ে ফেলবার জন্যে সে ইতিমধ্যে মেয়েদের ব্যারাকে গিয়ে দেখে এসেছে আনিয়া বাঁধে গেছে। আনিয়ার কৃষকসুলভ মতামতের পরিসর ছাড়িয়ে যে নারী তাকে উন্নততর আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাদ দিয়েছে তারই কাছে চলেছে এই দুঃখে একটু সান্ত্বনা লাভের আশায়।

জনসন-দম্পতি ওর উপস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না, তবু অমায়িক অভ্যর্থনাই জানালো। "আমাদের কনক্রিটের বীর আবার এসেছে" ব'লে ইভা আন্তরিক হাসি ফুটিয়ে সম্বর্ধনা জানায়, আবার গলা খাটো করে ওদিকে স্বামীকে বলে: "সবাই ব্রীজে এলে একে নিয়ে কি করা যাবে?"

"ওরা আসবার পর বেশিক্ষণ ও থাকবে না, তাছাড়া", জনসন বলল, "আমরা সবাই ওকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

স্তেপান বোঝে, সে এসেছে তাই কোথাও কিছু অসুবিধে হচ্ছে। দোভাষী আসবার সঙ্গে সঙ্গে ইভা জানালো একটু পরেই তাস খেলবার জন্যে দু'জন আমেরিকান আসছে, কিন্তু তারাও স্তেপানের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সে অনুরোধ জানায়: "এবার কিন্তু সত্যিসত্যিই ইংরেজী শেখাটা শুরু করো। বব্ আমাকে এত একেলা ফেলে যায়; কাজ কিছু একটা আমি করতে চাই।"

"সপ্তাহে তিন বার আসতে পারি"—বলে স্তেপান সহর্ষে জানালো, "এবার আমার কাজ পড়ছে মাঝরাত্রির শিফ্‌ট-এ, তাই সারাদিন আর বিকেল সময় পাবো।"

এমনি সহসা এত সুনির্দিষ্টভাবেই আমন্ত্রণ গৃহীত হওয়ায় একটু হকচকিয়ে ইভাও খুশি হয়ে বলল: "সারাদিন, আবার সন্ধ্যেও! তাহলে এত কর্মব্যস্ত তোমরা রুশরা শুতে যাও কখন?" কথাটির তর্জমা শুনে স্তেপান লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে; ব্যারাকের ধরা বাঁধা জীবনে প্রতি রাত্রেই সবাই শুতে যায়, কিন্তু ইভার হাসিটুকু এই কথাটির যেন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।

ওকে লাল হয়ে উঠতে দেখে ইভা জনসন পুলকিত। এই সুদর্শন বর্বরকে ইংরেজী পড়ানো জমবে ভালই!

আমেরিকানদের বাড়িখানি সেই আগের মতোই আশ্চর্য পরিপাটি, স্তেপানের মনে হয় মিস্টার জনসনের যেন কী হয়েছে। তিনি একেবারে ফেটে পড়েন: "পরিকল্পনার এক বছর আগেই, ১৯৩২ সালেই বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করবার এই-যে কথাটা, এটা তোমার কেমন মনে হচ্ছে বলো তো? এসব প্রস্তাব পাস করা কেন বলো-তো? আমাদের ওপর চাপ দিতে চাইছে বুঝি?"

স্তেপান ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। ভাবে দোভাষী নিশ্চয়ই তর্জমায় কিছু একটা ভুল করেছে। '১৯:২ সালেই শেষ' করবার স্লোগান সম্পর্কে সবই সে জানে। কত শতবার সে-ও আনন্দধ্বনি করে সে স্লোগানে অভিনন্দন জানিয়েছে। এমন চমৎকার ব্যাপারটায় মিস্টার জনসনের নিশ্চয়ই আপত্তি থাকতে পারে না। স্তেপান সবিস্তারে সব বলতে থাকে—কীভাবে উঠল স্লোগানটা, প্রত্যেকটি ব্রিগেডে আলাপ আলোচনা হল তা নিয়ে, এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষও সমর্থন করল, প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার ইত্যাদি ব্যবস্থাও হল সরকার থেকে।

জনসন অধৈর্য হয়ে ওঠে। এ সে চায়নি।

জানতে চায়: "উক্রাইন সরকার গত সপ্তাহে কংগ্রেসের একটা বিশেষ অধিবেশন বসালো এই বাঁধেই—কেন? বাঁধটাকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার ব্যাপারটা আমি পছন্দ করি না।"

আমেরিকানটি যে ঠিক কী বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে স্তেপান বলল, "তাঁরা সবাই মিলে বোধ হয় বাঁধটা দেখতে চেয়েছিলেন। দেখতে চাইছে সবাই। উক্রাইনের বৃহত্তম জিনিস এই বাঁধ।"

ইভা জনসন স্বামীকে বুঝিয়ে দিলো: "এসব ছেলেপিলের বুলি। তুমি কিছু ভেবো না, বব্, ওদের কিছু করবার ইচ্ছে নেই। প্রকাণ্ড একটা খাসা তামাশা ছাড়া আর কিছু এ নয়।"

তাকে পাশে ঠেলে জনসন স্তেপানকে বলে যায়: "আমেরিকান উপদেষ্টা-দিগের কর্তা সরকারীভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, ১৯৩৪ সালের আগে বাঁধ শেষ করা যাবে না। আমাদের মূল পরিকল্পনায় ছিল ১৯৩৩ সাল, কিন্তু তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারেরা আমলাতান্ত্রিক আর শ্রমিকেরা শ্লথ। চমৎকার প্রতিযোগিতা তোমাদের আছে, কিন্তু শুধু তাই দিয়েই সুষ্ঠু নিয়মকানুন মাফিক কাজ হয় না।

"এখন আমরা ১৯৩৪ সালে শেষ করবো বলে ঠিক করেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে জনসভায় ভোট দিয়ে ১৯৩২ সালের হল্লা শুরু হয়ে গেল। বাঁধেই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসিয়ে সিদ্ধান্ত হল—১৯৩২ সাল! কি?—চায় কি এরা? জনসভা আর কংগ্রেসের আইন দিয়ে কি বাঁধ গড়া যায়! এই সব কড়া-চাপের রাজনীতি আমার ভালো লাগে না।"

স্তেপানের খারাপ লাগে। পুরো একটা বছর আগে কাজ শেষ হবার আশায় সে-ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেকটি খামার আর কলকারখানা এই বাঁধের বিদ্যুতের জন্যে দিন গুণছে; বাঁধটা তৈরি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশটাই এগিয়ে চলবে আরও জোর কদমে। প্রত্যেকটি ব্রিগেডে পর্যন্ত কথাটি সযত্নে বিচার-বিবেচনা করে দেখা হয়েছে। আমেরিকানরা কি ভাবছে তা সম্ভব নয়?

আরও দু'জন আমেরিকান এসে গেছে; জনসন তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। একটু কমবয়সীটি একেবারে সরাসরি প্রশ্ন করল: "সেদিন বাঁধে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটা বিচার খাড়া করা হল। এ কোন কেলেঙ্কারি বলো তো? এরা দেখছি কারিগরদের সন্ত্রস্ত করে তুলতে চাইছে।"

স্তেপান উৎফুল্ল হয়ে ওঠে; দোভাষী শুধু প্রথম বাক্যটির তর্জমা করেছে। স্তেপান ব্যাখ্যা শুরু করে: "হ্যাঁ, হ্যাঁ। শ্রমিকদের প্রস্তাব যারা বানচাল করেছে তাদের কথা বলছেন তো? আপনারাই বলেছেন, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারেরা আমলাতান্ত্রিক। দেখুন, কাজ আরও জোর কদমে চালাবার জন্যে আমাদের শ্রমিকেরা প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু কোন কোন ইঞ্জিনিয়ার সে সব কথা স্রেফ ভুলেই গেল। ইঞ্জিনিয়ার শারিকফ এমনি একশ' সাতটি প্রস্তাব 'কবরে' দিয়েছে; আরও কোন কোন ইঞ্জিনিয়ারও কম যায়নি। তাই বিচার বসল; অপরাধীদের তিরস্কৃত করা হল। এ এক বিরাট সাফল্য। এর পর একেবারে 'কবর' খুঁড়ে বের করা হয়েছে শতাধিক ভাল ভাল প্রস্তাব, এবং কর্তৃপক্ষ এখন সেগুলিকে কাজে লাগাচ্ছে। শ্রমিকেরা তো আরও হাজার দুই প্রস্তাব দিয়েছিল।"

আমেরিকানটি বিস্ময় প্রকাশ করে: "পারেও বটে! এই সব অপরাধের বিচার হয় সে কেমনতরো আদালত?"

"এ তো নিয়মিত আদালত নয়। এ হল শ্রমিকদের নিজস্ব আদালত। আমরা তো আসল সাজা দিতে পারি না, কিন্তু 'নেপ্রস্ত্রই শ্রমিক' পত্রিকায় সব প্রকাশ করা হয়েছে, সবাই সব জেনেছে। এ জনমতেরই সাফল্য।"

স্তেপানের পানে কৌতুকমাখানো সশ্রদ্ধ দৃষ্টি হেনে ইভা জন্‌সন বলে: "বাঃ, তোমাদের শ্রমিকেরাই ইঞ্জিনিয়ারদের কেমন কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়!"

আরেক জন আমেরিকান, তার পাকা চুল, সে এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল; এবার সে সিগারেটের ছাই ফেলে প্রশ্ন করে: "আচ্ছা বলো-তো, 'আমরা' বলতে তোমরা কী বোঝো?"

"আহা বেচারাকে নিয়ে মনঃসমীক্ষণ শুরু কোরো না"—অনুনয়ের সুরে কথাটা বলে ইভা জনসন যেন হাসির ভঙ্গিতে স্তেপানকে আগলাতে যায়।

স্তেপানের কেমন যেন ধাঁধা লাগে; এইসব ঠাট্টাবিদ্রূপের ভিতর ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। একটা জবাব দেবার চেষ্টা করে, "অর্থাৎ কিনা, এই বাঁধের সব শ্রমিক। তা, তার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারেরাও পড়ে।...খালে এই বাঁধের সমগ্র জনসমষ্টি—আমরা যারা কাজটার অগ্রগতি দেখতে চাই। এই সবাই মিলে 'আমরা'।"

ইভা জনসন হেসে বলে: "আপনিও তো তাহলে তার মধ্যে পড়ছেন, হ্যারী। আপনি তো সর্বক্ষণই সাবেকী চালে বাঁধা রুশ ইঞ্জিনিয়ারদের কথা তুলে হম্বিতম্বি করেন।"

সিগারেটে কয়েকটা টান মেরে তবে সেই পক্ককেশ আমেরিকানটি বললেন: "আমি ওদের খুন করতেও পারি, কিন্তু ঐসব বিচারের প্রহসন আমার ভাল লাগে না। এতে যেন সমগ্র পেশাটারই অবমাননা।"

দোভাষী আলাপের এই অংশটি তর্জমা করেনি। তবে, স্তেপান বোঝে, দুর্বোধ্য এই চতুর লোকগুলির এই রাজ্যে ইভা তাকে রক্ষা করছে। সহসা তার প্রতি কী এক প্রবল ভাবাবেগে স্তেপান প্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে; সে একবার বিশেষ করে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ইভা হল মিস্টার জনসনের স্ত্রী।

জনসনের দিকে চেয়ে স্তেপান দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চায়—"কাগজে দেখছি আপনাদের দেশে যেন কিছু সংকট দেখা দিয়েছে। একে বলছে, স্টক এক্সচেঞ্জে আতঙ্ক। এই স্টক এক্সচেঞ্জটাই বা কি, তার আতঙ্কটাই বা কি, বলুন তো? অনেকে খেতে পাচ্ছে না বুঝি?"

জনসন হেসে বলেন: "না, না। এ শুধু সঞ্চয়ের ওপর একটু বেশি চাপ।"

স্তেপান কিছুই বুঝলো না দেখে ব্যাখ্যা দেন: "এই ধরো বাঁধ কিংবা ইস্পাত কারখানার মতো বড় বড় কারবারের শেয়ার কেনা-বেচা হয় যেখানে সেই হল স্টক এক্সচেঞ্জ……আর, আতঙ্ক? তার মানে সবাই বড়লোক হয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সব ভেস্তে গেল……এই আর কি।"

অনেক চেষ্টা করেও স্তেপান ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। শেষপর্যন্ত বলে: "অর্থাৎ কিনা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে উঠতে পারেনি?"

"ঐ রকমই বটে।"

"কিন্তু আমেরিকানদের তো সমস্ত রকমের যন্ত্রপাতি আর দক্ষতা রয়েছে, তবু পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারে না কেন?" স্তেপান বুঝতে চায়।

জনসন হেসে বলেন: "তারা বরং বড় বেশি উৎপাদন করে ফেলেছিল। এ আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।" স্ত্রীকে তিনি ইঙ্গিতে বলেন, ব্রিজের টেবিল টেনে এবার এ আলাপন শেষ করবার সময় হয়েছে।

স্তেপান বিনীতভাবে বলে: "এই মাত্র! শুনে সুখী হলাম। যাই হোক না-কেন, এখানে আপনারা যাঁরা আছেন তাঁদের কোন ক্ষতি হয়নি।"

জনসন বলেন: "না, তেমন কিছু নয়, শুধু শীগ্‌গির জমিটা বিক্রি করতে পারব না।"

ইভা জনসন ততক্ষণে ব্রিজের টেবিল সাজাতে শুরু করেছে; স্তেপান বোঝে এবার যাওয়া দরকার। তবু দু'দুবার সে দোভাষীর কাছে জনসনের শেষ কথাটির তর্জমা চাইল।

"তাজ্জব ব্যাপার—এমনিই একজন লোক জমি বেচবে; সেই লোকটি আবার ইঞ্জিনিয়ার!"

হলঘরে গিয়ে ইভা ওর কোট এগিয়ে দেয়। ইভার প্রসাধনের সৌরভ স্তেপানকে ঘিরে নিল। ওর সঙ্গে একা এই প্রথম—তার এই সান্নিধ্য, নরম হাতে হাত চেপে বিদায়ের বিগলিত মুহূর্তগুলি, আর তার চোখের স্নিগ্ধ আবেদন সব মিলিয়ে স্তেপানের মনে মধুর সাড়া জাগে; এবং 'আবার এসো কিন্তু'—কথার চেয়ে ইভার অন্তরঙ্গ চাউনিতেই ঢের বেশি প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে।

তার রাঙা ঠোঁটদু'টি এত কাছে ; সহসা-উত্তাল চুম্বনের কামনাটাকে দমন করতে-স্তেপানের হাত মুঠি করে আত্মসংবরণ করতে হয়। এই প্রচণ্ড উত্তেজনার শিহরণ বইয়ে দিয়েছে যে তাজা লালিমা, তা কৃত্রিম হলেও আশ্চর্য শিল্পকর্ম। ঠোঁট দু'টি স্পর্শ করার সুতীব্র কামনার কথা জানতে পারলে ইভা কি রেগে যাবে? হয়তো ওর ভালই লাগবে : মার্কিন রীতিতে হয়তো বা বিবাহিতা মেয়েকেও চুম্বনে কোন বাধা নেই! বিদেশী নারীর মতিগতি বোঝাই দায়।

স্তেপানের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে ওঠে ; ঘাড়, মুখ লাল হয়ে যায়। এবার মনে পড়ে ধাঁধালাগানো অসংখ্য প্রশ্নবাণের মধ্যে ইভা কেমন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল : যেন তার কমনীয় করুণাময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শুধু এই। স্তেপানের চোখে আদর মাখা নিবেদনের ভাষা। এবার ফিরে ধীরে চলে যায়।

শোবার ঘরে ফিরে যেতে যেতে ইভা জনসন ভাবে, বিশ্রী সব ব্যাপার—এমন খাসা ছেলেটিকে কী বিরক্ত বিব্রতই-না করা হল ; ব্রিজ্-খেলার চেয়ে ওর সঙ্গেই জমতো অনেক ভাল।

তারা-ঝলমল শীতের আকাশের তলে স্তেপান নতুন গড়ার সমারোহের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। চারিপাশে মানুষের হাতে তৈরী তারাগুলি আরও উজ্জ্বল। আলোগুলি সেদিনও শুধু নদীর ধার ঘেঁষে জটলা পাকিয়ে ছিল, এখন ছড়িয়ে পড়েছে পারাপারে। পায়ের তলায় কাঠের তৈরী নতুন থামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মাঝের খাপটার কালো জল ঘূর্ণী তুলে ছুটেছে। স্তেপানের দল আগামী কাল থেকে ঐ ফাঁক বন্ধ করবার কাজে লাগবে। নিজেদের পারে পৌছবার মুখে পায়ের তলায় দেখে সেই বিপুল খাঁ খাঁ গহ্বর ; এক বছরের বেশি সময় সেখানেই সে ড্রিলের কাজ আর কনক্রিট ঢালার কাজ করছে। সেখানে দিনের মতো প্রখর আলোয় যন্ত্রপাতি সরিয়ে নেবার কাজ চলেছে : পুরানো পেটরা-বাঁধ তুলে দেবার তোড়জোড়।

বিপুল এই কর্মকাণ্ড, এই নদী-জয়ের সূচনা হয় অনেক আগে ইঞ্জিনিয়ারদের মাথায়। মিস্টার জনসনই তো সে কথা বলেছিলেন সেই ১৯২৩ সালে। আরও আগে লেনিন তৈরি করেছিলেন তার পরিকল্পনা। লেনিনেরও আগে বড় বড়

রুশ ইঞ্জিনিয়াররা তার স্বপ্ন দেখেছিলেন, পরিকল্পনার পর পরিকল্পনাও রচনা করেছিলেন তাঁরা। স্তেপান এখন জানে, কারিগরী ইস্কুলে পড়াশুনার ভিতর দিয়েই জেনেছে : নীপার নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে ১৯০৫ সাল থেকে বারবার ; কিন্তু সবার বড় জমিদারদের দু'জন বারবার ব্যর্থ করেছে ; তার একজন হল জারের ভাই গ্র্যাণ্ড ডিউক মিখাইল। বাঁধ তৈরি করতে গেলে যেসব বিস্তীর্ণ জমি জলের তলায় চলে যাবে তার মালিক ছিল সেই জমিদারেরা ; সেই জমির বাবদ তারা এমন সাংঘাতিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল যে, তা কখনও দেওয়া সম্ভব হয়নি, ফলে বাঁধও গড়া যায়নি। শেষে বিপ্লব এসে জমি থেকে জমিদারদের ব্যক্তিগত মালিকানা নিশ্চিহ্ন করে দিল—তবেই সার্থক হল, রূপায়িত হল ইঞ্জিনিয়ারদের এতকালের সৃজনী স্বপ্নটি !

ইঞ্জিনীয়ার আবার জমিদার !—ব্যাপারটা স্তেপানের কাছে অস্বাভাবিক, এমনকি অশ্লীল। জমি, তার বুকে আকাশ-চেরা পাহাড়ের চূড়া, জলস্রোত, এসবই তো ইঞ্জিনিয়ারের কাজের সামগ্রী। পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়ে তোলা, তার মৃত্তিকাকে আরও শক্তিশালিনী করে তোলা—সেই তো ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। জমির টুকরো বিক্রি করা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের মাথা ঘামানো কেন ?

স্তেপান মনে মনে ঠিক করে ফেলে সে নিজেই মস্ত ইঞ্জিনিয়ার হবে ; জন্সনের চেয়েও বড় ; আমেরিকার যাকিছু শিল্পকৌশল তাও থাকবে, কিন্তু কাজের মর্যাদা অমনভাবে ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না একটুও।

জমি বিক্রি করে ইঞ্জিনিয়ার, তারই সঙ্গে বিয়ে হয়েছে অমন মেয়েটির ! আহা ! স্তেপান ভাবে, নিশ্চয়ই অত্যন্ত কম বয়সে বিয়ে হয়েছে, তাই ইভা তখন বুঝতে পারেনি। এখন ঠিক উপযুক্ত বয়স—যেমন অভিজ্ঞতায়, তেমনি কমনীয়তায়। তার দেশ, তার বাঁধ, তার নদীটির প্রতিও ইভার কত আগ্রহ ! ইংরেজী শিখতে যাবেই, এবং রীতিমতো নিয়মিতভাবেই—শুধু শিখবার জন্যেই নয়, ইভার জন্যেও বটে। ওর নিঃসঙ্গ জীবনে একটু আনন্দ যদি দেওয়া যায় !

প্রথম পাঠে স্তেপান কতকগুলো শব্দের তালিকা নিয়ে গেল, এগুলোর তর্জমা তার আগে জানা দরকার : বাঁধ, ক্রেন, ড্রিল, কনক্রিট, এবং যতসব মালমশলা

আর হাতিয়ারের নাম। কিন্তু তা ভুলতে বেশি দেরি লাগলো না। শিক্ষয়িত্রীর আগ্রহ স্বতন্ত্র। মৃদু হেসে সে প্রশ্ন করে: "বলতো আমার নাম কি?" "আমার চোখের রং কি বলো তো?"

স্তেপান জবাবে বলল: "তোমার নাম হল মিসেস জনসন।" কিন্তু শিক্ষয়িত্রী সংশোধন করে বলল, "না, ইভা।" ওর উচ্চারণের বিশেষ ঝোঁকটা দেখে হেসে বারবার বলিয়ে ইভা ঠিক উচ্চারণটি আদায় করে নিল—এবার ঠিক তারই নাম বলে মনে হয় বটে। ইভার চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলতে হবে ঠিক রংটি কী। স্তেপান দেখে চোখের রং ফিকে বাদামী তার ভিতর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সবুজ বিন্দুগুলি, আর আয়ত কালো ভ্রূ, কী যেন প্রলেপের স্পর্শে সেই চোখদু'টিকে আরও আয়ত আরও গভীর করে তুলেছে। জীবনে আর কখনও সে কারও চোখ দেখেনি এমন খুটিয়ে খুটিয়ে।

তারপর ইভা চোখ বুজে স্তেপানকে তার রং বলায়। ঠোঁট অমন লাল, এত কাছে—চোখের কথা ভাবা-যে কী কঠিন! সে রাত্তিরটা ঠাণ্ডা ব্যারাকে বিনিদ্র চোখে সে ইভার মোহন চোখ আর ঠোঁটের কথা ভেবেই কাটায়।

তৃতীয় পাঠে সে চোখ আর ঠোঁট আর তেমন দুর্জ্ঞেয় মনে হয় না, এখন যেন বড় কাছের সর্বক্ষণের প্ররোচনা। কামনার চাপা আগুন সেদিন এলোমেলো বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল—স্তেপান গভীরভাবে চুম্বন করল ইভাকে। ভয় করেছিল, ইভাকে ভয় পাইয়ে দিল বুঝি। কিন্তু মৃদু কোমল সাড়ায় জেগে উঠেছে অধরে অধর। খুলে গেছে ইভার উষ্ণ মুখখানি। স্তেপান এবার বোঝে, ও তাকে চায়; আর সে অতৃপ্ত কামনার বিপুল বিস্ময়ে গাঢ় আলিঙ্গনে তাকে বাঁধে।

কিন্তু যে মুহূর্তে মনে হল ইভা একেবারে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের কিনারে, ঠিক তখনই সে ঠেলে দিয়ে বকে ওঠে: "ঢের হয়েছে, ওরে দস্যু!"

কথাটা তিরস্কারের, কিন্তু রাগ তো নেই। তার বুক-ঢিপঢিপ ঘন ঘন নিঃশ্বাসে বরং খুশির উত্তেজনারই প্রকাশ। কিন্তু চাইল না ওকে, তাও সুস্পষ্ট। তিক্ত অবমাননা-বোধে ক্লিষ্ট স্তেপান ভাবে মহা ভুলই সে করেছে। ইভা হয়তো মিস্টার জনসনকেই পছন্দ করে!

উপদেশের ভাষায়, কিন্তু খুশি খুশি চালে ইভা বলে, "আমার কাছে ইংরেজী শিখতে হলে কিন্তু ভালভাবে চলতে হবে," এবং আবার আসবার আমন্ত্রণও ঠিক জানায়।

সারারাত অস্থির জাগরণে মন তোলপাড় ক'রে স্তেপান ইভার মনোভাবটা বুঝতে চায়। ইভা উচ্ছৃঙ্খল খারাপ মেয়ে, তা স্তেপান ভাবতেই পারে না; সে-যে ভব্যতা সভ্যতা আর শোভন শিষ্টতার প্রতিমূর্তি! কিন্তু আর যদি না এগোতে চাইবে, তাহলে অতখানিই বা যাবে কেন ভাল মেয়ে হলে? কোথায় ত্রুটি—কেন পা বাড়িয়েও শেষে যেতে চাইল না?

ব্যাপারটা সম্পর্কে তার অজ্ঞতাই বুঝি যত নষ্টের মূল? দলের কেউ কেউ যেসব খারাপ মেয়ের সঙ্গে একেক সময় মেশে, তাদের স্তেপান বরাবর ঘৃণাই করে এসেছে। সুদৃঢ় গর্বভরে ও সেইসব ছেলের প্রস্তাব বারবার প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, "অমনভাবে নিঃশেষ করব না নিজেকে।" এখন ভাবে, সেই অভিজ্ঞতা থাকলে আজ হয়তো ইভার মতো মেয়ের উপযুক্ত আদব কায়দা সে দেখতে পারত, অমন আনাড়ী অবাঞ্ছিত হতে হত না। অতৃপ্ত কামনায়, অবজ্ঞার তাড়নায় স্তেপান ছটফট করে।

হয়তো-বা ইভার কাজ নেই বলে মিস্টার জনসনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদে তার ভয়! স্তেপান থাকে ব্যারাকে—ইভার উপযুক্ত বাড়ি সে কোথায় পাবে, তাই? না! এমন চিন্তাও তার অপমান! এমন গুণী মেয়ে চাইলে যেকোন কাজ কিংবা যেকোন পুরুষকেই পেতে পারত। যা-ই হোক, মিস্টার জন্‌সনই তার কাম্য। স্তেপান ভাবে, গোড়া থেকে ভুল করেছে সে নিজেই।

ইংরেজী শিখতে গেল আবার, কিন্তু ভীরু মনে। একেবারে সুনিশ্চিত না হয়ে আর কখনও সে উত্তেজনার স্রোতে গা ভাসাবে না। স্তেপানের এত শিষ্ট শোভন আচরণে, সংযমে, পড়ায় এত মনোযোগে ইভা জন্‌সনের কিন্তু অস্বস্তি লাগে। চেষ্টা করে স্তেপানকে আরক্তিম করে তুলতে পেরেছে, বুক-ঢিপঢিপ চাঞ্চল্য জাগাতে পেরেছে, থরথর কামনায় অধীর করেও তুলতে পেরেছে, কিন্তু চুম্বনে প্ররোচিত করতে পারেনি আর। ইভা অবশ্যি জানতো না প্রতিদিন ইংরেজী পাঠের পর স্তেপানের অস্থির রাত্রি কাটে জাগরণে।

এক রাত্রে হিঁহিঁ করে কাঁপতে কাঁপতে স্তেপানের তন্দ্রা টুটে গেল। দেখে বরফে ঢাকা ধপধপে সাদা একটা জানালার সামনে মারিন, জানালার ফাঁকে ফাঁকে ছেঁড়া জামাকাপড়ের টুকরো গুঁজেগুঁজে দিচ্ছে।

সে বলে: "হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা পড়ে গেল। শীত এবার সত্যিই এল।"

স্তেপান জানায়: "কাল সন্ধ্যেবেলায় কাঠের বাঁধে দেখেছিলাম হিম জমছে। কাজ এবার একটু কঠিনই হবে।"

কাজে গিয়ে দেখে পেটরা-বাঁধের পিছনে নদী বরফে ছেয়ে গেছে। পরদিন সকালে ওরা দিনের শিফ্‌টে চলে গেল। কাছাকাছি পাশাপাশি ওরা কাজ করে; একেক সময় হিমশীতল জলের মধ্যেই কাজ। কাঠের থামগুলোর মধ্যেকার ফাঁকগুলো বন্ধ করে নেয়। ঠাণ্ডার কামড় একেবারে হাড়ে গিয়ে লাগে; কনকনে হাওয়ায় মুখে জ্বালা ধরে। একদিন এমনি কাজের শেষে ওরা সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফেরে। স্তেপান কিন্তু মরার মতো ঘুমোয়।

ওদের কাজটাই ঠাণ্ডার, কিন্তু আরও বেশি ঠাণ্ডা একটা কাজ রয়েছে। পরদিন বিকেলে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেখে ঘাটটার ওপরে অল্প কয়েকজন লোক বরফ ভেঙে একটা গর্ত খুঁড়ছে। বরফ এরই মধ্যে বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে; শাবলের অন্তত ডজনখানেক ঘা মারলে তবে ফাটল ধরে, গর্তে জল চিকচিক করে ওঠে।

ব্রিগেডের নেতা চেঁচিয়ে বলে, "আনো, বস্তা আনো!" ভারী ভারী বালির বস্তা নিয়ে আসে দু'জন। "এসো, গর্ত তৈরী।" দমকা হাওয়া আর বরফের ঝাপট কথাটা তার মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় যেন।

একটু দূরে একটা কুটিরের সামনে স্তেপান দেখে ডুবুরীর পোশাকে দাঁড়িয়েছে একটি লোক। মারিন বলে: "ঐ হল পাভেল অরোস্ত—সেই বিখ্যাত ডুবুরী।"

হেলমেট পরে গলায় বেঁধে ডুবুরীটি গর্তের কাছে এসে তার তামার মাথায় চাপড় মারে।

স্তেপান বলে: "একটু থেকে দেখে যাই। ঐ হল সংকেত—বলছে নামবার জন্যে ও তৈরি।"

দু'টো বালির বস্তা নিয়ে অরোভ বরফের সেই গর্তের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। হাওয়া চড়ে; সেই হাওয়ায় ভেসে আসে বরফের বিষ্টি, গর্তটার মুখে একটা পাতলা পর্দা জমে ওঠে।

আরেকজন ডুবুরী জানায়: "বাঁধের তলায় গিয়ে ফাটলগুলো বুজিয়ে দিচ্ছে। এই নদীগর্ভে গ্রানাইট পাথরের জমিনটা সাংঘাতিক অ-সম। কাঠের বাঁধ ঠিক মজবুত হয়ে বসে না; ফাটলগুলো বুজিয়ে দেওয়া না হলে বসন্তকালের বন্যা এসে পেটরা বাঁধ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাই অরোভ এবং আরও সব ডুবুরীরা এক মাস হল সেই তলায় নিয়ে বালির বস্তা ঢুকিয়ে দিচ্ছে।"

মারিন জানতে চায়: "আপনিও নেমেছেন নাকি?"

"জমে যাবার পরে মাত্র একবার। অরোভের মতো অমন পারি না। বারো হাজার বস্তা বসিয়েছে ও একা এবং আরও ছ' হাজার ওর বাকি।"

স্তেপানের দলের ছেলেরা শীতে কাঁপছে; বরফের পর্দা-পড়া গর্তটার দিকে তারা ভয়ে ভয়ে তাকায়। ডুবুরীটির কাছে স্তেপান জানতে চায়: "খুব কড়া কাজ, না? নীচেয় ব্যাপারটা কেমন বলুন তো একটু?"

"ঘোর অন্ধকার। গর্তটা দিয়ে শুধু যেটুকু ধূসর আলো পৌঁছয়। স্রোতের বিরুদ্ধে সেখানে একা; সে স্রোত টেনে নিয়ে যেতে চায় বাঁধের তলায়—সেই স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে দাঁড়িয়ে থাকা চাই। দূর, বহু দূর থেকে ভেসে আসে বরফ-জমা কূলে জলের আঘাতের চাপা আওয়াজ। কিন্তু অরোভ বলে, 'এই নীপারে আমরা মেলাই বিপদ কাটিয়ে উঠেছি; এবারও আমাদের আটকাতে পারবে না।' "

হাওয়া চড়তে থাকে; স্তেপানের দল পা চালিয়ে ব্যারাকে যায়। ঠাণ্ডা ঝাপ্‌টার দাপটে কোন কথা জমে না। খাবার ঘরে গিয়ে মারিন সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে: "একটা মানুষ বটে এই অরোভ!"

স্তেপান বলে: "এমন সব মানুষ নিয়ে আমরা মার্কিন হিসেব ছাড়িয়ে যাবো নিশ্চয়ই। কী না করতে পারে এইসব মানুষ!"

"যা বলেছ," বলে মারিন: "১৯৩২ সালেই আমরা খুলবো বাঁধ, খুলবোই!"

পুরো শীতের মধ্যেই ২০শে জানুআরি শেষ ফাঁকগুলি বন্ধ করা হল ; মাঝের পেটরা-বাঁধটিও শেষ হয়ে গেল। এপারে পুরানো পেটরা-বাঁধের ধ্বংসাবশেষ উড়িয়ে দেওয়া হল—চোদ্দটা থামের ভেরে দিয়ে খুলে গেল একটা খাল।

তারপর, সমগ্র ইতিহাসে এই প্রথম মানুষের হাতে তৈরী জোয়ালে ধরা দিল দুর্দম নীপার। বরফের তলায় ডুব মেরে নীপার গিয়ে ধাক্কা খেল কাঠের বাঁধে। সেখানে পথ না পেয়ে পুবে বেঁকে ফেটে পড়ল গিয়ে বাঁয়ের খাতে, সঙ্গে বয়ে নিয়ে গেল ভাঙা বরফের ঢল।

নীপার জয়ের এইদিনই স্তেপানের আগেকার কাজের জায়গাটা তলিয়ে গেল নদীর জলে। এইদিনই স্তেপান ঢুকলো ইঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুলে।

২০

এশিয়ার পুব দিক থেকে উঠে বেরিয়ে এল মার্চের হাওয়া। আফগানিস্তানের পাহাড় আর উজবেকিস্তানের তুলোর ক্ষেত থেকে উষ্ণতা নিয়ে রোদে-পোড়া তুর্কমেনিয়ার বালির তাপ কুড়িয়ে, আর কাস্পিয়ান সাগরের ঢেউ থেকে গায়ে আর্দ্রতা জড়িয়ে সে হাওয়া ককেসাস পর্বতমালার পাশ কাটিয়ে ধেয়ে এলো দক্ষিণ উক্রাইনের পানে। ওদিকে, সেই হাওয়ার চেয়ে দ্রুতবেগে ভীষণ গুঞ্জন ছুটল তারে-তারে মস্কো থেকে ভ্লাদিভস্তক, আর ক্ষুদ্রতম শহরের সংবাদপত্রেও সে গুঞ্জন ঘোষণা হয়ে দেখা দিল: সোবিয়েৎ-গমের জন্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে!

খারকোভে তখন বরফের ঝড় উঠেছে। আনিয়া তাকিয়ে ছিল সেই ঝড়ের দিকে। এবার দৃষ্টি ফিরে এল সংবাদপত্রের শিরোনামায়: "দু'দিনে বোনার কাজ।" বরফের ঝড় পেরিয়ে দূর দক্ষিণে এসে গেছে "প্রথম বলশেভিক বসন্ত;" তার উদ্দেশে অভিনন্দন জানায় আনিয়া।

খারকোভে আনিয়ার ইস্কুলে ওরা ঐ নামই দিয়েছে—প্রথম বলশেভিক বসন্ত! ব্যাপক যৌথ কৃষিব্যবস্থায় বোনা-রোয়া এই প্রথম। একটা সমগ্র মহাদেশে একটি মাত্র সামগ্রিক পরিকল্পনার অধীনে চাষাবাদ এই প্রথম! এরই ওপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। এ ফসল নষ্ট হলে সবাই মিলে অনাহার। তারা জানে, সোবিয়েৎ সীমান্ত বরাবর সর্বত্র ফিনল্যাণ্ড থেকে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত এবং সীমান্ত থেকেও বহু দূরদূরান্তরে বৃহৎ শক্তিগুলির রাজধানীগুলিতে শত্রু শ্যেনদৃষ্টি ফেলে চেয়ে আছে দুর্ভিক্ষ হলে সেই সুযোগে ছোঁ মারবার আশায়।

বসন্তের অভিযান উত্তরে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ রণাঙ্গন থেকে আসছে লড়াইয়ের খবর:

তের্স্ক অব্‌লাস্ত: ৬ই মার্চ। দক্ষিণ-পুবের উষ্ণ হাওয়া বইছে দু'দিন হ'ল। মাটি শুকিয়ে আসছে দ্রুত। মাঠের কাজ শুরু হবে এই সপ্তাহেই।

আল্‌মা আতা, মধ্য এশিয়া : বীজ ফেলা শুরু হয়ে গেছে। বহু খামারের সংগঠন খারাপ ; সাজসরঞ্জাম সব মেরামত হয়নি ; অনেকে-তো চাষের জমির সীমানাই জানে না।

ডন-নদীর ধারে রস্তফ : উত্তর ককেসাসের শীতকালীন গম বরফ পড়বার পর বেশ ভাল অবস্থাতেই দেখা যাচ্ছে।

কৃষ্ণসাগরের তীরে ওডেসা : রোদে-ঝলমল উষ্ণ আবহাওয়া। খারকোভ থেকে বাছাই-করা বীজ দিতে দেরি, তাই বোনার কাজে দেরি। বরফের অবরোধ থেকে বেরিয়ে পড়ো খারকোভ, জলদি! এখানে আমরা-তো বরফের বন্দী নই!

এখনও বরফে-অচল শহরগুলিও এবার লড়াইয়ের আহ্বানে জেগে উঠল। খামারের কাজে তিনশ' বিশেষজ্ঞ হিমে-জমাট লেনিনগ্রাদ থেকে রেলপথে যাত্রা করল দক্ষিণ উক্রাইনে। মস্কোতে এবং উত্তরের আরও বিশটি নগরীতে উচ্চস্তরের কৃষি-কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় রাস্তায় পতাকা নিয়ে গান গেয়ে বেরিয়ে পড়েছে—গমের জন্যে লড়াইয়ে কৃষকদের সংগঠিত করবার জন্যে চলেছে দক্ষিণে। এখানে, উক্রাইনের রাজধানী এই খারকোভে চল্লিশ হাজার স্বল্পমেয়াদী ছাত্রছাত্রী দেশে যাবার জন্যে প্রস্তুত ; ট্রাক্টর চালানো থেকে শুরু করে দশ হাজার একরের খামার চালাবার কাজ পর্যন্ত সব কিছু শিখাবার জন্যে এই কৃষক তরুণতরুণীরা এই শীতের মেয়াদে এসেছিল।

আনিয়াও তাদেরই একজন। একটা পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে আর তিলধারণের জায়গাটুকু ছিল না। একটি কামরায় তারা বারোটি মেয়ে। ক্লাসঘরেও তেমনি ভিড়। একটি ঘরে একশ' জনের পড়াশুনা আর অভিজ্ঞতা-বিনিময়। শিখবার প্রবল আগ্রহ দিয়ে ওরা পাঠ্যপুস্তকের ঘাটতি পুষিয়ে নেয়। শ্রান্ত অধ্যাপককে আরও খাটিয়ে, অতি-অসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার থেকে, সংবাদপত্রের প্রবন্ধ থেকে এবং নিজেদেরই অতীতের ভিতর খুঁজেখুঁজে ওরা জ্ঞান আর তথ্য সংগ্রহ করে। বিশেষ জ্ঞান অর্জন প্রয়াসী হাজার হাজার ছেলেমেয়ের উপস্থিতিতে উৎসাহ-চঞ্চল আনিয়া চিনি-বীটের কথা জেনেছে, উক্রাইনে তার বিশেষ প্রয়োজনের কথাটিও বুঝেছে।

মার্চের শেষাশেষি সে চলল দক্ষিণে—বসন্তের দেশে। গত শরতে খামার থেকে এসেছিল অনভিজ্ঞ মেয়েটি, এ যেন সে নয়, এক নতুন মানুষ। আনিয়া নিজেই অনুভব করে সে পরিবর্তন। কী বিরাট সব পরিবর্তনে ঠাসা হয়ে এল তার শীতকালটা! এই শীতের বৃহত্তম ঘটনা ভেরার অন্ত্যেষ্টি। কম্যুনিস্ট কায়দায় সেই অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে সবাই ভেরার কাজ এগিয়ে নিয়ে চলবার পণ করেছে। বিপ্লবী অন্ত্যেষ্টির যাত্রাসংগীত বেজেছে খামারের অর্কেস্ট্রায়। লাল শবাধার নিয়ে গেছে দীর্ঘ মিছিল। কালো নয়, লাল শবাধার—কেননা, এই-তো ভেরার শেষ নয়; ভেরা তো সমগ্র সংগ্রামেরই অঙ্গ, এবং সে সংগ্রাম এখনও চলেছে।

সেই লাল শবাধারের পাশে দাঁড়িয়ে আনিয়াও দৃঢ় পণ করেছে, খামারের মেয়েদের উন্নততর সুন্দর জীবনের জন্যে সংগ্রামই তার জীবন—ভেরা প্রাণ দিয়েছে সেই সংগ্রামে। কম্‌সোমলে এবং পরে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার সংকল্প করেছে আনিয়া—জীবনটা যাতে ভেরার মতো হয়ঃ সুস্পষ্ট তার লক্ষ্য, নির্ভয় তার গতি। খারকোভে প্রত্যেকটি মুহূর্ত সে দিয়েছে পড়াশুনায়; এবার ফিরে গিয়ে কাজ।

ট্রেনে নানা পেশার অসংখ্য মানুষের ভিড়, এবং তারা সবাই চলেছে দক্ষিণে বোনা-রোয়ার কাজে সাহায্য করবার জন্যে। কী কাণ্ড—এই নতুন ধরনের কৃষি-কাজে কত রকম কৌশল আর কারিগরিই না লাগে! হিসাবরক্ষক হয়ে চলেছে একদল তরুণ-তরুণী—তাদের জন্যে নাকি প্রবল চাহিদা। জেলার পর জেলায় যৌথ খামার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে, অথচ উপযুক্ত হিসাব রাখার কোন ব্যবস্থাই নেই! এ-তো একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড! তারা বলে, কাজ চলবে কেমন করে?—কেউ জানে না তার কাজের ভাগই বা কতটুকু, আর পাওনা মজুরিই বা কি। কত রকমের হিসাব আর শ্রম-বিভাগ—কৃষকদের কাছে বড় কঠিন, একেবারে নতুন!

মস্কো বোলশই অপেরা থেকে গানের দলও চলেছে একটা—দক্ষিণে গিয়ে 'বীজ ফেলার গান' গাইবে তারা। কিশোর অগ্রগামী দলের তিরিশটি ছেলেমেয়ে চলেছে—তাদের বয়স বারো বছরের মধ্যে; একজন প্রাপ্তবয়স্কের নেতৃত্বে তারা যাচ্ছে—খামারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করবে,

তাদের খেলা শেখাবে। কালো চোখ এক মেয়ে বলে, "খামারে এক নতুন যুগ এলো।" প্রত্যেকরই মুখে একই সুন্দর পবিত্র লক্ষ্যটির ঘোষণা।

পক্ককেশ সৌম্য দর্শন এক বৃদ্ধ আনিয়ার কাছে এসে বললেন: "শুনলাম বড় একটা খামার থেকে তুমি এসেছ। আমি আসছি লেনিনগ্রাদ থেকে, জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক; ক্ষেতের কাজে কর্মীদের জন্যে আমি গিয়ে ম্যাজিক-লণ্ঠনে বক্তৃতা দেবো। ঘোড়ার গাড়ি আছে নাকি তোমাদের? আমাকে একটু নিয়ে যেতে পারবে?" আনিয়া বলল, জাপোরোঝেতে গিয়ে দেখবে, আর মনে মনে ভাবে, এই এতসব শহরের মানুষ গিয়ে মহা বিভ্রাটই সৃষ্টি করবে।

জাপোরোঝেতে গিয়ে তারা বসন্তের দেখা পেলো। মার্চের বৃষ্টিজলে মাঠের মাটি গলে কাদা হয়েছে। স্টেশা এসেছে দেখা করবার জন্যে—আনন্দে নেচে ওঠে আনিয়ার বুক। স্টেশার চেয়ে আপন যেন আর কেউ নয়। শীতের সেই আঁধার রাত্রি—মাত্র দু'মাস আগে!—সেই-যে ভেরা গেল, আর পূর্ণাঙ্গ বিবাহের আশা নির্মূল হল স্টেশার। সেদিন থেকেই স্টেশা আরও অনেক কাছে এসে গেছে।

দু'জনে দু'জনকে বুকে জড়িয়ে নিল। আনিয়া বলে, "আগে বলো অপেরা গানের দল কি কোন কাজে আসতে পারে? আর, তারা-ভরা আকাশের ম্যাজিক লণ্ঠন সমেত জ্যোতির্বিদ্যার এক বৃদ্ধ অধ্যাপক আছে—চাই?"

"এক্ষুণই, এক্ষুণই হাত করে ফেলো!" স্টেশা বলে, "গানের দল তো চাই-ই চাই। চাষ পড়ছে 'আশীর্বাদের' আগেই, কিন্তু একটু কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান না হলে কৃষকদের ভাল লাগবে কেন? শহুরে গানের দল নিয়ে কাজ শুরু হলে মিছিল করে মাঠে যাবার আনন্দ কেউ-ই হারাতে চাইবে না।"

"আর জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক?"

"মাঠের ক্যাম্পে ঠিক তাঁকেই তো চাই! এ তো কিছু মামুলী চাষ নয়; শহরের সমস্ত সংস্কৃতিও আসবে এর সঙ্গে। তাছাড়া, গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে, পৃথিবী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা আর প্রদর্শনী হবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্র। হাত করে ফেলো এক্ষুণই।"

আনিয়া হেসে বলে, "নতুন কৃষির সঙ্গে আমার যোগাযোগটা যেন নষ্ট হয়ে

গেছে। ভেরা মারা যাবার পর আর কোন খবরই পাইনি।" মেয়েরা সব 'রাঙা প্রভাতের' 'তেলেগা' গাড়িতে ভিড় করে ওঠে। 'তেলেগায়' স্প্রীং থাকে না; একটু নরম করবার জন্যে খড় বিছানো।

স্টেশা একটু ত্রুটি স্বীকার করে বলে: "চিঠি লেখার সময় পাইনি একেবারেই। খুনের বিচারের কথা নিশ্চয়ই কাগজে পড়েছ। সাজা হয়েছে সাত জনের; ফেবার, পেঞ্চেলিন আর ভয়োনিনের মৃত্যুদণ্ড, আর সবাইকে পাঁচ বছরের মেয়াদে পাঠানো হয়েছে উত্তরে। পরে মস্কো থেকে আইনসিদ্ধ করে নেয়ার পর আরও বারো জনকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে; তারা নানা নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। ততদিনে আমাদের পক্ষে সমর্থনও অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। এবার আমরা খামার সংক্রান্ত নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করছি; তার নাম হবে ভেরার নামে। কৃষকেরা ভেরার সম্মানে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কাজ করে দিচ্ছে এই ল্যাবরেটরি বসাবার

"আশ্চর্য! অথচ জানুআরি মাসেও কী অবস্থা ছিল!"

স্টেশা জানায়: "অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফেব্রুআরি মাসে। বিচার থেকেই মোড় ঘুরে গেল। একরকম বলা চলে ভেরার মৃত্যুই আমাদের বাঁচিয়ে দিল: সেই ঘটনা দেখে সারা তল্লাট জেগে উঠল। কৃষকেরা যখন ঠিক বুঝল যে, কুলাকের শাসন শেষ হয়েছে সত্যিই, তখন তারা চোদ্দটা ঘোড়া পর্যন্ত 'আবিষ্কার' করে ফেলল; কুলাকদের কাছে বিক্রি করবার জন্যে এতদিন সেগুলো তারা লুকিয়ে রেখেছিল। ভাঙা ট্রাক্টরটাকে মেরামত করে দিল 'কম্যুনার,' এবং আরও দু'টো পাবার ব্যবস্থা করে দিল। এখন মোট পাঁচটা ট্রাক্টর। এবার আমরা মরশুমের জন্যে প্রস্তুত।

"সব খামারের অবস্থা অবশ্যি এমন ভাল নয়। যেমন ধরো ঠিক আমাদের দক্ষিণে 'গৌরব' খামারটায় একেবারে বিশৃঙ্খল অবস্থা। ভীষণ চাপ দিয়ে সদস্য সংগ্রহ করেছিল, শেষে তাদের ছেড়ে দিতে হল। যারা ছেড়ে যাচ্ছে তারা এই চাষের মরশুমের ঠিক আগেই যে-যার ঘোড়া, জমি নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু 'রাঙা প্রভাতের' ভিৎই রয়েছে মজবুত।"

ইচ্ছে করলেও আনিয়া মরোজফের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারছে না—যদি স্টেশা মনে ব্যথা পায়। স্টেশা নিজেই তুলল কথা: "ইলিয়া হাসপাতাল থেকে বেরুল গত সপ্তাহে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিয়ে রেজেস্ট্রি হয়ে গেল। সদর দপ্তরের কাছেই আমরা খামারে একটা ঘর পেয়েছি। এখনও পুরো কাজ করবার মতো সারেনি, কিন্তু আমরা যখন মাঠে নামবো, তখন সঙ্গেই থাকবে।"

আনিয়া আবেগভরে বলে, "তাকে যে আবার পাওয়া গেছে তাই আমাদের ভাগ্যের কথা।" মরোজফকে আনিয়া শ্রদ্ধা করে। সে জানে, খামারের কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করবার ব্যাপারে মরোজফের প্রগতিশীল মতামত তার নিজের কাজেও খুবই সহায়ক হবে।

ক্ষেতে কাজে নামবার আগে খোলা মাঠে জনসভায় মস্কোর গানের দলের চমৎকার অনুষ্ঠানে সবাই মুগ্ধ। এমন গান, এমন পোশাক-আশাক এর আগে এখানে কেউ কখনও ভাবতেও পারেনি। পাদ্রীদের নেতৃত্বে শোভাযাত্রার ব্যাপারটা এখন রীতিমতো অতীতের জিনিস বলেই মনে হয়। শিল্পীরা নিজেরাও উৎসাহিত হয়ে ওঠে: কৃষি বিপ্লবের মধ্যে এই কৃষক সমাবেশ—এমন শ্রোতার সামনে তারা গাইছে! এই প্রথম।

জাপোরোঝে'র রিপোর্টার তাদের কাগজের জন্যে গানের দলের ফটো নিচ্ছিল; ছুটে আর্তিউকিনা বুড়ী গিয়ে হাজির হল সেখানে সেই মঞ্চে। "ওদের সঙ্গে আমার ছবিও তুলে নাও। এবার আমি মরতে পারি! এমন দিন দেখতে পাবো কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি।" খামারের সদস্যদের সঙ্গে গায়ক-গায়িকাদের একত্রে ফ্ল্যাশ লাইটে কয়েকখানা ছবি তুলে রিপোর্টারটি সবাইকে খুশি করে দিল।

সেই রাত্তিরেই গায়কদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে গাইতে খামারের সবাই মিছিল করে চলল মাঠে। দু'দিন আগে একবারে মহড়া দিয়ে সব ঠিকঠাক করে নেওয়া হয়েছিল। বালালাইকার কোমল মধুর সঙ্গীতে তারা অগ্ন্যুৎসবের কুণ্ডের পাশে বসে খানিক ঝিমিয়ে নিলো। তারপর ভোরের প্রথম আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে চাষ শুরু হল। প্রথম দিনেই কাজের রেকর্ড: কিচ্‌কাসে কেউ কখনও এতখানি চাষ করতে পারেনি।

চিনি-বীটের ক্ষেতে চাষের কাজ তদারক করল আনিয়া। বীজ পরীক্ষা করে বিলি করে দিল। বোনা শেষে আনিয়া দেখল, গ্রামে গ্রামে যে দশ-দিনের শিশুসদন হয়েছে সেখানে সে পনের দিনের জন্য গিয়ে স্টেশাকে সাহায্য করতে পারে। এখানে বর্ষিয়সী মায়েরা সবার ছেলে দেখে, তখন কমবয়সী মায়েরা ক্ষেতের কাজে যাবার সুযোগ পায়। দু'জন নার্স ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ তদারক করে। আনিয়া খারকোভ থেকে পোস্টার নিয়ে এসেছে—কোনটাতে শিশুদের খোলা হাওয়ার প্রয়োজনের কথা, কোনটাতে মাছি থেকে সাবধান থাকবার কথা, এমনি সব পোস্টার। আর, মায়েরা প্রায় প্রত্যেকেই এগুলিকে মস্কোর অপেরা গাইয়েদের সমপর্যায়ে ফেলেছে, দৈনন্দিন আটপৌরে ব্যবহারের জিনিস এগুলো নয়!

এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে যাবার পথে চাষ আর বোনার কাজ দেখে আনিয়ার মন আনন্দে ভরে ওঠে। চাষের কাজ দেখে এমনটি হয়নি আর কখনও। কাজের ছন্দে মাটির সঙ্গে মানুষের ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে এতদিনে। মাইলের পর মাইল উর্বরা কালোমাটির একটি মাত্র ক্ষেত—দিগন্ত বিস্তৃত; এখানে ওখানে আল আর নেই। সেই ক্ষেতে কাজ করছে দলে দলে বলদ, ঘোড়া আর ট্রাক্টর—সব একই পরিকল্পনায় গাঁথা।

ঘোড়ার ব্রিগেডের একজন দলপতি গর্বভরে বলে: "কাঠের লাঙল বর্জন করেছি আমরা চিরকালের মতো। ছোট ছোট আর্টেলে সাজসরঞ্জাম ছিল খারাপ। কিন্তু সব কৃষক যখনই যোগ দিল, অমনি লাঙল হয়ে গেল প্রয়োজনের দ্বিগুণ—তাই আমরা ব্যবহার করি শুধু সেরাগুলোই। পুরানো আলগুলোর আগাছার মূল পর্যন্ত এবার লাঙলের ফালির মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কাজের ক্লান্তি নেই—কারও অসুখ করলে, কেউ কোন কাজে বাজারে গেলে কাজ থামে না; আরেক জন এসে ধরে তার লাঙল।"

শিফ্‌ট বদলের পালায় নেমে আসতে আসতে একজন ট্রাক্টর-চালক বলছে: "ইঞ্জিনে একবার হাত লাগাও—মরশুম শেষ হবার আগে শ্রীমতী ঠাণ্ডা হবে না। দিনে তেইশ ঘণ্টা কাজ করে; মাঝরাত্তিরে মাত্র এক ঘণ্টার ছুটিতে জুড়োবার সময় পায়। একেকটা ট্রাক্টরে দিনে ছাব্বিশ একর জমিতে চাষ পড়ছে।"

রাত্রে মাঠের সর্বত্র ফুটে ওঠে তাঁবুর আগুনের আলো। সেই আগুন ঘিরে বসে বালালাইকার মূর্ছনার সঙ্গে সমবেত কণ্ঠসংগীতের আসর। এক রাত্রে রাজনীতিক আলোচনা, পরদিন হয়তো চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা। পুরানো ফিল্‌ম্, কেটে কেটে যায়; অপারেটরও অনভিজ্ঞ, তার যন্ত্রও মান্ধাতা আমলের; কী এসে যায় তাতে! বহু কৃষক তো দেখছে এই প্রথম। সেলিদ্‌বা'র কাছে একটা ব্রিগেড তো পর্দার ওপর চড়াও হয়ে চলচ্চিত্রের শয়তানটাকে মারতে গিয়ে সব তছনছ করে দিল। শেষে অনেক বুঝিয়ে বলতে হল, এ-তো সত্যি নয়—অভিনয়। পক্ককেশ সেই জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক একেক রাত্রে একেক তাঁবুতে গিয়ে ম্যাজিক-লণ্ঠনে বক্তৃতা করেন। তাঁর কথা বুঝতে কষ্ট হয়, কিন্তু স্লাইডগুলো খাসা, তাই তিনি উল্লাসধ্বনির অভিনন্দন পান। শেষে সবাই বোঝে তারাগুলো আসলে পৃথিবীতে আলো দেবার বাতি নয়—প্রত্যেকটা নক্ষত্রই একেকটা বিরাট দুনিয়া।

শহর থেকে যারা এসেছে, তারা নানাভাবে সাহায্য করে। খারকোভ থেকে যে তরুণ পাইওনীয়ারের দল এসেছে, তারা বাচ্চাদের দেখার কাজে স্টেশার সহায়। কমসোমলের উনত্রিশ জন সদস্য এসেছে জাপোরোঝে থেকে—তারা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ক্ষেতের কাজে হাত লাগায়। এরা হচ্ছে রেল-শ্রমিকদের ছেলেমেয়ে, ক্ষেত-খামারের কিছুই জানত না। খামারের ছেলেরা তাদের মই দেওয়া শিখিয়েছে এবং তারা শিখিয়েছে কমসোমলের শাখা সংগঠন গড়ে তোলার পদ্ধতি। 'রাঙা প্রভাত' খামারের আপিসের মেঝেয় কিংবা আর সবার সঙ্গে মাঠেই তারা ঘুমোয়। বন্ধুত্ব-মূলক আদানপ্রদানের পরিবেশের ভিতর দিয়ে শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার বিরোধ আর বিচ্ছেদের পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। আনিয়া দেখে, এই পরিবর্তনটাই সব চেয়ে বেশি সুদূরপ্রসারী।

বোনা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; একদিন ঈভান বলল আনিয়াকে: "বাড়ি কোথায় করবে ঠিক করবার সময় হল। কিন্তু বাঁধ পড়ে জল উঠে গেলে কিচ্‌কাস তো যাবে তার তলায়। সবাই তৈরী হচ্ছে, কিন্তু তোমার জন্য তো পুনর্বসতি দপ্তরে কোন দরখাস্ত করলেন না!"

আনিয়া জানতে চায় : "কিছু জরুরী অবস্থা নাকি ? আমি তো জানতাম দু'তিন বছর সময় রয়েছে এখনও।"

"যত শীগগির হয় ততই ভাল। যথাসময়ে করলে নতুন বাড়ির জন্যে মালমশলাও পেতে পারো। গত শীতেই 'রাঙা প্রভাতে'র ব্যবস্থা হয়ে গেছে ; উঁচু মাঠে আমরা জমি নিচ্ছি। ফসল তোলার পরে আমরা খামারের নতুন কেন্দ্রস্থলে এক মাইল ভেতরে একটা আদর্শ খামার-নগরী গড়ার কাজ শুরু করব। আমাদের অনেকেই সেখানে এখনই উঠে যাচ্ছে।"

সেইদিনই বিকেলে আনিয়া দাদুকে কথাটা বলল, কিন্তু তিনি একেবারে ঘোর বিরোধী। "সত্তর বছরে কোনদিন বন্যার জল এ বাড়ি ছুঁতে পারেনি। যে-কোন বন্যার নাগালের বাইরেই আমার বাবা এই বাড়ি তৈরি করে গেছেন।"

"বাঁধটা যে তৈরি করেছে তা কি দেখনি, দাদু ? উপত্যকার দিকে আশি মাইল জুড়ে প্রকাণ্ড সরোবর হয়ে যাবে। আমাদের বাড়ির মাথাও ছাপিয়ে উঠবে তার জল।"

"দেখ্ আনিয়া, তোদের কাঁচা বয়েস, যা শুনিস তাই অমনি বিশ্বাস করে ফেলিস। এই বাড়িখানার কদর বুঝলি না। আমার বয়েস তখন বারো, এই বাড়ি তৈরির কাজে আমিও বাবার সঙ্গে হাত লাগিয়েছিলাম, ভূমিদাসেরা মুক্তি পেল সেই বছরই। এ গাঁয়ে মুক্ত কৃষাণের প্রথম বাড়ি। মহা সম্মান আর গর্ব এই বাড়ির বুনিয়াদ। নীপারের সাধ্য নেই এ বাড়ি গ্রাস করে। যতক্ষণ বেঁচে আছি আমি এ বাড়ি ছাড়ছি না।"

আনিয়া গিয়ে জানালো ঈভানকে—দাদু নড়তে চাইছে না। "দাদু একেবারে ছোট্ট ছেলেটির মতো হয়ে উঠেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস—নদীর জল ও-বাড়ি কখনও ছুঁতেও পারবে না।"

ঈভান অধৈর্য হয়ে উঠে। "তোমার দাদুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। উনি অক্ষম হয়ে পড়েছেন বলে ঘোষণা করিয়ে দেবো ; আমাদের খামার-নগরীতে প্রথম নতুন বাড়িগুলির একটা তোমারই জন্যে ব্যবস্থা করে দেবো।"

কথাটা শুনে আনিয়া মর্মাহত হয়। ঈভানের গত শীত কালটার কার্যকলাপ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে দেখে। "বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে তুমি খুবই পটু,

ঈভান, কিন্তু মানুষের বেলায় তুমি যেন নির্বিকার উদাসীন। আশিটা বছরের কঠোর জীবন আমার দাদুর ; আমি কিছুতেই তাঁর ওপর জোর খাটাতে যাবো না। নদী যখন ওঠবে ততদিন তিনি হয়তো বেঁচেই থাকবেন না।"

আনিয়ার দৃষ্টিতে কী যেন দেখে আহত ঈভান কাতর স্বরে বলে : "আমি ভাবছিলাম শুধু তোমারই কথা। তোমার একখানা সুন্দর বাড়ি হোক, সবকিছু সুন্দর হোক, তাই আমি চাইছিলাম। তাছাড়া"—একটু অপ্রতিভ দ্বিধাগ্রস্ত ঈভান বলে, "কাছে চাইছিলাম তোমাকে। কত আশা করে এসেছি তুমি আমাকেই—। মনস্থির করতে পারোনি বলেই তুমি বাঁধের কাজে গিয়েছিলে, জানি। কিন্তু 'রাঙা প্রভাতে' যখন ফিরে এলে, তখন ভেবেছিলাম—ফিরে এলে আমার কাছে।"

"আমি দুঃখিত যে, তুমি এমন আশা করেছিলে," আনিয়া বলে শান্তভাবেই।

ঈভান ফেটে পড়ে : "এখনও সেই স্তেপান !"

মাথা নেড়ে আনিয়া জানায় : "তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

"স্তেপানের সঙ্গে যদি তোমার পাকা কথা না হয়ে থাকে, তাহলে তোমার মন আমি পাবোই।" ঈভান এমন আবেগভরে কথা বলতে পারে, তা আনিয়া দেখল এই প্রথম।

আনিয়া মৃদু হুঁশিয়ারি জানায় : "আশা রেখো না। নিজের মনটা আমি এতদিনে চিনেছি।"

৭

পরিকল্পনার নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ দিন আগেই ওদের বোনা শেষ হল। কাউন্টিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে 'রাঙা প্রভাত'। পতাকা দেবার অনুষ্ঠানে 'কম্যুনার' কারখানা থেকে একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে এলেন নিকোলাই ঈভানোভিচ।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন : "তোমাদের পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলাম, সে আমাদের গর্বের কথা। তোমরা এখন বড় হয়েছ, আর তোমরাই অপরের পৃষ্ঠপোষক হবে। 'গৌরব' খামারটির কথা বলছি। বীজ বপনের কাজে ওরা পিছিয়ে রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাদের সাহায্য কর। যে কৃষকেরা এখনও

একক ব্যক্তিগত মালিকানায় চলেছে, তাদেরও চাষের কাজে বাছাই-করা বীজ দিয়ে সাহায্য করবে।"

সবিস্ময়ে সবাই বলে ওঠে: "তারা যে শত্রু! তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে খারাপ জমিতে বসিয়েছি তো আমরাই।"

"ভুল", নিকোলাই ঈভানোভিচ শান্তস্বরে ওদের ভুল শুধরে বলেন, "শত্রু ছিল কুলাক, কারণ তারা তোমাদের উপর শোষণ চালাতো। মেহনতী কৃষক তো তোমাদের শত্রু নয়। সে তোমাদের চেয়ে কয়েক মাস পিছিয়ে পড়েছে, এখনও যৌথ ক্ষেতী হয়ে ওঠেনি—এইমাত্র। তোমাদের পন্থাই উন্নত পন্থা, সেটা তাদের দেখিয়ে দাও; কিন্তু তা দেখাবার জন্যে তাদের ধ্বংস করে দিও না। তোমাদের খামারের মত মজবুত খামারের উচিত সারা দেশের ফসল তোলায় সাহায্য করা।"

পরদিনই 'রাঙা প্রভাত' ট্রাক্টর আর গরু-ঘোড়া দিয়ে কাজ শুরু করল 'গৌরব' খামারে; ব্যক্তিগত মালিক কৃষকদের জন্যেও। সত্যিকারের ত্যাগ! কারণ, ঘোড়াগুলি ক্লান্ত, ট্রাক্টরগুলোর তখন মেরামত আর ঘষামাজা আর তোয়াজ দরকার। ওদের অসুবিধা বুঝে 'কম্যুনার' কারখানা সহসা সাহায্য এনে দিল হাজার মাইল দূর থেকে।

নিকোলাই ঈভানোভিচ একদিন সকালে ফোন্ করে জানালেন: "এক সপ্তাহের জন্যে ছ'টা ট্রাক্টর পাঠাচ্ছি। এ ট্রাক্টর এসেছে ক্রাইমিয়া থেকে—সেখানে চাষের কাজ শেষ। দ্বিতীয় বার ক্ষেতের কাজে এই ট্রাক্টর যাচ্ছে সাইবেরিয়ায়। সাইবেরিয়ায় বসন্ত আসছে দেরিতে, তাই এক সপ্তাহের জন্যে আমরা ট্রেন থেকে নামিয়ে রেখেছি।"

এক ঘণ্টা পরেই 'রাঙা প্রভাতে'র উঠোনে এসে ঢুকল ছ'টি ট্রাক্টর। লাফিয়ে নেমে তার চালকেরা হেলে দুলে লম্বা লম্বা পা ফেলে খামারের আপিসে গিয়ে কাজের ছক চাইল। দু'টো ১০ ঘণ্টার শিফ্‌টে কাজ ভাগ করে তারা চটপট নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিল। এমন চমৎকার শ্রমিক 'রাঙা প্রভাত' আগে কখনও দেখেনি। সেইদিনই সন্ধ্যায় খামারের সবাই গিয়ে জড়ো হ'ল মাঠের তাঁবুতে—একই বসন্তে যারা চাষ দিতে পারে ক্রাইমিয়ায় আর সাইবেরিয়ায়, তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় চাই-ই।

জ্যাকেট-পরা দলপতিটি জানালো: "আমরা নাবিক। কৃষ্ণসাগরের নৌবহর থেকে গত শরতে আমরা ছাড়া পেয়েছি। শীতকালটায় শিখে ফেললাম ট্রাক্টর চালানো। বসন্তের শুরুতেই সিম্‌ফেরোপোল চলে গেলাম। রাষ্ট্রীয় শস্য খামারের জন্যে চাষ দিয়েছি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার একরে, আর আরও সাত হাজার একর জমি এমনি করে দিলাম গরীব কৃষকের জন্য।

"সাইবেরিয়াকে সাহায্য করবার হুকুম হঠাৎ এল তারে—মস্কো থেকে। খামার থেকে মোটরে করে খবর পৌছে দিল আমাদের—আমরা তখন খামার থেকে দশ থেকে কুড়ি মাইল দূরে জমিতে কাজ করছি। খবর পৌছল ভোর একটায়; কাজ চলছিল তিন শিফ্‌টে। লাঙল গুটিয়ে আমরা ছুটলাম ট্রেন ধরতে। প্যাসেঞ্জার-ট্রেনের গতিতে আমাদের পাঠানো হচ্ছে—এগারো দিনে পৌছতে হবে সাইবেরিয়ায়। ওদের এখন সবে বসন্তের শুরু; সেখানে চাষ সেরে আমরা জুলাইয়ে নিজেদের ক্রাইমিয়ার খামারে গিয়ে ফসল তুলব।"

ঈভান একটু যেন হতভম্ব হয়ে জানতে চায়: "এখন থেকে আমাদের ক্ষেত-খামার করতে হবে এমনি ভাবেই বুঝি?"

ট্রাক্টর-দলটির নেতা পকেট থেকে ঘামে-ভেজা একটা সিগারেট বের করে সেটাকে সযত্নে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল: "তা মনে হয় না। তাতে খরচ ভীষণ, যন্ত্রের উপর ধকলও পড়ে বেশি। বছর দু'য়ের মধ্যে সমস্ত খামারের উপযোগী যথেষ্ট ট্রাক্টর তৈরি হয়ে যাবে, তখন আরও কম-খরচের পাকাপাকি পদ্ধতিতে কাজ শুরু করা যাবে। এবার তো বেশি পরিমাণ গমের জন্যে রীতিমতো লড়াইয়ের বছর।"

মিইয়ে যাওয়া সিগারেটটাই চলবে ঠিক করেছে নিশ্চয়ই, তাকে ঠোঁটে চেপে আগুন ধরিয়ে লম্বা টান মারল একটা। তারপর হঠাৎ সবার দিকে ফিরে বলল:

"হ্যাঁ ভাই, তোমাদের বেশ ভালই লাগল, কিন্তু—এবার আমাদের ঘুমটা চাই।"

এইভাবে চলল মার্চ মাসে ককেসাসে, উক্রাইনে এপ্রিলে, মে মাসে উত্তর ভল্‌গায়, সাইবেরিয়ায় জুনে—বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পেরিয়ে বসন্ত চলল উত্তর মুখে।

"এবারের স্লোগান—পাঁচ লক্ষ! গত বছরের তিনগুণ। পাথরের কাজটা এগিয়ে নিতে হবে আরও দ্রুত। মাঝের খাত পিছিয়ে রয়েছে।"

নিজের অধীনস্থ পাঁচটি কর্মিদলের কাছে স্তেপান বক্তৃতা করছে। সে এখন একটি বিভাগের কর্তা। ড্রিল-চালানো কিংবা কন্‌ক্রিট-ঢালা এখনকার প্রধান কাজ নয়; এই নির্মাণ-কেন্দ্রে কাজের ভিতর দিয়ে আনাড়ী কৃষকদের শ্রমিক করে তোলাই এখন তার প্রধান কাজ। এখন এই পাঁচটি দলে যারা রয়েছে তাদের প্রায় অর্ধেকই নবাগত, কিছুটা উদাসীন—যৌথকৃষির আলোড়নে গ্রামাঞ্চল ছেড়ে এসেছে এই মানুষগুলি। নতুন মানুষ, সচেতন নাগরিক ক'রে তাদেরই এই বাঁধের নির্মাতা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। বাঁধ গড়ার কাজে এবং পরে এই বাঁধ ব্যবহারের জন্যেও নতুন মানুষ গড়ে তুলতে না পারলে এই বাঁধটাই নিতান্ত বাজে পাথরের স্তূপ হয়েই থেকে যাবে।

মারিন, পীটার, ম্যাক্সিম আর আন্দ্রিয়েভ এখন স্তেপানের অধীনে একেকটি ব্রিগেডের নেতা; তারা তুলে ধরেছে ঐ স্লোগান: পাঁচ লক্ষ ঘনমিটার এবছর!

নবাগতেরা প্রায় সবাই সেই নির্বিকার ঔদাসীন্যের ভিতরই পড়ে থাকে; নানা অভাব অভিযোগ দেখিয়ে তারা ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করে। "থাকবার ব্যারাকটাই এখনও তৈরী শেষ হল না…কারখানার রসুইখানার ঐ খাবার কি মুখে তোলা যায়!…রবারের বুটই বা কই?"

বরমিন নামে হৃষ্টপুষ্ট লোকটির হাবভাবে যেন একটা কিছু গোপন করবার চেষ্টা। সবার অভিযোগগুলি মিলিয়ে সে বলে: "ঐ পাঁচ লক্ষ'র সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কি? কন্‌ক্রিট ঢালা তো আমাদের কাজ নয়।"

স্তেপান চটপট্ চোখা জবাব দেয়: "কাজে লেগে থাকলে, পরে সে কাজ তোমরাও করবে। কিন্তু, এই—এই মুহূর্তেই তোমাদের ঢিলেমির ফলে মাঝের

খাতে কন্‌ক্রিট-ঢালার কাজ পিছিয়ে পড়েছে। উপযুক্ত পাথরের কাজ হয়নি, তাই।"

বরমিন খুঁত খুঁত করে: "তাতে তো আমাদের কোন দোষ নেই। পেটরা-বাঁধে ছেঁদা হল, তাই।"

"সে কথা ঠিকই," স্তেপান বলে: "মে মাসে আমাদের কোন দোষ ছিল না বটে, কিন্তু পেটরা-বাঁধ মেরামত হয়ে গেছে অনেক কাল হল। অথচ, কোথায় সেই একটা মাসের ঘাটতি পুষিয়ে নেবো, তা না, আমরা সমানে আরও পিছিয়েই পড়ছি। তুমি নানা অভাব-ত্রুটির কথা বলেছ—বেশ, এসো, তা সংশোধন করবার জন্যেও আমাদের কিছু করবার আছে। বলেছ খাবার খারাপ—আচ্ছা, কারখানার রসুইঘর তদারক করবার যে কমিটি রয়েছে সেখানে তোমাকে আমরা বসাবো। কি বলো?"

"চুলোয় যাক্ কারখানার রসুইখানা! কিছু পয়সা হাতে হলেই আমি ফসল তোলার কাজেই ফিরে যাচ্ছি।"

স্তেপান এবার একটু উষ্মাভরেই বলে: "যেখানেই থাকো না-কেন, এ বাঁধ তোমাদেরই। এ বাঁধ তোমাদের খামারেও শক্তি আর আলো যোগাবে ঠিকই। তাই যতক্ষণ এখানে আছো এর কাজে হাত লাগাও।" কেউ কেউ কথাটা বোঝে, তাই সাড়া জাগে—কাজ আরও ভাল হয়।

দলপতিদের সঙ্গে স্তেপান বৈঠকে বসে। "ওদের যেটুকু বললাম, অবস্থাটা কিন্তু তার চেয়ে খারাপই। ডনেৎস সিমেণ্ট কারখানা যথেষ্ট সিমেণ্ট দিয়ে উঠতে পারছে না। সিমেণ্ট জমাবার লোহাও আসে মাঝে মাঝে থেমে থেমে। কন্‌ক্রিট-ঢালা শ্রমিকদের জন্যে রবারের বুট তো এখনও পৌছলই না। পাঁচসালা পরিকল্পনার চাপে অনেক শিল্পই যেন একটু বিব্রত বোধ করছে। এই সব যোগানদারের পিছনে লাগবার দরকার হবে একটু। তবে মূল গলদটা কিন্তু এখানেই; মাঝের খাতে মনোবলটা দুর্বল। শ্রমিকদের কাজের রেকর্ড, দেখলে ভয় হয়।"

আন্দ্রিয়েভ হুঁশিয়ারী জানায়: "ঐ বরমিনের ওপর নজর রাখা দরকার। বাঁধের বিরুদ্ধে ও লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে।"

"নজর আমার আছে আগে থেকেই, কিন্তু এখনও কোথাও ওকে ধরতে পারিনি।"

"এ যেন তারিখ পিছিয়ে দেবার জন্যে আমেরিকানদের প্রস্তাবটাই ঠিক।"—পীটার বলে, "জেলা ট্রেড ইউনিয়নগুলি পর্যন্ত বলছে, এ মরশুমের কার্যক্রম একটু ছাঁটতেই হবে।"

তীক্ষ্ণ জবাবে আন্দ্রিয়েভ বলে: "কিন্তু পার্টি তা বলছে না; ও কথার সঙ্গে পার্টি একমত নয়, কম্‌সোমলও নয়।"

স্তেপান নিজেও এখন কম্‌সোমলের সদস্য। নিজের অগ্রগতি যথেষ্ট হলে দু'এক বছরের মধ্যে সে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হবার জন্য দরখাস্ত করবে। সে নিজে শ্রমিক, সবার বেশি বিচক্ষণ আর উৎসাহী শ্রমিকেরাই দেশটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, এবং তারাই রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টিতে, তাই পার্টি-সদস্য হবার দরখাস্ত করবার সিদ্ধান্ত সে ভাবাবেগ বর্জিত হয়েই গ্রহণ করেছে।

আন্দ্রিয়েভের দিকে ফিরে স্তেপান বলে: "মাঝের খাতটা আয়ত্তে আনবার জন্যে রীতিমতো একটা সংগ্রামী অভিযানই দরকার হয়ে পড়েছে। কম্‌সোমল কি তাতে নেতৃত্ব দেবে?"

আন্দ্রিয়েভ বলে: "এ গ্রীষ্মে বাঁধের জন্যে আমাদের স্লোগানই হওয়া চাই ঠিক তাই।"

"মাঝের খাতে উঠে পড়ে লাগো!"……"পাঁচ লক্ষ ঘনমিটার!"…এই যোড়া স্লোগান তুলে নদীগর্ভের মাঝের খাতে প্রবল অভিযান শুরু হল। কর্তৃপক্ষের মনে, প্রায় সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারের মনে এখনও দ্বিধাসন্দেহ ছিল, কিন্তু নওজোয়ান বিশ্বাস রাখে।…

বাঁধের অন্যান্য অংশে নিয়মিত আট ঘণ্টা কাজের পর হাজার হাজার নওজোয়ান শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এগিয়ে এল মাঝের খাতে—অতিরিক্ত চার ঘণ্টা থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত খাটুনি তারা দেয়। পতাকা উড়িয়ে গান গেয়ে তারা এগিয়ে গেল। পুরানো শ্রমিকদের মনেও সঞ্চারিত হল সে উৎসাহ আর উদ্দীপনা। আপিসের কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার, এবং উচ্চ কর্মকর্তারা পর্যন্ত নিজ নিজ কাজের শেষে এসে মাঝের খাতে যে-যা পারে হাত লাগালো।

সংবাদপত্রের প্রচার অভিযানে সাড়া দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক এল জাপোরোঝে থেকেও। সম্পূর্ণ বাইরের লোক পর্যন্ত এলো: পাঁচসালা পরিকল্পনার বিরাট নির্মাণ-কেন্দ্রগুলি ছুটিতে দেখে বেড়াচ্ছে মস্কোর ছাত্র, উরালের খনিশ্রমিক, বাকুর তৈলশ্রমিক—তারাও মাঝের খাতের জন্যে এই লড়াইয়ের প্রেরণায় মেতে উঠে দু'এক সপ্তাহ থেকে কাজ করে যায়।

একদিন বিকেলে স্তেপান খাদে গিয়ে দেখে তার পুরানো বন্ধু সেই সরকারী উকিল এসেছেন জাপোরোঝে থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে, এবং কাজটি তিনি বেশ সামলেই করছেন।

তাঁর মুখভঙ্গিতে উৎসাহিত হয়ে স্তেপান হাসতে হাসতে বলে ওঠে: "আসুন, আসুন, আরও এগিয়ে আসুন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে। খাসা কাজ দিচ্ছি আপনাকে, আসুন!" সবচেয়ে জোলো নোংরা জায়গাটা স্তেপান দেখিয়ে দিল।

সরকারী উকিলও তেমনি হাসিমাখা জবাবে কপট বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: "এখনও এখানে! এমনি কোন কর্তাব্যক্তিকে সাজা দিতে তো চাইনি আমি।" স্তেপানের দেখানো জায়গাটিতে লাফিয়ে গিয়ে তিনি আবার সুবোধ ছেলের মতো কাজে লেগে গেলেন।

"দেখা হল, খুশি হলাম।" স্তেপান বলে, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় করতে পারিনি। বরমিন নামে লোকটির উপর যদি একটু নজর রাখেন ভাল হয়। এসেছে কুবান্ থেকে। তাই বলে। দেখবেন, সত্যি সে কুবান থেকে এসেছে কিনা আর তার অতীতটাই বা কেমন।"

"কাজে গড়বড় লাগাচ্ছে বুঝি?" নামটা টুকে নিতে নিতে সরকারী উকিল বলেন, "কুলাকেরা রীতিমতো পঙ্গপালের মতো উড়ে এসে এখানে ওখানে সর্বত্র নেমে পড়েছে আজকাল।"

পরদিন বাঁ পার থেকে মেয়ে-শ্রমিকদের একটি দল এল দিনের কাজের শেষে মাঝের খাতে চার ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করবার জন্যে। দলের নেত্রী কালো-চুল শক্তসমর্থ গড়নের বিশ-একুশ বছর বয়সের মেয়েটি তার জলকাদা-মাখা মুখে হাসি ফুটিয়ে কালো চোখের দৃষ্টি হেনে স্তেপানের কাছে এসে বলে:

"এই-যে এই মাঝের খাতের লোকেরা! দুনিয়ার সবাইকে চাই তোমাদের টেনে তুলবার জন্যে।" অনুযোগ আর চ্যালেঞ্জের কথাগুলিই কিন্তু তার সুন্দর গলায় সংগীতের মত বেজে ওঠে।

কাজের জায়গা দেখিয়ে দিতে দিতে স্তেপান হেসে বলল, "আমরা এত বিশিষ্ট কিনা,—তাই। সব কিছু নির্ভর করছে আমাদেরই ওপর,—তাই।"

সুরেলা গলায় উঁচু পর্দায় ঝঙ্কার তুলে এবার মেয়েটি ঠোঁটামি করে বলে, "নিজেদের সম্পর্কে ধারণাটা তো বেশ চড়া মাত্রায়ই রয়েছে দেখছি!" চলে যেতে যেতে না ফিরেই একবার ঘাড় বাঁকিয়ে বলে গেল, "কন্‌ক্রিট-ঢালা কাজ আমাদের। অতই যদি বিশিষ্ট তোমরা, তাহলে বরং পরে মাঝের খাতেই কাজ করতে পারি।"

"মেয়ে-দল দিয়ে আমার কাজ নেই," স্তেপান জানিয়ে দেয়, "মেয়েরা সব বিগড়ে দেয়।"

"যেন তাই হয়!" খিলখিল করে হেসে মেয়েটি একটু ভেঙচি কেটে চলে গেল।

পরের চার ঘণ্টায় স্তেপানের দৃষ্টি কয়েকবার সেই মেয়েদের কাজের জায়গাটার ওপর দিয়ে ঘুরে এসেছে। তারা এত খাসা কাজ করছে দেখে একটু বিরক্তি লাগে—নিজের এই বিরক্তিতে স্তেপানের অবাক লাগে। আত্মসংবরণ ক'রে স্তেপান নিজের মনে বলে—বিরক্ত হবার কী আছে, এরা এসেছে সে তো বরং খুশির কথা।

গ্রীষ্মের সূর্য তখন অস্ত যাবার মুখে পশ্চিমের পাহাড়গুলির মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। স্তেপান দেখে মেয়েটি এগিয়ে আসছে, আর কি যেন ঘোরাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে, প্রথমে মনে হয়েছিল একটা শাবল। চকচক করছে একটা লম্বা পাত; এবার স্তেপান বোঝে ওটা একটা সেকেলে তলোয়ার।

রবারের বুটে কাদা ছিটিয়ে মেয়েটি এগিয়ে আসে। কাছে এসে নতশির কপট অভিবাদন জানিয়ে সে নিজের জয়ের চিহ্নটি স্তেপানের হাতে তুলে দিয়ে বলে: "সুন্দর জিনিসটি, হারিয়েছিল বুঝি? এ-তো নিশ্চয়ই তোমারই জিনিস! আহা, কী তলোয়ার!"

তলোয়ারখানি নিয়ে স্তেপান মাথার ওপর দিয়ে ঘোরাতে থাকে ; পড়ন্ত রোদের আগুনে আভা ঠিকরে দিচ্ছে নদীর জল, আর তার ওপর সোনার তীরের মতো ঝলমল করে ওঠে সেই তলোয়ারের ফলা। মধ্যযুগের, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসী মানুষেরও বহু সাজসরঞ্জাম আর নানা ধ্বংসাবশেষ এই বাঁধের কাজে মাটি খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গিয়েছে; কিন্তু এমন চমৎকার কোনটাই নয়। হাতলে কী সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কাজ; ফলার ধাতুটাও তেমনি খাসা—কে জানে কত শতকের সলিলসমাধিতে ছিল, এতটুকু মরচে ধরেনি!

স্তেপান মেয়েটিকে বলল: "এটি আমরা মিউজিয়মে দেবো। চাই কি, তুমি একটা পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারো।" তারপর মেয়েটির ওভারঅলের ওপর নজর পড়তে স্তেপান দেখে, সোনার কী যেন একটা গয়না।

স্তেপানের দৃষ্টি অনুসরণ করে মেয়েটি নীচের দিকে সেই গয়নাখানির ওপর চেয়ে একটু একটু হাসে। "ওটাও মিউজিয়ামের জন্যে, কিন্তু এই শিফ্‌টটা শেষ হবার আগে নয়। এটা মেয়েদের জিনিস। একটা নয়, এতগুলো পেয়েছি, ছিল তলোয়ারখানার পাশেই।"

পথ দেখিয়ে সে এগিয়ে যায়, আর ওভারঅলটা গুটিয়ে গুটিয়ে উরুর ওপর আরও খানিকটা তোলে—পুরুষালি কাপড়ের আটোসাটো ছাঁটকাটের বাধাটা যেন সয় না। স্তেপান লাল হয়ে ওঠে, আর তারই জন্যে নিজের ওপর রাগ হয়। মেয়েটির প্যান্টের তলায় সুগোল উরুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্তেপান সহসা সচেতন হয়ে ওঠে। মেয়েদের পরনে ওভারঅল তো এর আগে তার কাছে নিতান্ত মামুলী ব্যাপারই ছিল।

নদীগর্ভে একটা নীচু জায়গায় গিয়ে পড়ল ওরা। একটা নতুন গর্তে পচা কাদামাটির ভিতর সেই রকম আরও কতকগুলো সোনার গয়না। খাদের আবছায়ায় ধূসর গোধূলি নেমে এসে সেগুলো ঢেকে ফেলেছে। আকাশে তখনও সূর্যাস্তের শিখা জ্বলছে—তারই ভিতর মেয়েটি তুলে ধরল সেই কোন্ অজানা যুগের অলঙ্করণের সামগ্রী।

"তৈরী হয়েছিল সে কতকাল আগে—সুদূরের কোন্ সে দুনিয়ায়!" মেয়েটির কণ্ঠে জাগে বিস্ময়ের সুর।

জীবনের অতি সীমাবদ্ধতা আর তীব্রতার একটা ঝিলিক খেলে যায় স্তেপানের সারা দেহে। পুরাকালের সেই সোনা থেকে তার দৃষ্টি নীচেয় গড়িয়ে যায় মেয়েটির সুডোল বাহু আর মোটা কাপড়ে তৈরী শার্টের তলায় আঁটোসাঁটো উদ্ধত বুকের উপর। মেয়েটির মুখে স্বপ্নালু মৃদু হাসি, দৃষ্টি স্তেপানের ওপর। স্তেপানের বাহু ওকে ঘিরে নেয়; ওকে বুকে চেপে স্তেপান নিজের বুকে পায় ওর সুগোল সুঠাম স্তন দুটির অনুভূতি। কামনার আগুনে মেশে অধরে অধর।

"এই বুঝি সেই পুরস্কার!" গুঞ্জনটুকু তুলে মেয়েটি একটু হেসে সরে যায়। "আমার নাম," চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে বলে যায়,"নাম নিউরা। ছ'য়ের ব্যারাক, তৃতীয় সারি, বাঁ পারে।"

স্তেপান ওর যাবার পথে চেয়ে রইলো, বাঁ এলাকার সর্বত্র তখন আলো জ্বলে ওঠে। হঠাৎ খেয়াল হয় এখনও যে হাজার কাজ পড়ে রয়েছে, সে-তো দাঁড়িয়েই রয়েছে দুনিয়ার যত কাজের ভিতর।

নির্দিষ্ট তারিখের দশ দিন আগেই মাঝের খাদ কনক্রিট ঢালার জন্য তৈরী হয়ে গেল। এই সাফল্যে নেপ্রস্তই'য়ের সাধারণ মনোবল আরও উদগ্র হয়ে ওঠে। শ্রমিকদের বিভিন্ন অংশ একের পর এক এগিয়ে এসে পাঁচ লক্ষ ঘনমিটারের পাল্টা পরিকল্পনাটিকেই তাদের কর্মসূচী করে নেয়; ইঞ্জিনিয়াররাও তা গ্রহণ করল। শেষ পর্যন্ত তাই হল ১৯৩০ সালের সরকারী পরিকল্পনা।

শ্রমিকদের ডজন ডজন নতুন ব্রিগেড এসেছে মাঝের খাদে কনক্রিট ঢালার কাজে। তার মধ্যে নিউরার ব্রিগেড একটি; স্তেপানের অধীনে তাদের কাজ—পুরুষদের সেরা ব্রিগেডগুলিরই সমতুল্য তাদের কাজের রেকর্ড।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে স্তেপানের কাছে কাজের রিপোর্ট দাখিল করে—"আমার দলই তো সেরা। তোমার পুরুষদের ব্রিগেডগুলির হল কি!"

নিউরার এই খুনসুটিতে স্তেপান বিরক্ত হয়ে ওঠে। পুরো একটি সপ্তাহ রোজ তারই ব্রিগেড সবার সেরা কাজ দিল। স্তেপান মারিনকে বলে: "দোহাই

তোমার, অন্তত একটা দিন ওকে হারিয়ে দাও।” পরের সপ্তাহে মারিন তা করল। স্তেপানের পুরুষালি দম্ভ তৃপ্ত হল।

কাজ করতে করতে স্তেপান আর নিউরার মধ্যে নানা মন্তব্য আর ঠাট্টা-তামাশা চলে। সেদিনকার সেই চুম্বনের ভিতর দিয়েই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। ওদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে; ‘কন্‌ক্রিট মেয়ে’র কথা তুলে প্রায়ই স্তেপানের সঙ্গে ফোঁড়ন কাটে মারিন। দিন পনেরো যেতে না-যেতেই আবার সেই চুম্বন। কাজ থেকে তাদের একত্রে ফেরা হয়ই না। নিউরা যায় তার ব্রিগেডের মেয়েদের সঙ্গে; স্তেপান তখন নতুন স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠনের ব্যাপারে থেকে যায়। দীর্ঘ সময় কাজের পর নিউরার ব্যারাকে যাবার সময় আর থাকে না। ট্রেড ইউনিয়নের সভায় দেখা হয়। এমনি দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের পর স্তেপান নিউরার সঙ্গে একত্রে বাড়ি ফেরে।

সভায় দু’জনেই রীতিমতো বেশি কথাই বলেছে, কিন্তু রাস্তায় নীরব। নিউরার ব্যারাকের কাছে পৌঁছে দু’জনই একই আবেগের টানে বাড়িটার আবছায়ায় সরে যায়। স্তেপান ওকে আকর্ষণ করে গাঢ় আলিঙ্গনে। নিউরা কামনা-চঞ্চল হাত দু’খানা স্তেপানের শার্টের ভেতর দিয়ে তার মাংসপেশীগুলোকে চেপেচেপে ধরে। স্তেপানের মাতাল অধর পাগল হয়ে ছোটে নিউরার মুখ থেকে গ্রীবায় এবং শেষে অতৃপ্ত তৃষায় গাঢ় হয়ে জমে তার বুকে। পরিতৃপ্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নিউরা দু’হাতে স্তেপানের কর্ণমূল চেপে ধরে থাকে অনেকক্ষণ; তারপর তার দু’চোখে চুমু খেয়ে ধীরে সরে যায়।

“তুমি কী সুন্দর, নিউরা!”

নিউরা ব্যারাকে ঢোকে; মেয়েদের কলকণ্ঠে স্বাগত সম্ভাষণ ভেসে আসে কানে। বাড়ি যেতে যেতে মনে হয় খুশির ধারা নিয়ে এসেছে নিউরা। তার উদগ্র কামনা কী এক আনন্দই জাগিয়ে তোলে! গন্ধঢালা সেই স্নিগ্ধ রাত্রিতে নদী থেকে গোপনে ভেসে আসে একটু ঝিরঝিরে হাওয়া। হঠাৎ স্তেপান দেখে কখন থেকে যেন সে ভাবছে আনিয়ার কথা, ভাবছে কোথায় এখন সে—এমনি করে আনিয়াকে চুমু খেলে কী হত!

জনসনদের বাড়িতে স্তেপানের আর যাবার সময় হয়নি। এবার নভেম্বরের ছুটি আসছে। পাঁচ লক্ষ ঘনমিটারই হয়ে যাবে, এবার স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং তুনিয়ার সর্বত্র নেপ্রস্ত্রইয়ের এই আশ্চর্য সাফল্যের কথা। সেই দিনই বিকেলে মার্কিন উপদেষ্টা দলের কর্তা সোবিয়েত ইঞ্জিনিয়ারদের বলেছেন: "কনক্রিট তো নয়—এ যেন অজস্র অনন্ত পাথুরে বন্যাস্রোত; এমনটি জীবনে আর কখনও দেখিনি।"

আবারও তুনিয়ার সেরা রেকর্ড স্থাপিত হল। ১৯২৯ সালের মতো মাত্র এক মাসের কাজ নয়; এবার হল সারা মরশুমের কাজে নতুন বিশ্ব রেকর্ড। গোটা বছরে এত বেশি পরিমাণ কনক্রিট এর আগে তুনিয়ার আর কোথাও ঢালা হয়নি। স্তেপানের ইচ্ছে হয় এবার একবার গিয়ে এই জয়ে মিস্টার জনসনের স্বীকৃতিটা শুনে আসবে; ১৯৩২ সালের মধ্যেই বাঁধটা শেষ হতে পারে সে কথাও এবার জনসনকে নিজের মুখেই স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া, কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল—না, কয়েক মাস, ইভার সঙ্গেও দেখা হয়নি। স্তেপানের মনে হয়, নিজের এই অবহেলায় অন্যায় হয়ে গেছে।

তু'দিনের ছুটিতে সেই অবকাশটুকু মিলল। আগে ফোনে জানিয়ে রাখল। ফোনে কথা বলতে বলতে মনে পড়ে, জনসনদের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা, তখন ফোনের ব্যাপারটায় কী আনাড়ি ছিল, আর এখন ব্যাপারটা এমন মামুলী! গিয়ে দেখে উড নামে আরও একজন ইঞ্জিনিয়ার এসেছে। স্তেপানের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বেশ খুশি; তার করমর্দনে আন্তরিকতাও জনসনের চেয়ে বেশি। "ছুটিটায় এলাম তোমাদের এই আশ্চর্য বাঁধে। তোমাদের সরকারের 'ইস্পাত ট্রাস্টে' কাজ করি। একরকম সারা সময়ই কাটে পথে পথে।"

নবাগতটিকে স্তেপানের বেশ ভাল লাগে; সে রুশ ভাষাও একটু একটু বলতে পারে। স্তেপানও একটু ইংরেজি জাহির করবার চেষ্টা করে; উড তাতেও খুশি।

উড একটু ঘুরে দেখতে চায়: "যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকটা, তেমনি বাঁধে শ্রমিকদের মনের চেহারাটাও একটু দেখতে চাই। ছুটির পর তোমার বিভাগে আমাকে একটু ঘুরিয়ে দেখাবে তো?" স্তেপান সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়।

সন্ধ্যার দিকে জনসন আর উড চলে গেলেন আমেরিকান উপদেষ্টা দলের কর্তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

মৃদু হেসে ইভা স্তেপানকে আটকে রাখল : "তুমি এখনই যেতে পাবে না। এসেছিলে সেই তো কতকাল আগে। তোমার ইংরেজী পড়া গেল—আমার যে বড় একেলা লাগে।"

ইভার স্বরে আগের চেয়ে বেশি আগ্রহ। সুদর্শন তরুণটি আবার এসেছে, তাই এত উত্তেজনা—ইভা নিজের মনেই অবাক হয়। স্তেপান রীতিমতো সুপুরুষ হয়ে উঠেছে—ওর আকর্ষণ অস্বীকার করা যায় না। অভিভূত উডও—তার মনেও স্তেপান রীতিমতো রেখাপাত করল! একটা কিছু—কাজের অভিজ্ঞতা কিংবা কোন প্রেমের ঘটনা—ওকে যেন আরও সাবালক সুপুরুষ করে তুলেছে। স্তেপানের আসল জীবনটার কথা ইভার জানতে ইচ্ছা হয়।

ইশারায় পাশে বসতে ব'লে ইভা সেই লবঙ্গ-সুবাসিত চায়ের আয়োজন করে—গত বছর স্তেপানকে তাই দিয়ে সে পুলকিত করতে পেরেছিল। মুচকি হাসিমুখে তার 'রণং দেহি' দাবি : "বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে এত ব্যস্ত তুমি, আমার জন্যে এতটুকু সময়ও হয় না? নাকি অন্য কোন মেয়ে তোমায় হরণ করে নিল? তোমার মতো পুরুষ আমাদের এই মেয়েদের পক্ষে রীতিমতো বিপজ্জনক!"

ইভা ভাবে : সত্যি কথাই তো বলছি, কিন্তু ওকে জানতে দেওয়া চলবে না। এই বিদেশীটির সঙ্গে প্রকৃত কিছু হতে পারে না—ওর না আছে আরাম-বিরামের উপকরণ, না আছে সুখসুবিধার উপায়; থাকে হয়তো এখনও সেই ব্যারাকেই। কিন্তু তবু ওর সামনে বব্-এর সঙ্গে জীবনটা এমন একঘেঁয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে কেন!

স্তেপান বলে : "তোমার মতো এমন মার্জিত মেয়ে আমি আর দেখিনি। আর সবাইকে আমি বিচার করি তোমারই নিরিখে।" তার মনের কথা।

ওদিকে নিউরার সঙ্গে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে; ইভার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে সহসা তার প্রভাব লাগে। মিসেস জনসন চায়ের পেয়ালাগুলোর ওপর ঝুঁইয়ে পড়েছে, ভী-গলা ব্লাউজের নীচে বুকের বঙ্কিম নরম রেখাটি দেখা দেয়। স্তেপানের মনে পড়ে একদিন ঐ বুকে সে চুম্বন করতে উদ্যত হয়েছিল।

এই বিদেশী, তায় বিবাহিতা এবং বয়সেও কত বড় মেয়েটিকে অমনভাবে আলিঙ্গনে বেঁধে নিয়েছিল সেদিন! কী ক'রে? স্তেপান ভাবে; তাই স্বভাবতই ইভা তাকে 'তরুণ বোম্বেটে' বলেছিল। আজ কিন্তু ইভাকে মনে হয়, অসামান্য গরিমা-সুষমাময়ী এই বিদেশিনী যেন ঠিক এই মরজগতের কেউ নয়। আজ আর স্তেপানের থাকতেও ইচ্ছে হয় না।

তারপর আলোয় পথ দেখে স্তেপান বাড়ি ফেরে। চারিদিকে নির্মাণ-কেন্দ্রগুলি দু'দিনের ছুটিতে নীরব; মাসের পর মাস কোনদিন এতখানি নীরবতা দেখা যায়নি। স্তেপান যেন যাচ্ছে নিউরার কাছে। এক বছরের বেশি হল ইভা জনসনের চড়া পর্দার আদব-কায়দা সমস্ত মেয়ে সম্পর্কে তার মনোভাবটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিউরার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই নিরিখে তাকে খাটোই মনে হত। আজ কিন্তু নিউরাকে ইভার ছাঁচে কল্পনা করবার সে চাড় আর নেই। ওপারে পৌঁছে আজ অন্তরটা ভরে ওঠে; নিজের ব্যারাক ঐ এসে গেছে, এবং শুধু নিজের ব্যারাকটি নয়—আরও একটি ব্যারাক, সেখানে সহকর্মিণীদের সঙ্গে ঘুমোচ্ছে নিউরা। নিউরা তারই সগোত্রীয়—এই বাঁধের নির্মাতাদের একজন।

ছুটির দ্বিতীয় দিন। মিছিল আর উৎসব-অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে; সামনে পড়ে রয়েছে চব্বিশটা ঘণ্টার অবসর। আজকাল দোকানে পাওয়া যাচ্ছে কারুকার্য আঁকা জামা; নতুন-কেনা তারই একটি পরে স্তেপান ভোরেই গিয়ে পৌঁছল নিউরার ব্যারাকে।

ঢুকেই পড়ল; অর্ধেক মেয়ে তখনও বিছানা ছাড়েনি—ছুটির আলস্য জড়িয়ে পড়ে আছে। 'বেরোও, বেরোও' ব'লে সবাই হৈ হৈ করে উঠল। স্তেপান দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল: "নিউরা, আজ সারাদিন বাইরেই কাটাবো, বেরিয়ে পড়ো।"

ঝাঁঝালো ঝঙ্কারে জবাব আসে: "আগে বলতে পারতে। এখনও তো বর হওনি যে ধরে মারবে!" কথাটায় তীব্র হাতছানি। স্তেপান অপেক্ষা করে।

স্তেপানের কাছে এসে নিউরা বলে: "দুপুরে খাবার কিছু নিয়েছো তো?" স্তেপানের অপ্রতিভ ভাবটা দেখে নিউরা রঙ্গিণী হয়ে ওঠে: "তোমরা এই পুরুষেরা যে কী করে এই দুনিয়াটা গড়লে, তা আমি ভেবেই পাইনে।"

সে ব্যারাকের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়; তারপর রুমালের পুঁটুলিতে প্রকাণ্ড একটা রুটি আর বেশ কিছুটা কাবাব নিয়ে ফিরে আসে। হাস্যময়ী নিউরা শরতের পাতলা রোদে হাত দু'খানা ছড়িয়ে দেয়। "খাসা দিনটা," সে যেন গেয়ে ওঠে: "এমন দিন!"

বসতি এলাকা থেকে অনেক দূরে নদীর পাড় ধরে ওরা বরফ-জমাট মাঠের মধ্যে এসে পড়ে। স্তেপান দেখায়—সেই দূরে পশ্চিম পারে উঁচু পাহাড়ের চূড়াগুলি। "শৈশবে খেলতাম ওখানে; পরে ওখানেই ছিলাম ঘরবাড়ি-ছাড়া ছেলের দলের সর্দার। একটা গুহা ছিল—আমরা বলতাম 'কসাকের গুহা'।"

"আমায় নিয়ে চলো।" নিউরা আব্দার ধরে: "দেখবো, নিয়ে চলো।"

স্তেপান বলে: "এখন নয়। ফিরে যেতে চাইনে। পরে একদিন দেখাবো।"

নদীর ধারে যে বিস্তীর্ণ এলাকাটা প্রতি বসন্তে প্লাবিত হয়ে যায়, সেই 'প্লাব্‌নি'তে নামতে পা বাড়াবার মুখে স্তেপান নিউরার অনিচ্ছাটা লক্ষ্য করে বলে: "বেশ নিরালা, আর নদী ঘেঁষে এলোমেলো সুন্দর আর ঝাঁকড়া গাছগুলোর তলায় পুরু ঘাসের আরামের আসন।"

নিউরা প্রায় অস্ফুটে বলে: "নদী আমার কোনদিন ভাল লাগে না, কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব।"

স্তেপানের বিস্ময় দেখে সে বুঝিয়ে বলে: "প্রতি বসন্তে আমাদের গাঁয়ের অংশ ভেসে যায় নীপারের বানে, আমরা গরীব, তাই সেই অংশেই ছিল আমাদের বাড়ি। মাঝের খাতে তোমাকে দাঁড়ানো দেখলাম—কী শক্তিশালী, আর ভাবলাম: নদীটাকে জয় করছে ও; আর কখনও আমাদের ভাসিয়ে নিতে পারবে না। তাই তো তলোয়ারটা দিলাম।"

ওর কোমরে হাত জড়িয়ে স্তেপান ঢালু পথটিতে নেমে পড়ল। নদীর কিনারে এসে গেল। প্রকাণ্ড একটা গাছের তলায় শরতের ঝরা পাতা আর লম্বা ধূসর ঘাস মিলে ওদের জন্য নরম আসন রচনা করে রেখেছে। শরতের হাওয়ায় লেগেছে দুপুরের রোদের আমেজ।

ওকে কাছে টেনে নিয়ে স্নিগ্ধ গলায় স্তেপান বলে: "আমাদের নীপারকে ভালবাসতে শেখাবো তোমায়।"

"নদীকে নয়! তোমাকে......এই মানুষটাকে...যে জয় করে!"

সুখে হেসে নিউরা স্তেপানের আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২২

"নিশ্চয়ই কিছু অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ঘটেছে—আমি বাজি ফেলে বলতে পারি"—একটা ক্রেন নিয়ে কি কাজ করছে কয়েকজন শ্রমিক, সেই দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে উড বলছে জনসনকে, "একেবারে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।" ক্রেন্‌টা থেকে তেল বের করে শ্রমিকেরা আঙুল দিয়ে পরখ করে দেখছে, তাই নিয়ে কি বলাবলি করছে এবং তেলটা সযত্নে সরিয়ে রাখছে।

জনসন হেসে বলে: "তুমি একেবারে রুশদের মতো বিগড়ে গেছ। তারা-তো অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ দেখছে সর্বত্র।" দোভাষীর দিকে ফিরে জনসন বলে: "যোগদানভের কি হল দেখো তো; কথা ছিল এইখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।"

স্তেপান এগিয়ে আসে। "একটু দেরি হয়ে গেল—আমি দুঃখিত। বরমিন নামে লোকটির সম্পর্কে খবরাখবরের জন্যে আমার ডাক পড়েছিল। কিছুদিন হল ক্রেনগুলি একটু বেশি জলদি অকেজো হয়ে আসছে। প্রথমে মনে হয়েছিল এত সব আনাড়ীর হাতে কাজ, তাই বুঝি। কিন্তু ছুটির মধ্যে ক্রেনের তেল পরীক্ষা করে শিরীষের গুঁড়ো পাওয়া গেছে। এবং সেই শিরীষের গুঁড়োই এক বস্তা পাওয়া গেছে বরমিনের ব্যারাকে।"

উড স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বলে: "সব অপরাধী ধরা পড়েছে তো? অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ খুব বেশি হচ্ছে বুঝি?"

"না এমন ভয়ানক কিছু নয়। কিছু কিছু কুলাক মিথ্যা নাম-পরিচয় নিয়ে এসে কিছু গোলযোগ সৃষ্টি করছে। কারখানার রসুইখানার প্রধান বাবুর্চির কাজে ঢুকে পড়েছিল একজন; বিষ মিশিয়েছিল খাবারে। অনেককে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, তবে মারা যায়নি কেউ। 'শ্রমশিল্প পার্টি' নামে এক গুপ্ত সংস্থা ইঞ্জিনিয়ারদের ডিক্টেটরী ক্ষমতা কায়েম করবার জন্যে ষড়যন্ত্র

চালাচ্ছিল ; তার মধ্যে কিছু কিছু উপরওয়ালা ইঞ্জিনিয়ারও ছিল। ডনেৎস-এ তাদের পালের গোদারা ধরা পড়বার পর সব ঠাণ্ডা হয়ে যায় ; এখানে অবশ্য সেই সর্দার চক্রীদের একটাও ছিল না।"

উড বলে : "এ দেখছি আমারই খাস কাজের ব্যাপার। তোমাদের ইস্পাত ট্রাস্টে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ খুঁজে বের করাই তো আমার কাজ। সেখানে সে তো আখছার হচ্ছে।"

স্তেপান খুবই আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। বিরক্ত স্বরে জনসন বলে : বিল্, তুমি কি তাহলে 'অগ্‌পুতে' গিয়ে কথা লাগাও ?"

"কী যে বলো", উড বলে : "দেশে হলে একে বলতে গোলযোগ বাধানো। এই-তো সেদিন ডন্‌বাসে নতুন একটা রোলিং মিলে ইস্পাতের একটা প্রকাণ্ড গিয়ার-বাক্স থেকে অদ্ভুত নানা রকম আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে বাক্সর ভিতর তাকিয়ে দেখাটা কিছু চাট্টিখানি ব্যাপার নয় ; সে বাক্স খুলতে হলে উৎপাদনই বন্ধ রাখতে হয়। তবে, পরের দিনটা ছুটি পড়েছিল। দোভাষীকে নিয়ে ফিরে গেলাম ; তাকে বেছে নিলাম কারণ সে কম্যুনিস্ট, সময়ের লাগাম সে ছেড়ে দেয় না।

"একটা ক্রেন এনে বাক্সটার ওপর থেকে ইস্পাতের ঢাকনিটা সরিয়ে ফেললাম, এবং খুলে দেখি হরেক রকম জঞ্জাল, প্রধানত ইস্পাতের গুঁড়ো। সেই জঞ্জাল বেরুল ন' বালতি। অদ্ভুত আওয়াজ বেরুবে না কেন বলো! তক্ষুনই পরিষ্কার করা না হলে দু'সপ্তাহের মধ্যে বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটত। তুমি হলে রিপোর্ট করতে না, বব্, বলো ?"

"নিশ্চয়ই! তবে ডিরেক্টর কিংবা চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে।"

"শুধু তাই যথেষ্ট নয়। চীফ ইঞ্জিনিয়ার সম্পর্কেও যে সব সময় নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। স্তেপান যে 'শ্রমশিল্প পার্টি'র কথা বলছিল তারই একজনও তো হতে পারে সেই চীফ ইঞ্জিনিয়ার—সরকারকে বেকুব বানানো তাদের মতলব। যারা কারখানার কথা সত্যিই ভাবে, কারখানার ভাল-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় তাদের খুঁজে পেতে আমার যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। ওরা যাকে বলে

কম্যুনিস্ট কমিটি—প্রত্যেকটি কারখানায় রয়েছে ঐ কম্যুনিস্ট কমিটি। রোলিং মিলের কাজে তারা একেবারে ঘাসের মতোই কাঁচা, কিন্তু মানুষ চেনে—কাজটা হাঁশিল করতে চায়।

"আমি রিপোর্ট করলাম ডিরেক্টরের কাছে, চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে আর সেই কম্যুনিস্ট কমিটির কাছে। জানালাম: 'নয় বালতি ইস্পাতের গুঁড়ো ঐ বাক্সে অমনি ঢুকে পড়তে পারে না।' ব্যস! তাতেই কাজ হল। কিছু পরেই সেই ইস্পাতের কারখানা থেকে কয়েকজন বেশ জাঁদরেল গোছের লোক খসানো হল। ঠিক আসল লোকদেরই ধরল কেমন করে জানি না, কিন্তু কারখানাটা যে আগের চেয়ে ভালই চলছে তা দেখছি।"

"এইসব অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে আমার কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না, কিন্তু," জনসন যুক্তি দেখায়, "এসব ঘটছে অংশত এই পাঁচসালা পরিকল্পনারই ফলে।" নির্মাণকেন্দ্রে ইতস্তত পায়চারী করতে করতে জনসন বলে যায়: "অর্থ-ব্যয় করছে যেন মাতাল নাবিকের মতো; ভরপেট খাবার জোটে না, তবু নতুন নতুন জাঁকালো কল-কারখানা কিনে চলেছে। দেশের যতসব সেরা খাদ্য সবই রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রপাতির খরচ যোগানর জন্যে। স্তালিনগ্রাদে ঐ ট্রাক্টর কারখানাটি তো দুনিয়ার বৃহত্তম, অথচ অমনি আরও একটা তৈরি হচ্ছে, এবং আরও একটা উরালে। এদের মাথা খারাপ! ট্রাক্টর উৎপাদনে এদের যা পরিকল্পনার বহর তাতে যত ব্লাস্ট ফার্নেস আছে তার সব ইস্পাত ঢেলেও তো কুলোবে না!"

"ভুলে যেও না যে, নতুন ব্লাস্ট ফার্নেসও তৈরি করছে"—উড পাল্টা জবাব দেয়, "আমি নিজেই রয়েছি সে কাজে।"

জনসন তবু ছাড়ে না। "দেশের লোককে দুঃখে-কষ্টে রেখে তাই করছে। সেই জন্যে তো অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ আর অসন্তোষ!"

উড শুষ্ক জবাব দেয়: "আমি তো কোথাও কোন ব্যাপক অসন্তোষ দেখিনি। কাজে বরং প্রচুর উৎসাহ আর আগ্রহই দেখেছি; পর্দার আড়ালে সক্রিয় রয়েছে শুধু মুষ্টিমেয় চক্রীরা।"

স্তেপান মাঝে মাঝে জনসনের দোভাষীর সাহায্যে যতটা সম্ভব এই কথাবার্তা শুনছিল। অধৈর্য জনসন তার দিকে ফিরে বলে: "তুমি তো ভীষণ লম্বা সময় কাজ করো—নয় কি? কত হবে—তেরো ঘণ্টা, চোদ্দ ঘণ্টা?"

স্তেপান অবাক হয়ে জবাব দেয়: না, শিফ্‌ট অনুসারেই—আট ঘণ্টা।"

জনসন মাথা নাড়ে। "সারা গ্রীষ্মটা তুমি আমাদের বাড়ি যাওনি। তুমি নিশ্চয়ই দিনে, আবার রাত্রেও কাজ করছিলে।"

"স্বেচ্ছাসেবক অভিযান হিসেবে ধরলে—"

"তার জন্যে কি পাও?"—জনসন জানতে চায়: "থাকো তো নিশ্চয়ই ব্যারাকে, আরও কুড়ি জনের সঙ্গে একত্রে?" স্তেপান ঘাড় নেড়ে জানায়, ঠিকই। "খাও কি?—মাংস মাখন, চিনি, যত যা দরকার সব পাও?"

"প্রয়োজন অনুযায়ী ওসব জিনিস আমরা পাইনি কোন কালেই, তবে আমার বাবা যা কোনদিনও পাননি, তার বেশিই এখন পাচ্ছি। নতুন খামারগুলি আর শিল্পগুলি গড়ে উঠুক, তখন সবকিছু প্রচুর পরিমাণেই পাবো।"

জনসন তর্ক করে। "তোমার মতো ছেলে এই খাটুনি আমেরিকায় খাটলে এই এক্ষুনই ও-সবকিছুই পেতো। তোমাদের সরকার নতুন নতুন যন্ত্রপাতিতে এত খরচ না করলে তোমাদের সারা দেশই আরও মাখন, আরও চিনি, আরও কাপড়চোপড় পেতে পারত।"

স্তেপানের মনটা খারাপ হয়ে যায়। পণ্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের জন্যে আগে যন্ত্রপাতিগুলো গড়া চাই—একথা সে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবেই ধরে এসেছে। আগেই কাপড়চোপড় আর ঘরবাড়ি সব পাবার কোন মার্কিন কায়দা থাকলে তো বড় খাসাই হয়!

"আমাদের যা কিছু দরকার, তা পাবার কোন সহজ পথ জানা থাকলে আপনি সেটা আমাদের নির্বাচনী কমিটির কাউকে বলে দিন না। জানুয়ারি মাসে নির্বাচনে আমরা সেটাকে বরং সরকারের প্রতি আমাদের পরামর্শ হিসাবে তুলে ধরব। বাঁধের শ্রমিকরা তো আপনাকেই নির্বাচিত করে মস্কো পাঠাতে পারে—আপনি সেখানে গিয়ে সব কথা বলতে পারেন।"

জনসন ব্যাজার হয়ে যায়। স্তেপানের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ব্যাপারটা কেমন একটা অদ্ভুত জায়গায় পৌঁছে যায়।

উড তার পেছনে লাগে। "এই কিন্তু সুযোগ। শুনেছি আমেরিকানরাও কেউ কেউ জানুয়ারি মাসে স্থানীয় সোবিয়েতে নির্বাচিত হচ্ছে। যাও না, সবাইকে হারিয়ে দিয়ে বিরোধী টিকিটে মস্কো চলে যাও!"

জনসনের কিছু মজা লাগছে না।

হঠাৎ স্তেপান দেখে আমেরিকানরা সব এক রকমের নয়; জনসনের ভাবনা হয়তো একমাত্র মার্কিন প্রণালী নিয়ে নয়।

আমেরিকানরা যাবার পর স্তেপান আন্দ্রিয়েভ আর মারিনকে বরমিন সম্পর্কে যা জানা গেছে সব বলল। "সেই যে-বাবুর্চি খাবারে কি দিয়েছিল, তারই ভাই এই বরমিন। আসল নাম গুসেব। কুবানের কুলাক; 'কোলবজে' ঢুকে সেখানকার খাজাঞ্চিখানা লুটে গা-ঢাকা দিয়েছিল। সরকারী উকিলের কাছে নাম আর চেহারার বর্ণনা পেয়ে আমরা ব্যাপারটা বের করে ফেললাম। এবং তার পর হল তদন্ত। আসল বরমিন ছিল সৎ লোক; সে ত ঐ একই সময় 'অদৃশ্য' হয়। সবাই ভেবেছিল, সে কোথাও গিয়ে কোন কাজে লেগেছে। এখন দেখা যাচ্ছে গুসেব তাকে খুন করে তারই পরিচয়পত্র ব্যবহার করছে। আসল বরমিনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। জাল বরমিন এবার উঠছে আসামীর কাঠগড়ায়।"

মারিন মন্তব্য করে: "খাসা সহকর্মী পেয়েছিলাম বটে!"

আন্দ্রিয়েভ বলে: "সদা সর্বদা সতর্ক থাকার প্রয়োজনটাই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।"

কন্‌ক্রিট-ঢালার শেষ মাসে—শীত এসে কাজ বন্ধ হবার আগে দুনিয়ার সেরা রেকর্ডের ওপর লক্ষ ঘনমিটার ছাড়িয়ে ৩,১৮০০০ ঘনমিটার কনক্রিট পড়ল। সে মাসে নিউরার সঙ্গে স্তেপানের দেখা হত প্রতিদিনই।

কাজ করতে করতে তাদের হাসি-মশ্‌করা কমে গেছে। যোগাযোগের প্রাথমিক সূত্র হিসাবে ঠাট্টারসিকতার প্রয়োজনও আর নেই, তাছাড়া, এই

ব্যক্তিগত সম্পর্কটা কাজে কিছু অমনোযোগের কারণ বলে কেউ মনে করে, তাও তারা চায় না। ট্রেড ইউনিয়নের সভায় কিংবা উৎপাদন সম্পর্কীয় সম্মেলনে যায় একত্রে; প্রায়ই বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। ওদের মধুর সম্পর্কটা সবার কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

মস্কোতে সারা-সোবিয়েৎ অলিম্পিয়াড থেকে ফিরবার পথে উক্রাইনের সেরা শিল্পীদের একটি দল এসে বাঁধের শ্রমিকদের জন্যে অনুষ্ঠান করল; সেখানে নিউরাকে নিয়ে গেল স্তেপান। নিউরার কালো চোখে সেদিন সে কী আনন্দের আলো! এমনটি স্তেপান দেখেনি আর কখনও কারও চোখে।

"এ-যে আমারই গান, এ গান আমার গাঁয়ের! এতো সুন্দর!—আগে কখনও বুঝিনি, এ গান এত সুন্দর।"

ফিরবার পথে নিউরা চাপা গলায় গাইল সেই গান। তার ভাবসমৃদ্ধ সুরেলা তানে স্তেপানের মনের গভীরে দোলা লাগে। সেদিনকার রাত্রি হয়ে উঠেছিল তাদের চরম কামনার সামগ্রী।

একেক সময় কাজ আর নিউরার সঙ্গকামনার মধ্যে স্তেপানের মনে দ্বন্দ্ব লাগে। প্রতি রাত্রে কাজের শেষে ফিরবে তারই কাছে—সে জানি কেমন হবে! কল্পনায় সে চিত্রের মধুর আকর্ষণও আছে, আবার ভয় হয়—তাহলে স্বতঃস্ফূর্ততা আর স্বাধীনতা, এই সম্পর্কের আসল মাধুরীটুকুই বুঝি যাবে শেষ হয়ে।

মিস্টার জনসনের কথা নিউরাকে ব'লে স্তেপান জানতে চেয়েছিল ব্যারাকেই আরও বিশটি মেয়ের সঙ্গে একত্রে ঐ ব্যারাকে খাবার আর কাপড়চোপড়ের এত অভাব সত্ত্বেও সে সন্তুষ্ট কি না?

"সন্তুষ্ট নই নিশ্চয়ই। তবে ব্যারাকে আমার তেমন খারাপও লাগে না; বেশ তো সবাই মিলেমিশে থাকা যায়। আর, সেই বাবুর্চিটা বিদেয় হবার পর থেকে খাবারও মন্দ নয়। তবে কিনা গত সপ্তাহে এক জোড়া জুতো কিনতে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েই কাটলো পাঁচটা ঘণ্টা, তার ওপর আবার সে জুতোও তেমন সুবিধের নয়। কিন্তু সবকিছুই তো হুড়মুড় করে এক সঙ্গে এসে পড়তে পারে না। কন্‌সার্টে বসে ভাবছিলাম: সংগীত সম্পর্কে পড়াশুনো করব, গান

শিখব, আমার গাঁয়ের সেই গান গাইব সত্যিকারের শিল্পীর মতো। এক জোড়া জুতোর চেয়ে তা আমার ঢের ঢের বড় !"

ঈভা জনসনের কথা বলে স্তেপান। কেমন বৌ হয়েই কাটে তার সারাটা দিন। নিউরা বরং আনিয়ার চেয়েও সহজে আর সরাসরি তা উড়িয়ে দেয়।

"একজন পুরুষকে একটু খুশি করবার জন্যে সবকিছু! তার চেয়ে সারা জীবন বরং কনক্রিট ঢেলেই রুজিরোজগারের পথ দেখব। সেই আমার বেশি সম্মানের জীবন।"

অবাধ সম্পর্কের প্রতিই স্তেপানের ঝোঁক, তবু নিউরাও অমনি ভাবে দেখে তেমন খুশি হতে পারে না।

শীতের মাঝামাঝি স্তেপান খবর শুনলো নিকোলাই ঈভানোভিচ মৃত্যুশয্যায়। এক বছর ধরে এই বৃদ্ধ কঠোর পরিশ্রম করছেন। আর সব কাজের ওপর এসে পড়েছিল একেবারে 'এই মুহূর্তে' বারো হাজার 'হারভেস্টার কম্বাইন' উৎপাদনের কাজ। যৌথ খামারগুলির দ্রুত প্রসারের ফলে এই একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলির চাহিদা একেবারে অবিশ্বাস্য সংখ্যায় বেড়ে উঠেছে।

'কম্যুনার' কারখানার কেউ এর আগে কখনও 'কম্বাইন' তৈরি করেনি। একটা আমেরিকান 'কম্বাইন' খুলে ফেলা হল; অতি সাবেকী ধরনের ফসলকাটা যন্ত্র তৈরি হত একটা কর্মশালায়—সেটা নেওয়া হল সেখানে; এবং এই নিয়ে সব যন্ত্রাংশ তৈরি শুরু হল। হ্যারিস্ নামে একজন তরুণ আমেরিকান পর্যটকের সাহায্য পাওয়া গেল। ট্রেন-বদলের জন্যে সে অপেক্ষা করছিল, এবং পেয়ে গেল সুপারভাইজর ধরনের কাজ; একবার সারা গ্রীষ্মকালটা সে 'কম্বাইন' চালিয়েছিল, এই তার যোগ্যতা।

জুলাই মাসে বেরিয়ে এল 'সোবিয়েতে তৈরি কম্বাইন,' নাম তার 'কম্যুনার'; মস্কোর পার্টি-কংগ্রেসে হল তারই প্রদর্শনী। যন্ত্রাংশ সমন্বয়ের সেরা কারিগরেরা কারখানার খোলা প্রাঙ্গণে তা জোড়া লাগালো। সামান্য মাত্র ঘুমিয়ে পাঁচ দিন পাঁচরাত্রি চলল সেই কাজ। শেষে মাঠে নিয়ে যখন দেখা

গেল, হ্যাঁ যন্ত্রটা ঠিকই কাজ করছে বটে, তখন ওরা মাটিতেই পড়ে ঘুমোলো একটানা ষোল ঘণ্টা।

নিকোলাই ঈভানোভিচও তাদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তিনি আর ঘুমোতে গেলেন না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমনই একটানা পরিশ্রমের চাপে তাঁর বুকের যক্ষ্মা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু অসুস্থ হবার সময় তাঁর ছিল না। নতুন কম্বাইনটি কংগ্রেসে আনন্দধ্বনিতে অভিনন্দিত হল; ফসলতোলার সময় পরীক্ষা করার জন্যে আরও দশটি তৈরি করতে বলা হল। বছরে এমনি বারো হাজার কম্বাইন তৈরি করবার জন্যে 'কম্যুনারে' একটা নতুন কারখানা খুলবার ব্যবস্থা হল। নিকোলাই ঈভানোভিচ কাজেই লেগে রইলেন—গায়ে জ্বর নিয়েও।

ডাক্তারের হুকুম হল স্বাস্থ্যনিবাসে যেতে হবে; কিন্তু তিনি তা শুনলেন না। ঐ বারো হাজার কম্বাইন তাঁর বিশ্রাম কেড়ে নিয়েছে। কাজ থেকে বাড়ি ফিরে তিনি দু'বার মূর্ছা গেলেন; দেখাশুনা করবার জন্যে তাঁর স্ত্রী কাজ ছাড়লেন। শ্রমিকদের উদ্ভাবনে উৎসাহ দিয়ে, টেক্‌নিশিয়ানদের দিয়ে সেই সব উদ্ভাবন সংযোজিত সংবদ্ধ করিয়ে নিকোলাই ঈভানোভিচ চার মাস আগেই পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কাজ শেষ করবার কর্মসূচী রচনা করলেন। যুক্তির লড়াই দিয়ে তিনি সেই কর্মসূচীই গ্রহণ করালেন, এবং তারপর সেই সম্মেলন-ঘরেই অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। ডাক্তার বলেন, মরে যাবেন-যে, কিন্তু হাসপাতালে তিনি যেন একটু সেরেই উঠলেন, আশা হল, বুঝি চালিয়ে যেতেই পারবেন।

স্তেপান উতল হয়ে ওঠে। পুরানো সুহৃদকে একবারটি না দেখে এলে এ সহ্য করা যায় না। টেলিফোন করে খবর নিয়ে জানলো, সে গেলে নিকোলাই ঈভানোভিচ খুশিই হবেন।

হাসপাতালের বসবার ঘরে গিয়ে স্তেপান দেখে রীতিমতো একটা হৈচৈ লেগে গেছে। অবাক স্তেপান দেখে সেই মিস্টার উড; তাঁর পরনে রোগীর কাপড়-চোপড়—নার্সের সঙ্গে তর্ক করছে। স্তেপানকে দেখে উড ভরসা পেল।

"আমাকে একটু সাহায্য করো—এঁকে একটু বুঝিয়ে দাও যে, আমার যেতেই হবে।"

"ডাক্তারের যে অনুমতি নেই"—নার্স ব্যাপারটা জানালো: "এই আমেরিকান ভদ্রলোক অসুস্থ, অথচ তিনি কাজে যেতে চাইছেন। একেবারে রীতিমতো বলশেভিক—কাজে থামতে জানে না।"

অবসন্ন উড দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। স্তেপান তাকে বুঝিয়ে ধরে ধরে নিয়ে যায় তার কামরায়। "এই-যে কাজ করতে চাইছেন, এ-তো খুব ভাল জিনিস, কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষেও আপনার স্বাস্থ্য মূল্যবান জিনিস।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থেকে উড একটু সামলে নিল। তারপর খামখেয়ালী হেসে বলল: "আমাকে অমন 'বীর' করে তুলো না যেন; আমি কাজের জন্যে পাগল হয়ে উঠিনি। আমি বাড়িতেই বিশ্রাম করব; এখানে আমি থাকতে পারি না যে!

"সেই তোমার সঙ্গে দেখা হবার পরই নিউমোনিয়ায় পড়লাম"—উড জানায়: "খাটুনি পড়েছিল বেশি; দু'মাসে তিরিশ পাউণ্ড ওজন কমে গেছে। পাঠালো এখানে; চমৎকার সব ব্যবস্থা। শুশ্রূষা হচ্ছে যেন রক্‌ফেলারের—দিনের নার্স, রাতের নার্স, বিশেষ দোভাষী নার্স, এবং তার ওপর আবার অসুখের খারাপ সময়টাতে সর্বক্ষণের জন্যে আলাদা ডাক্তার। কথাটা শুধু তোমায় বলছি—এত খরচ আমি কোথেকে যোগাবো! আমার মাইনের অঙ্কটা দেখতে বেশ মোটাই, কিন্তু দেশে রয়েছে বউ, ছেলেপিলে। কয়েক মাসের মাইনে থেকে কেটে কেটে সব খরচ নিয়ে নেবে। আমাকে জানতেও দেবে না অঙ্কটা কত।"

আমেরিকান ভদ্রলোক কি প্রলাপ বকছে নাকি? স্তেপান তার হাতে হাত দিয়ে দেখে—না, জ্বর নয়-তো; চোখও স্বাভাবিক।

"মাইনে থেকে কাটা যাবে কি বলছ? যে-শিল্পে কাজ করছ তারাই দেবে খরচ।"

উড বোঝে না। বলে, "ঐ বলে আমাকে শুধু আপাততঃ একটু শান্ত করতে চাইছ।"

আমেরিকানটিকে স্তেপান তখনও পুরোপুরি বুঝিয়ে উঠতে পারেনি, এমন সময় নার্সটি এসে জানালো নিকোলাই ঈভানোভিচ এখন দেখা করতে পারেন।

সেই দীপ্তি নিকোলাই ঈভানোভিচের চোখে: স্তেপানের মনে হল যতটা শোনা গেছে বুঝি ঠিক ততটা অসুস্থ তিনি নন। আশ্বস্ত হয়ে স্তেপান হাসপাতালের খরচের কথা ভেবে পাগল সেই আমেরিকানটির কথা বলল। শুনে নিকোলাই ঈভানোভিচ আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন।

"আমি শুনেছি তাঁর কাজের কথা। তাঁকে নিয়ে এসো-তো, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

উড এসে খাটের পাশে একখানা চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসল।

নিকোলাই ঈভানোভিচ বললেন: "সব শুনে বুঝতে পারছি আপনি আমাদের দেশটাকে পছন্দই করেছেন। আপনি কাজ করেছেন আমাদের নিজেদের একজনের মতো। ইস্পাত কারখানার ঐ কাজ নষ্টের ব্যাপারট পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আপনি কি সত্যিই ভেবেছেন যে, এমনিভাবে নিষ্ঠারা সঙ্গে কাজ করবার ফলেই অসুখে পড়ে যা খরচ হচ্ছে তা আপনাকেই দিতে বলা হবে এমনি বর্বর আমরা?"

উড বলে, "না, না, কথাটা আমি সে ভাবে ভাবিনি।" নিকোলাই ঈভানোভিচের কথায় ব্যাপারটা তার কাছে স্পষ্টই হয়ে গেছে। একটু থেমে সে বললো: "বহু প্রশ্ন রয়েছে আমার মনে, এবং আপনার মতো ব্যক্তির কাছেই সে প্রশ্ন করতে পারি—আপনাদের এই পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পর্কেই। বিষয়টি বিপুল—কিন্তু, কী করে যে হবে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"

শয্যাশায়ী বৃদ্ধ ঘোষণা করেন: "আপনারা জানেনেই না এমনসব শক্তি সমবেত করতে পারি।"

"কিছু কিছু বোধ হয় জানি; প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আপনাদের শ্রমিকরা একেবারে আশ্চর্য।"

নিকোলাই ঈভানোভিচের মুখে মৃদু হাসি। "সেই সব প্রতিযোগিতার সংগঠক আমরা, এবং আমরাই তাদের কাজ আর সাফল্য দেখে অবাক হয়ে যাই। জনগণ যদি একবার নিজের হাতিয়ারের মালিক হয়, তখন যে কী শক্তি নিহিত থাকে তাদের ভিতর, তা দুনিয়া আগে কখনও বুঝতে পারেনি।…এই দু'দিন আগেও যারা জারের ভূমিদাস ছিল, তাদের প্রত্যেকের ভিতরই রয়েছে নিজের

জগৎকে গড়ে তুলবার ক্ষমতা···আমাদের পুরানো রুশিয়ার কালো রাত্রির ভেতর থেকেও। আপনাদের আমেরিকায় তা-যে আরও কত বেশি।···

"আরও পঞ্চাশটি বছর বেঁচে যদি দেখে যেতে পারতাম সারা পৃথিবীর যৌথ মালিক হল এই মানুষ!"

আমেরিকানটির চোখে দীপ্তি; ঝুঁকে পড়ে নিকোলাই ঈভানোভিচকে ধরে সে বলে: "এক বিপুল স্বপ্নের আভাষ পেলাম আপনার কাছ থেকে। যদি ঠিক আপনার মতো ভাবতে বুঝতে দেখতে পেতাম!"

উড চলে গেলে নিকোলাই ঈভানোভিচ চোখ বুজে একটু বিশ্রাম করতে লাগলেন। স্তেপানের বুক ব্যথায় টনটন করে উঠে। বড় বেশি চাপ পড়ল বুঝি? অথচ, কত তাজা আর কর্মশক্তিশালী বলেই তো মনে হচ্ছিল।

চোখ খুলে বৃদ্ধ প্রায় ফিসফিস করে বলেন: "বেশ ভাল কিছু লোক পাওয়া গেছে—এই আমেরিকানদের। আমাদেরই শিল্পে খেটে খেটে অসুখে পড়ল। তা-ও তো জানতোই না যে, প্রয়োজন হলে দেখাশুনার দায়িত্বটা আমরাই নিই। এই কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, যারা আমাদের বোঝেও না সেই কঠোর মেহনতী মানুষও যে কত নিষ্ঠাবান হতে পারে, তা আমাদের অনেক সময় হিসেবে থাকে না।"

মিস্টার জনসন যে সমস্যাটা বুঝেছেন, সেই কথাটা তুলবার জন্যে স্তেপানের দল ছটফট করে। ওকে বিরক্ত করতে দ্বিধা হয়, কিন্তু নিকোলাই ঈভানোভিচের নিজের ব্যাপারটাও তো এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দেশটাকে যদি আরও ধীরে গড়ে তোলা যায়, আরও কম চাপ পড়ে, দেশ গঠনের সময়েও মাখনটা চিনিটা আরও বেশি যদি পাওয়া যায়, তাহলে কি অনেক মূল্যবান জীবনই বেঁচে যেতে পারে না, নিকোলাই ঈভানোভিচের মতো মানুষও? শেষ পর্যন্ত স্তেপান প্রশ্নটা তোলে।

বৃদ্ধ কিছু সময় চুপচাপই রইলেন; বুঝি একটু বল সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। কথা বললেন কিন্তু স্বাভাবিক সতেজ সুরেই।

"জাতি গঠনের কোন সস্তা কায়দা হয় না, কিন্তু আমাদের শক্তি চাই। শক্তি চাই—যেমন নিজেদের জন্যে, তেমনি সমগ্র মানবজাতির প্রয়োজনে। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা আমাদের চারিধারে ফেটে পড়তে

থাকবে। এবং সেই ভাঙনের ভিতরই আমাদের হতে হবে নির্ভরযোগ্য মজবুত ভিৎ, যে ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায় মানুষের মুক্তি।···আমরা নিজেদের গড়ে তুলব ইস্পাত দিয়ে, না মাখন দিয়ে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আর পরিণতির সেই আগামী বছরগুলির জন্যেই আজ আমাদের সামনে সেই প্রশ্ন—তারই মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে।

"তোমার ঐ আমেরিকানটিকে বলেছি নির্ভরযোগ্য শক্তি আমাদের আছে, তা আমরা সমবেত করতে পারি। একটি শক্তির কথা আমি বলিনি, সে হল আমাদের, এই বলশেভিকদের ইস্পাত-দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি। এই বিদেশীরা ভাবে, এক কামরায় এত মানুষের ভিড়, খাদ্যের এই টানাটানি, এই সব সমস্যা নিয়েই যেন আমাদের উদ্বিগ্ন বিব্রত থাকতে হবে। কিন্তু আমরা জারের অধীনে জর্জরিত হয়েছি ; কোন ব্যক্তিগত অভাব-অনটন নিয়ে আমরা বিব্রত থাকতে পারি না।

"প্রায় তোমার মত বয়সে শ্রমিক সংগঠন গড়বার অপরাধে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। পর পর বারোটি রাত ওরা নাম ধরে আমার সাথীদের ডেকে নিয়ে গুলি করে মারল, আর আমি অপেক্ষা করছি কখন পালা আসবে, ডাক পড়বে। এমন সময় আমার মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়ে যাবজ্জীবন হাতপায়ে ডাণ্ডাবেড়ী পরে কারাবাসের হুকুম এল।

"আটটি বছর একেলা জেলে কেটেছে—হাতেপায়ে ডাণ্ডাবেড়ী। সেই আটটি বছরের প্রত্যেকটি দিন আমাকে মারধোর করেছে। কখনও হয়তো একটু কান ধরে টেনে দিয়ে গেছে শুধু নিজের মোড়লি দেখাবার জন্যেই ; আবার প্রতি সপ্তাহেই চলেছে রীতিমতো মারপিট। দশ মিনিট স্নানের সুযোগ পাওয়া যেত মাসে একদিন। সেই দশ মিনিটের মধ্যেই বিশেষভাবে বসানো বোতামের সারি খুলে বাঁধা হাত-পাগুলিকে কোন রকমে কাপড়ের পর্দা থেকে একটু মুক্ত করতে হবে ; স্নান, তোয়ালে-ধোয়া আর কাপড়জামা পরে নেওয়াও সেই দশ মিনিটেরই ভিতর। এবং জুটত শুধু ঠাণ্ডা জল ; ঐ আটটি বছরের একটি দিনও প্রকৃত পরিচ্ছন্ন হতে পারিনি। এবং সেই আটটি বছরের দিন যতই কাটুক না-কেন, আমার উপর দণ্ডাদেশ সেই একই 'যাবজ্জীবন'—অর্থাৎ, যতকাল ক্ষমতা থাকবে তাদের হাতে।

"তোমার কি মনে হয় এর পরও শীতের কষ্ট কিংবা অনশনের জ্বালা বা যন্ত্রণা আমাকে স্পর্শ করতে পারে! আজ ক্ষমতা আমাদের হাতে, আজ আমরা গড়ে তুলছি নিজেদেরই নতুন দুনিয়া—আজ কী না হতে পারে? এটা-ওটার জন্যে একটু নরম কারও খুঁতখুতানি, কিংবা স্বয়ং মৃত্যুই আমাদের পিছিয়ে দিতে পারে? ওরা সব মাখন নিয়ে যাক্, শুধু আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনাটা তিন মাস আগে শেষ করতে দিক। শুধু তাদের জন্যে একটু মাখন যেন থাকে—আমাদের নতুন গড়া দুনিয়ায় ফুটবে যাদের হাসি।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে বলেন: "জীবনটা খুবই মধুর হতে পারে চিনি ছাড়াও। কিন্তু এদিকে এই তুমি গড়ে তুলছ বাঁধ, আর ওদিকে তোমার ঐ আনিয়া একদিন দেশে চিনির বন্যা বইয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে।"

স্তেপান বাধো-বাধো গলায় বলে: "সত্যিই, আনিয়া—"

"ছি ছি, কে কি করছে কিছুই খবর রাখো না। তুমি একেবারে ঐ বাঁধেই চাপা পড়ে গেছ। অমন সঙ্কীর্ণ-গণ্ডিঘেরা বিশেষজ্ঞ হয়ে থেকো না। আমাদের এ দুনিয়াটা বিপুল।"

স্তেপান অবাক মানে। "সবকিছুই আপনি জানেন—এত সময়ই বা পান কোথায়?"

"স্তিওপা, সময় তুমিও পাবে। কিন্তু নিজেকে ক্ষয় হয়ে যেতে দিও না যেন। আমার দিকে একবারটি চেয়ে দেখো। পঞ্চাশ বছরও হয়নি, তবু শেষ হয়ে গেলাম। কিন্তু শত বছরের আয়ু নিয়েও অনেকে আমার মতো এতখানি জীবন পায়নি। আমাদের এই বছরগুলো গুন্‌তিতে দ্বিগুণ। এই যে বছরগুলো, এ হল কালেরই সমগ্র প্রবাহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাম্য।"

নিকোলাই ঈভানোভিচকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হয়। স্তেপানের মনে অনুশোচনা জাগে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে: "আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।"

"না, আরেকটু বোসো। এ না হলে শক্তির প্রয়োজন কিসের জন্য? বারবার তো দেখা হবে না; হয়তো এই শেষ। পাঁচসালা পরিকল্পনা আমাদের

এই বুড়োদের অনেককেই শেষ করে দেবে। তাতে দুঃখ নেই। তোমার মতো আরও অনেক মানুষ গড়ে উঠবে, এবং তাদেরই ভিতর বেঁচে থাকবো আমরা।"

কান্না থামাতে হাতে-হাত চেপে স্তেপান বলে ওঠে: "আপনাকে ছাড়া চলবে না আমাদের।"

"চলবে, চলবে।" নিকোলাই ঈভানোভিচের মুখে প্রসন্ন হাসি। চোখ বুজলেন তিনি, পাতলা ঘুমে মগ্ন হয়ে গেলেন।

স্তিমিত আলোয় অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে চেয়ে চেয়ে স্তেপান ভাবে, কম্যুনিস্ট পার্টিতে সদস্য-পদের জন্যে আবেদন করতে হবে; সে আশা করছে বছর খানেকের মধ্যেই আবেদন করবার অনুমতি পেয়ে যাবে; কারণ কেবল এই নয় যে, মেহনতী মানুষের দেশের জন্যে ভাবতে, লড়াই করতে সক্ষম সে, দেখবার-বুঝবার ক্ষমতা তার আছে; কারণ এটাও যে, স্মরণাতীত কাল থেকে বয়ে-আনা যে আলোকবর্তিকা আজ নিকোলাই ঈভানোভিচ তুলে দিলেন তার হাতে, তা বয়ে নিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের পথে। দেদীপ্যমান সে ইচ্ছাশক্তির উত্তরাধিকারী কি হতে পারবে?

ধীরে ধীরে আনিয়ার কথা মনে আসে। স্তেপান ভাবে, আনিয়াকে সে ছাড়লো কেমন করে। নিকোলাই ঈভানোভিচ বললেন, 'তোমার আনিয়া'; উনি জানেন। মনে পড়ে আনিয়া লিখেছিল, "সর্বোপরি সে ভালবাসে নদীটাকে।" সেই কথা আর নিকোলাই ঈভানোভিচের সহৃদয়তা নেপ্রোস্ত্রই-এ তার কাজের অধিকার এনে দিয়েছিল। পীড়িত সুহৃদের শয্যার পাশে সেই শান্ত মুহূর্তে আনিয়ার কাছ থেকে পাওয়া যত আঘাতের বেদনা কোন্ গভীর থেকে উঠে এসে আবার মিলিয়ে যায়। আনিয়া হানেনি সে আঘাত; সে তার জীবনের পথে সংগ্রামেরই অঙ্গ। কাজের ডামাডোলে আচ্ছন্ন সত্যটি আজ অবশেষে স্পষ্ট হয়ে ওঠে; স্তেপান বোঝে, চোখের সামনে না থাকলেও আনিয়াই ছিল তার মনের গভীরতাটুকু জুড়ে; নিউরা কখনও সে গভীরে প্রবেশ করেনি, করতে পারেও না।

নিউরা তাকে শিখিয়েছে নির্বিচার নির্বারণ কামনার আনন্দ। কিন্তু আনিয়া— সে কবে, আর কী সহজ অনাড়ম্বরে উচ্ছল করে দিয়েছে প্রাণের ঝর্ণধারাটিকে!

নেপ্রোস্ত্রই-এ তখন পৌর নির্বাচন। নিকোলাই ঈভানোভিচের সঙ্গে দেখা করে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসতেই মারিন স্তেপানকে অভিনন্দন জানালো।

"মাঝের খালের শ্রমিকরা আজ রাত্তিরে তোমারই নাম প্রস্তাব করেছে জাপোরোঝে শহর-সোবিয়েতে প্রতিনিধি হিসেবে।"

স্তেপান একেবারে চমকে যায়; নিকোলাই ঈভানোভিচের জন্য উদ্বেগে সে সভার কথা ভুলেই গিয়েছিল। শহর সম্পর্কীয় কাজের দায়িত্বে সহকর্মীদের এই আস্থা পেয়ে তার অন্তর এবার উদ্বেল হয়ে ওঠে। বাঁধের কাজের ওপর এ এক নতুন গুরু দায়িত্ব। অবিলম্বে আনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াও চলবে না, কাজের অভিযান পড়েছে। কিন্তু নিকোলাই ঈভানোভিচ দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে বলেছেন। তা ছাড়া, নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আনিয়ার কাছে গেলে সেই-তো হবে চমৎকার।

দু'দিন পরে সেই পরম সুহৃদের মৃত্যুসংবাদ এলো; স্তেপানের সিদ্ধান্ত তাতে আরও বদ্ধমূল হল। যাঁর শূন্যস্থান কিছুতেই পূরণ করা সম্ভব নয়, তাঁর কর্মকাণ্ডের অন্তত একটা অংশ সে সম্পন্ন করবে।

জাপোরোঝে'র বৃহত্তম শ্রমিক-কেন্দ্র নেপ্রোস্ত্রই-এ রাজনীতিক কর্মচাঞ্চল্যের গুঞ্জন উঠেছে। উনচল্লিশ জন বিদায়ী সদস্যকে গোটা চল্লিশেক সভায় নির্বাচক-মণ্ডলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে; গত দু'বছরের কাজের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হয়েছে।

শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌছবার জন্য কোন গাড়িঘোড়ার ব্যবস্থা নেই; একটা ভাল বাস-লাইনও নেই। সেই হল শ্রমিকদের প্রধান অভিযোগ। "দু'বছর আগে আমরা তার জন্য দাবি তুলেছিলাম," প্রতিনিধির উদ্দেশে গর্জে' ভোটদাতারা বলে, "শুধু হেঁটে হেঁটেই হাজার হাজার ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়।"

একজন ভোটদাতা বলে: "সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সব জায়গা থেকে লোক আমাদের বাঁধ দেখতে আসে, দেখে তারিফ করে, কিন্তু একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে স্টেশন থেকে শহরে পৌঁছতে তাদের গুণতে হয় পনরটি রুব্‌ল।"

"এই আমলাতান্ত্রিক লোকগুলি যদি যাতায়াতের গাড়ির ব্যবস্থা কিংবা বাস-লাইন খুলতে না পারে, তাহলে যারা পারে তেমন প্রতিনিধিই আমরা নির্বাচন করব"—স্তেপানের প্রার্থীপদ সমর্থন ক'রে মারিন বলে: "আমাদের পতাকা-জয়ীরা কাজ হাসিল করতে জানে।"

এইসব সভায় দু'শ নাম প্রস্তাবিত হয়েছে, তার মধ্যে স্তেপানের নামও। নির্বাচনী কমিটি তার থেকে বেছে উনষাটটি নামের তালিকা তৈরি করেছেন; ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় আর উৎসাহী কর্মী বলে সুপরিচিত স্তেপানের নামও তার মধে রয়েছে। কাজে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানে তার সাফল্যের কথা 'নেপ্রোস্ত্রই শ্রমিক' পত্রিকার বিশেষ নির্বাচনী সংখ্যায় প্রকাশিত হল। শহরের রাজনীতিতে প্রত্যেকটি নাগরিকের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়োজনের উপর জোর দিয়ে সে সভায় সভায় বক্তৃতা করল। নিজের সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি, নির্বাচিত হলে কি করবে তাও কিছু বলেনি। অমন সব কথা বলার কোন অর্থই হয় না; ভোটদাতারা যদি তাকে নির্বাচিত করে, তাহলে কি করতে হবে সে-কথাও বলে দেবে তারাই।

স্তেপানের প্রায় সবটা সময় কাটল ভোটদাতাদের বক্তব্য আর দাবিদাওয়ার তালিকা 'নাকাজ' তৈরী করবার কাজে। আগামী দু'বছরের জন্য শহর কর্তৃপক্ষের কর্তব্য তাতে লিপিবদ্ধ হল। প্রত্যেকটি জনসভায় সেই 'নাকাজে'র জন্য প্রস্তাব আর মতামত চাওয়া হয়েছে; প্রত্যেকটি গৃহিণীর মতামতও সংগ্রহ করা হয়েছে বাড়ি বাড়ি ঘুরে।

গৃহিণীদের মতামত সংগ্রহ করবার জন্য স্তেপানও অনেকগুলি সন্ধ্যায় কাজ করেছে। একটি সাবেকী কুটিরে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হল; জীবনে কখনও ভোট দেবার কথা সে ভাবেওনি।

বৃদ্ধা রীতিমতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। "মহা সৌভাগ্যের কথা, সোবিয়েৎ সরকার এসেছে আমার কাছে। কিন্তু আমি কি করতে পারি বলো তো বাছা?"

"হ্যাঁ দিদিমা, তোমাকেও সরকারের কাজে অংশ নিতে হবে।"

"আমি কেমন করে শাসন চালাবো? আমি বৃদ্ধা, কর্মক্ষমতাও নেই। আঁধারের মানুষ আমি—লিখতে পারি না, পড়তে পারি না।"

"কিন্তু দিদিমা তুমিও একজন নাগরিক, এই দেশের মালিকদেরই একজন। লোকে কি চায়, সেই কথাটি সরকারকে জানিয়ে দাও।"

জবরজঙ্গ ঘরটার ওপর দিয়ে বৃদ্ধার দৃষ্টি একবার ঘুরে আসে; দু'টো দড়িতে ভেজা কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে, সে ঘরে চলাফেরা করাও কঠিন। বৃদ্ধা বলে: "সোবিয়েৎ সরকার তাহলে আমার পরামর্শ চাইছে? তাহলে দেখো বাছা, আমার কাপড় কাচা, কাপড় মেলার ছিরিটা একবার দেখো। চারটি মানুষ থাকে এই ঘরে; শিশুটির স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘরখানা খুবই খারাপ। ধোপাখানা তৈরি করা চাই আরও; সরকারকে আমি সেই কথাই বলি।"

স্তেপান সেই মতামত টুকে নিল। নেপ্রোস্ত্রই-এর ভোটদাতাদের এমনি আরও পনের শ' প্রস্তাবের সঙ্গে তার স্থান হল। এই সব মতামত বাছাই করে, মিলিয়ে মিশিয়ে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করে তা ছাপাবার জন্যে অনেকগুলি কমিটি বসেছে; তারই একটিতে রয়েছে স্তেপান। এমনি প্রস্তুতির ভিতর প্রার্থীদের নামের যে চূড়ান্ত তালিকা আর 'নাকাজ' দাঁড় করানো হল, তা একরকম পুরোপুরিই নির্বাচনে অনুমোদিত হয়ে গেল।

নির্বাচনী অভিযানের মধ্যে সভা-সমাবেশে ছাড়া নিউরার সঙ্গে স্তেপানের দেখাসাক্ষাৎ তেমন হয়নি। কাজের পর নিউরা গান-বাজনা শেখে, এগিয়েছেও বেশ কিছুটা; নির্বাচনী সভাগুলিকে জমজমাট করে তুলবার জন্যে যেসব কনসার্ট হয়, তার একটিতে সেও ছিল। মঞ্চে কয়েকবার স্তেপান কনসার্টের দলের লোকেদের মধ্যে তাকে দেখেছেও। দেখা হলেই নিউরা আজকাল রীতিমতো আদপকায়দার ভঙ্গিতে 'কমরেড ডেপুটি' বলে খুনসুটি কাটে, আর স্তেপানও তেমনি 'রিপাবলিকের সম্মানিত শিল্পী' বলে পাল্টা-জবাব দেয়; সে সম্মান লাভই নিউরার শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। বিশেষ বন্দোবস্ত করে দেখাসাক্ষাতের প্রয়োজন এখন আর নেই। সংগীতই এখন নিউরার প্রধান আকর্ষণ; নির্বাচন আর আনিয়াই স্তেপানের সব চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রস্থল।

স্তেপান ভেবেছিল নির্বাচনের পরেই আনিয়ার সঙ্গে দেখা করবে, কিন্তু নগর-সোবিয়েতের কিছু না-কিছু কাজে প্রত্যেকটি সন্ধ্যা কেটে যায়। চার হাজার রকমের মতামত আর প্রস্তাব নিয়ে তৈরী 'নাকাজ' সম্পর্কে অবিলম্বে বিচার-বিবেচনা করা দরকার; মার্চ মাসের গোড়াতেই মস্কোতে সারা-সোবিয়েৎ ইউনিয়ন কংগ্রেস বসবে, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বেছে উপযুক্ত মন্তব্যসমেত পাঠিয়ে দেওয়া চাই অবিলম্বে। তারপর পৌর ব্যবস্থাবলী নিয়ে কাজ শুরু হল। স্তেপানের কাজ পড়েছে ভাড়া-গাড়ি, বাস-লাইন আর গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত কমিটিতে; ঘরবাড়ির অবস্থা তদন্ত করবার জন্যে স্তেপান বাঁধের সহকর্মী শ্রমিকদের নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করল। এসব কাজে বেশ সময় লাগল, কিন্তু পৌর ব্যবস্থাবলী সংক্রান্ত কাজে কোন্ ডেপুটি কত নাগরিককে জড়ো করতে পারে, তাও তার সাফল্যের একটি নিরিখ।

কিচ্‌কাসের নির্বাচন নিয়ে আনিয়াও প্রায় সমান ব্যাপৃত। গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান কমিটির সে সদস্যা; সে রঙ আর চুনবালি বিলি করল। সারা উক্রাইনে সাড়া পড়ে গেছে: "নির্বাচনের দিনটি হবে উৎসবের দিন, তার জন্যে বাড়িঘর সব ঝকঝকে করে তোলো।" মহা উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আনিয়া; তার জীবনে এই প্রথম নির্বাচন।

কিচ্‌কাস গ্রামটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা কিছু সহজ কাজ নয়। আলেক্সিস্কো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে কিচ্‌কাস নির্বাচনী এলাকাটি; কয়েকটি ছোট্ট গ্রামও তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যাদের বাড়ি ছিল নদীর খুব কাছে, তারা দূরে দূরে উঠে যাচ্ছে। বহু পরিবারই ঘরদোর খুলে ফেলেছে, কিংবা সাময়িক ব্যবহারের জন্যে বাঁধের শ্রমিকদের হাতে দিয়ে গেছে। পুরানো-নতুন প্রত্যেকটি বাড়িকেই উৎসবের দিনটির উপযোগী করে তোলা চাই। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে এই অভিযানে উঠোনগুলি সব পরিষ্কার হয়ে গেল, আর তারই ফলে দেশের শিল্পগুলিতে ব্যবহারের জন্যে বহু পুরানো সাজসরঞ্জাম আর বাতিল পুরানো লোহাও পাওয়া গেল।

আর্তিউকিনা বুড়িকে বলে আনিয়া: "বাকি কাজটা চুনকাম আর রঙ দিয়েই করে ফেলা যাবে। সাদা ছাড়াও হলুদ আর ফিকে নীল রঙও যোগাড় করেছি।"

আর্তিউকিনা চতুর চাউনি হেনে বলে : "চিনি-বীটের জন্যে শুনছি তুমি নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে যাচ্ছো ?"

আনিয়া বলে দেয় : "হ্যাঁ, কম্‌সোমল থেকে আমার নাম প্রস্তাব করেছে, কিন্তু প্রার্থীর চেয়েও বেশী দরকারী হল 'নাকাজ'। গত নির্বাচনের পর থেকে গ্রামের নাম বদলে গেছে। জীবনে আরও উন্নতি ঘটাবার জন্য এবার আমাদের প্রত্যেকেরই নতুন নতুন উপায় বের করতে হবে।"

আর্তিউকিনা উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চায় : "মারিয়া কুর্কিনাকেই সভানেত্রী রাখা হবে তো ? গত বছর মস্কোতে যৌথ খামারের মেয়েদের সম্মেলনে আমি তো তার কথা বলে বড়াই করে এসেছি। প্রতি পাঁচটি গ্রামে মাত্র একটিতে সভাপতির পদে মেয়ে আছে।"

"আমার তো মনে হয় কুর্কিনা এবং গ্রাম-সোবিয়েতের প্রায় প্রত্যেকেরই আবার নির্বাচিত হওয়া দরকার। এরা প্রত্যেকেই সৎ; মাতাল আর চোরগুলোকে হটানো গেছে বছর দুই আগেই। এদের চেয়ে বেশী প্রতিভাশালী লোক থাকতে পারে, কিন্তু এদের আছে অভিজ্ঞতা। আমার তো মনে হয় যারা পড়াশুনোর জন্য চলে যাচ্ছে, শুধু সেই তিন জনের জায়গায় নতুন লোক নির্বাচন করা হোক।"

আর্তিউকিনা একটু সন্দেহ প্রকাশ করে : "বোব্‌রফকে কি আবার পাঠানো ঠিক হবে ? আমার তো সন্দেহ আছে। গরীব কৃষকদের বিরুদ্ধে তর্ক তুলে সেই-যে সে কুলাকদের ভর্তি করেছিল, সেই থেকে সে আর তেমন জনপ্রিয় নয়।"

আনিয়া বলে : "এখনকার যা সময় তাতে আমরা প্রত্যেকেই ভুল করে বসতে পারি। কিন্তু ঈভান খুবই নির্ভরযোগ্য কর্মী। ওকে কিচ্‌কাস সোবিয়েতে দরকার।"

আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে গ্রামগুলির মধ্যে সংবাদ আর তথ্যাদি আদানপ্রদান চলে রেডিওতে; আনিয়া সেদিন সন্ধ্যায় সারা-জেলার প্রোগ্রামে বক্তৃতা করল। শ্রোতাদের কাছে তার পরিচয় দিয়ে মারিয়া কুর্কিনা বলল, একজন নতুন প্রার্থী এবার কিছু বলছেন, সারা-জেলার পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্য

তাঁর আছে। এই প্রথম রেডিও বক্তৃতা, তাই আনিয়ার একটু দুশ্চিন্তাই ছিল, কিন্তু সময় আসতে সে বলল খুবই ভাল।

একটু নীচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় আনিয়া যুক্তি দেখিয়ে বলে: "দেশে আরও চিনি-বীটের প্রয়োজন রয়েছে। এখন এই নির্বাচনের ভিতর দিয়েই দেশের বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনায় আমাদের প্রত্যেকেরই সাহায্য দেবার এই সুযোগ। অতীতে এ জেলায় চিনি-বীট তেমন হয়নি। কিন্তু আমাদের 'রাঙা প্রভাতে'র আমলে প্রমাণ হয়ে গেছে, এই এখানেও একর-প্রতি বারো টন তোলা যায়। আপনারা চিনি-বীটের চাষ করতে চাইলে, আমাদের এখানে 'ভেরা ভোরোনিনা গবেষণা কুটিরে' আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার নথিপত্র আপনারা দেখতে পাবেন। আসুন, দেশে আমরা চিনির বন্যা বইয়ে দিই!"

এই হালে বসানো লাউড-স্পীকারে স্থানীয় দু'টি মেয়ের রেডিও-বক্তৃতা শুনে কিচ কাসের কৃষকেরা পুলকিত হয়ে ওঠে।

জানুয়ারি মাসের শেষাশেষি একদিন কাউন্টি নির্বাচনী বোর্ডের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত নির্বাচনী সমাবেশে মারিয়া কুর্কিনা ঘোষণা করল: "মোট ৩৩৫ জন ভোটদাতার মধ্যে ৩২৫ জন উপস্থিত। অর্থাৎ শতকরা ৯৭ জন; এবার আমরা কাজ শুরু করতে পারি।"

সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হল, নির্বাচনী নিয়মকানুন পড়ে শুনানো হল, তখন কুর্কিনা প্রার্থীদের নামের তালিকা পেশ করল—কম্‌সোমল আর কম্যুনিস্ট পার্টির মনোনীত সব নাম। সভাস্থল থেকেও কয়েকটি নতুন নাম এল।

আর্তিউকিনা জানতে চায়: "নতুন সোবিয়েতে মরোজফ নেই কেন? আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছে তো সে-ই—তার নাম নেই কেন?"

দাড়ি-গোঁফওয়ালা একজন কৃষক বলে: "তাকেই প্রথম সোবিয়েতের সভাপতি করা হোক।"

আর্তিউকিনা এবং আরও কয়েকটি মেয়ে প্রতিবাদের গুঞ্জন তোলে। "সভানেত্রী হোক কুর্কিনাই! তাকেই আমরা চাই!"

ঈভান উঠে বলে: "কমরেড মরোজফ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। সে এখন খারকোভে কৃষি-বিজ্ঞান মন্দিরে। ফিরবার সঙ্গে সঙ্গেই 'রাঙা প্রভাত' তাকে চায় সভাপতির পদে, এবং এক বছরের জন্য সে কাজ করতে সে রাজীও হয়েছে। 'রাঙা প্রভাত' খামার কিচ্‌কাস গ্রামের চেয়ে বড়ো, এবং এ দু'টিকেই সামলানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে লিখেছে একজন মেয়েই সভাপতির পদে থাকা দরকার, এবং গ্রাম-সোবিয়েতের সভাপতির পদে সে কুকিনার নামেই ভোট দিয়েছে।

প্রবল হাততালির মধ্যে কুকিনা মঞ্চ ছেড়ে চলে গেল—তখন তার নামে ভোট হচ্ছে, এবং তারপরই আবার ফিরে এল। তারপর এল ঈভান বোব্‌রফের নাম। তার নাম প্রস্তাব করে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলা হল: "রাস্তা সংক্রান্ত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে সে বেশ ভাল কাজ করেছে।" তারপর সব চুপচাপ।

কাউন্টির প্রতিনিধি বললেন: "বলুন কার কি বলবার আছে। এই-তো সময়—বোব্‌রোফ ভাল কি করেছে, কোথায় তার কাজে ত্রুটি আছে, তা বলবার সময় এই তো। আপনারা তো দেখছি বোবা হয়ে তাকে ভোট দিচ্ছেন।"

সে কথায় আপত্তি জানিয়ে আর্তিউকিনা বলে: "না, বোবার মতো নয়। তারই পরিচালনায় 'রাঙা প্রভাত' বেড়ে এখন হয়েছে পাঁচ শ' পরিবারের খামার এবং গতবার যা ফসল উঠেছে তেমনটি হয়নি আগে আর কখনও কোনদিন।"

শতকরা পঁচাত্তর জনের হাত উঠল ঈভানের নামে; বিরুদ্ধে কেউ ভোট দেয়নি। কাউন্টির প্রতিনিধি 'কমরেড বোব্‌রোফ' বলে সম্বোধন করে বললেন, "খুব উৎসাহের সমর্থন বলা যায় না, কিন্তু আপনি নির্বাচিতই হয়েছেন।"

কম-বেশি ভোটে অন্যান্যেরা নির্বাচিত হল—তার মধ্যে কৃষক পানক্রাসিন—গ্রামের আর্থিক ব্যাপারে ট্রেনিং নিয়ে সে সবে ফিরেছে, স্থানীয় হাসপাতালটার উন্নতি করেছে যে ডাক্তার ঝারকোভ এবং ক্লদিয়া নামের পরিচিত মেয়েটি—যাকে সবাই বলে 'উৎসাহী কিন্তু জিভের ঝাঁজ বড় বেশি'।

শুবিনাও পুনর্নির্বাচনপ্রার্থী—তার নামে এত হাত উঠলো সভানেত্রী তা গুণে উঠতে পারলেন না। তিনি বললেন, "যাঁরা ভোট দেননি তাঁরাই হাত

তুললে ব্যাপারটা বরং সহজ হবে।" মাখন তোলার নতুন কর্মশালার পাঁচজন হাত তুলল এবং তাদের মধ্যে থেকে একজন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল: "আমরা নতুন, কমরেড শুবিনাকে এখনও চিনি না, তাই ভোট দিইনি।"

আনিয়া এইসব আলাপ আলোচনায় কোন কথা বলেনি; নিজে প্রার্থী, তাই আরও বেশী সংকোচ। সে কিচ্‌কাস কম্‌সোমলের মনোনীত প্রার্থী; তার নাম এল সবার শেষে। শুবিনা গ্রামের রাজনীতিতে রয়েছে দু'বছর; এক তার জন্যে ছাড়া আর কারও পক্ষে এত বেশী লোক বলতে চায়নি—দেখে আনিয়া অবাক হয়ে যায়।

ছেলে-কোলে মোটাসোটা এক মা দাঁড়িয়ে বলল: "গ্রীষ্মের শিশুপালন কেন্দ্রগুলির জন্যে কোসারেভা প্রচুর কাজ করেছে।"

ভারিক্কী চালের একজন কৃষক দাঁড়িয়ে বলল: "আসল কথা তা নয়। সে হল এ জেলায় চিনি-বীটের নেতা। গ্রাম-সোবিয়েৎকে বলতে হবে, তাকে যেন কাউন্টি-সোবিয়েতে নির্বাচিত করা হয়। বীট উৎপাদন এগিয়ে নিয়ে চলবার জন্য তাকে ক্রমাগত আরও ওপরে পাঠানো দরকার—খারকোভে, এমন কি মস্কোতেও। আমাদের দেশের জন্য সেই হবে কিচ্‌কাসের সেরা উপহার।"

হাততালি দিচ্ছে, বলতে চাইছে অনেকে। তাদের একজনকে ডেকে কুর্কিনা জানতে চায়: "আনিয়া কোসারেভা সম্পর্কে?" সে শুধু মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। "কিছু সমালোচনা করবার আছে?" এই প্রশ্নের জবাব শুনে কুর্কিনা বলে: "নেই? তাহলে আপনার প্রশংসার কথা আমরা বাদ দিচ্ছি। এত প্রশংসায় মেয়েটা বয়ে যাবে। বয়েস এখনও তার কুড়ি হয়নি।"

সমগ্র সভাস্থলে প্রসন্ন হাসি ফোটে। আনিয়ার পক্ষে ভোটের জন্য তোলা হাতের দোলন শত প্রশংসাবাণীর চেয়েও মুখর।

আশ্বস্ত ও গর্বিত আনিয়া বসে বসে 'নাকাজ' সম্পর্কে আলোচনা শোনে। তাতে কি আছে, আনিয়া আগেই জানে; গ্রামবাসিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী শিক্ষিতা সে, অনেক দিন নির্বাচনী কমিটির সঙ্গে বসে বসে এই গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মানুষের অসীম আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাগুলিকে সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট রূপ দেবার

কাজে অংশ গ্রহণ করেছে। আরও ভাল ফসলের জন্যে দাবিগুলি 'রাঙা প্রভাতে'র হাতে দেওয়া হয়েছে; বৈদ্যুতিক শক্তি আর আলোর জন্য অনুরোধগুলি পাঠানো হয়েছে নেপ্রোস্ত্রই-এ।

কিচ্‌কাস সোবিয়েতের নিজস্ব এক্তিয়ারের মধ্যে যা পড়ে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে এক প্রকাণ্ড দলিল। তার মধ্যে খুবই বড় বড় দাবিও বহু—যেমন, পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্র, একটি ছোট বিমানবন্দর, কিচ্‌কাসের ইতিহাস, কাপড় ধোয়া-কাচার ব্যবস্থা সমেত সাধারণের স্নানাগার, চুলকাটার দোকান, চায়ের দোকান আর ফেবারের বাড়িখানিতে একটি গ্রন্থাগার আর ক্লাব।

'কিচ্‌কাস গ্রামকেন্দ্র' এবং তার সঙ্গে ইস্কুল আর হাসপাতাল উঠে যাচ্ছে 'রাঙা প্রভাতে'র নতুন 'খামার-নগরী'তে। যে সব গ্রামবাসী সেখানে উঠে যাবে, তাদের গৃহস্থালির জিনিসপত্তর স্থানান্তরের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা চাই; বিজলী আলো আর রেডিওর জন্যে প্রত্যেকটি বাড়িতে তার লাগাতে হবে। তবু অতৃপ্ত চাহিদার তালিকা শেষ হয় না। সভাস্থল থেকে তার সঙ্গে যোগ হয়, "প্রত্যেকটি ছোট গ্রামে শাখাসমেত একটি সুসজ্জিত আগুন-নেবানো ঘাঁটি চাই," আর "হাসপাতালে চাই একজন দাঁতের ডাক্তার।"

সম্পাদক এইসব দাবি আর প্রস্তাব টুকে নিচ্ছেন, এমন সময় আতিউকিনা কিছু বলতে চাইল: "আমি যে বলেছিলাম শান্তিতে কাজ করতে চাই, আর যুদ্ধ না বাধে তার ব্যবস্থা চাই, সেই সম্পর্কে কমিটি কি করল?" অনেকে হাততালি দিল।

কুর্কিনা বলে: "তা অবিশ্যি কিচ্‌কাস সোবিয়েতের ওপর নির্ভর করে না, তবে কথাটা আমরা মস্কোতে পাঠাচ্ছি।"

"এখানে এই কিচ্‌কাসেই আমরা আগে পোল্‌দের হাতে আর জার্মানদের হাতে যে নির্যাতন সহ্য করেছি, তা আমরা ভুলিনি—এই কথা মস্কোতে যাক্‌। মস্কোতে জানানো হোক, আমাদের লালফৌজকে আরও শক্তিশালী করতে হবে—যাতে যে-কোন আক্রমণকারীকে রোখা যায়। এবার এসেছে সুন্দর জীবন; মাছ যদিও-বা জল ছাড়া বাঁচতে পারে তবু আমরা আমাদের সোবিয়েৎ ছাড়া

বাঁচতে পারি না। আমরা শান্তি চাই, শান্তিতে বাঁচতে চাই, কিন্তু ঐ শত্রু যদি বেয়নেট উঁচিয়ে আসে, আমি নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়ব তাদের সঙ্গে।"

প্রবল করতালি আর উল্লাসধ্বনিতে সভাস্থল ইস্কুলবাড়িটি প্রকম্পিত হতে থাকে।

সভার শেষের দিকে কিচ্‌কাস সোবিয়েতের অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট দূরের গ্রামগুলি থেকে নির্বাচনের ফলাফলের সংবাদ নিয়ে লোক আসতে থাকে।

আলেক্সিস্কো থেকে পাভেল ভোরোনিনকে গ্রাম-সোবিয়েতে পাঠিয়েছে শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। হত্যাকারী দেশদ্রোহী ভোরোনিন বুড়োর প্রতি জীবনভোর আনুগত্য পাভেলের কিছু গুণের কথা নয়, তাই পার্টি থেকে অন্য প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু একজন তরুণ গ্রামবাসী বলল: "ভেরা মারা যাবার পর থেকে পাভেলই 'কোলবজে'র সপক্ষে সংগ্রামে আমাদের সেরা সৈনিক।" একটি মেয়ে আবেদন জানালো: "স্ত্রীর জীবনে যা ঘটল সে সম্পর্কে নিজের আবেগের অভিব্যক্তির জন্যও সর্বসাধারণের জন্য অনেক কাজ করা ওর প্রয়োজন।"

মাথা সোজা করে পাভেল মঞ্চে উঠে পরিচয়পত্র পেশ করতে গেল। "সুষ্ঠু নির্বাচনে সর্বসাধারণের উদ্যোগে" আলেক্সিস্কো'কে অভিনন্দন জানিয়ে কাউন্টির প্রতিনিধি বললেন: "নতুন প্রতিভা আবিষ্কার করবার ব্যাপারে দেখছি আপনাদের স্থানীয় পার্টি-সদস্যরা কৃষকদের চেয়ে পিছিয়েই রয়েছেন।"

সমাবেশ শেষ হবার পর আনিয়া পাভেলের সঙ্গে করমর্দন করে বলল: "আপনার সম্পর্কে অনেক রূঢ় মনোভাবই ছিল, কিন্তু এখন আপনি আমাদের সঙ্গেই কাজ করছেন, এ-যে কি খুশির কথা!"

দৃঢ় কিন্তু বেদনামাখা স্বরে পাভেল বলে: "আমার সম্পর্কে আপনার যে রূঢ় মনোভাব ছিল, তা ছিল ঠিকই। ভেরাকে নিয়ে যা করেছি, তার জন্যে নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না। আমি যদি বাবার কাছে অমনি দীর্ঘকাল আত্মসমর্পণ করে না থাকতাম, অগ্নিকাণ্ডের তথ্য সম্পর্কে বাবাকে বলবার জন্য যদি পীড়াপীড়ি না করতাম, তাহলে ভেরা আজ বেঁচেই থাকত।"

আনিয়া বলে: "আমাদের সবার ভিতর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তার কাছে আমরা প্রত্যেকে ঋণী।"

নতুন গ্রাম-সোবিয়েতের একটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হয়ে গেল। সভানেত্রী করা হল মারিয়া কুর্কিনাকে, আর আনিয়া কোসারেভাকে সোবিয়েতগুলির কংগ্রেসের কাউন্টি প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হল।

অবশেষে এক রবিবার স্তেপান আনিয়ার বাড়ি গিয়ে দেখে, রয়েছেন শুধু দাদু আর মধ্যবয়সী অপরিচিতা এক নারী।

স্তেপানের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন: "আনিয়া কোথায়? কী হল তার?"

হেসে স্তেপানকে আশ্বস্ত করে বৃদ্ধ বললে: "আমাদের আনিয়া গেছে মস্কো। তারা ওকে গ্রাম থেকে কাউন্টিতে, কাউন্টি থেকে প্রদেশে এবং প্রদেশ থেকে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে। সারা সোবিয়েৎ-কংগ্রেসে সে প্রতিনিধি। আনিয়া যাতে সারা দেশে চিনি-বীট ছড়িয়ে দিতে পারে, তাই কিচ্‌কাস থেকে খরচ দিয়ে এই মেয়েটিকে পাঠিয়েছে আমায় দেখাশোনা করবার জন্যে।"

দাদুকে অন্তরের অভিনন্দন জানায় স্তেপান, কিন্তু বুকের মধ্যে ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে। আনিয়া থেকে সে কতখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে! সে কোথায় এগিয়ে গেছে! এই প্রথম স্তেপানের মনে আনিয়াকে হারাবার আশঙ্কা জাগে—হয়তো বেশি দেরিই করে ফেলেছে সে।

স্পেশাল ট্রেনযোগে মস্কো যাত্রা! আনিয়া পুলকিত হয়ে ওঠে। ট্রেনেই আলাদা কামরায় খাওয়া; শোবার ব্যবস্থা বার্থ-এ। আর কি আশ্চর্য সব সহযাত্রী! সবাই ষষ্ঠ সারা-সোবিয়েৎ কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রতিনিধি; প্রত্যেকেরই কাজের কথা শুনে চমক লাগে।

আনিয়ার কামরায় সহযাত্রী নাতালিয়া দক্ষিণ উক্রাইনে একটি প্রকাণ্ড ট্রাক্টর স্টেশনের কর্ত্রী, সেখানে সব কর্মীই মেয়ে।

"বত্রিশটি গ্রামে কৃষি-যন্ত্রপাতির যোগান দিই আমরা। আমাদের ট্রাক্টর বছরে পঁচিশ শ' ঘণ্টা কাজ দেয়—আমেরিকার গড়-পড়তা হারের চার গুণ। কিন্তু সময়ের ব্যাপারে বড় মুশ্‌কিল; ঘড়ি নেই কারও। ঠিক আমাদের এই দেশেরই মতো বটে, না!" নাতালিয়া হাসে। "যন্ত্র-সজ্জায় আমেরিকার চেয়ে উন্নত অবস্থাটিই ঘড়ির অভাবে বুঝি আটকে যায়!"

মস্কো রেলস্টেশনে যে কী আশ্চর্য সব মানুষের ভিড়! বিভিন্ন রিপাবলিক থেকে আসছে শত শত সদস্য। শ্যামদেহী কত লোক—এশিয়ার রিপাবলিকগুলি থেকে তারা এসেছে; রকমারি ঝলমল তাদের পোশাক। কত অপরিচিত ভাষায় তাদের কথা। সুসজ্জিত রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে আনিয়া একেবারে রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে। এত মানুষ, আর কী উৎসাহ-উদ্দীপনা তাদের—সবাই চলেছে কোথায় যেন! পুরানো নগরী—কিন্তু নতুন গড়ার কী বিপুল কর্মকাণ্ড। ক্রেমলিনের ছবির মতো দেয়ালগুলি চোখের সামনে আসতে না-আসতেই মিলিয়ে গেল—ওদের গাড়ি ঢুকলো গ্রাণ্ড হোটেলে।

শোবার ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আনিয়া ইতিহাস প্রত্যক্ষ করে—রেড স্কোয়ারে সুউচ্চ থামগুলির ভেতর দিয়ে দেখা যায় ফিকে নীল আকাশের পটভূমিতে 'ভয়াবহ ঈভানের' সেই বহু-গম্বুজশোভিত গীর্জা—বর্ণে, সমারোহে, বৈচিত্র্যে অপূর্ব অদ্ভুত। ক্রেমলিনের দেয়ালের উপর দিয়ে দেখা যায় সরকারী

কার্যালয়গুলির সাদা গম্বুজওয়ালা বাড়ির উপর উড়ছে লাল পতাকা। যে সব মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করছে, তাদেরই সঙ্গে আজ সেখানে দেখা হবে।

তাদেরই তিন জন আছে আনিয়ার কামরায়। অনেক রাত অবধি পেয়ালার পর পেয়ালা হাল্‌কা চা পান করতে করতে গল্পগুজবের ভিতর দিয়ে পরিচয় ঘটে। সাইবেরিয়া থেকে এসেছে আনিসিয়া উস্তিনোভনা—মমতাময়ী, মধ্যবয়সী; এদের মধ্যে বয়েসে সবচেয়ে বড়, অভিজ্ঞতাও বেশি। কংগ্রেসে এসেছে এই তৃতীয় বার; সাইবেরিয়ার প্রতিনিধিদলের সে একজন নেতা।

ফ্যাকাশে লাল রঙের সুতী কাপড়ে বাড়িতে তৈরি বেঢক গাউন-পরা এই বড়োসড়ো মেয়েটিকে গ্রাম্য মা'র মতো মনে হয়। আনিয়া জানতে চায়: "প্রথম কী ভাবে রাজনীতিতে এলেন, বলুন।"

বয়সের ছাপ-পড়া কিন্তু শান্ত মুখখানি মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। "স্বামী বেঁচে নেই, চারটি আবার ছেলেমেয়ে; আগে ছিলাম কুমোর। 'অনশনের বছরে' দুর্ভিক্ষ ত্রাণে কাজ করেছিলাম। কাউন্টি-কংগ্রেসে আমাদের গ্রামের শোচনীয় অবস্থার কথা বলতে বলতে ভয় হয়েছিল আমার রূঢ় অপ্রীতিকর কথা শুনে সবাই বুঝি রেগেই যাবে, কিন্তু তারা বরং আমায় পাঠিয়ে দিল প্রাদেশিক কংগ্রেসে 'আমাদের কাউন্টিতে অবস্থা কত খারাপ সেই কথাটি খুবই তীব্র ভাষায় বলবার জন্য'। সাইবেরিয়ার অবস্থা কী শোচনীয়, তাই বলবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস থেকে আমায় পাঠাল মস্কোতে। সেই থেকে আমি কুমোরের কাজ ছেড়ে রাজনীতির কাজ করছি।"

লেনিনগ্রাদ থেকে এসেছে পাতলা ছিপছিপে দুনিয়া অস্ত্রোবা। বলে: "এই আমার প্রথম বার। ১৯১৭ সাল থেকে সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়নে কাজ করছি। সেই ১৯১৯ হল আমার মহা আনন্দের বছর।"

"কিন্তু", আনিয়া প্রশ্ন তোলে: "সে-তো ছিল টাইফাস আর অনশনের বছর। আপনাকেও ভুগতে হয়নি?"

দুনিয়া বলে: "হ্যাঁ, বছরটা আমাদেরও কেটেছে না খেয়ে আর আধপেটা খেয়ে। কিন্তু লিখতে-পড়তে শিখলাম সেই বছরই, আর স্বামীও আমাকে একজন নাগরিক হিসেবে মর্যাদা দিল সেই প্রথম। জীবনে সেই প্রথম একটা

বড়ো কামরা পেলাম শুধু আমাদেরই জন্য—আমরা স্বামী-স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের জন্য; বিপ্লবের সময় ধনীদের বাড়িগুলি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।"

আনিয়ার চোখ দু'টি সহানুভূতি আর শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। "আপনাদের বড়োদের যে কত সইতে হয়েছে!"

তুনিয়া বলে: "যে মুক্তি এসেছে, সে-যে কী জিনিস তা তোমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারো না; জানো না কী দাসত্বের জীবন থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে গেছ।"

"আমরা কেউ কেউ আবার জানি-ও"—বলে সমরখন্দের সোনার-বরণ মেয়ে শাদিবা। "দশ বছর বয়সে আমাকে বিয়ে দিয়ে দেয়; বিয়ে তো নয়, রীতিমত বিক্রি; যৌবন আসার আগেই ধর্ষিতা হয়েছি। ভাগ্য ভাল, ছেলেমেয়ে ছিল না; সেই মুক্তির সুযোগ যখন এল, তখন ওখান থেকে পরিত্রাণ আর তেমন কঠিন হয়নি।"

এইটুকু মেয়ে কিন্তু অগ্নিময়ী; বয়স বাইশ পেরোয়নি, কিন্তু এরই মধ্যে এত অভিজ্ঞতা—আনিয়া অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সারা সন্ধ্যা আনিয়া ভাবে লম্বা কালো চুলের গোছার ওপর সবুজ ভেলভেটের টুপি-পরা এই আমুদে মনোহারিণী মানুষটি কী করে মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত প্রতিনিধি হয়ে গেল; আজ কাগজে-কাগজে তার নাম—আনিয়া ভাবে, আর অবাক লাগে। শাদিবা চায়ের টেবিলে আলাপনেও আসর জমিয়ে তুলতে জানে। এখন সে আসছে—হাঁটু অবধি পরা কালো চকচকে বুট ঠুকে সতেজ পা ফেলে কামরা পেরিয়ে সে আসছে, দেখে মনে হয় বটে মধ্য-এশিয়ার যেখানেই গেছে, সেখানেই সে হাজার হাজার কণ্ঠে অভিনন্দিত হয়েছে: নবার্জিত মুক্তির প্রতীক!

নিজের কাহিনী বলে শাদিবা: "সমরখন্দে পড়বার জন্য স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। সে বিবাহবিচ্ছেদের কথা জানিয়ে চিঠিতে লিখল: 'জেনে রেখো আমি ফাতিমাকে বিয়ে করছি; আল্লার দোয়ায় সে লিখতে-পড়তে জানে না।' কিন্তু আমি প্রতিশোধ নিয়েছিলাম! ইস্কুলের পড়া শেষ করে গ্রামে ফিরে আমি ফাতিমাকেও লেখাপড়া শিখিয়েছি!"

সবাই এবার আনিয়ার দিকে তাকায়। আনিয়ার নিজেকে বড় কমবয়সী আর কাঁচা অনভিজ্ঞা মনে হয়। "আপনারা প্রত্যেকেই কঠোর সংগ্রাম জিতে এসেছেন। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, আমার যেন কোন জীবনই গড়ে ওঠেনি।"

আনিসিয়া তাকে আশ্বাস দেয়। "প্রত্যেক পর্যায়ে তার নিজস্ব সংগ্রাম থাকে। আমাদের গেছে সমান অধিকার আর মুক্তির জন্য সংগ্রামের যুগ; তোমাদের সংগ্রাম উৎপাদনের জন্য। চিনি-বীটে তোমার কৃতিত্বের কথা কিছু শুনেছি।"

তার শুনবার আগ্রহে আনিয়ার বীট উৎপাদনের কাহিনীটি আবার নিজস্ব গুরুত্ব নিয়ে দাঁড়ায়।

আনিসিয়া বলে: "সাইবেরিয়ায় আমরা বীট-শিল্পের কথা ভাবছি। সবিশেষ তথ্যাদির জন্য তোমায়-আমায় মিলে একবার 'কৃষক গেজেটে'র দপ্তরে যেতে হবে।"

আনিসিয়ার সঙ্গে যায় আনিয়া। শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলেই প্রকাণ্ড বাড়িতে 'কৃষক গেজেট' পত্রিকার দপ্তর। এই বাড়িতেই কৃষকদের বহু লক্ষ চিঠিপত্র সাজিয়ে সেই দলিল-প্রদর্শনীর নাম দেওয়া হয়েছে 'কৃষকের কণ্ঠস্বর'; দেখে আনিয়া সরবে বিস্ময় প্রকাশ করে। বিভিন্ন ভাগে সাজিয়ে চিঠিগুলি 'কংগ্রেসে'র ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিয়ে, পরিবার, শস্য, এবং খামার আর সরকার সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্নে ভরা চিঠিগুলি কৃষকের চিন্তাধারার বিপুল প্রদর্শনী। বীট উৎপাদনে উক্রাইনের গড়পড়তার দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে আনিয়ার: একর-প্রতি বারো টন; কিন্তু এবার আনিয়া সবিস্ময়ে দেখে উন্নত কৃষি-পদ্ধতিতে যা সম্ভব, তার চেয়ে ঢের নীচেয়।

চিনি-বীটের চাষ সম্পর্কে এবং বিদেশে চলতি পদ্ধতি সম্পর্কে কতকগুলি পুস্তিকা দিয়ে সম্পাদক আনিয়াকে জানান: "বিশ টনও হতে পারে।—বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠা চাই। খামারের কাজের মধ্যেই রয়েছে কত রকমের পেশা। তার কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান বাড়িয়ে চলতে হবে, আর বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে, তাহলেই অগ্রগতি হবে।"

সেই বিকেলেই আনিয়া পথের বরফ মাড়িয়ে সুসজ্জিত অপেরা বাড়ির সদরে লালফৌজের সৈনিক-প্রহরীটিকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ঢুকে পড়ল। হলটি দ্রুত

ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। নানা রকমের প্রবেশপথ আর সারিবন্দি আসনগুলির মধ্যে গলিপথগুলির গোলক ধাঁধায় আনিয়া থমকে দাঁড়ায়। সামনে তাকিয়ে দেখে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রকাণ্ড মঞ্চের পটভূমিতে কোমল ধূসর জমির ওপর তার স্বদেশের উজ্জ্বল রক্তবর্ণ পতাকার বিরাট সমারোহ। তার সামনে সভাপতি-মণ্ডলীর লম্বা লাল টেবিল, লেনিনের আবক্ষ শ্বেত প্রস্তরের মূর্তি, একটি প্রকাণ্ড সবুজ গ্লোব, আর "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও" স্লোগান।

চারিদিকে প্রতিনিধিরা যে যার সামনে বসছে। অধিকাংশেরই পরনে সাধারণ দৈনন্দিন পোশাক পরিচ্ছদ, তবে, মেয়েদের মাথার রকমারি রঙিন রুমাল সমাবেশে খুশিয়ালির ছোপ বুলিয়ে দিয়েছে, আর একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে মধ্য এশীয় প্রতিনিধিদের জাঁকালো রেশমী পোশাক আর তাদের মাথায় চোখধাঁধানো সোনালী টুপি। অপেরা বাড়িটির গ্যালারিগুলির সোনালী রঙের আভায় সভাস্থল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ; গ্যালারিগুলি ভর্তি করে বসেছে মস্কোর কল-কারখানা আর আপিস-আদালতের তিন হাজার নরনারী। তার নিচেয় বিদেশী কূটনীতিক প্রতিনিধিদের 'বক্স'গুলি ; সরকারী আদবকায়দায় তাদের পরনে সন্ধ্যাকালীন পোশাক কিংবা সামরিক ইউনিফর্ম। তারও পরে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের আসন আর মঞ্চের মাঝখানে বিদেশী আর সোবিয়েৎ সাংবাদিকদের জন্য গাঢ় লাল ঘেরাও।

আনিয়ার অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত গুঞ্জরণ ওঠে: "আমি, কিচ্‌কাসের আনিয়া কোসারেভা এই মহান্ সরকারের একটি অংশ" ; উক্রাইনের প্রতিনিধিদলের মধ্যে সে আসন গ্রহণ করে। সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতে 'আন্তর্জাতিক' বেজে উঠতেই সবাই উঠে দাঁড়ায় এবং তার পরই সরকারের নেতৃবৃন্দ মঞ্চে দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অপেরা বাড়ি করতালি ধ্বনিতে ফেটে পড়ে।

আনিয়া চোখ বুলিয়ে খুঁজে খুঁজে চিনে নেয়: কালিনিন, মলোতফ ; আর, হ্যাঁ ঐ-তো খাকি পোশাক-পরা স্বয়ং স্তালিন। সভারম্ভের ঘোষণা করে সভাপতি কালিনিন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের নাম ডেকে গেলেন। স্তালিনের নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভিনন্দনসূচক মৃদু হাসির রেখাটুকু দেখে সমগ্র সমাবেশ আবার দাঁড়িয়ে আনন্দধ্বনি তোলে। কালো সুতী শাল জড়িয়ে

পুরুষের জুতো পায়ে এক কৃষক নারী দৃঢ় পা ফেলে এগিয়ে গেলেন ; আটোসাটো নীল ব্লাউজ পরা একজন নাবিক যেন গড়িয়ে গেল তার পিছনে, তারপর গেল উজ্জ্বল সবুজ টুপি মাথায় একজন তাতার, আর 'রেড অর্ডার' পদকে বুকের অর্ধেক ঢেকে বিখ্যাত অশ্বারোহী সৈনিক বুদেনী।

কাজ চলেছে দ্রুত। প্রথম কুড়ি মিনিটের মধ্যেই কোন কোন শিল্প এবং ফৌজ সম্পর্কে অর্ধেক বিবরণী পেশ করা হয়ে গেল। তারপরই মন্ত্রিমণ্ডলীর সভাপতি মলোতফ কংগ্রেসের মূল বিবরণী নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ; পরের দিন রাত্তিরের আগে আলোচনার জন্য তা উঠবে বলে আনিয়া ভাবতেই পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কিচ্‌কাস চটপট কাজ করবার কায়দাটাও শিখতে পারে!

দুনিয়ার ইতিহাসের দুটি বছরের আশ্চর্য বিশ্লেষণ মলোতফের বিবরণীতে ; শিল্পে-কৃষিতে সোবিয়েৎ অগ্রগতির বিবরণী, আর পাশে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যাপক অর্থনীতিক সংকটের বিপরীত চিত্রই ছিল সেই বিবরণীর বিশেষ বক্তব্য। সংখ্যা আর তথ্যে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিগুলি একেবারে অকাট্য! এর পর সেই বিবরণী নিয়ে আলাপ-আলোচনার দিনগুলি যেন আরও চমৎকার ; প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে প্রায় দু'শ জনের বক্তৃতায় ফুটে উঠল সোবিয়েৎ ভূমির প্রত্যেকটি অংশের মানুষের অর্জিত সাফল্য আর সুন্দর আশাআকাঙ্ক্ষার চিত্র।

এশিয়ার পারাপারি একটি নতুন রেলপথ তুলোর দেশ তুর্কীস্তানের সঙ্গে গমের দেশ সাইবেরিয়ার যোগাযোগ স্থাপন করে দিয়েছে। যৌথ খামারের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সমভূমির উড়নচণ্ডী যাযাবরেরা। উরাল পর্বতের পাদদেশে রিক্ত জনশূন্য মালভূমিতে গড়ে উঠছে ইউরোপের বৃহত্তম লৌহ আর ইস্পাত নগরী। উত্তর মেরু অঞ্চলের আদিবাসীরা এক সময়ে ছিল আধা-মানুষ জীব হিসেবে চিড়িয়াখানার খাঁচায় প্রদর্শনের সামগ্রী—আজ তারাও সোবিয়েৎ কংগ্রেসে মিলিত হচ্ছে, গড়ে তুলছে ইস্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয়সমেত মেরু অঞ্চলের নিজস্ব নতুন নতুন সমৃদ্ধ নগরী। বাধাবিঘ্নের প্রশ্ন, দাবিদাওয়ার কথাও উঠেছে, আর সমাধানের জন্য সেগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন যথোপযুক্ত কমিটির হাতে।

বিশাল দেশের সেই বিপুল সমারোহে অনুপ্রাণিত আনিয়া বসেছে বীট-ফসলের জন্যে নির্দিষ্ট একটি সাব-কমিটিতে। সেখানে এসেছে আনিসিয়া এবং খামারের আরও অনেক নারী-প্রতিনিধি। দেখা গেল দেশে চিনির চাহিদা মেটাবার তাগিদে আনিয়ার মতো অভিযানে নেমেছে আরও অনেকে। বিভিন্ন সমস্যা আর পদ্ধতি নিয়ে সাব-কমিটিতে অভিজ্ঞতা-বিনিময় হল। উৎপাদন যে বাড়ানো চাই, আর, বীটের চাষ ছড়িয়ে দেওয়া চাই যে নতুন নতুন এলাকায়!

নতুন নতুন এলাকায় চিনি-বীটের বেলায় ফসল ইনস্যুরেন্স সম্পর্কে খুবই জটিল তথ্যাদি নিয়ে গরম তর্কবিতর্কের মধ্যে খাকি পোশাকপরা মোটাসোটা একটি লোক ঘরের কোনাকুনি পার হয়ে এসে বক্তাদের টেবিলের এক কোণে গিয়ে বসবার আগে আনিয়া লক্ষ্যই করেনি, আর এখন চমকে দেখে—স্তালিন।

আনিয়া সযত্নে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—কিচ্‌কাসে ফিরে সবাইকে বলতে হবে স্তালিন দেখতে কেমন। বেশ সতেজ সবল কিন্তু চুল পাকছে। চোখ গম্ভীর কিন্তু সহৃদয়, দৃষ্টি প্রখর তবু আশ্বাস-ভরা। ক্লান্তও দেখায় না, আবার দেখতে তেমন উৎসাহ-চঞ্চলও মনে হয় না; মনে হয় কাজ করেছেন খুবই দীর্ঘ সময়, কিন্তু কাজ করে যেতে পারেন আরও বেশি সময়, কারণ, তাড়াহুড়া না করে, ক্ষমতার এতটুকু অপচয় না করে শক্তি প্রয়োগ করবার পদ্ধতিটি তাঁর জানা। সর্বোপরি ফুটে ওঠে তাঁর প্রত্যয় আর ধীর প্রশান্ত ভাবটি।

স্তালিন সভাপতির আসনেও বসলেন না, বক্তৃতাও করলেন না, শুধু বসে বসে খুবই মনোযোগ সহকারে সব শুনলেন। সেই সাগ্রহ মনোযোগ দেখে আনিয়া বোঝে, স্তালিনও এত গুরুত্ব দিচ্ছেন, তাহলে চিনি-বীটের উৎপাদন বাড়ানোটা যেমন সোবিয়েৎ জনগণের খাদ্যের যোগান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি দুনিয়ার যেসব শক্তি ইতিহাসের গতি নির্ধারিত করে তাদের ভিতর ভারসাম্য রক্ষার পক্ষেও প্রয়োজনীয়। আনিয়া মনে মনে স্থির করে ফেলে—বলবার সময় শুধু বিশেষ তাৎপর্য সম্পন্ন কথাগুলিই সে বলবে এবং আগে থেকে ভেবে স্পষ্ট করে গুছিয়ে তা বলে ফেলতে হবে বেশ কম সময়ের মধ্যেই।

নিজের পালা এলে আনিয়া 'রাঙা প্রভাত' খামারে একর প্রতি বারো টন বীট উৎপাদনের কাহিনী বিবৃত করে। "অতীতে যা হত তার দ্বিগুণের বেশি;

কিন্তু যা প্রয়োজন, যা হতে পারে তার কাছাকাছিও নয়। 'কৃষক গেজেটে' গিয়ে জেনেছি বিশ টনেরও বেশি হতে পারে। এক মরশুমে আট-ন'টা চাষ পড়া দরকার, আগে অত চাষের কথা কারো মনেও আসেনি। এবার গ্রীষ্মে আমাদের খামারে তাই করব—বিশ টন তুলবো।"

সোজা তার দিকে তাকিয়ে স্তালিন সরাসরি প্রশ্ন করেন: "তোমাদের মাটিতে উৎপাদনের যা ইতিহাস, তা কি ঐসব বিদেশী রেকর্ডের সঙ্গে পাল্লা দেবার উপযুক্ত?"

"না"—আনিয়া স্বীকার করে, "তেমন ইতিহাস নেই, কিন্তু সার দিয়ে তা আমরা পুষিয়ে নিতে পারি। তাছাড়া, বিশ টনও তো চূড়ান্ত মাত্রা নয়। মাটি তৈরি করে ফেলতে পারলে আমরা তাও ছাড়িয়ে যাবো।"

স্তালিন জানতে চান: "চিনি-বীটের জন্যে তোমাদের খামারে জমি বরাদ্দ হয়েছে কত?"

"গত বছর ছিল আড়াই শ' একর। এবার কিছু বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"তাতে কি তুমি খুশি?" স্তালিনের কথাগুলি আসে ধীরে: "চিনি-বীটের জন্যে তিন শ' একর···তাই যথেষ্ট?"

উনি ঠিক কী বলছেন?—আনিয়া ভাবে। এবার মনে হয় স্তালিন চোখ দিয়ে ওকে ওজন করে নিচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, তার সাধ্যের সর্বাধিক পরিমাণ মাত্রাটাই যেন চাইছেন তিনি। এবার আনিয়া বোঝে সে নিজে কি চায়।

"নতুন নতুন এলাকায় চিনি-বীট ফলাতে হবে। দেশে চিনির বন্যা বইয়ে দিতে হবে! উক্রাইনের সর্বত্র চিনি-বীটের ফসল তুলতে হবে একরে বিশ টন!"

স্তালিন প্রশ্ন করেন: "শুরু করবে কী ভাবে?"

"এই এখানেই! এই আপনার কাছে পণ করছি—আমাদের 'রাঙা প্রভাতে'র ক্ষেতে আমি একরে বিশ টন ফলাবোই, আর, চিনি-বীটের চাষে এখানে যাঁরা আছেন এবং আরও যাঁদের কাছে আমাদের কথা পৌঁছাতে পারি তাঁদের সবাইকে আমি এই উৎপাদনে আহ্বান জানাচ্ছি।"

গম্ভীরভাবে স্তালিন অনুমোদন জানান: "তোমার এই পণ গৃহীত হল।" কমিটির সম্পাদকের দিকে চেয়ে তিনি বললেন: "কাগজগুলোতে যেন এই প্রতিযোগিতার কথা ওঠে।" তারপর হাসিমুখে আনিয়ার দিকে চেয়ে স্তালিন বলেন: "সোবিয়েৎ জনগণ এবার গ্রীষ্মে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে, কমরেড কোসারেভা।"

আনিয়া বসতে বসতে চেয়ে দেখে অন্যান্যেরা এই প্রতিযোগিতায় নাম লেখাচ্ছে। কী করল এবার আনিয়া তা হৃদয়ঙ্গম করে। কেমন সহজেই তো স্তালিনের সঙ্গে কথা বলা গেল! কিন্তু সব ঘটে গেল কী দ্রুত! সারা দেশজুড়ে এবার চিনি-বীট উৎপাদনের প্রতিযোগিতা লেগে যাবে!

সবাই একসঙ্গে গেল প্রতিনিধিদের জন্যে নির্দিষ্ট খাবার ঘরে। স্তালিন নিজে বাফে-কাউন্টার থেকে এনে ওদের টেবিলে দিলেন প্রকাণ্ড প্লেটভর্তি স্যাণ্ডউইচ—স্টার্জন মাছ কিংবা পনীর দেওয়া ফরাসী রুটির পুরু পুরু টুকরা। স্তালিন পরিবেশন করছেন দেখে বিব্রত মেয়েদের অনেকে একেবারে লাফিয়ে গিয়ে আপেল, চীনা কমলালেবু, চকোলেট এনে টেবিলে রাশিকৃত করে তুলল, এবং আবার ফিরে গিয়ে নিয়ে এল গ্লাসের পর গ্লাস চা।

সবই একেবারে ঘরোয়া। স্তালিন কিছুটা কৌতুকভরে মাতৃপ্রধান যুগের কথা উল্লেখ করে বললেন, তখন 'মায়েরা ছিল সমাজের কর্ত্রী'; আর বললেন সেই সব দিনের কথা 'যখন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, ক্ষেতে-খামারে স্থায়ী বসতি বসাবার আগে, শ্রম-বিভাগের আগে শুরু হয়েছিল নারীর দীর্ঘ দাসত্বের জীবন।' চারিপাশে মেয়েদের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি বললেন:

"আমাদের এই সমাজতন্ত্রী দেশে গড়ে উঠেছে এক নতুন ধরনের নারী। সামন্ততন্ত্র আর পুঁজিবাদের যুগ যুগ দাসত্বের পর এসেছে আমাদের এই নতুন সোবিয়েৎ নারী—সমাজতন্ত্র গঠনে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তারা সেই দুর্বহ শতাব্দীগুলোর প্রতিশোধ নিচ্ছে।"

আনিয়া ভাবছিল সারা দুনিয়াবাঁধা সেই শৃঙ্খলের কথা, দীর্ঘ ইতিহাসের চাপে ভারী সেই শৃঙ্খলের কথা, আর ভাবছিল সে শৃঙ্খল ভাঙার পালায় নিজের বড় খুশির ভূমিকাটির কথা। এমন সময় স্তালিন সোজা তার দিকে ফিরে বললেন:

"তুমি বোধ হয় মস্কোতে এই প্রথম, কমরেড কোসারেভা। আমার মনে হয় এটাই শেষবার হবে না।"

আনিয়া তাঁকে বলতে থাকে মস্কোতে এসে, "আমাদের সব নেতাদের দেখে" সে কত খুশি হয়েছে।

"কিন্তু এখন তুমি নিজেও তো একজন নেতা।" স্তালিনের চোখ দুটি মিটমিট করে ওঠে।

"তা, হ্যাঁ"—আনিয়া রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে—"কিন্তু সে কথা যাক্, আপনাকে দেখতে পেয়ে আমি যে কী খুশি, কমরেড স্তালিন!"

কথা শুনে স্তালিন হাসেন, আর আনিয়া ভাবে কিছু না ভেবে চিন্তে নিতান্ত বোকার মতোই কথাটা বলে ফেলেছে বুঝি। কিন্তু হাসিটুকু সহৃদয়, এবং মনের কথাটি উনি তো বুঝতেই পারছেন—কথাটা একটু বোকা হলই বা।

স্তালিন বলেন: "নেতা আসে, চলে যায়। শুধু জনগণ অমর।"

চারিদিকে প্রতিনিধিদের ভিড়। আনিয়া দেখে স্তালিনের দৃষ্টি তাদের ওপর দিয়ে ঘুরছে। কিন্তু সে, আনিয়া কোসারেভাও কি 'যাদের নেতা বলে' তাদেরই একজন? এমনিভাবেই নাকি নেতৃত্ব গড়ে ওঠে—কিচ্‌কাসে কৃষক মেয়েদের সঙ্গে একত্রে চিনি-বীটের চাষ করবার পর হঠাৎ এক সময় সারা উক্রাইনের সমস্ত খামারের মেয়েদের সঙ্গে একত্রে সেই কাজ শুরু করবার মধ্যেই নাকি নেতৃত্ব গড়ে ওঠে?

স্মিত হেসে স্তালিন বলেন, "তোমার বয়েস বোধ হয় বিশ হবে আনিয়া কোসারেভা।"

"পুরো হয়নি।"

"আর এরই মধ্যে এসে গেছ দেশের পরিচালক এই কংগ্রেসে! নেতৃত্বের কৌশল রীতিমতো গুরুতর ব্যাপার। জনসাধারণের পিছনে পড়ে থাকলে চলবে না—কেন না তাহলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়। একটা আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে চলবার পদ্ধতিটি জানা চাই, কিন্তু সবাইকে ফেলে হুড়মুড় করে এগিয়ে গেলেও চলবে না, কেন না তাতেও জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে

যায়। আমার মনে হয় তুমি ঠিকই ধরেছ—এই প্রতিযোগিতা শুরু করবার সময় হয়েছে।”

এবার উঠে স্তালিন আরেক দল প্রতিনিধির সঙ্গে গিয়ে বসলেন।

ভাবাবেগচঞ্চল মনে আনিয়া ভাবতে থাকে: প্রতিযোগিতাটা শুরু হল আসলে কীভাবে? একি তার নিজেরই সৃষ্টি? না, সমস্ত নারী প্রতিনিধির সৃষ্টি? না কি সেই দূর কিচ্‌কাসের লোকেরাই এর স্রষ্টা? আনিয়া ঠিক ভেবে উঠতে পারে না। কিন্তু বোঝে—তার মুখে উচ্চারিত কথায় তা উৎসারিত হল, এবং এবার তা নিষ্পন্নও হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আনিয়া বোঝে প্রাণের যে বিপুল জোয়ার এসেছে সে তারই অংশ, এবং নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনের পরিসর ছাড়িয়ে চিরকাল ধেয়ে যাবে সে প্রাণপ্রবাহ।

২৫
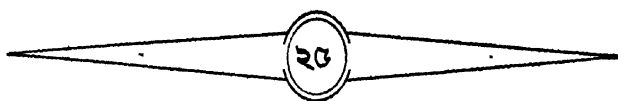
শীতের বরফে-বাঁধা মস্কো পেছনে রইল; খারকোভে পৌঁছবার আগেই মাঠে মাঠে গলিত সাদার মাঝে মাঝে কালোর ছাপ দেখা দিয়েছে। আরও দক্ষিণে বরফই আর নেই। গাছে গাছে ফুল ফুটছে, গান ধরেছে পাখি, কাদা দিয়ে টেনে টেনে চলেছে কৃষকের ভারী গাড়িগুলি। আনিয়া সহসা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে, সে ভাবছে আসন্ন কর্তব্যের কথা নয় —ভাবছে অনেক আগে কিচ্‌কাসের কাদাপথে একটি দিনের কথা, সেদিন কচি মেয়েটির ছোট্ট পা দু'টি কত কষ্টেও একটি ছেলের লম্বা লম্বা পায়ের সঙ্গে কিছুতেই তাল রেখে উঠতে পারছিল না।

সে যেন কত কাল আগেকার কথা—কতকাল আগে ভুলে-যাওয়া কথা! মস্কো থেকে রওনা হবার ঠিক আগেই আনিয়া শুবিনার চিঠিতে জেনেছে স্তেপান তাকে খুঁজছিল। সেই চিঠির পর বসন্তের এই কর্দমাক্ত পথ, সেই কোন্ কালের দ্বন্দ্ব আর বেদনার কথাটি স্মরণে এনে দিয়েছে। সে কথা সত্যিই তো বিস্মৃত হয়নি কখনও। মনের গভীরে সেই ক্ষত স্তেপানের সঙ্গে সম্পর্কটাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। এখন সে ব্যথা আর নেই; কারণ, স্তেপান কিচ্‌কাসে এসেছিল—শুধু তাই নয়, গত বছরটি এবং বিশেষভাবে মস্কোতে এই সফরটি আনিয়াকে নতুন শক্তি এনে দিয়েছে। অবশেষে জীবনের পথটি সে চিনতে পেরেছে।

ঈভান এবং খামারের অন্যান্যেরা জাপোরোঝে এসেছে দেখা করবার জন্য, কিন্তু আনিয়া দেখে এ কী কাণ্ড—সে কিনা স্তেপানের উপস্থিতি কামনা করছে এবং সে নেই বলে যেন খালি খালি লাগছে। খামার-মুখো দীর্ঘ কর্দমাক্ত পথে সেই ভাবাবেগটিকে আনিয়া জয় করে ফেলে। আশার ছলনায় আর সে ভুলবে না। চারিপাশে প্রত্যেকেই এই মুহূর্তে মস্কোর পূর্ণাঙ্গ বিবরণীর জন্য তাগিদ দিচ্ছে—এখন স্তেপানের কথা ভাবাও যে অসম্ভব, অস্বাভাবিক।

হেসে মিনতি জানিয়ে আনিয়া বলে: "ওখানে পৌঁছে একত্রে সবাইকে বলব সব কথা। কথা বলতে গেলেই গাড়ির ঝাঁকুনিতে মনে হয় আমার মাথাটাকে ছিটকে পড়ে যেতে চাইছে।"

'রাঙা প্রভাতে'র আপিসে তাকে ঘিরে ভিড় জমে যায়। আনিয়া বলে চিনি-বীটের প্রতিযোগিতা কীভাবে শুরু হল: "স্তালিনের সঙ্গে একত্রে। তিনি বলেছেন, এবার গ্রীষ্মে সারা সোবিয়েতের মানুষ চেয়ে থাকবে আমাদের খামারটির দিকে।" হঠাৎ আনিয়া মুখ তুলে দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে স্তেপান।

এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় এ বাস্তব নয়, এ শুধু তার ভোরের স্বপ্নের মরীচিকা। কিন্তু স্তেপানই দাঁড়িয়ে। আনিয়া দেখে তার বিব্রত ভাবটি; মনে পড়ে ঈভানের ব্যবস্থাপনায় 'রাঙা প্রভাত' সংগঠিত হবার পর সে কখনও এখানে আসেনি এবং আজ এসেছে তারই জন্য। মাথা দুলিয়ে অভিবাদন জানিয়েই আনিয়া আরক্তিম হয়ে ওঠে।

স্তেপান কেমন যেন একটু আড়ষ্টভাবে এগিয়ে গিয়ে বলে: "তোমার এত সাফল্যে অভিনন্দন জানাতে চাইছি।"

খুশিতে উজ্জ্বল হাসি মাখা মুখে দাঁড়িয়ে হাতখানি বাড়িয়ে দিতে দিতে আনিয়া বলে: "তুমিও তো কিছু করছ বটে।" উপস্থিত সবাই স্তেপানকে অভিবাদন জানায়; জাপোরোঝেতে তার প্রতিনিধিত্বের কথা নিয়ে ঠাট্টা-রসিকতা করে। তেমনি চালেই সাড়া দিয়ে স্তেপান কিন্তু কথাটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় আনিয়ারই ওপর।

"শুনতে চাইছি তোমারই কথা। তুমি মস্কো-ফেরত, পণ করে এসেছো স্তালিনের কাছে, অথচ দেখছি তুমি আগেরই মতো সেই আনিয়া!"

আনিয়া হেসে বলে: "নয় কেন? হবেই তো। কিন্তু, না—আসলে মনে হচ্ছে আমি যেন এক সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। কিন্তু এবার ঘরে ফিরেছি—সেই আমার আনন্দ।"

স্তেপান তার পাশে বসে, এখনও তার হাতখানি ধরা; শেষে আনিয়া কখন্ আলগোছে সরিয়ে নেয় হাতখানি। এক ঘণ্টার বেশি কেটে যায়—সবার সঙ্গে স্তেপানও শোনে কংগ্রেস সম্পর্কে আনিয়ার বিশদ বিবরণী, মেয়েদের সঙ্গে দেখা

হয়েছে তাদের কথা, স্তালিনের কথা, আর চিনি-বীটের নতুন নতুন সম্ভাবনার কথা। প্রথমে স্তেপান ধরেই নিয়েছিল—কথা শেষ হতে দেরি হবে না, একেলা পাবে আনিয়াকে; ভেবেছিল যে, সেই জন্যেই যে সে এতদূর এসেছে, তা আনিয়াকে জানানোও দরকার। অথচ, সময় কেটে যায় কিন্তু, খামারের আরও লোকজন আসতেই থাকে—তারা আসছে মস্কোর কথা শুনবার জন্য, এবং শুধু তাই নয়, কত রকমের সংবাদাদি তারা জানতে চায়, কত রকমের সাহায্যের জন্য দাবি জানায় তাদের প্রতিনিধির কাছে।

পাভেল ভোরোনিন এসে জানতে চায় 'কৃষক গেজেট' কিচ্‌কাসে শিক্ষামূলক সফরে বিমান পাঠাতে পারে কিনা, তার জন্যে কত বড় বিমানবন্দর দরকার হতে পারে। নতুন গ্রন্থাগারিক অল্‌গা জানতে চায় মস্কোতে আনিয়া নতুন নতুন কোন্ বইয়ের কথা শুনে এল। এখানকার জন্য কিছু আনাবার ব্যবস্থা করে এসেছে কি? চিনি-বীটের পরিকল্পনা রচনার জন্য তার সঙ্গে একত্রে বসতে চায় ঈভান আর খামারের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্যরা।

"আসছে সপ্তাহে মরোজফ আসছে, সাধারণ সভাও বসবে—তার আগে চূড়ান্ত কিছু স্থির করে ফেলতে চাইছি না, কিন্তু কত জমি তুমি কাজে লাগাতে পারো, যন্ত্রপাতি আর খাটুনি কীভাবে নতুন করে বরাদ্দ করতে হবে, বীজ চাই—এসব কথা নিয়ে এই মুহূর্তেই আলোচনা দরকার।"

শত কাজের এই ভিড়ের মধ্যেও আনিয়া মাঝে মাঝে তকতকে হাসিমুখে এক একবার স্তেপানের দিকে তাকায়। স্তেপান বোঝে সে আসায় আনিয়া খুশি হয়েছে, কিন্তু এই আপিস থেকে ছাড়া পেতে একটু সময় লাগবেই। একান্তে একটু কথা বলবে বলে এসেছে স্তেপান; তা সে না বলে যাবে না, কিন্তু শত কাজে ওর ব্যস্ততার মধ্যে এমন নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে থাকতেও ভাল লাগে না। আনিয়ার ওপর একটু দখল দাবি না করলে ঐসব কাজের ভিড়ে আনিয়া ওর কাছ থেকে একেবারেই দূরে সরে যেতে পারে।

"তুমি ফুসরুৎ করে বাড়ি যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নাও, ইতিমধ্যে আমি খামারটি একটু ঘুরে দেখি; তারপর কিচ্‌কাস অবধি যাবো তোমার সঙ্গে। বলতে পারো কতক্ষণে তোমার এখানে সারা হতে পারে?"

আনিয়া অনুনয়ের সুরে বলে : "আর ঘণ্টাখানেক সময় দাও। অল্‌গা বরং তোমায় লাইব্রেরী আর ক্লাববাড়িটা দেখাক। দেখবে খাসা কাজ করেছে অল্‌গা—আমাদের গর্বের সামগ্রী। শেষ করেই আমি ওখানে যাচ্ছি তোমার কাছে।"

আনিয়ার দেরি দেখে নিতান্ত সময় কাটাবার জন্যেই স্তেপান বলেছিল, কিন্তু অল্‌গার সঙ্গে পা চালিয়ে খামারের কেন্দ্রীয় মহলগুলিতে যন্ত্রপাতির ঘর, আস্তাবল, গোলাবাড়ি, হাঁস-মুরগীর বাড়ি, ইত্যাদি ইত্যাদি দেখতে দেখতে তার আগ্রহ বাড়ে। 'নির্বাচনের জন্যে সজ্জিত' সদ্য চুনকাম করা ফিকে নীল কিংবা হলুদ রঙে সাজানো বাড়িগুলি দেখতে বড় ভাল লাগে। অল্‌গা জানায় : "আনিয়ার হাতের কাজ।" সংগৃহীত ভাঙা-লোহায় এখনও ভর্তি প্রকাণ্ড উঠোনটা দেখিয়ে অল্‌গা জানায়—শিল্পের জন্যে জমানো ঐ লোহার বদলে তারা শিগগিরই স্তালিনগ্রাদের নতুন '১৫—৩০' ট্রাক্টরের একটা পাবে—যে 'পিউতিলফ ১০—২০'গুলি রয়েছে তার চেয়ে বড়, তার চেয়ে মজবুত হবে সেই ট্রাক্টর।

পাথর দিয়ে তৈরী প্রকাণ্ড বাড়িটাতেই স্তেপানের সবচেয়ে বেশি সময় কাটে। বাড়িখানা আগে ছিল ফেবারের, এখন খামারের ক্লাব আর আমোদপ্রমোদ কেন্দ্র। যে কামরাটিতে ইয়েরেমিয়েফ চোরাই চোলাইকরা 'সামাগন' খেত ঠিক সেইখানেই খারকোভ থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পোস্টার আর চিত্র এনে গ্রামের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। এই শীতের জন্য যে কার্যক্রম লিখিতভাবে ঘোষণা করা রয়েছে, তা দেখে অবাক হতে হয়। তার মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গবাদি পশুপালন সম্পর্কে বক্তৃতা, বিভিন্ন রাজনীতিক বিষয়ে বিচারের মহড়া, অ্যামেচারদের অভিনয়। বিভিন্ন তারের বাদ্যযন্ত্রের একটি অর্কেস্ট্রা, সমবেত সংগীতের দল এবং বহু রকমের পাঠচক্রের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ক্লাব থেকে দু'বার ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছিল—একবার বাঁধে, একবার 'কম্যুনার' কারখানায় ; এইসব ভ্রমণ সম্পর্কে ছোটদের রচনা রীতিমতো গর্বের সামগ্রী হিসেবেই প্রদর্শন করা হচ্ছে।

অল্‌গা জানায় : "বাড়িটা পাবার আগেই এর কিছু কিছু শেষ হয়। কার্যক্রম আগামী বছর আরও উন্নত হবে। যা বাড়ানো গেছে তার মধ্যে প্রধান হল আমাদের লাইব্রেরীটি। বই নিয়ে বাড়ি বাড়ি সবাইকে পড়তে

উৎসাহিত করবার জন্য সতেরটি ছোট ছেলেমেয়ে কাজ করছে; সন্ধ্যায় নিরক্ষরদের মধ্যে পড়ে শোনাবার জন্য নিয়মিতভাবে কাজ করছে চল্লিশটি তরুণ-তরুণী। লোকে এখন পড়ছে পুশ্‌কিন, তলস্তয়, এমন কি শেক্সপীয়র এবং অন্যান্য বিদেশী বড় বড় লেখকের রচনা।"

এই হল তাহলে আনিয়ার জীবন; এই তার বন্ধুবান্ধব, গ্রামে-খামারে এই তার কর্মকাণ্ড। বহুমুখী এ জীবন সুন্দর। স্তেপান দেখে ওদিকে বাঁধ আর নতুন নতুন শিল্প যখন শহরগুলিকে নতুন করে গড়ে তুলছে, তখন খামারগুলিও তার দেখা সেই আগেকার অবস্থায় পড়ে নেই। খামারগুলি বরং অপেক্ষাকৃত দ্রুত তালেই এগিয়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত আনিয়া আসতেই স্তেপান সবিস্ময়ে ঘোষণা করে: "তোমাদের খামার আর তার কাজকর্ম দেখে আমি তো হতবাক হয়ে গিয়েছি। সর্বত্র কী বিরাট পরিবর্তন!"

ওর পাশে চলতে চলতে আনিয়া প্রায় অস্ফুট গুঞ্জনে বলে: "হ্যাঁ, বদলে গেছে অনেক কিছুই।" কিছুক্ষণ কেউ আর কিছু বলবার তাগিদই বোধ করে না। স্তেপান ভাবে—এই নীরবতা আর পথ চলতে উভয়ের দেহের সমছন্দে যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলেছে, এবং তার যে অনুভূতি নিজের ভিতর জেগেছে তেমনটি আনিয়ারও হচ্ছে কি?

বাজারখোলায় যখন গিয়ে পৌঁছিল তখন পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে কুঙ্কুম ছড়িয়ে গেছে। ছোট ছোট সাদা বাড়িগুলি আর গ্রামের গীর্জার পেঁয়াজ-আকৃতির গম্বুজ সূর্যাস্তের বিদায়ী আভায় নূতন সজ্জা নিয়েছে। স্তেপান বলে: "মনে পড়ে সেই যে আমি প্রথম এখানে তোমায় নাচতে দেখেছিলাম? সেদিন তোমায় দেখেছিলাম অপূর্ব রমণীয়।"

"আমার মনে পড়ছে তারও আগেকার কথা। এই পথেই তোমার সঙ্গে প্রথম বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।"

"আশা করেছিলাম তুমি তা ভুলে যাবে। তখন আমি ছিলাম দুর্বিনীত কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলে। কাদার ভিতর দিয়ে যা হিঁড়হিঁড় করে তোমায় টেনে নিয়েছিলাম তার জন্যে তুমি আমায় কী নিদারুণ ঘৃণাই করেছিলে।"

মুহূর্ত ভেবে আনিয়া মনখোলা জবাব দেয়ঃ "সে ব্যথা মনে ছিল বহুকাল—কিন্তু না, ঘৃণা তোমায় করিনি। মনে হয়েছিল, কোন্ এক অশান্ত দুনিয়া থেকে তুমি এসেছিলে এক বিচিত্র মানুষ!"

আনিয়ার একখানা হাত বন্দী করে নিয়ে ও অধরের মৃদু স্পর্শ দেয়। আনিয়া নরম হেসে বলেঃ "সে ব্যথা আমার কিছুকাল হল দূর হয়ে গেছে।"

"গুহা থেকে ছুটে চলে গিয়ে তুমি তার শোধ তুলেছিলে, এবং কিছু বেশিই। সেই আমার জীবন থেকে কিচ্‌কাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু পরে তুমি আমায় জীবনের সেরা জিনিসটিই দিয়েছ। সরকারী উকিল যখন আমার অতীত জীবন সম্পর্কে তদন্ত করছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তুমিই বলেছিলে, 'সর্বোপরি নদীটাকে সে ভালবাসে'?"

বিস্মিত আনিয়া জানায়ঃ "হ্যাঁ।"

"ঐ কথাটিই আমাকে এখানে থাকবার সুযোগ এনে দিল, বাঁধে কাজের পথ করে দিল। সরকারী উকিল তো আমাকে উত্তরে পাঠাবার ব্যবস্থাই করে ফেলেছিলেন। আজ এই এখানে তোমার সঙ্গে না থেকে আমি 'ভল্লুক পর্বতে'ই হয়তো থাকতাম।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিয়ে আনিয়া ওর হাতখানায় ধীরে চাপ দেয়। "তুমি রয়েছ, তাতে আমার কথা কাজে লেগেছে, এ-যে কি খুশির কথা! তোমার কথা যখন জিজ্ঞাসা করল, তখন সেই যে তুমি ছুটে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সূর্যের দিকে চেয়ে হাঁক দিয়েছিলে, সেই কথাটি মনে পড়ল। তারই মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম তোমার আসল রূপটি—দুরন্ত নদীটিকে ভালবাসে যে অশান্ত দুর্দান্ত বন্ধনহীন ছেলেটি।"

"সেই-যে তুমি বলেছিলে ওটা শুধু অন্ধকার পুরানো একটা গুহামাত্র, তারপর আমি আর কখনও সেখানে যাইনি। ঠিক করেছিলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ছাড়া আর কখনও সেখানে যাবো না। ওখানে যাতে তোমার ভাল লাগে তা আমি করব, দেখবে!"

আনিয়া চম্‌কে ওর দিকে তাকায়, কিন্তু স্তেপানের দৃষ্টি সামনে প্রসারিত পথের ওপর নিবদ্ধ। ওর হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে স্তেপান জুৎসই কথাটি

খোঁজে। সে বলে: "গ্রামে সেই তোমায় নাচতে দেখবার পর থেকে তুমিই আমার জীবনে প্রিয়তম হয়ে রয়েছ। সব সময়ে তা ঠিক চেতনায় থাকেনি। অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারিনি কী-যে চাই। বাঁধের কাজে যখন এগিয়ে চলেছি, তখন সদাসর্বদাই মনের গভীরে ছিল একটি কথা—একদিন তোমার কাছে ফিরে আসব, দেখাবো আমার কাজ। তারপর মস্কো চলে গেছ শুনে ভেবেছিলাম—'আমার থেকে কত দূরে চলে গেছে সে! আর কি ফিরে পাবো কখনও'?"

গোধূলির আবছায়া চিরে আনিয়ার বাড়ি অবধি চলে গেছে লম্বা পথ—সেই পথে ওরা পা বাড়ালো। এবার ভেসে আসছে নদীর খাসা তাজা মৃদু সমীরণ; লোকাস্ট ফুলের কুঁড়ি তাতে গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। হাতে বাঁধা হাত তুলে আনিয়া স্তেপানের হাতখানি গালে চেপে গুন গুন করে ওঠে: "এই পথ দিয়ে টেনে নিয়ে চলবার দিনটির সেই একই পুরুষালী গর্ব।"

"গর্ব?"—স্বতঃস্ফূর্তভাবেই স্তেপানের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে আসে। "এক্ষুনই বললাম তোমাকে হারাবার ভয়ে কী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম, আর তুমি দেখছ গর্ব!"

আনিয়া মৃদু হেসে বলে: "ওটাও অহমিকা—শুধু অভিব্যক্তিটা উল্টো। সাথীত্বের যে সম্পর্ক, সেখানে হারানো কিংবা ছাড়িয়ে যাবার কথাই বা আসবে কেন? হয় দখল, নইলে পূজা—তাই কি তোমার চাই! আমি মনে করি, নারী-পুরুষের সমান সহচারিতাই শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক এবং তা গড়াও সবচাইতে কঠিন।"

"তা গড়তে তুমি আমায় সাহায্য করবে না, আনিচ্‌কা? তুমি আমায় ভালবাসতে পারবে কি?"

স্থির গম্ভীরভাবে আনিয়া বলে, "তোমায় ভালবেসেছি সদাসর্বদাই," কিন্তু স্তেপান আবেগভরে আলিঙ্গনে উদ্যত হতেই আনিয়া সস্নেহে তাকে নিরস্ত ক'রে বলে: "আমাদের সমান সাথীত্ব গড়া সহজ হবে না। তোমার জীবন বাঁধে, আমার জীবন খামারে।"

স্তেপান সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—"কিন্তু এখন তো আমায় নতুন কাজের সঙ্গে একটা বাসা দিয়েছে—" হঠাৎ থেমে যায় সে। অহমিকার কথাটা আনিয়া ঠিকই

বলেছে। আনিয়া খামার ছেড়ে ওর কাছে যাবে, সেই কথাই তো এখন সে ভাবছিল। যারা ওকে প্রতিনিধি করে মস্কো পাঠিয়েছে তাদের ছেড়ে দেবে? সে পাগল না হলে অমন কথা মনেও আনতে পারে? তার পক্ষেও বাঁধ ছেড়ে খামারে যাওয়া সমানই অসম্ভব। আনিয়ার জন্যও তো নিজের বেছে নেওয়া এই কাজ সে ছাড়তে পারে না।

আনিয়া সস্নেহ আশ্বাস দেয়। "আমাদের জীবন এক করবারও উপায়ও আমরা বের করব। কিন্তু তার জন্য কিছু পরিকল্পনার দরকার। এবার সারা গ্রীষ্মে আমি খামারেই থাকছি, তা স্পষ্ট। প্রতিযোগিতা রয়েছে, ডেপুটি হিসেবে কাজ রয়েছে, আবার দাদুকেও দেখাশুনা করতে হবে। শরৎকালের আগে বিয়ের কথা না ভাবাই ভাল।"

"বসন্তের নদীর উচ্ছল প্লাবনদিনে আমি তোমায় গুহায় চাই!" প্রবল আবেগভরা স্তেপানের চাওয়া। "শরতের কথা বলতে তুমি কেমন মিইয়ে যাও!"

কোমলে হেসে আনিয়া স্তেপানের মাথাটি টেনে নিয়ে মুখে চুমু দেয়। স্তেপানের বাহু ওকে বেঁধে ফেলে; অধরে অধর: নিরবচ্ছিন্ন চুম্বনে আনিয়া কাঁপতে থাকে। অধর মুক্ত করেও স্তেপানের বাহুতে লেগে থাকে আনিয়া—দাঁড়াবার সাধ্য আর নেই। স্তেপানের রক্তে বাজে সুর।

"এবার বলো আমায় বসন্ত-দিন দেবে?"

এখনও কেঁপে কেঁপে আনিয়া হেসে বলে: "কি ছেলে তুমি! দেবো—তুমি যা চাইবে তাই তোমায় দেবো।"

স্তেপানের শিরায় শিরায় খুশির ধারা নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে দেয়। আনিয়ার আত্মনিবেদনের পূর্ণতায় তার অন্তর মুখর। কিন্তু আনিয়া বলে: "এখন আমার হাতে এত কাজ—এক্ষুনই তুমি আমাদের নতুন জীবন শুরু করতে চাইলে কিন্তু আমাদের দু'জনেরই পক্ষে তা কঠিন হয়ে উঠবে।"

স্তেপান যেন শোনেই না সে সতর্কবাণী। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: "গুহায় বসন্ত আসবে, সিঁড়ি-পাথর ছাপিয়ে উঠবে জল, আর তোমায় আমি নিয়ে যাবো তুলে। সেই যেখান থেকে তুমি আমায় ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলে সেইখানেই যাতে থাকতে চাও আমি তাই করে ছাড়ব।"

ওর কথায়, সুরে জাগে যে কামনার সাড়া তাকে আনিয়া খুশিয়ালিতে পরিণত করতে চায়। বলে: "কী দস্যু তুমি! আমার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই যে চাইবে 'লাল বিবাহবাসর' আর উৎসব-অনুষ্ঠান।"

স্তেপানের কিছুটা আনন্দ যেন নিঃসারিত হয়ে যায়। "আমি তোমায় চাই নদীর ধারে একেলা—ডেপুটির সঙ্গে নয়, এই নারীর সঙ্গে।"

এবার আনিয়া খিলখিল করে হেসে ওঠে; সে শিহরণ কেটে গেছে, এখন সে খুশি আর আত্মস্থ। "ভাবালুতার পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে ওগো রাজপুত্তুর, শোনো—তাই হবে, নদীর ধারে শুধু তুমি আর আমি। শুধু তুমি আর আমি গিয়ে রেজেস্ট্রি করব বিয়ে, তারপর যাবো গুহায়। তার পরদিন ফিরে এসে হবে ভোজ।"

"মাত্র একটি দিন?" স্তেপান আপত্তি তোলে। "ভেবেছিলাম এক সপ্তাহ অন্তত হবে। এখন তো সহজেই ছুটি পাওয়া যায়; বাঁধে এখন কাজ কম।"

আনিয়া খুশিখুশি ভাবেই তিরস্কার জানায়। "বলেছিলুম তো তুমি বিপদ বাধাবে। রোয়া-বোনার মরশুমে একটি দিনই যথেষ্ট। তারপর তো সারা গ্রীষ্মে প্রতি সপ্তাহ শেষে আসতে পারবে। তবে তখনও ঘর হিসেবে গুহাটি আমার মনঃপুত নয়।"

আনিয়ার সঙ্গে হাসি মিলিয়ে স্তেপান ভাবে দাদুর সঙ্গে আনিয়ার ঐ এক-কামরা বাড়ি তাও ওদের মিলিত জীবনে কিছু আদর্শ ঘর নয়। মনে মনে ঠিক করে ফেলে শহরে একটা বাসা পেতে হবে—আনিয়া যখন শহরে আসবে তখন যাতে বেশ থাকা যায়।

কয়েকদিন পরে স্তেপান ডিঙি নৌকা বেয়ে গুহায় যায়—আনিয়ার সঙ্গে বিয়ের রাত্তিরের জন্যে গুহাটি সাজিয়ে তুলতে হবে। পাহাড়গুলো সেই আগের মতোই এলোমেলো দুরন্ত, নদীর কিছু উজানে দু'মাইল দূরে পঞ্চাশটি সাদা প্রায়-সম্পূর্ণ থাম মাথা তুলে নদীর দৃশ্যটা বদলে দিয়েছে। আনিয়ার শেষের বার আসবার সময় প্রকাণ্ড গুঁড়িটা ফেলে যে আসন তৈরি করেছিল তার ওপর বুনো ঝোপ বুনো ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। তার কিছু কিছু স্তেপান সাফ করে ফেলল। গুহাটি যেন আগের চেয়ে নিচু, যেন আরও অন্ধকার।

ঝরা পাতা ঝেঁটিয়ে কম্বল পেতে কিছু খাবার রাখতে গিয়ে দেখে সেই কতকাল আগে রাখা জ্বালানি কাঠ আজও রয়েছে।

পরিত্যক্ত অতীত অস্তিত্বের আবহাওয়া সর্বত্র ছেয়ে আছে। কত ক্ষুধা আর কত আশা এই গুহাটিকে একদিন মুক্ত কসাকদের দুর্গে পরিণত করেছিল, সে কথা আজ মনে পড়ে। সেই যে ছেলেটি একদা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল তার অসম্ভব স্বপ্ন আজ বিলুপ্ত, সেই কথাটি মনে ক'রে স্তেপান সহৃদয় হেসেও ভাবে গুহাটা আজও সেই স্বপ্নেই রূপান্তরিত হয়ে রয়েছে; সেই স্বপ্নই একদিন এই গুহাটিকে তার প্রথম ঘর করে তুলেছিল।

আনিয়াকে নিয়ে গুহায় যাবার পথে সহসা বাতাসে লাগে বসন্তের উষ্ণ আমেজ। অপরাহ্নের ঝাপসা আলো ছড়িয়ে দূর তৃণভূমির উপর দিয়ে সূর্য হেলে পড়ে। দূর দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে নরম কালো মাটির বিস্তৃতি; গত শরতে চাষ পড়েছে, এখন বীজ ফেলার জন্যে প্রস্তুত এই সব জমি 'রাঙা প্রভাতে'র। ওরা এখানে আগে যখন এসে গেছে তখন এসবই ছিল চাপড়া ঘাসে বাঁধা আগাছায় ছাওয়া অনাবাদী পতিত জমি। এখন আবাদী মাটির উষ্ণ সোঁদা গন্ধ নাকে আসে; ভুঁই-চাতকের খুশির কাকলী থামে না। পুরানো সেই পায়ে-চলা পথটার উপর দিয়েও চাষ পড়ে গেছে। কাদায় পা আটকায়, তবু তারই ভিতর দিয়ে ওরা চলেছে হাসিখুশি।

আনিয়া গর্বভরে বলে: "এই জমি পাচ্ছি বীটের জন্যে। খুব সরেস মাটি—দেখ কেমন লেগে থাকে।"

স্তেপান একটু ঠাট্টা করেই বলে: "বাঁধে এখন কাজের চাপ কম, কিন্তু তুমি সারা গ্রীষ্ম এমন কঠিন পরিশ্রম করবে, আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা জুড়ে থাকবে সে কথা।" আসলে এই অপরাহ্নের স্বখালস্যের মধ্যে সে কোন কাজের চিন্তা মনেও আনতে চাইছে না।

গিয়ে দেখে সিঁড়ি-পাথরগুলো ডুবে গেছে। "জলের মাতন দেখেছ, আনিচ্‌কা! এত উঁচুতে জল উঠতে দেখিনি আগে কোনদিন।" ওকে তুলে বিজয়ী বীরের মতো এগিয়ে যায় স্তেপান। তারপর দাঁড় করিয়ে দীর্ঘ চুম্বনে যেন ওর দেহে প্রাণের উৎসের নাগাল পেতে চায়। "দেখো আনিয়া, গুহার

দরজায় নদীর তালা পড়েছে। কেউ ভেতরে আসতে পারবে না। কোন বন্ধুবান্ধব নয়, নির্বাচকমণ্ডলীর কেউ নয়, চিনি-বীটের চিন্তাটি পর্যন্ত নয়। আজ রাতে দু'জনে শুধু দু'জনের কথা ভাবব। নদী যদি আরও ফুলে ওঠে," স্তেপান ভয় দেখায়, "সারা বসন্ত তোমায় আমি রাখব এখানে।"

যেন ভয় পেয়েছে এমনি ভঙ্গি করে আনিয়া বলে—"বউ-পেটানো বর!" হেসে ছুটে চলে যায়—গুহা ছাড়িয়ে ওঠে গিয়ে খাড়াই পাহাড়টার চূড়ায়। স্তেপানও গিয়ে ধরে ফেলে। হাঁফাতে হাঁফাতে আনিয়া বলে: "দেখ ত সত্যিই এ সূর্যের শেষ মুহূর্তটি কিনা!"

পাহাড়ে একটি সরু ফাঁক দিয়ে সূর্যের দীর্ঘায়ত কিরণ আড়াআড়ি এসে ওদের ছাড়িয়ে বহু দূরে গিয়ে নদীর জলে আছড়ে পড়ে ওপারে সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে। সে আশ্চর্য দৃশ্যে আনিয়ার বিস্ময় কখন কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে, কিন্তু স্তেপান তখন দেখছে তার সোনালী চুলে আলোর জাদু। আনিয়া ফিরে বলে: "সত্যিই হাঁক ছেড়ে ঘোষণা করবার মতো দৃশ্যই বটে।" স্তেপানের চোখের দৃষ্টি দেখে সে রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে, মুখ তুলে গ্রহণ করে চুম্বন।

পরদিন সকালে উঠে দেখে নদী আরও ফুলেছে। স্তেপান একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। "কাল রাত্রে ঠাট্টা করে বন্যার কথা বলছিলাম, কিন্তু আজ দেখছি ব্যাপার যেন একটু গুরুতরই বটে। এবার বসন্তে বাঁধে কিছু ফ্যাসাদ আছে।"

আনিয়া খুনসুটি করে বলে: "এখন—এখন কাজের কথা নিয়ে ভাবছে কে শুনি?" দু'জনে হেসে ওঠে।

সেদিন বিকেলে মাঠে কাজে লাগবার আনুষ্ঠানিক মিছিলের সঙ্গে বিয়ের উৎসব মিশে গেল। গত বছর মরশুমে খুবই আনুকূল্য করেছিল শহরে অপেরা-গাইয়ের দল, এবার তারা নেই, কিন্তু এখন খামারের নিজস্ব অর্কেস্ট্রা রয়েছে, চল্লিশজনের সমবেত কণ্ঠসংগীতের দল আছে। উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্টেশা এল। খামারের নতুন সভাপতি মরোজফ আগে থেকেই হাজির। মাঠে নামবার মিছিলের আগে হাসিখুশি সমাবেশে সে ঘোষণা করল—একটি বিয়ের অনুষ্ঠানও আজ এই এখানেই হচ্ছে।

মারিন এগিয়ে আসে—পরনে কারুকার্য করা জামা আর কর্ডের নতুন ট্রাউজার, তাকে এমন তকতকে ফিটফাট কখনও দেখা যায় না। সে সবাইকে বলে স্তেপান কি খাসা মানুষ, আর বাঁধে কী চমৎকার কাজ সে করেছে। "খাস বাঁধেই শুধু নয়—নিরক্ষরতা দূর করবার প্রথম প্রতিযোগিতার সংগঠকও সে। আমরা ওকে জাপোরোঝে সোবিয়েতে নির্বাচন করে পাঠিয়েছি; ও আমাদের দেবে বাস-লাইন। ওকে যে মেয়ে পাবে সে পাবে একটি চ্যাম্পিয়ান!" সবাই হাসে, আর হাততালি দেয়।

সমবেত গ্রামবাসীরা চেয়ে চেয়ে দেখে, হ্যাঁ স্তেপান যেমন শক্তিমান তেমনি সুদর্শন। কিন্তু তারা চেনে, ভালবাসে আনিয়াকে। খামারে আনিয়ার কাজের কথা বলে স্টেশা। সবাইকে আশ্বাস দিয়ে সে বলে, বিয়ে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে না, অন্তত এখন তো নয়ই; এই গ্রীষ্মে চিনি-বীটের প্রতিযোগিতায় কঠোর পরিশ্রম করে সবাই যেন তার নতুন মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

পুরানো আর নতুন বিয়ের পার্থক্য সম্পর্কে মরোজফ সংক্ষেপে কিছু বলে। "আগে পুরোহিতরা স্ত্রীকে উপদেশ দিত—স্বামীকে ভয় করে চলতে হবে। আজ আমরা সেটাকে নিতান্ত বাজে বলেই মনে করি। দু'জনেই হবে সমান সমান সাথী। আনিয়া আর স্তেপান দু'জনেই ইতিমধ্যে দেশের জন্যে বেশ কিছু কাজের কাজ করেছে, তারা দুজনে একত্রে আমাদের সবার মঙ্গলের জন্যে আরও ঢের বেশি করতে পারবে এমন বিশ্বাস আমাদের আছে।" ওকে দেখে দেখে আনিয়ার মনে হয় মরোজফের বক্তৃতায় তার নিজস্ব স্বাভাবিক সাবলীলতা যেন একটু কম; স্টেশা আর মরোজফও এমনি 'লাল বিবাহ' চেয়েছিল এবং কথাটা এই মুহূর্তে মরোজফও ভাবছে—সব মনে করে আনিয়ার মনটা কেঁদে ওঠে।

স্তেপান আর আনিয়া এগিয়ে এসে দ্রুত সমাজতন্ত্র গড়বার কাজে মিলিত জীবন নিয়োগ করবার সংকল্প ঘোষণা করে—"যাতে আমাদের সন্তানসন্ততির দুনিয়ায় আসে শান্তি নিরাপত্তা আর সবার জন্য অঢেল প্রাচুর্য।" এর পর প্রত্যেকে এগিয়ে এসে নব দম্পতিকে অভিনন্দন জানায়।

গ্রামের ক্লাবে আমোদ-উৎসব চলে মধ্যরাত্রি অবধি। অ্যাকর্ডিয়ন আর বালালাইকা সংগতে চলে নাচ আর গান। জলযোগেরও ব্যবস্থা হয়েছে—একটা টেবিল-ভর্তি নানা রকমের স্যাণ্ডউইচ, কয়েক রকম সোডা-জল, মাছ আর আইসক্রীম। বিপ্লবের আগে যে কোন বিয়েতে অঢেল ভদ্‌কা গিলবার যে রেওয়াজ ছিল তা আজকালকার সোবিয়েৎ নওজোয়ান অপছন্দ করে। মধ্যরাত্রির পর জলসা ভাঙে, কিন্তু বাড়ি ফিরল কম লোকই। ভোরেই মাঠের কাজ শুরু হবে ; তারা ক্লাব থেকেই মাঠের ক্যাম্পে চলে যায়। আনিয়া ভোরেই চাষের কাজটা একটু তদারক করতে চায় ; স্তেপানকে নিয়ে সে-ও মাঠে যায়। ক্যাম্পের আগুন ঘিরে বন্ধুবান্ধবেরা গান ধরেছে, তার থেকে একটু দূরে ওরা খড়ের পুরু শয্যা রচনা করে।

আনিয়ার মনে হয় এই দ্বিতীয় রাত্রেই হল আসল পূর্ণাঙ্গ বিবাহ। গুহায় অশান্ত, উদ্দাম, স্বপ্নবিলাসী, খামখেয়ালী ভাবাবেগ-উচ্ছল রাত্তিরটা তাকে যে তীব্র উৎসারিত চাঞ্চল্যের জোয়ারে অভিভূত করে ফেলেছিল তার ভিতর বেদনা থেকে আনন্দ আলাদা করাই যেন কঠিন। গুহার ছাদের তলায় ক্রমাগত ফুলে-ওঠা নদীর গর্জনের পাশে সে যেন তারুণ্যের শান্ত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এক অপরিচিত দুনিয়ায় গিয়ে পড়েছিল—সেখানে তার অস্তিত্ব শুধু স্তেপানেরই মাধ্যমেই, কিন্তু আজ রাত্রে, তারার আলোয়, খড়ে-ধরানো অগ্নিকুণ্ডের আভায়, দূরে বন্ধুবান্ধবদের গানের সুরে সুরে সে সানন্দে সম্পূর্ণভাবে দয়িতের কাছে আত্মসমর্পণ করে—এখানে অভিনবত্বের চটকে ধাক্কা খাবার অস্বস্তি নেই, এখানে মনে হয় তারা যেমন পরস্পরের অংশ তেমনি ব্যাপকতর সৌহার্দ্যের দুনিয়ারও অংশ।

স্তেপানের কাছে এই মাঠের রাত্রিটি গুহার রাত্রির মতো পূর্ণাঙ্গ নয়। কাছেই ক্যাম্পের অস্তিত্বই যেন একটা বাধা। প্রথম রাত্রের সেই তীব্র জয়ের আনন্দ এখানে সে পায় না ; নিজের সম্পর্কে সদা নিশ্চিত, পবিত্র আত্মনিয়ন্ত্রণে ঘেরা আনিয়া সেখানে তার বাহুবন্ধনে কামনার প্রথম তাড়নায় জেগে উঠেছিল। সে আনন্দে সেদিনও সে চীৎকার করে ওঠেনি, কিন্তু জানে, চীৎকার করলেও তা শুনতে পেত শুধু আনিয়া, নদী আর গুহা। কামনা চরিতার্থতার সেই

চূড়ান্ত মুহূর্তেও সে কোমল ব্যবহারই করেছিল, কিন্তু বাহুবন্ধনে আবদ্ধ আনিয়ার প্রতি একটু রূঢ় হলেও যে দেখবার কেউ নেই সেই পরিস্থিতিই কী-যেন অন্য এক তীব্র পরিতৃপ্তি এনে দেয়। এখানে এই মাঠে আনন্দ যেন খামারের সামাজিক জীবনের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়।

ভোরের আগেই নতুন 'স্তালিনগ্রাদ ১৫-৩০'-টির গর্জনে স্তেপানের ঘুম ভেঙে যায়; পুলকিত ঈভান সেই ট্রাক্টর চালিয়ে মাঠে ঢুকছে। স্তেপানের এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে, নইলে সময়ে বাঁধে পৌঁছতে পারবে না। আনিয়াও নড়েচড়ে ওঠে; ভোরেই তার কাজ শুরু। যাবার আগে স্তেপান আনিয়ার বুকে মুখ ডুবিয়ে কঠিন উগ্র চুম্বনে চুম্বনে তাকে রক্তিম করে তোলে, কাঁপতে থাকে আনিয়া। আজ রাত্রে ব্যারাকে একটা 'বাঙ্কে' গিয়ে শুতে হবে, আর এদিকে কোন মাঠের ক্যাম্পে কিংবা দাদুর কুটিরে এই মধুর কমনীয়তা পড়ে থাকবে অমনি—ভেবে স্তেপান দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আনিয়া স্তেপানের চোখ নিষ্প্রভ দেখে বোঝে। "কষ্ট পেও না যেন, ওগো। আমিও তোমার অভাবে কাটাবো দিন।" আনিয়ার চোখের গভীরে তাকিয়ে স্তেপান বোঝে তার কামনার টানে অমন দ্রুত সাড়া দিয়েও আনিয়া যে কাজে পণ করেছে তার পথে কিছুতেই এতটুকু বাধা সে মানবে না।

মে-দিবসের আগে স্তেপান স্ত্রীর সঙ্গে আর দেখা করতে পারেনি। বন্যা—পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন বন্যা হয়নি, জল এত উঁচু হয়ে ওঠেনি। পাহাড়ী খাদগুলি দিয়ে নেমে, খরস্রোত দিয়ে ঘূর্ণীমাতনর আর গর্জন তুলে সে বন্যা থামগুলোর ভেতর দিয়ে হিংস্র আক্রোশে আছড়ে পড়ে। থামগুলো অনেক উপরেই মাথা তুলে সে আক্রমণ উপেক্ষা করতে পেরেছে, কিন্তু থামগুলির কন্‌ক্রিটের নিচেয় আর চারিপাশে প্লাবনের তাণ্ডব চরমে উঠে পেটরা-বাঁধগুলোতে গুঁতো মারে এবং এই পেটরা-বাঁধগুলিই বাঁ পাড়ে লকগেটগুলির আর ওপারে পাওয়ার হাউসের রক্ষাপ্রাচীর। নদীর এমন ক্ষ্যাপামি স্তেপান কখনও দেখেনি।

দিন-রাত একেবারে মারমুখো তেজে কাজ করে স্তেপান কাজের শেষে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে। ব্যারাকে গিয়ে নিজের বাঙ্কটিতে যখন একেবারে মড়ার মতো গিয়ে পড়ে তখন আনিয়ার সঙ্গে দেখা হলে কত কী সব বলবে তাই ভাবতে গিয়েই একেবারে আনিয়ার নামটি মনে তুলতে না-তুলতেই ঘুমিয়ে পড়ে।

লকগেটগুলি বাঁচাবার জন্যে দশ দিন লড়াইয়ের শেষে পরাজয় ঘটে। ভেঙেচুরে জল ঢুকে সেই বাঁধগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে যায়; লকগেটগুলোকে সময় মতো শেষ করা এখন অসম্ভব। এই পরাজয়ের পর স্তেপান ওপারে পাওয়ার হাউসটাকে বাঁচাবার লড়াইয়ে অন্যান্যের সঙ্গে নেমে পড়ে। হাজার হাজার শ্রমিকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আংশিক জয় হয়; এখানে কাজ দু' সপ্তাহ পিছিয়ে যায়, কিন্তু সে ক্ষতি পূরণ করা যাবে।

মে-দিবস উপলক্ষে দু'দিনের ছুটি কাটালো আনিয়ার সঙ্গে—কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম বিশ্রাম। ওকে পেয়ে আনিয়া মহা খুশি; আবহাওয়াও ছিল চমৎকার। নদীর পাড়ে সুগন্ধী লোকাস্ট গাছের নীচ দিয়ে ওরা বেড়িয়ে

বেড়ায়। ইতিমধ্যে শ্রান্তি অপগত হয়ে গিয়েছে—দ্বিতীয় দিনে ওরা ছোট ছোট খাদগুলোর মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি খেলে ; বানের জল সরে গেছে কিন্তু মাঝে মাঝে ছোট ছোট ডোবার সৃষ্টি হয়েছে—সেখানে অসংখ্য জলপদ্ম সবে ফুটে উঠছে। জলকাদা মেখে, মশার কামড় খেয়ে ওদের হাসিতামাশায় মধ্যে মধ্যে খুশিয়াল চুম্বনের পালা। স্তেপান ভাবে, কী সুন্দর—সমস্ত লড়াই পিছনে ফেলে এক মাসের কঠোর পরিশ্রমের পর এই বিশ্রাম আর পুরস্কার কী সুন্দর !

আনিয়ার পরিশ্রমের কথা স্তেপানের এক রকম মনেই আসে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে অবশ্য আনিয়াই আগে বলবে যে, নদীর সঙ্গে লড়াইয়ের যে বিবরণী শুনেছে তার তুলনায় ক্ষেতের কাজে তার নিয়মিত শ্রমের কষ্ট তেমন কিছু নয়। আনিয়া চাষের ওপর নজর রেখেছে, বীজ পরীক্ষা করে দেখেছে। মে-দিবসের এক সপ্তাহ আগে দেখা দিয়েছে প্রথম চারাগুলি। তার ওপর দায়িত্ব অনেক, কিন্তু কায়িক শ্রম গেছে মাত্র পাঁচ দিনের—নতুন বাড়ন্ত অঙ্কুরগুলির চারিপাশে পঞ্চাশটি মেয়ের সঙ্গে আগাছা নিকিয়ে মাটি গুঁড়িয়ে দেবার কঠোর শ্রমের পাঁচটি দিন।

আনিয়ার মরশুম সবে শুরু হয়েছে, কিন্তু শুরুটা হচ্ছে বেশ ভালই। কাজটা তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই স্তেপানকে একটু বলতে চায়, কিন্তু তাকে এ ব্যাপারে আগ্রহান্বিত করা কঠিন। যা নিয়েই কথাবার্তা শুরু হোক না-কেন, তা শেষ হয় কিন্তু হাসিঠাট্টা এবং প্রেম-সিক্ততার মাধ্যমে, কিংবা নদীর সঙ্গে স্তেপানের লড়াইয়ের কথা দিয়ে। স্তেপানের কৃতিত্বের কাহিনী শুনেই আনিয়ার তৃপ্তি—সে সব কথা তার নিজের কাজের কথার চেয়ে এমন বিশদ আর চিত্তাকর্ষক।

একেবারে বিয়ের মুহূর্তটি অবধি ঈভান আনিয়ার কাছে সমানে তার প্রস্তাব উপস্থিত করে গেছে, সে কথা আনিয়া স্তেপানকে জানাবার প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু স্তেপান বোধহয় কিছু অনুমান করেছে ; খামার সম্পর্কে আনিয়া যা কিছু বলে তার মধ্যে শুবিনার সঙ্গে ঈভানের মেলামেশার কথাটিই স্তেপানের সবার বড় আগ্রহের বিষয়।

আনিয়া খুশির হাসি তুলে বলে : “ওরা দু'জনে একেবারে ওদের দু'জনের জন্যই গড়া। ঈভান আগে কাজে এত জড়িয়ে ছিল, তা বুঝতে পারেনি।

শুবিনাই ঠিক করল যে, একটা কিছু করাই চাই। গত শীতে শুবিনা যেই শুনলো ঈভান খামারের সভাপতি না হয়ে ট্রাক্টরগুলোর কর্তা হবে অমনি সে ট্রাক্টর চালাবার ট্রেনিং নিতে লেগে গেল। এমন কৃতিত্ব দেখালো যে, দ্বিতীয় শিফ্‌ট'এ স্তালিনগ্রাদের ট্রাক্টরটাই দেওয়া হল ওর হাতে। এমনি করে ঈভানের নজরে এলো ; ঈভানের অধীনে শুবিনাই হল সেরা ট্রাক্টর-চালিকা।

"ভারী মজার এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দাঁড়িয়ে গেল। দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসে, কিন্তু দু'জনেই আবার ভালবাসে সেই ট্রাক্টরটাকে। নাম দিয়েছে 'লম্‌কা'—'ছোট্ট বাতিল লোহা'—বাতিল লোহার বদলে ওটা আমরা পেয়েছি কিনা, তাই। ওকে ঈভান নেয় এক শিফ্‌টে, আরেক শিফ্‌টে শুবিনা। কেউই 'লম্‌কা'কে কোন তৃতীয় ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিতে চায় না, ছেড়ে দিতে ভরসা পায় না। যাতে মাঝখানে কেউ নাক গলাতে না পারে, 'লম্‌কা' যাতে শুধু ওদেরই হাতে থাকে, তাই দু'জনেই কাজের সময় বাড়িয়ে দশ ঘণ্টা করে নিয়েছে। এক-একটা ট্রাক্টরে চাষের জমির পরিমাণে ওরা সারা-সোবিয়েতে সেরা রেকর্ড করবার চেষ্টায় লেগেছে।"

স্তেপান ভেবে বলে : "তা, দু'জনেই তো ভাল কর্মী ; হতেই পারে।"

আনিয়ার তাতে আপত্তি : "তা বলতে তো বেশই, কিন্তু 'লম্‌কা' ওদের বিয়ে হতে দেবে না! 'লম্‌কা'ই ওদের এক করেছিল, কিন্তু এখন সে-ই আবার ওদের পৃথক করে রেখেছে। সে-ই ওদের সবটা সময় খেয়ে নেয়। ঈভান যখন দিনের শেষে 'লম্‌কা'কে নিয়ে ফেরে তখন শুবিনা যায় তাকে নিয়ে রাত কাটাতে। ঐ হিংসুটে মেশিনটার জন্যেই ওদের একান্তে একটু সময় পাবার জো নেই। ওরা কেউই কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে 'লম্‌কা'র গায়ে হাত দিতে দেবে না। আর সবাই আদর করে যেতে পারে, জালানি খাইয়ে দিতে পারে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তেল লাগাতে পারে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। একজন কেউ 'লম্‌কা'কে ছাড়লে সন্ধ্যেটায় ওরা দেখাসাক্ষাৎ করতে পারত। কিন্তু 'লম্‌কা'কে ছেড়ে সাধারণ পিউতিলফ্‌ ট্রাক্টর ধরতে ওরা কেউই রাজী নয়।"

স্তেপান হেসে বলে : "এই তো আমাদের আধুনিক কালের সত্যিকারের প্রেম-দ্বন্দ্ব!"

এই হাসিটুকু আনিয়ার ভাল লাগে; ওর চুলে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে শেষে চুমু কেড়ে নেয়। ছুটির দিন দু'টি আনন্দেই কাটে; দু'জনেরই বিশ্রাম হয়, আর ভালবাসা গড়ে ওঠে নতুন করে।

স্তেপান এবার দৃঢ়প্রত্যয়ে বলতে পারে: "সারা গ্রীষ্মে প্রতি সপ্তাহ-শেষে এমনি আশ্চর্য দিনটিই আসবে। যেমন বাঁধের কাজ, তেমনি ডেপুটি হিসেবে আমার কাজও এবার বেশ নিয়মিত ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে এসে যাচ্ছে।" তার হিসাবে আনিয়ার কাজের কোন স্থান নেই।

বীট চারাগুলো বেড়ে ওঠে, আর আনিয়ার ওপর চাপও বাড়ে। চারা তুলে পাতলা করে রোয়ার কাজ পড়ে প্রথম; প্রত্যেকটি ঝাড় থেকে সেরা চারাগুলি বেছে নিয়ে এমনভাবে রোয়া চাই যাতে বেশ ফাঁক পড়ে, আবার বড় বেশি হয়েও না যায়—এরই ওপর সব নির্ভর করে। তারপর আসে একেবারে সর্বক্ষণ নিড়ানোর কাজ; বীটের তাকত টেনে নেবে তাই কোথাও একটি আগাছা দাঁড়াতে দেওয়া চলবে না। আগের বছরের মতো মোট তিন বারের বদলে আনিয়া এবার ঠিক করেছে আটবার মাঠের এ-মাথা থেকে ও-মাথা নিড়ানো চলবে। এ কাজে কায়িক শ্রমেও আনিয়া হাত লাগায়, আবার অন্যান্যের কাজের ওপর তদারকের দায়িত্বও তারই। সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, আর স্তেপান দেখে আনিয়া দেহে-মনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আবার, তীব্র আনন্দের মুহূর্তগুলিও আসে। দু'জনেরই প্রবল প্রাণশক্তি অবসাদকে স্থায়ী হতে দেয় না। সপ্তাহ শেষে প্রথম রাত্রে আনিয়া হয়তো স্তেপানের আদরে তেমন সাড়া দিতে পারে না, তার কাজের কথায় সবখানি আগ্রহ নিয়ে মন দিতে পারে না, কিন্তু একদিনের বিশ্রামেই আশ্চর্য ফল ফলে। আবার জেগে ওঠে সেই খুশি ঝলমল আনিয়া। কামনার স্ফূরণ এখনও উদ্দাম; স্তেপানের আদরের সোহাগে আনিয়া আরও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। প্রতি সপ্তাহে কাজের দিনগুলি আর বিশ্রামের দিন, খোলা হাওয়ায় শ্রম, আলো আর প্রেমের স্পর্শ সব মিলিয়ে ছন্দোবদ্ধ জীবনের যে আভা ফোটে তা বন্ধুবান্ধবেরও নজরে পড়ে।

সোমবার সকালে মাঠে দেখা হতেই স্টেশা বলে, "বিয়ের সঙ্গে তোমার বনেছে ভাল।"

আনিয়া খুশি হয়ে হাসে। "বিয়ে আর কাজ প্রতিটি মুহূর্ত আর সবটুকু সামর্থ্য কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু জীবনে এমন সুখী হইনি আর কখনও। আমার সবখানিই আজ প্রাণময়।" সহসা সচকিত হয়ে আনিয়ার মনে পড়ে ঠিক এই সুখশান্তি থেকেই স্টেশা বঞ্চিত, আর তাই নিয়েই সে ওর কাছে খুশির উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে; আনিয়ার মনে ব্যথা বাজে। ফিসফিস করে বলে: "স্টেশা, তুমি যদি—" বান্ধবীকে আদর করে চেপে ধরে।

শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্টেশা আশ্বাস দেয়: "আমার জন্যে ভেবো না। ইলিয়ার সঙ্গে জীবনের চেয়ে বড়ো কিছু আমার কাম্য নেই।"

ঠিকই তো, আনিয়া ভাবে, স্টেশারও তার নিজের মতো সুখশান্তি রয়েছে। মুহূর্তের জন্য মনে হয় তার নিজের আনন্দই যেন অসম্পূর্ণ। স্টেশা যা থেকে বঞ্চিত সে আনন্দ স্তেপানের সঙ্গে আছে, কিন্তু জীবনে সাথীত্ব-সাহচর্য আজও আসেনি। স্তেপান তার কাজে কোন আগ্রহ দেখায়নি; এ কাজ তার কাছে বিবাহিত জীবনের পথে একটা বাধা মাত্র।

গ্রীষ্ম এসে গেছে; স্তেপান-আনিয়ার জীবন তেমনি আনন্দেই কেটেছে। তারপর হঠাৎ সবকিছু যেন একত্রে ঘটতে থাকে। জুলাই মাসে অস্বাভাবিক খরা পড়ল; মাসের শেষাশেষি বীটের পাতা ঝিমিয়ে আসতে থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় আনিয়া ক্ষেতে গিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে শিশিরের ছোঁয়া লেগে পাতাগুলি যদি একটু তাজা হয়ে ওঠে। এমনি স্নিগ্ধ পাঁচটি রাত্তির দিনের জ্বালা প্রশমিত করে দেয়। ছ'দিনের দিন দক্ষিণের শুকনো হাওয়া এসে শিশির জমতে দিল না; পাতাগুলি আরও নেতিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে আনিয়াও মনমরা হয়ে পড়ে। আরও চব্বিশ ঘণ্টা এমনি গেলে তার আশাও যাবে শুকিয়ে।

নিরাশ হয়ে তার ব্রিগেডের সবাই বাড়ি ফিরছিল। "ফিরে এসো" বলে ডাকলো আনিয়া। "আমাদের খামার এর আগে আর কখনও এমন সংকটে পড়েনি। জলসেচের কোন ব্যবস্থা নেই, কিন্তু তা করতে হবে। সমস্ত গ্রামে

যত বালতি আর গামলা আছে সব জড়ো করতে হবে, সেদিকে কেউ কেউ চলে যাক; কেউ দমকলের লোকেদের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইবে। এক জায়গা থেকে অন্যত্র নেওয়া চলে যে পাম্প তার জন্য আর গোটা পরিকল্পনার ব্যাপারে আমি পাভেল ভোরোনিনের কাছে যাচ্ছি। পাভেলের লোকজনদের ডেকে আনবার দরকার হতে পারে, তাই তিন জন আমার সঙ্গে চলো। ভোরেই কাজ শুরু হবে—তার মধ্যে সব ফেরা চাই।"

রাত্রে আরও নানা পরিকল্পনা মাথায় আসে। মস্কোর কাগজগুলি থেকে দু'জন রিপোর্টার আসছে, খারকোভ থেকে একজন, রস্তফ থেকে একজন—তার বাঁটের অবস্থা দেখে খবর পাঠাবার জন্য এমনি সমানে লোক আসছে। "তাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার হবে না। নিজেরাই দেখে শুনে জলসেচের ছবি তুলে নিয়ে যাক।"

আজ রাতে স্তেপান আসতে পারে। সে ভীষণ নিরাশ হবে ভেবে আনিয়ার দুশ্চিন্তা হয়। আজ এই প্রথম কামনা করে, স্তেপান বরং বাঁধের কোন কাজে আটক পড়লেই ভাল। ভোর তিনটেয় বাড়ি ফিরে দেখে স্তেপান অপেক্ষা করে রয়েছে। স্তেপান কোন বিরক্তি প্রকাশ করে না দেখে আনিয়া মহা খুশি হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে; অন্যান্যের মুখে সে আনিয়ার বিপদের কথা শুনেছে। অবসন্ন মাথাটাকে স্তেপানের কাঁধে রেখেই আনিয়া ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর হবার আগেই স্তেপান ওকে জাগিয়ে দেয়। "জল সেচে আমিও হাত লাগাবো।" দুষ্টুমি করে বলে: "জলের কাজে তোমার বরটির কিছু হাত আছে।"

পাভেল আগে থেকেই নদীর ধারে অপেক্ষা করছে; তার সঙ্গে দুটো পাম্প আর দমকলের প্রায় সবাই। সবাই আসেনি; দূর দূর মাঠে কাজ থেকে সবাইকে ছাড়া যায়নি।

স্তেপান এগিয়ে বলে: "একটা পাম্প আমি নিচ্ছি।"

পাভেল হাঁক ছেড়ে বলে: "আরে, দেখো হে সব, নেপ্রোস্ত্রইয়ের একজন চ্যাম্পিয়ানকেও পাওয়া গেছে!"

নিজের পাশে স্তেপানকে কাজের মধ্যে পেয়ে আনিয়ার হৃদয় নেচে ওঠে। এই প্রথম সে তার কাজে একটু আগ্রহ দেখাচ্ছে, প্রেমের বাইরেও তারা এক হয়েছে এই প্রথম।

মেয়েরা চটপট গাছের সারিগুলির ফাঁকে ফাঁকে লম্বা লম্বা খাদ কেটে চলে। দু'টি পাম্পের জলের ধারা চলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে, আর তৃষিত মাটি তা মুহূর্তে শুষে নেয়। মাঠের দূর দূর এলাকায় জল দেবার জন্য সারিবদ্ধ লোকের হাতে হাতে বালতি চলতে থাকে। সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে জলসেচ শেষ হয়; চল্লিশ হাজার বালতি জল পড়েছে ক্ষেতে।

রিপোর্টাররা সমস্বরে বলে ওঠে: "সব কাগজে বেরুবে এ-কথা; এ এক বিরাট ব্যাপার। আমরা ফটো নিয়েছি।"

সন্ধ্যার আবছায়ায় স্তেপানের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে যেখানে প্রথম জল পড়েছে সেই দিক দিয়ে যেতে হয়। খাতগুলো আবার শুকিয়ে গেছে, কিন্তু এরই মধ্যে বোঁট আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বড় বড় চকচকে পাতাগুলি আবার সোজা হয়ে মেলেছে।

স্তেপান আনিয়াকে অভিনন্দন জানায়। "বাঁচানো গেছে, আনিচ্‌কা। চমৎকার তোমাদের মেয়েরা, আর খাসা দমকল।"

বাড়ি ফিরবার পথেই আকাশে তারা ফোটে। পশ্চিমে উঠেছে সোনালী এক ফালি চাঁদ। বাগানে মিটমিট করছে জোনাকিরা; কোথায় যেন কোন্‌ পাহাড়ী খাড়ি থেকে বুলবুল গান ধরেছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় নদী থেকে নিয়ে আসছে তাজা স্নিগ্ধতা। ওদিকে স্টেশা এসে আনিয়াদের রাতের খাবার তৈরি করে রেখেছে। মরোজফও এসেছে; এই সাফল্যে অভিনন্দন জানায়, স্তেপানের কাছে বাঁধের কথাও শোনে।

স্তেপান জানায়: "এবার আসছে শেষ পর্যায়। উপরে নীচেয় সংযোগ হয়ে বাঁধটি এখন একটি সমগ্র অখণ্ড ইউনিট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এপার থেকে ওপার অবধি থামগুলির ভেতর দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ-পথে আমি এখন যাওয়া-আসা করি; বেশ চওড়া সে সুড়ঙ্গ—মোটরগাড়িও যেতে পারে। থামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বাঁধের অতিরিক্ত জল বের করে দেবার নালাগুলোর

ওপর দিয়ে রয়েছে পুলের পর পুল ; সেখান থেকে তাকালে নিচেয় নদী, উপরে বাঁধের চূড়া। এ সপ্তাহে আমি তো থামগুলোর মাথা থেকে মাথায় টানা এক নতুন পুল পেরিয়ে এলাম। আমাদের কাজে এখন এ-পার ও-পার আর নেই বললেই চলে ; প্রধান ইঞ্জিনিয়ার উইণ্টার এখন 'নীপারকে চূড়ান্তভাবে পোষ মানাবার একটি জেহাদী অভিযানে'র কথাই বলেন।

"আমার দলগুলি এখন থামগুলির ফাঁকে ফাঁকে কন্‌ক্রিট ঢালছে। এখন কাজ চলেছে জলের সমতলের নিচেয় ; ধাতুর তৈরি ঢাল দিয়ে স্রোত রুখে রাখতে হয়। ঢালগুলো চল্লিশ ফুটের ওপর লম্বা ; এত বড় বড় কেউ কখনও ব্যবহার করেনি, কাজেই তা নিয়ে নাড়াচাড়ার হদিশ পাওয়া কঠিন। সেগুলিকে ধরে বসাতেই সে-যে কী কাণ্ড! আমাদের কাজের ধীর-গতিতে উপরওয়ালার ধমকও খেতে হয়েছে, কিন্তু এখন আমরা কৌশলটা ধরে ফেলেছি। এমনি শেষ ঢালখানি বসানো হবে আসছে সপ্তাহে ; তাহলেই বাঁধের পেছনে জল ফুলতে শুরু করবে।"

আনিয়া জানতে চায় : "এই জলে কাজ শেষ করতে পারো না ?"

স্তেপান হাসে। "গড়তে গড়তে আমরা যতই ওপরে উঠি জলও তত উঁচুতে ওঠে। এ-যে নদীর সঙ্গে পাল্লা। কিছু সময় তো আমরাই থাকি আগে আগে— কাজ করি কোন রক্ষাপ্রাচীর ছাড়াই ; শরতের বৃষ্টিতে নদী আবার আমাদের ধরে ফেলবে। সেই হবে শেষ লড়াই—চিরুণীর মতো দরজাগুলো এঁটে দেবার লড়াই।"

স্তেপান সকালে বাঁধে চলে যায়, আর আনিয়া যায় ক্ষেতে।

শুকনো হাওয়ায় ভর করে দক্ষিণ থেকে পতঙ্গর ঝাঁক একেবারে মেঘের মতো ধেয়ে এসে সূর্যকে পর্যন্ত আড়াল করে ফেলে। ক্ষেতগুলির ওপর দিয়ে তারা ঘূর্ণি খেয়ে খেয়ে নেমে এসে ডিম পাড়তে শুরু করে। মেয়েরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এত ডিম ফুটে লার্ভা বেরুলে সারা মাঠ একদিনে খেয়ে সাফ করে দেবে। জাল দিয়ে তারা পতঙ্গগুলোকে তাড়া করে, হাতে টিপে মারে, পায়ে মাড়িয়ে মাটিতে পিষে দেয়। পতঙ্গগুলো মেয়েদের নাকে-কানেও ঢুকে যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে আসে অসংখ্য, আর নিরবচ্ছিন্ন।

কয়েকদিন আনিয়া দিন-রাত মাঠে পড়ে থাকে। একদিন গাড়ি নিয়ে এল মরোজফ। সস্নেহ তিরস্কার করে বলে: "নিজেকে মেরে ফেলতে চাও!" আনিয়ার মুখখানি রোদে পুড়ে কালো হয়েছে, না ঘুমিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে। "আমি তোমায় নিতে এসেছি, বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করবে চলো।"

পতঙ্গগুলোর দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে আনিয়া গাড়িতে উঠে বসে। তার সারা শরীর হতাশায় অবশ হয়ে আসে। একটা মাঠে ট্রাক্টরের চাষ চলেছে, তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখে স্তালিনগ্রাদের ট্রাক্টরটার উপর ঈভান যে বড় আলোটা বসিয়েছে তাকে ঘিরে পতঙ্গর সে কী জটলা। তাদের জন্য শুবিনার পক্ষে ট্রাক্টর চালানোই কঠিন হয়ে উঠেছে। আনিয়া অসীম বিরক্তিভরে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে; খামারের কোন কাজই যেন এই পতঙ্গর মড়ক থেকে রেহাই পাবে না। তারপর হঠাৎ নতুন একটা ফিকির মাথায় আসতে আনিয়ার চোখ দুটি উৎসাহে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

সহসা মরোজফকে একেবারে হুকুম দেয়: "গাড়ি ফেরাও! মেয়েদের সব জড়ো করে দাও। চারিদিকে আগুন জ্বেলে ঐ পতঙ্গগুলোকে টেনে এনে পুড়িয়ে মারতে হবে।"

ক্ষেতের চতুর্দিকে কিনারে কিনারে মেয়েরা আগুন চাঙ্গা করে রাখে। পতঙ্গগুলো ঝাঁপ দেয় সেই শিখায় আর পুড়ে ঝলসে প'ড়ে গাদা হয়ে ওঠে। মেয়েরা সেই পোড়াগুলোকেও আগুনে ছুঁড়ে দেয়। বিশ্রী নোংরা কাজ; ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে, দুর্গন্ধে বমি আসে। সারা রাত চলে এই কাজ। ভোরবেলায় দেখা গেল এখানে ওখানে দু'চারটা মাত্র অবশিষ্ট আছে।

আনিয়ার বাড়িতে এসে অপেক্ষা করে রয়েছে স্তেপান। জয়গর্বে ভরপুর হয়ে এসেছে স্তেপান। থামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে শেষের ঢাকনা তিনটি বসানো হয়ে গেছে। বাঁধের পিছনে জল ফুলতে শুরু হয়েছে; মাসের পর মাস এই জল বাড়বে—শেষ পর্যন্ত ডুবিয়ে দেবে আনিয়াদের বাড়ি, সারা কিচ্‌কাস গ্রাম। এই বাড়িতেই সে পেয়েছে কত সুখশান্তি, কিন্তু এইভাবে সে বাড়িখানির অবসানে তার খেদ নেই।

ভেবেছিল এই রবিবার আনিয়ার সঙ্গে একবার খরস্রোতের ওপর দিয়ে বেড়িয়ে আসবে। ছেলেবেলায় শত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে তা করেছে। গত কয়েক দিন ধরে দূর দূর থেকেও শত শত পর্যটক আসছে শেষবারের মতো নৌকাভ্রমণের জন্য, তাই দেখে স্তেপানের মনে হয়েছে নদীর জল বাড়তে বাড়তে এই খরস্রোত অংশটাও চিরকালের মতো অতলে তলিয়ে যাবে। আনিয়ার সঙ্গে নৌকোয় এই খেপটা কী চমৎকারই না হত—সে যাত্রা হত পোষ না-মানা নদীতে পুরানো জীবনের প্রতি তাদের মিলিত বিদায়।

সূর্য পাটে বসেছে তবু আনিয়ার দেখা নেই। মুরুব্বিয়ানা আর কৌতুকের সুরে দাদু জানাল: "সে তো মাঠে পতঙ্গ তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আজকাল খামারের কাজে কী-যে সব ঘটছে—অদ্ভুত ব্যাপার! মেয়েরা এখন স্বামীদের জন্য রান্নাও করে না; আমার খাবার এল সাধারণের রসুইখানা থেকে।"

স্তেপানকে প্রকাণ্ড এক টুকরো রুটি আর কিছুটা ঝোল এগিয়ে দিয়ে দাদু বলেন: "ওরটাও খেয়ে নিলে পারো। ও তো বোধহয় মাঠেই খেয়ে নেবে। এই এসে পড়ল বলে।" ছোটখাটো কোন ব্যাপারে আনিয়ার খানিক দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে স্তেপান প্রতীক্ষা করে। কিছুক্ষণ পরে দাদু শুতে গেলেন।

স্তেপান ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করে বেড়ায়। আনিয়ার হল কি? জলসেচের কাজে সে সানন্দেই আনিয়াকে সাহায্য করেছিল; আনিয়া তার সাহায্য কামনা করেছিল, তাতে সে খুশিও হয়েছিল। কিন্তু জরুরী অবস্থা কি প্রতি সপ্তাহেই আসবে! কাজে এই নিষ্ঠা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু এ-যে একেবারে অসম্ভব অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। স্বামীকেও তো একটু সময় দেওয়া চাই। মহা বিরক্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্যে স্তেপান শুয়ে থাকে। ঘুম ভেঙে দেখে ভোর হয়-হয়, কিন্তু আনিয়া ফেরেনি।

মাঠে গিয়ে স্তেপান দেখে এক গাদা ছাই থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ ধোঁয়া উঠছে, আর তারই কাছে আনিয়া ঘুমিয়ে আছে। আরও কয়েকটি মেয়ে অশোভনভাবে আশেপাশে ঘুমোচ্ছে। আনিয়ার গা-হাত-পা নোংরা, চুল-বেশ-বাস আলুথালু; হাতে চিত্রী তেলা দাগ, আর বোধহয় ঘুমের মধ্যে তারই একটা ছোপ লেগে গেছে তার গালে আর চুলে। এই অবসন্ন অবস্থা দেখে মায়াও হয়, কষ্ট লাগে,

কিন্তু আরও বেশি হয় রাগ। আজই সে খরস্রোতের দুরন্ত সফেন ঝাপ্‌টার চূড়ায় চূড়ায় রোদের খেলা দেখবে আনিয়ার সঙ্গে একত্রে ঠিক করে এসেছিল।

ঠেলে ঠেলে আনিয়াকে জাগায়। "চলো, বাড়ি গিয়ে গা-হাত-মুখ ধোবে চলো। একটু ভদ্রভাবে বাড়িতে বিছানায় ঘুমোতে পারো না? কী চমৎকার বেড়াবার ব্যবস্থা করে এসেছিলাম, আর এখানে তোমার এই ছিরি, দেখোতো একবার চেয়ে।"

হঠাৎ আক্রমণে হতভম্ব আনিয়া উঠে দাঁড়িয়েও ঘুমে মাতালের মত টলতে থাকে, কোথায় আছে, স্তেপান ঠিক কী বলছে কিছুই মাথায় আসে না। তারপর ধোঁয়ার সেই গন্ধ নাকে আসে, আর ক্ষেতের দিকে নজর পড়ে। আকাশে পতঙ্গ আর নেই; দীর্ঘ সারি সারি চকচকে পাতাগুলো এবার মুক্ত। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনিয়া পিছনে আওয়াজ পেয়ে ফিরে দেখে স্তেপানের গলায় ঘুম ভেঙে দু'টি মেয়ে কাপড়চোপড় সামলে উঠে দাঁড়াচ্ছে। স্তেপানের রাগের মুখে শুব্ধ তার মন এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পায়, সহজেই সাধারণ স্বাভাবিক কাজের মধ্যে এগিয়ে যায়।

একরকম আপনা থেকেই মেয়ে দু'টিকে বলে: "এবার সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন বাড়ি যাও, বেশ করে বিশ্রাম করো গিয়ে।"

আনিয়া স্তেপানকে ছেড়ে কথা বলছে মেয়েদের সঙ্গে, তাই আরো রেগে সে তিক্ত ঝাঁঝালো গলায় বলে: "সপ্তাহে একটা দিন, তাও দিতে পারবে না স্বামীটার জন্যে?"

এই আক্রমণের মুখে আনিয়া সংকুচিত হয়ে পড়ে, কিন্তু এখনও সে আধো-ঘুমে আচ্ছন্ন; হাত তুলে চোখের ওপর থেকে চুলগুলো মেলে দিতে দিতে দু'বাহুর নোংরা অবস্থাটা চোখে পড়তে বীটের একটা প্রকাণ্ড পাতায় তা মুছে ফেলে। স্তেপানের মনে হয়, আনিয়া এই যা কিছু করছে সবই তাকে এড়াবার জন্যে।

স্তেপান ছাড়ে না। "এখনও সময় আছে—এই বিকেলের দিকে যেতে পারবে নদীতে?"

"একটু ঘুমিয়ে না নিয়ে কিছুই বলতে পারছি না।"

"সারাদিন আমি অমনি ঝুলে থাকতে পারি না। প্রতি সপ্তাহ-শেষেই যদি এমনি হতে থাকে তাহলে আমার জন্যে তোমার সময় হবার আগে আমি বোধ হয় আর না এলেই ভাল হয়।"

আনিয়া প্রায় অসাড়ভাবে বলে: "বোধ হয় তাই।" বলেই স্তেপানের চেহারা দেখে তার রাগটা বুঝে একবার শেষ চেষ্টা করে—"সত্যিই এ নিয়ে কথা বলবারও শক্তি এখন আমার নেই। আমি আগেই বলেছিলাম এবার গ্রীষ্মটা কঠিন যাবে। আমি শুতে যাচ্ছি, একটু একেলা থাকতে চাই, একটু ঘুমুতে চাই। পরে এ নিয়ে কথা বলা যাবে।"

অপরাহ্নের দিকেই আনিয়ার ঘুম ভেঙে যায়; কিছুটা বিশ্রাম হয়েছে, কিন্তু কী যেন একটা আশঙ্কা জাগে। যেন নেশার স্বপ্নের মতো সকালের ঘটনা এখন টুকরো টুকরো মনে পড়ে। স্তেপান এমনি রেগে কথা বলছিল—তাও কি সম্ভব? ব্যাপারটা সব শুনে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

স্তেপান নেই; দাদু ঝিমোচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে স্তেপানের জন্যে আশা করতে থাকে। খরস্রোতে নৌকায় যাবার কথা, না কী যেন বলছিল না? পুরো বেড়াবার সময় হয়তো এখন আর নেই, কিন্তু শেষের দিকটাই তো সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, তা তো বোধ হয় এখনও হতে পারে। ঢেউখেলানো কাজকরা একটা ব্লাউজ আর ফর্শা লাল একখানা রুমাল পরে নেয় আনিয়া। সারা সপ্তাহের অসহ্য উদ্বেগ আর নোংরা কাজের পর বড় ভাল লাগবে নদীতে।

খাবার সময় হল। মনে একটু দমে গিয়ে আনিয়া সাধারণের রসুইখানা থেকে তিনজনের খাবার নিয়ে আসে। এতক্ষণে জেগে দাদু জানালেন, একাই খরস্রোতে বেড়াবার জন্যে স্তেপান সেই মাঝসকালেই চলে গেছে। স্তেপানেরই সপক্ষে তিনি বলেন: "ভালভাবে খামারের কাজ করাটা খুবই ভাল কথা, কিন্তু মেয়েছেলের মরদটিকে আঁকড়ে থাকা চাই।" আনিয়া ভাবে দোষটা নিশ্চয়ই তারই। কাজের সংগঠনটা তার আরও ভাল করে তোলা দরকার। রাতে এলে বিনীতভাবে স্তেপানকে সে সেই কথাটিই বলবে।

ভরা চাঁদ ধীরে ধীরে গ্রামের পিছনে ডুবে যায়। চাঁদহীন লালচে আকাশে তারাগুলি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। আনিয়া বোঝে ভোর হয়ে এলো। স্তেপানের ফেরার আশা আর নেই।

সকালে আছে নতুন নতুন কাজ—যেমন নিজের কাজ, তেমনি মেয়েদের ব্রিগেডের কাজও, তারা ওর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। আনিয়া কাঁদল না, চুপচাপ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরে সে আরেকটি দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত।

পরের সপ্তাহেও দু'বার সারা-রাত মাঠে সেই পতঙ্গপালের বিরুদ্ধে লড়তে হল। তারপর বিপদটা কমলে ব্রিগেডের সবাইকে দু'দিনের ছুটি দিল, নিজেও নিল। দেহে-মনে খানিক সুস্থ আনিয়া স্তেপানের প্রতীক্ষায় থাকে—কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এমনটি হয়নি। স্তেপান কিন্তু না এসে এক চিঠি পাঠালো।

প্রিয়তমা আনিচ্‌কা,

তুমি ঠিকই বলেছিলে, তোমার মন জুড়ে এতকিছু রয়েছে, এখন আমাদের নতুন জীবন শুরু না করাই ভাল। ফৌজে আমার ছ' সপ্তাহের ট্রেনিংটা পরের শরতে না নিয়ে এখনই নেবার সুযোগ পাচ্ছি। আমি ফিরে এলে মারিন এবং আরও তিনজন নিয়মিত ফৌজেই চলে যাচ্ছে; তাদের জায়গায় আমায় লোক খুঁজে বের করতে হবে। তাই নিয়ে আর ডেপুটি হিসেবে কাজ নিলে তোমার ফসল তোলা অবধি আমার সময়টা লেগে যাবে। তার আগে আর যাচ্ছি না।

আশা করি ফসল তোলার পর শীতটা তুমি শহরে থাকতে পারবে। নভেম্বর মাসে নদীর ধারে তিন-কামরা একটা বাসা পাচ্ছি। এবার গ্রীষ্মে তো অসম্ভব হল; ঐ বাসায় তখন আমরা বিবাহিত জীবনের সংসার পাততে পারি।

একান্ত তোমারই
স্তেপান।

পুনশ্চ: তুমি এলে না তাই নদীতে বেড়ানোটা বৃথাই গেল।

আনিয়া একদৃষ্টে চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে থাকে; শেষে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ হয়ে গেলো। আনিয়ার নিজেরই কথাগুলি একেবারে আঘাতের মতো ফিরিয়ে দিয়েছে স্তেপান! বিয়ে দেরিতে করবার কথা সে বলেছিল, তাই বলে তো ওকথা বলতে চায়নি। বিয়ে তো হয়েই গিয়েছিল; এ বিচ্ছেদ যে সর্বক্ষণের বেদনা হয়ে বিঁধবে। ওকে ছাড়া মন কেমন করবে সে কথাটিও স্তেপান বলেনি—শুধু নদীতে বেড়াবার কথাটায় একটা পরোক্ষ আঘাত।

চিঠিখানার ফলে আর যা-ই হোক, কাজে নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ এল। 'রাঙা প্রভাত' খামার আর সোবিয়েৎ জনগণ তার বীটের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। আর যেখানে যা-ই ম্লান হয়ে থাকুক না-কেন, এতে কোন অস্পষ্টতা নেই। আর সবকিছু পিছনে পড়ে থাকতে পারে—এ কর্তব্য সম্পাদন করতেই হবে। এখন না হলেও এক সময় স্তেপান তা বুঝবে। সে-ও শ্রমিক, চ্যাম্পিয়ান কর্মী, সোবিয়েৎ মাতৃভূমির নিষ্ঠাবান সন্তান। তার ব্যক্তিগত রাগ কেটে যাবে; ব্যক্তিগত আঘাত মার্জনা পাবে। কিন্তু দেশের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম হলে তার প্রতি স্তেপানের শ্রদ্ধাও ম্লান হয়ে যাবে। সেই ব্যর্থতার অজুহাত হিসেবে স্তেপানকে দাঁড় করালে সে কখনও ওদের প্রেমের ওপর আর আস্থা রাখতে পারবে না।

নিজের স্বতন্ত্র জীবনে যে কর্তব্য রয়েছে তার সুষ্ঠু সম্পাদনার মধ্যে দিয়েই সুন্দর মিলিত জীবন আসবে। আনিয়া স্তেপানকে লেখে: "প্রিয়তম আমার: তোমায় ছেড়ে থেকে কাঁদব। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ফসল তোলা অবধি আমার সময়ের কোন নিশ্চয়তা নেই তা ঠিকই। এবার শীতে তোমার পথেই চলে দেখা যাবে।"

২৭

স্তেপানের কাছে লালফৌজের শিবিরের জীবনটা হল যেন অবসর বিনোদনের জায়গা। বাঁধের কাজের দায়িত্ব নেই, আনিয়া সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তের ভাবনাও নেই, তাই এ বিশ্রামেরই জীবন। শিল্পে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে, তাই দু'বছরের মেয়াদে নিয়মিত ফৌজে না গিয়ে স্তেঁপানকে রিজার্ভ সৈনিক হিসেবে গ্রীষ্মকালীন ট্রেনিং-এ নেওয়া হয়েছে। খারকোভের কাছেই ওদের শিবির বেশ প্রকাণ্ড একটি নদীর ধারে।

সামরিক কার্যকলাপ তার কাছে একেবারে নতুন নয়, তবে পাঁচটি গ্রীষ্মের মধ্যে এই প্রথম তার শিবিরে কাটছে। স্বেচ্ছামূলক একটি দেশরক্ষা সমিতির সদস্য হিসেবে সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খেলাধূলায় দু'বছর ধরে অংশ গ্রহণ করেছে। গুলীতে নিশানা তার ভালই; ভারী বোঝা পিঠে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতেও শিখেছে। অন্যান্য যারা ভর্তি হয়েছে তারাও সমানই কৃতী। বিপ্লবের যে সৈনিকদের সঙ্গে স্তেপান ছেলেবেলায় গিয়েছিল তারা ছিল সাহসী কিন্তু অর্ধশিক্ষিত; ইতিমধ্যে ফৌজের সৈনিকদের গুণাগুণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

স্তেপানের শরীরটা বাঁধের কাজে মজবুত আর কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে; প্রতিদিন সকালে ছ' ঘণ্টার সামরিক ব্যায়ামে অবসন্ন বোধ করে না, দুপুরে খাবার পর দিনটা সে বেশ উপভোগই করতে পারে। খোলা মাঠে সামিয়ানা টাঙিয়ে খাবার জায়গা হয়; একেকটা সামিয়ানায় হাজার লোকের জায়গা। অপরাহ্নে যে-যার খুশিমতো চলতে পারে, পরতে পারে যেকোন পোশাক-আশাক। গরম পড়েছে, তাই প্রায় প্রত্যেকেই স্নানের পোশাক পরে; সেই পোশাকে সাঁতার কাটে, বাস্কেট বল খেলে, পড়াশুনো করে, গল্পগুজবে সময় কাটায়। রাত্রে খাবার আগে জন-তিরিশেক ক'রে ভাগ হয়ে গাছের নিচেয় সব জড়ো হয়; ঘাসের ওপর যেমন-তেমন ভাবে গা এলিয়ে তখন রাজনৈতিক আলোচনা চলে— যৌথ খামার ব্যবস্থার মূল নীতি, কিংবা পাঁচসালা পরিকল্পনা তার আলোচ্য বিষয়। এখন বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা

চলছে। জাপান মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করেছে; তারা দ্রুত এগিয়ে আসছে সোবিয়েৎ সীমান্তের দিকে।

প্রথম সন্ধ্যায় রাজনীতিক কমিসার বললেন: "এই রাজনীতিক পাঠগুলি সামরিক শিক্ষার মতোই সমান গুরুত্বসম্পন্ন। সৈনিকদের কুচকাওয়াজ, গুলীচালনা, রণ-সমাবেশ শেখানো—এগুলি বেশ কায়েমী পদ্ধতি। কিন্তু ফৌজটিকে দেশের সমগ্র জীবনেরই সচেতন অংশ করে তোলাটা আরও জটিল কাজ। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হওয়া চাই আমাদের রাজনীতিক শিক্ষা।"

এই নীতি অনুসারে অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে স্তেপানকে কয়েকবার খারকোভে নিয়ে যাওয়া হল; সেখানে সে ইঞ্জিন তৈরির কারখানা আর বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের একটি প্রকাণ্ড কারখানা পরিদর্শন করল; চোদ্দ-তলা নতুন সরকারী বাড়িগুলির আশ্চর্য পরিসর দেখে সে মুগ্ধ হয়: "উক্রাইনে সেই প্রথম গগনচুম্বী প্রাসাদগুলি।" শহর থেকে পনর শ' কিশোর-কিশোরী এক মাসের ছুটিতে এসে কাছেই উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবু ফেলেছে, সেই তরুণ পাইওনীয়ারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা হল; ফৌজের সঙ্গে যাতায়াতের মধ্যে তারা ডাক্তার আর খেলাধূলায় পরিচালকের সাহায্য সংগ্রহ করে নিল।

সৈনিকদের এই গ্রীষ্মকালীন শিবিরটির 'পৃষ্ঠপোষক' হয়ে খারকোভের পৌর প্রতিষ্ঠান ফৌজ আর শহরের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক আরও বাড়িয়ে তুলল। পাহাড়ের পাদদেশের জলধারার গতিপথ পরিবর্তন করে সাঁতার কাটার পুকুর, ধারাস্নানের ব্যবস্থা আর একটি সুদৃশ্য ঝরণা তৈরি করে এবং রেজিমেণ্টগুলির মাঝে মাঝে পপলার গাছের সারি লাগিয়ে সীমানা বসিয়ে শহরের সেরা স্থপতিবিদ্যাবিদ্ আর ইঞ্জিনিয়ারেরা নদী আর পাহাড়ের সুবিধাজনক অবস্থান কাজে লাগিয়ে নিল। বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলিও একেকটি রেজিমেণ্টের 'পৃষ্ঠপোষক' হয়ে তাদের আমোদ-প্রমোদের সুযোগ-সুবিধা করে দিল।

নানা রকমের ছোট-বড় বহু ক্লাব স্তেপানের বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠল। তার মধ্যে তিন কোপেকে এক গ্লাস চায়ের জন্য ছোট্ট দোকান থেকে শুরু করে বহু হাজার দর্শকের আসনওয়ালা বড় বড় সিনেমা-বাড়ি পর্যন্ত।

ফৌজের সৈনিকেরাই অবসর সময়ে এসব তৈরি করেছে ; মালমশলা সব সরবরাহ করেছে তাদের অসামরিক পৃষ্ঠপোষকেরা। এগুলিকে কত বেশি সক্রিয় আর কত সুন্দর করে তোলা যায় তার জন্যে রেজিমেণ্টে-রেজিমেণ্টে প্রতিযোগিতা চলে : দাবা-খেলা, পড়া, রোদ-পোহানো, কিংবা বেড়াবার জন্য মনোমুগ্ধকর অঢেল জায়গা সেখানে আছে। শিবিরের সর্বত্র সৈনিকেরা বিকেলে এমনি রকমারি ক্লাব গড়ার ব্যাপারে কাজ করে—সুদৃশ্য পর্দা টাঙায়, পোস্টার আঁকে, নদী থেকে জল এনে ফুলের বাগান সিঁচে দেয়। ছোট পরিসরে এই নির্মাণের কাজে স্তেপানের মন খুশি ; কন্‌ক্রিট সম্পর্কে তার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার জন্যও চারদিক থেকে ডাক পড়ে।

শেষ সপ্তাহে একটি জরুরী ব্যাপারে মিউনিসিপালিটি ফৌজের সাহায্য চাইল। 'পাঁচসালা পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কার্যক্রমের বাইরেও' খারকোভে একটি ট্রাক্টর কারখানা তৈরি হচ্ছে। সরকারী অনুমান ছাড়িয়ে যৌথ খামারের প্রসার এত বেশি হয়েছে যে, ট্রাক্টরের চাহিদা পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাড়িয়ে অনেক বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ বস্তাটি পর্যন্ত সীমেণ্ট, প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি এবং প্রত্যেকটি পেরেক আর কাচের শার্সি পর্যন্ত যখন অগ্রিম পাঁচ বছরের মতো বরাদ্দ হয়ে গেছে ঠিক তখনই সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি কৃষি-অঞ্চলের রাজধানী খারকোভে প্রকাণ্ড একটি নতুন কারখানা গড়বার বিশাল দায়িত্ব হাতে নেওয়া হয়েছে।

যেসব কারখানা থেকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে সেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি ক'রে পরিকল্পনার অতিরিক্ত উৎপাদন করিয়ে খারকোভ সাজসরঞ্জাম কিনতে পেরেছে। নির্মাণ কাজে শ্রমিক ঘাটতি আছে ; কল-কারখানা আর আপিসের শ্রমিক-কর্মচারীরা ছুটির দিনও কাজ করে সে অভাব মিটিয়ে নিয়েছে। প্রতিদিন ট্রেনভর্তি হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আসছে ট্রাক্টর কারখানায়। কাজ চলেছে সেই 'নিরবচ্ছিন্ন সপ্তাহে'র নিয়মে। ময়লা সাফ করা কিংবা কাঠ-বওয়ার কাজেও তারা যায় ব্যাণ্ড বাজিয়ে, পতাকা উড়িয়ে। নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কাজ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু, জল সরবরাহের পাইপ বসাবার জন্যে দরকার প্রায় সাড়ে চার মাইল লম্বা আর সওয়া তিন ইঞ্চি গভীর নালা কাটা,

এ কোন অসামরিক লোকজনের কাজ নয়। তাই পৌর কর্তৃপক্ষ সাহায্য চাইলেন লালফৌজের কাছে।

এই সুযোগে রাজনীতিক শিক্ষক বললেন: "খারকোভ এই শিবিরের জন্যে অনেক কিছু করেছে। এবার আমাদের পালা এসেছে। খারকোভকে এবার সাহায্য করা চাই। আপনারা অনেকে যে সব খামার থেকে এসেছেন সেগুলোর জন্যই এই কাজ; যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যাপারেও আমরা সাহায্য করব।"

পরদিন সকালে সাত হাজার সৈনিকের সঙ্গে স্তেপানও ট্রাক্টর কারখানার জায়গায় কুচকাওয়াজ করে গেল; নালা কাটা হাতিয়ার সবার সঙ্গে। প্রায় সাড়ে চার মাইল লম্বা সেই রেখা বরাবর প্রত্যেকে সওয়া তিন ইঞ্চি পরিমাণ বরাদ্দ নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে গেল। ঐ রেখা বরাবর সওয়া তিন ইঞ্চি লম্বা, সওয়া তিন ইঞ্চি চওড়া, সওয়া তিন ইঞ্চি গভীর একটা গর্ত তৈরি করবে। বিউগ্‌ল বেজে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হল এবং সাড়ে চার মাইল লম্বা সেই নালা দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। সেদিন বিকেলে যাদের কাজ পড়েনি তাদের নিয়ে স্তেপান এবং অন্যান্যেরা উৎসব-অনুষ্ঠানে কাটালো।

শিবিরে এই কয়েকটি সপ্তাহে স্তেপানের সামনে নতুন দিক খুলে গেল। একটিমাত্র নির্মাণ কাজের ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত না থেকে এবার সে আরও শত শত নির্মাণ কাজের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে বাঁধটিকে দেখতে শিখেছে। তার কতকগুলি সে নিজে গিয়েও দেখেছে। দৃষ্টি এবার সম্প্রসারিত হয় নিজেদের দেশের সীমানা পেরিয়ে। মস্কো থেকে একজন বক্তা এসেছিলেন; পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা শুনে স্তেপান এখন চীনের চোদ্দ শ' বছরের সভ্যতাকে নতুন করে শ্রদ্ধা করতে শেখে; লীগ অব নেশন্‌স মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেনি, তাই এই সংস্থাটি সম্পর্কে তার হতাশা ও বিশ্বাসহীনতা তীব্রতর এবং সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

দেহে-মনে আরও সুস্থ উন্নত হয়ে স্তেপান বাঁধে ফেরে। আনিয়ার সঙ্গে ঝগড়াটাকেও এবার নিতান্ত তুচ্ছ মনে হয়। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে সে আনিয়ার সঙ্গে আর ঝগড়াবিবাদ করবে না। মনটা আনিয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে; পুরানো কথা সে ভুলে যাবে। আনিয়ার জন্য মন কেমন করে: এত

বেশি যে, নিজের মনেও স্বীকার করতে পারে না যেন। দেখা করতে ইচ্ছে করে; ফসল তোলার আগে যাবে না বলেছে নিজেই, তবু ভাবে আগামী শনিবারই কিচ্‌কাস যাবে।

বাঁধে ফিরে স্তেপান পড়ল যেন কাজের ঘূর্ণীঝড়ের ভিতর। পেত্রফ তুলে ধরে কাজের লড়াইয়ের আহ্বান: "ফৌজে তো বেশ মজায় কাটিয়ে এলে। এখানে আমরা পিছিয়ে রয়েছি কন্‌ক্রিট্‌ ঢালায় দু'মাস, আর চড়া মাত্রায় বিজলী সরবরাহের সুইচ্‌-স্টেশন গড়ার কাজে তিন মাস। লোকের অভাবে লক্‌গেট্‌গুলোতে সব কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাওয়ার-হাউসের ছাদের কাজ পর্যন্ত চলেছে ঢিমে-তেতালায়, অথচ তা শেষ হবার আগে জেনারেটর বসাবার উপায় নেই। শুনলাম খারকোভে তোমরা একটা নালা খুঁড়ে দিয়ে এসেছ। আমাদের যা হাল এখানে অমন গোটা দুই শিবির হলেও লাগিয়ে নেওয়া যেত।"

কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে' স্তেপান মারিনের অভাবটা তীব্রভাবে বোধ করে। সবার বেশি অন্তরঙ্গ সাথী তার শ্রেষ্ঠ সহকারীই আজ নেই, তাই আপাতত স্তেপানের বিশ্রামের দিনও ছাড়তে হয়। ডেপুটি হিসেবে মুলতুবী কাজ সারতেই কেটে যায় সন্ধ্যাগুলি। শেষপর্যন্ত খামারে যাবার ফুরসত যখন হল তখন সেই ফসলতোলার সময়ই এসে গেছে।

সেখানে এক নতুন জয়ের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে আনিয়া আর তার ব্রিগেড। তার তোলা বীট নিরপেক্ষ বিচারক দিয়ে ওজন করে দেখা গেছে একর প্রতি গড়পড়তা একুশ টনের কিছু বেশি। স্তালিন আর কংগ্রেসের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে আনিয়া। শুধু তাই নয়; দেশের সর্বত্র সে যে প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিয়েছিল তা তার নিজের ফসলের চেয়েও অনেক বড় কথা। শত শত বড় বড় খামারই এমনি বিশ-টনের গৌরব অর্জন করেছে; সামনে এবার লক্ষ্য তিরিশ টন। চিনি-বীটের চাষে সারা-দেশের রেওয়াজ বদলাবার ব্যাপারে আনিয়ার সেই ভূমিকা।

আনিয়াকে আর তার ব্রিগেডটিকে ঘিরে খবরের কাগজের রিপোর্টার আর বিভিন্ন খামারের প্রতিনিধিদলের ভিড় লেগে যায়। দেশের প্রত্যেকটি পত্রিকায় আনিয়ার কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ধারাবাহিক বিবরণী

প্রকাশিত হল। তার ব্রিগেডের মেয়েরা ক্ষেতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত নিড়িয়েছে ন'বার; তার বিবরণী প্রকাশিত হল—সে যেন একটি যুদ্ধজয়ের কাহিনী। রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে আট-আট বার পতঙ্গর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাহিনী প্রকাশিত হল। দেশের মানুষ সেই বিকট দুর্গন্ধময় ধোঁয়া আর সেই তেল চটচটে বাহু কী-চোখে দেখছে তা স্তেপানও এবার দেখে।

আনন্দে সাগ্রহে আনিয়া আবার স্বামীকে বরণ করে নিল। দু'মাসের বিচ্ছেদে স্তেপানের অনুরাগ আরও প্রবল হয়ে উঠেছে; নতুন কৃতিত্ব অর্জন করে আনিয়াও আরও হয়ে উঠেছে লোভনীয়, আরও আকাঙ্ক্ষণীয়। নতুন-পাওয়া এক অপূর্ব দক্ষতা-বলে আনিয়া স্তেপানকে নিজের সাফল্যের অংশীদার করে তুলতে চায়। তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিতর প্রায়-নিরুত্তাপ যে শান্ত-সমাহিত ভাবটি দেখা দিয়েছে তা-যে কত বিনিদ্র রাত্রির নিঃসঙ্গতার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম আর সে সংগ্রামে জয়লাভের ফল আনিয়াকে স্তেপান আরেকটু চিনতে পারলেই বুঝতে পারত! স্তেপান শুধু লক্ষ্য করছে যে, আনিয়া আরও বেশি কাম্য হয়ে উঠেছে। বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে যেন আবার সেই কুমারী দেখা দিয়েছে, তাকে নতুন করে পাবার আনন্দে স্তেপান মেতে ওঠে।

আনিয়া বলে: "ফসলের যে ভাগ পেয়েছি তা প্রচুর। দাদুকে দেখাশুনার জন্যে সারাক্ষণের একজন পরিচারিকাও রাখতে পারি। কংগ্রেসের অধিবেশনে দু' সপ্তাহের জন্য মস্কো যাচ্ছি, কিন্তু থাকতে হবে না, কারণ আমি কোন স্থায়ী কমিটির সদস্যা নই। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে জাপোরোঝে'তে থাকবো। আরও পড়াশুনা করবার জন্যে আমাকে একটি বৃত্তি দিতে চাইছে, কিন্তু তা একটু দেরি হলেও চলবে।"

"সারা-দেশের প্রতিনিধিরা তোমাকে কত ভালবাসবে; আর আমি এখানে থাকব বঞ্চিত নিঃসঙ্গ।" স্তেপান এমনি কথা তোলে, কিন্তু তার চোখ দেখেই আনিয়া সেখানে গর্ববোধের ভাষাটি পড়ে নেয়।

দু' সপ্তাহ পরে। জাপোরোঝেতে ছোট্ট ফ্লাটের বারান্দাটি দিয়ে আনিয়াকে তুলে নিয়ে স্তেপান মস্কো থেকে আনা তার হাত-ব্যাগ আর ব্রীফ্-কেস্‌টা

নিতান্ত অবহেলায় নামিয়ে তার গায়ের কোট আর মাথার টুপি খুলে নেয়, তারপর তার সোনালী চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দেয়।

"এতকাল পরে এবার তুমি শুধু আমারই, আনিচ্‌কা। এবার আমাদের মধুযামিনী যাপন শুরু। আর আমি তোমায় যেতে দেবো না।"

আনিয়ার মন তখনও মস্কোর নভেম্বরের দিনগুলি দিয়ে ভরা রয়েছে; বলতে চায় সব কথা। ক্রেমলিনের দেয়ালের সামনে মঞ্চ থেকে সে রেড স্কোয়ারে দশ লক্ষ শ্রমিকের অভিযান দেখে এসেছে। নগরীর দশটি এলাকা থেকে দশটি বাহিনী ষাট-ষাট জনের সারি বেঁধে চলমান বিশাল প্রাচীরের মতো এগিয়ে এসেছিল। রেড স্কোয়ারের উপর দিয়ে তারা এগিয়ে গেল মহাসমুদ্রের উচ্ছ্বাসের মতো—লাল পতাকার আন্দোলনে ফুলে ফুলে ওঠে তার ঢেউ। তার ভিতর থেকে উঠল হাজার কারখানার হাজার ব্যাণ্ডের ঘোষণা।...

স্বদেশের সরকারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে সেদিন আনিয়া বুঝেছে, তার গ্রীষ্মের কাজও ঐ বিরাট বাহিনীগুলির বিপুল অগ্রগতির অঙ্গ। সে কথা কখনও ভুলবার নয়। কিন্তু স্তেপান তখন ফ্লাট দেখাতে চলেছে; দেখতে চাইছে আনিয়াও। কাহিনী স্থগিত রেখে সে নতুন আবাসটি ঘুরে-ফিরে দেখে।

গর্বভরে স্তেপান আনিয়াকে ছোট্ট হলঘরটি থেকে ঝকমকে একটি প্রকাণ্ড কামরায় নিয়ে যায়; চকচকে কাঠের মেঝে, ঘী-রঙের দেয়াল। মাঝখানে খাবার টেবিলের পাশ কাটিয়ে তিন-পাল্লা জানালার সামনে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে। 'প্লাভনি'র লম্বা গাছের ঢাকা ঢালুটা দক্ষিণে নেমে গিয়ে দূরে নদীর বাঁকে হারিয়ে গেছে। জানালার কাছে স্তেপানের কাজের দেরাজ। এখান থেকে একটা দরজা দিয়ে গিয়ে এর চেয়ে ছোট একটি কামরা, সমানই চকচকে ঝকঝকে; সেখানে সাদা এনামেল-করা খাটের পাশে ওক্ কাঠের একটা আলমারী। খাটখানায় স্প্রিং নেই, কিন্তু পুরু তোষক দিয়ে তার কাঠ বেশ আরামদায়কভাবেই ঢাকা। শোবার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে পশ্চিমে সূর্যাস্তের ছবি ফুটে ওঠে, আর সোজা সামনে দেখা যায় নির্মাণ-কেন্দ্র, স্তেপান যেখানে দিনের পর দিন কাটিয়েছে।

হলঘরের ওপাশে রান্নাঘরটাকে প্রথমে আনিয়ার খুব ছোটই মনে হয়েছিল; বাড়িতে বড় কামরায় প্রকাণ্ড ইটের উনুনে রাঁধতেই সে অভ্যস্ত। ঝকমকে কালো গ্যাস-চুল্লীটাকে জ্বালাবার কায়দাটা স্তেপান দেখিয়ে দেয়; এমনটি আনিয়া আগে কখনও দেখেনি। সেই গ্যাস-চুল্লী আর কলে জল দেখে বিস্ময় আর উত্তেজনায় আনিয়ার গলায় স্বর ফুটে ওঠে। দাদুর বাড়িতে ধোয়া-মাজারও জল আনতে হত নদী থেকে, আর প্রায় সিকি মাইল দূরে কুয়ো থেকে আনতে হত খাবার জল। এখানে এত সব আশ্চর্য ব্যবস্থা। আর সে কী স্নানের ঘর; সাদা একটি টবে জল সহজেই এসে পড়ে—যত চাই, আর তাও আবার অতি সহজেই গ্যাসে-তাতানো উত্তাপক দিয়ে গরম করে নেওয়া যায়।

স্তেপান বড়াই করে বলে: "সমস্ত স্থায়ী শ্রমিকের জন্যই এমনি সব আধুনিক ফ্ল্যাট তৈরী হচ্ছে—অনেকে এই রকমের ফ্ল্যাট-বাড়িতে, অনেকে আবার শুধু দুটি-একটি পরিবারের জন্যে ছোট ছোট আলাদা বাড়িতে থাকছে।"

আনিয়া নাক কুঁচকে বলে: "শহরে থাকতে হলে এমন আলাদা ছোট বাড়ি আমি চাই না। প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট বাড়িগুলি নতুন ধরণেরও বটে, তাতে মজাও বেশি। যেন মস্কোর হোটেল!" স্তেপানকে জড়িয়ে আদর করে প্রায় নাচতে নাচতে আনিয়া তার সঙ্গে আবার এ-ঘর ও-ঘর করে। অনেক ঘোরানো-প্যাঁচানো তারের হলুদ রঙের র‍্যাডিয়েটরটা দেখে আনিয়া ছুটে গিয়ে হাত বুলিয়ে বলে ওঠে: "তাপের ব্যবস্থাও দেখছি—এ-যে দেখছি একেবারে রীতিমতো হোটেল!"

কয়েক সপ্তাহ এই ফ্ল্যাটটা আনিয়ার মহা-খুশির ব্যাপার হয়ে রইল—এ যেন নতুন ধরনের সুন্দর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সমেত একটি প্রকাণ্ড খেলনা। স্তেপান যখন কাজে যায় তখন আনিয়ার সময় কাটে ফ্ল্যাট সাজিয়েগুছিয়ে তুলবার সাজসজ্জার সন্ধানে। শহরের নতুন বসতি অঞ্চলটার নাম হয়েছে 'সমাজতান্ত্রিক নগরী'—সেখানে হরেক রকম সওদার দোকানে পছন্দসই জিনিস বেছে নেবার মতো পয়সাও এখন আছে। স্তেপানের মজুরির সঙ্গে ফসল থেকে নিজের আয় মিশিয়ে যা দাঁড়ায় ততখানি সে কখনও স্বপ্নেও আশা করেনি। তবে, আসবাব আর সুতী কাপড়চোপড় তেমন পাওয়া যায় না; বাজারে আসতে-আসতেই

ফুরিয়ে যায়, কারণ আয় বেড়ে গেছে প্রত্যেকেরই। পছন্দসই জিনিসগুলি পেতে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রচুর সময় চলে যায়। আনিয়ার ভাগ্য ভাল, একদিন সকালে ড্রয়ার-লাগানো আর লেখার বিশেষ ব্যবস্থাযুক্ত টেবিলের একটা চালান এসে পৌঁছবার মুখেই সে আসবাবের দোকানে গিয়ে পড়েছে। সারিতে প্রথমেই আনিয়া, সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেলল একটি। খাবারঘরে টেবিলখানা বসিয়ে ভাবে এবার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা চলে বটে।

দু'দিনের জন্য এসে স্টেশা বলে: "কী চমৎকার ফ্ল্যাট! আমাদের নতুন 'খামার-নগরী'তেও এমনি কিছু করতে হবে।" ফ্ল্যাটটা আর নতুন আসবাব নিয়ে আনিয়ার আগ্রহটা একটু ঝিমিয়ে এসেছিল; প্রশংসা শুনে তা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

স্টেশা চলে যাবার পরে কিন্তু ফ্ল্যাটটাকে আগের চেয়ে আরও খালি খালি লাগে। বহু রকমের অনেক মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতেই আনিয়া অভ্যস্ত; তার ঘরবাড়ি আর সময়ের আনাচকানাচগুলিও এমনি করে সুন্দর সহজ ভাবে ভরা থাকত। উজ্জ্বল এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটি মধুযামিনী কিংবা ছুটি কাটানোর জন্যে চমৎকার হলেও এখানে যেন জীবনের বাস্তবতা নেই। স্তেপানের সঙ্গে শুধু সন্ধ্যা কাটাবার এই সুন্দর ব্যবস্থাটির মধ্যে দীর্ঘ সারাদিনটিকে ভরিয়ে তুলবার কিছুই নেই।

পড়ার সময় পাওয়া যায় বটে। মাঝে মাঝে হঠাৎ জরুরী কাজে স্তেপান আটক না পড়লে সপ্তাহে তিন দিন সন্ধ্যায় ওরা কারিগরি শিক্ষায়তনে যায়; স্তেপান সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখছে। ইতিহাস আর বিজ্ঞানের পাঠগুলি আনিয়ার খুবই ভাল লাগে, কিন্তু, চিনি-বীট এখনও তার বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্র, এবং সে সম্পর্কে পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। গ্রীষ্মের দীর্ঘ কঠিন খাটুনির পর বিশ্রামটুকু ভালই লাগছে, তাই এই অভাবটা প্রথমে তেমন বড় হয়ে দেখা দেয়নি।

সপ্তাহে একবার দাদুর বাড়ি গিয়ে আনিয়া রাত্তিরটা থাকে; যাবার দিনটা আর পরের দিন সকালটা নির্বাচকমণ্ডলীর নানা প্রশ্ন নিয়ে কাটে। তখন পুরানো বন্ধুবান্ধবেরা আসে; খামার আর গ্রামের জীবন-ধারাটি তখন এই কুটিরের

ভেতর দিয়েও বয়ে যায়। মরোজফ, স্টেশা এবং অন্যান্যের সঙ্গে কাজের পরিকল্পনা নিয়ে বসে সহসা সচকিত হয়ে আনিয়া দেখে, এইসব কর্মকাণ্ডের একটি জীবন্ত অঙ্গ ছিল সে নিজে, তা আজ তাকে ছাড়াই এগিয়ে চলেছে দ্রুত। আনিয়া এবার চমকে দেখে শহরে সারা সপ্তাহটি তার কেটেছে খামারের সেই দিনগুলিরই জন্য কাল গুণে। তার এই অফুরন্ত সময়ের ভিতর থেকে যেন প্রয়োজনীয় কাজের তালিকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্তেপানের প্রতি ভালবাসা, জাপোরোঝের বিচিত্র জীবনের ভিতর নিত্য নতুন আবিষ্কার, কিছুই সেই শূন্য স্থানটিকে ভরিয়ে তুলতে পারে না। ওর গ্রাম্য জীবনের প্রতি স্তেপানের কোন আগ্রহ নেই। আনিয়া দেখে সে যেন দুটো মানুষ হয়ে উঠেছে—তার একটির সঙ্গে অপরটির বনে না।

স্তেপানের কর্মব্যস্ততা হঠাৎ বেড়ে যায়। শীত এসে গেছে, কিন্তু কন্‌ক্রিটের কাজ কর্মসূচীর চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রায় সব ইঞ্জিনিয়াররাই বলছে, বরফ জমে উঠলে কন্‌ক্রিট ঢালার কাজ চলে না। স্তেপান এবং অন্যান্য তরুণেরা বলে, না, তা করা যেতে পারে। পার্টি তাদের সমর্থন করে; নতুন স্লোগান ওঠে: "বসন্তের জলোচ্ছ্বাসের আগেই চিরুনি-দরজা বন্ধ করা চাই।" শীতে কনক্রিট ফেলার কাজে নতুন নতুন বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়, এবং তার সমাধান করবার দায়িত্ব স্তেপান নিজের ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা হিসেবেই গ্রহণ করে।

আজকাল বিকেলে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা ঘুরে যায়। এত ক্লান্ত যে, কথা বলারও শক্তি থাকে না। আগে-তো খামারের কথায় ঔদাসীন্য দেখাত, এখন বাঁধের কথাও তোলে না। বাড়ি ফিরে চায় শুধু খাবার আর ঘুম। সারাদিনের শূন্যতা নিয়ে প্রতীক্ষার পর আনিয়া একটু স্নেহ আর আদরের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। ওদিকে, স্তেপানের কাছে আনিয়া হয়ে ওঠে তার ফ্ল্যাটের দেখাশুনা করবার লোক—তার কাজ হল যখনই এসে হাজির হবে অমনি খাবারটি দেওয়া। আনিয়া মাঝে মাঝে কিচ্‌কাস যায়, তা স্তেপানের বিরক্তির ব্যাপার হয়ে ওঠে। তার বাড়ি ফিরবার সময়ের কোন স্থিরতা নেই, তবু স্তেপান চায় সে যখনই ফিরুক না-কেন, আনিয়া যেন তখন বাড়ি থাকে।

স্তেপান বলে : "কাজের চাপ পড়েছে বেজায় ; বাড়িতে সব ঠিকঠাক থাকা চাই।" কিন্তু তার সেই গুরুতর কাজের সঙ্গে আনিয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

আনিয়া এবার নিজের মনেও বোঝে, স্বীকার করে, সে নিতান্তই নিঃসঙ্গ, শুধু স্তেপানের ভালবাসায় জীবন ভরে না। স্তেপান যদি তার সঙ্গে আরও বেশি সময় দিতেও পারে, যদি স্নেহময় আর সহানুভূতিশীল হয়েও ওঠে, তবু আনিয়া এবার বোঝে নিজের কাজ চাই-ই চাই।

ফেব্রুআরি মাসে আনিয়ার মনে হয় সে সন্তানসম্ভবা ; মার্চের শুরুতেই সেটা নিশ্চিত বোঝা গেল ; আগে দেরি করেছিল—নিশ্চিত না হয়ে স্তেপানকে বলবে না ; একটু সমঝওতা আর স্নেহ-আদরের আবহাওয়া আসবার জন্য আরও দেরি করে। সন্তান আসবে—সেই সম্ভাবনাটিকে কেন্দ্র করে আনিয়ার অস্থিরতা বেড়ে ওঠে। আনিয়া নিজের সঙ্গেই তর্ক তোলে, ভাবে—নিজের বর্তমান দৈহিক অবস্থাটিরই ফলে সে বুঝি সব কিছু একটু বেশি হতাশ দৃষ্টিতে দেখছে। কিন্তু সে তর্ক টেকে না—এবার সে এই প্রথম ভাবে, স্তেপানের সঙ্গে সম্পর্কটায় বুঝি বিবাহের স্থায়িত্ব নেই। সম্পর্ক যদি এমনিভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়, শিশুটির কি হবে ভেবে আনিয়া উদ্বিগ্ন হয়।

সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামে যায় ; দেখে জল বাড়ছে। আনিয়াদের বাড়ি ডুবে যেতে আর বড় বেশি দেরি নেই। ওখানেই থাকবার ছেলেমানুষী জিদটা দাদুর আরও বেড়ে গেছে। দাদুর মোহের পরিবর্তনটা দেখে আনিয়া আরও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। নদী কোনকালে তাঁর বাড়ি অবধি ওঠেনি, তাই এবারও উঠবে না, এই বিশ্বাস নিতান্ত অযৌক্তিক হলেও দাদুর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু নদীর জল এবার বাড়ছে, সমানে নদী এবার সত্যিই এগিয়ে আসছে, জল এবার উঠোনে এসে গেছে, এবং এখন তিনি ভাবছেন যে, তাঁর এখানে থাকবার ফলেই তিনি শুধু অস্বীকার করেই নদীটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন। নদী সম্পর্কে তাঁর উপেক্ষাটাকে আর সুস্থ মস্তিষ্কের মোহ বলা চলে না। যে মেয়েটি তাঁকে দেখাশুনা করে সে দাদুর আচরণে অনুযোগ করে বলেছে, সবাই চলে গেছে, একটা কথা বলবার লোক পর্যন্ত নেই, তার ওপর এখন হঠাৎ কিছু ঘটলে একটু সাহায্য পাবার উপায়ও কিছু নেই।

আনিয়া স্তেপানকে বলে : "দাদুকে সরাতেই হবে, ততদিন আমি থাকব তাঁর সঙ্গে।" স্তেপান অত্যন্ত বিরক্তিভরে কথাটা শুনলো, অধিকন্তু, আনিয়ার যাবার ব্যাপারটাকে দেখলো শুধু নিজের সুবিধা-অসুবিধার দিক থেকেই, তাই সে আবহাওয়ায় আনিয়া যাবার আগে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাটার কথা বলে যেতে পারল না।

খামারে তখন চাষের মরশুম এসে পড়েছে। স্টেশার কাছে আনিয়া শুনলো, মরোজফ কাউন্টির কাজে চলে যাচ্ছে, ঈভান আবার 'রাঙা প্রভাতে'র সভাপতি হবে। "খামার যখন বেড়ে উঠল তখন মনে হয়েছিল ঈভানের বুঝি অতখানি যোগ্যতা নেই, কিন্তু সেও উন্নতি করেছে, এবং ভাল ম্যানেজার সে ছিল বরাবরই। খামারে শুধু সামাজিক সম্পর্কটা ইলিয়াই গড়ে তুলেছে, আর কাউন্টির সঙ্গে যোগাযোগটাই এবার তৈরি হয়ে গেছে। তবে আমরা থাকবো এখানেই, কারণ আমি হাসপাতালে কাজ করছি। কিন্তু অন্যান্য খামারে ইলিয়াকে প্রয়োজন অনেক বেশি।"

শীতের ছুটি থেকে ফিরে আনিয়া যেন আপনা থেকেই চিনি-বীট বিভাগের কর্ত্রী হিসেবে গৃহীত হয়ে যায়। কিন্তু সন্তান আসছে, তাই আনিয়া স্টেশাকে বলে, এবার গ্রীষ্মে এত ভারী কাজের দায়িত্ব নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

স্টেশা আশ্বাস দেয় : "সেটা তোমার অভিজ্ঞতা দিয়ে পুষিয়ে নিতে পারবে। 'ভেরা ভরোনিনা গবেষণা কুটিরে' তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। চারদিক থেকে সব খামারের লোক আমাদের কাছে পরামর্শ চাইতে আসে।"

তাকে সবার প্রয়োজন শুনে আনিয়া চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এবার সাহস করে বলে : "ক্ষেতের একটা অংশে এবার সার দেবার একটা নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা করতে চাই। কথাটা মনে এসেছিল গত নভেম্বরে যখন মস্কো ছিলাম ; তখন থেকে ব্যাপারটা নিয়ে কিছু পড়াশুনাও করেছি। বসন্তকালে একবারে ক্ষেতে শুকনো সার ফেলে দেওয়া হয় ; তা না করে সারের মণ্ড তৈরি করে সেটা দিতে চাই শিকড়ের কাছে কাছে, এবং তাও একবারে নয়, কয়েক বারে।"

স্টেশা সোৎসাহে বলে ওঠে: "দেখো-তো, আমি বলছি, এবার তুমি গবেষণাগারে বসেই বীটের কাজ চালাতে পারবে।" আনিয়াও ভাবে, বন্ধুরা যা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিচ্ছে তা হয়তো-বা বাস্তব হয়েও উঠতে পারে।

আনিয়া গবেষণাগারে যাতায়াত শুরু করে; তাতে দাদু যেন আগের চেয়ে একটু খুশি হয়ে ওঠে, তা দেখে আনিয়ার ভাল লাগে। নিজের ওপর আনিয়ার বেশি নজর আর যত্ন-আত্তি দেখে দাদু ভাবেন আনিয়া বুঝি তাঁকে অসুস্থ মনে করছে। আনিয়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে সে কথাটা বুড়ো বয়সে ভুলো মনে একেক সময় মনেই থাকে না, কিন্তু দীর্ঘ কৃষক জীবনের অভ্যাস থেকে বৃদ্ধ আনিয়াকে নিয়মিত কাজের মধ্যে দেখে স্বাভাবিক অবস্থাটা আবার ফিরে পান।

আনিয়া ভাবে: "জীবনের মূলটা কি তাহলে প্রেম নয়, কাজ? জীবনের সঙ্গে কাজের সূত্রটিই কি বেশি গভীরে সম্প্রসারিত, অধিকতর স্থায়ী?" প্রবল আবেগমিশ্রিত প্রত্যয়ে এই সিদ্ধান্ত নাকচ করে সে নিজের মনে ঘোষণা করে যে, কাজ আর প্রেম এই দুইয়ে মিলে তবে জীবনের সঙ্গে সেই মূল সূত্রটি গড়ে ওঠে।

কথাটা নিয়ে স্টেশার সঙ্গে আলোচনা করে: "কৃষকেরা যখন পরামর্শ চাইতে আসে তখন মনে হয় আবার যেন বেঁচে উঠলাম। আবার, স্তেপানের জন্যে কামনাও আমার প্রবল। কিন্তু নিছক তার ঘরের কর্ত্রী হয়েও আমি থাকতে চাই না; তাতে আমার নিজের উন্নতিও রুদ্ধ হয়ে যায়, বিয়ের সম্পর্কটাও ক্ষুণ্ণ হয়। কী করি বলো-তো? স্তেপানকে ছাড়তে পারব না, কিন্তু কাজও আমার চাই-ই চাই।"

স্টেশা মন্তব্য করে: "সন্তান এলে আবার কিছু কাজ পড়বে বটে।"

আনিয়ার সুরটা নরম হয়ে আসে: "সে আমার খুশির কথা. কিন্তু তাতেই সব মিটে যাচ্ছে না। আমি কিছু শিশুবিশেষজ্ঞ নই। শিশুটির সারাদিন থাকা চাই কোন আলো-বাতাসযুক্ত শিশু-রক্ষণাগারে অন্যান্য শিশুর সঙ্গে, বয়স্ক এই আনাড়ি মানুষটির সঙ্গে সারাক্ষণ ঐ ছোট্ট ফ্ল্যাটে তার থাকলে চলবে না। অস্থির মা সারাক্ষণ তার বাচ্চা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকছে, এর চেয়ে বিশ্রী অবস্থা শিশুর পক্ষে আর কী হতে পারে, বলো।"

স্টেশা একটু হেসে বলে : "কিছু তো ছাড়তেই হবে। প্রত্যেককেই তা ছাড়তে হবে।"

আনিয়া কথাটা ভেবে দেখে : "তাহলে ছাড়তে হবে দুই দিক থেকেই কিছু কিছু, যেমন কাজ থেকে, তেমনি বিয়ের সম্পর্কে গড়া সংসার থেকেও। দুইই ষোল আনা বজায় রাখতে গেলে কোনটির মধ্যেই ঠিক যা চাই তা পাবো না।··· দুইয়ের মধ্যে সামলে সমানে তাল রেখে চলতে হবে ; এমনি অসংখ্য আপসের পর আপস মিলিয়েই জীবন।"

স্টেশা স্বীকার করে : "তাই ঠিক। কিন্তু কাজ যেমন সংসারটিকে সমৃদ্ধ করে তুলবে, তেমনি সংসারের জীবনও কাজে সমৃদ্ধি যোগাবে।"

স্তালিনের সঙ্গে যে-কথা হয়েছিল তা এবার আনিয়ার মনে পড়ে। নারী যে শিকলে বাঁধা রয়েছে তা সে ভাঙবে! একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে : "যা ভেবেছিলাম তা নয় ; সময় লাগে। দেশ যখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, কাজের সময় কমবে, বাঁধের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক আরও ভাল হয়ে উঠবে তখন আরও সহজ হবে। কিন্তু আমার জীবনে তা সম্পন্ন হবার নয়।"

'রাঙা প্রভাত' খামারের ক্ষেতে নামার মিছিলে আনিয়াও গেল। ক্যাম্পের অগ্নিকুণ্ডগুলি নিবে আসছে—সে দিকে চেয়ে আনিয়ার মনে শান্তি ফিরে আসে, সাথীদের সঙ্গে ঘুমোতে যায়—আকাশের তারাদের মিটমিটে আলোয় বন্ধুত্বের আমেজ। এইখানেই তার জীবনের শিকড় ; এইখানে কাজ, এবং প্রেমের সূত্রপাতও হয়েছিল এইখানেই। স্তেপানের যখন প্রেম করবার সময় আসবে তখন সে পথ চিনে ঠিক এইখানেই আসবে।

স্তেপান যদি এইভাবে খুঁজে না পায় তাহলে তাকে নিজেকেই পথ চিনে যেতে হবে তার কাছে। সে যাওয়া নিছক সেই জাপোরোঝের ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছানো নয়—সে হল সেই কাম্য সংসার গড়বার পথ।

নদীপারকে আয়ত্তে আনবার লড়াই এবার শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। বসন্তের জলোচ্ছ্বাস দ্রুত ফুলে উঠছে; সংগ্রামের তীব্রতাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। "শেষ বালতি কন্‌ক্রিট ঢালবার সম্মান পাবার জন্য এগিয়ে চলো!" এই স্লোগানে প্রত্যেকটি ব্রিগেড মেতে উঠেছে; নিজেদেরই আগেকার রেকর্ড অতিক্রম করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সবাই। সামনে বিজয়—আর কয়েক সপ্তাহ, তারপর কয়েক দিনের ব্যাপার, এবার হিসেবের কথা হচ্ছে—আর ক'ঘণ্টা!

'নেপ্রোস্ত্রই শ্রমিক' পত্রিকায় ঘোষণা বেরুল: "আজ, আটাশে মার্চ অপরাহ্ণ পাঁচটা কুড়ি মিনিটের সময় নিম্নলিখিত শ্রমিকেরা শেষ ঘনমিটার কন্‌ক্রিট ফেলবেন; এঁদের প্রত্যেকেরই কিছু রেকর্ড রয়েছে।" প্রত্যেকটি কাজে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্রিগেডও রয়েছে সেই তালিকায়। কন্‌ক্রিট মেশানো কাজে যারা সেরা তারাই শেষবারে ফেলবার কন্‌ক্রিট মেশাবে, ইঞ্জিন চালনায় যে-দল জিতেছে তারাই বয়ে নিয়ে যাবে সেই কন্‌ক্রিট, এবং সেটা তুলে ধরবে বিজয়ী ক্রেন-চালকেরা। শেষ পর্যন্ত সেই কন্‌ক্রিট যথাস্থানে বসিয়ে দেবে সেরা কন্‌ক্রিট-ঢালা শ্রমিকেরা।

পুরস্কারপ্রাপ্ত ফোরম্যান স্তেপান শেষ রাত্রি আর দিনের কাজ তদারক করবার জন্য মধ্যরাত্রির আগেই বাঁধে এসেছে।

সবাই নির্দিষ্ট সময়ের আগে এসে গেছে দেখে খুশি স্তেপান সোল্লাসে ম্যাক্সিমকে অভিবাদন জানায়: "আমিও তোমাদের সঙ্গেই আসছি। তুমিই শুরু করবে, আর শেষ করবে পীটার। দু'জনই আমাদের সেই পুরানো প্রথম দলের!" ম্যাক্সিম—সেই চোর, 'যাকে দিয়ে কিছু হবার নয়', সে-ই আজ জয়ীদের একজন! নদীটাকে যারা জয় করেছে তারা নিজেরাই কেমন নতুন হয়ে গড়ে উঠেছে!

৩৪ আর ৩৫ নম্বরের থাম দু'টোর মধ্যবর্তী জল নিষ্কাশনের খাতটার কাছে ওরা চটপট এগিয়ে যায়। জলের তোড় খুবই তীব্র; ফর্মা তৈরি করছে ছুতোরেরা, তাদের হাঁটু ছাপিয়ে ঘূর্ণি খেয়ে ছুটেছে জল।

একজনকে ডেকে স্তেপান বলল: "ডাঙায় গিয়ে চড়া ভোল্টের পাম্প নিয়ে এসো!" পাম্প এলো, কিন্তু তাকে বসাতে একটু সময় লেগে গেল। ভোর চারটে নাগাদ জলের দাপট ভীষণ বেড়ে গেল—ছুতোরেরা আর দাঁড়াতে পারে না। সবাই এসে পাম্পের কাজে হাত লাগালো। পাঁচটায় পাম্প চালু হলে তবে সবাই একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। জল তখন কমে আসছে, এবার কাজ চলে নীরবে, কিন্তু দ্রুত; ফর্মাগুলো এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে গেল।

হঠাৎ পাম্প বন্ধ হয়ে গেল; ফর্মাগুলোয় জল ভরে ওঠে। কন্‌ক্রিটের শ্রমিকেরা অস্থির হয়ে উঠল; কাজে দেরি ঘটছে—পাম্পের লোকেদের ওপর ওরা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

স্তেপান হুকুম দেয়: "পিছিয়ে যাও সব! ওদের কাজ করতে দাও!" তারপর স্তেপান পাম্পের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে: "মাথা ঠিক করে কাজ চালাও। আগে তো করেছ; এবারও পারবে।" বিশ মিনিট পরে পাম্প আবার চালু হয়। এবার তিনগুণ উৎসাহে ফর্মাগুলো তৈরি করে ফেলল।

সকাল সাতটায় বিপুল উৎসাহের সঙ্গে কন্‌ক্রিট ফেলা শুরু হল; সমানে এক ঘণ্টা চলল কাজ। তারপর পীটারকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হল। ম্যাক্সিমের ব্রিগেড নির্দিষ্ট কাজ শেষ করেছে। স্তেপান পরের শিফ্‌টের জন্য থেকে যায়।

পীটারের ব্রিগেড এসেছে প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে। এক ঘণ্টা আগে এসে অস্থির হয়ে নিজেদের পালার জন্য অপেক্ষা করেছে। এখন জল ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা উপরে তারা অবিরাম কন্‌ক্রিট ফেলে চলেছে। ওরা প্রত্যেকেই জানে, মস্কো থেকে ভ্লাদিভস্তক পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাগজে তাদের নাম চিরকালের মতো বাঁধের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

আগে থেকে স্থির-করা অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগেই কন্‌ক্রিট-ঢালা শ্রমিকেরা শেষ বালতি নিয়ে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের প্রধানেরা, জাপোরোঝের কারখানাগুলি থেকে প্রতিনিধিদলগুলি এবং শ্রমিকদের

ব্যাণ্ডপার্টিগুলি এসে পৌছেনি, তাই একটু অপেক্ষা করতে হল। বাঁধ পরিচালনার কর্তাদের সঙ্গে দাঁড়াবার জন্য স্তেপানকে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু সে সম্মান সে গ্রহণ করেনি। চীফ ইঞ্জিনিয়ার এর তাৎপর্য বোঝে ; স্তেপান সম্পর্কে সে যেন একটু ঈর্ষান্বিতই হয়ে ওঠে। শেষ বালতি কন্‌ক্রিট ঢেলে সেটা নিজের হাতে পায়ে অনুভব করতে চায় স্তেপান।

নদীর দু'পার থেকে, মাথার উপরে থামগুলি থেকে ব্যাণ্ডের বাজনা বাজে, আনন্দকোলাহল জাগে। এবং সেই সমগ্র গর্জন ছাপিয়ে ওঠে শেষ বালতি কন্‌ক্রিটবাহী ইঞ্জিনের বিজয়ী আওয়াজ। ক্রেনে করে বালতিটাকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হল। স্তেপান আর পীটার লাফিয়ে গিয়ে বালতির মুখটা খুলে দিলো ; টাটকা মেশানো কন্‌ক্রিটের প্রবাহ ওরা সারা দেহ দিয়ে অনুভব করে। দলের সবাই মিলে তার ওপর লাফিয়ে কন্‌ক্রিটটাকে বসিয়ে দেয়। শেষে জল নিষ্কাশনের নালাটার নিরেট দিকটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ওরা এই সুসম্পন্ন কাজের দিকে গর্বভরে চেয়ে দেখে। তারপর অসম্ভব চড়া একটা আওয়াজ তুলে এগিয়ে গিয়ে ওরা স্তেপানকে তুলে নিল ; তাকে মাথার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বারবার লুফে নিতে লাগল।

শেষে যখন নামিয়ে দিল তখন স্তেপানের মাথা ঘুরছে, বেশবাস আর চুল আলুথালু, কিন্তু সে খুশি, সুখী। তারপর এল পীটারের পালা। ওকে তুলতে গিয়েই রূপোর একটা মুদ্রা পকেট থেকে পড়ে শক্ত কন্‌ক্রিটে কিনিকিনি আওয়াজ তুলে রোদে ঝিকমিক করে গড়াতে গড়াতে নদীতে চলে গেল।

পীটার একেবারে চেঁচিয়ে উঠল : "আরে, ধরো, ধরো। আমার পয়সাটা গেলো-যে। তুলে আনবার জন্য তোমাদেরই এক-এক জন করে নদীতে ফেলব কিন্তু !"

স্তেপান হেসে পীটারের কাঁধে চাপড় মেরে বলে : "তোমাকে তুলে ধরেছে তার খরচ নেবেই। আমার কিন্তু একটা পয়সা লাগেনি।" স্তেপান এবার সিঁড়ি বেয়ে থামের মাথায় উঠে যায়।

সেখান থেকে পাড় অবধি সারা পথ স্তেপানকে ঘিরে ধরে অজস্র অভিনন্দন। কিছুক্ষণ সে-ও সেই উৎসবমুখর জনতার মধ্যে মিশে রইল। এর পর, গত

ক'দিনের কাজের ধকল আর মধ্যরাত্রি থেকে দু' শিফ্‌টে অত্যধিক কাজের চাপের ফলে ক্লান্তি তাকে ঘুমে আচ্ছন্ন করে তোলে। সন্ধ্যা ঘুরে যেতে না-যেতেই স্তেপান বাড়ি ফেরে।

সারা দিনের উত্তেজনার পর ফ্ল্যাটটাকে বড় খালি খালি আর নিঃসঙ্গ মনে হয়। এক সপ্তাহ হল আনিয়ার অনুপস্থিতিটা যেন তার নজরেই পড়েনি। যতক্ষণ জেগে থেকেছে তার সবটুকু সময় জুড়ে ছিল শুধু কাজ; খেয়েছেও কেন্দ্রীয় খাবার-ঘরে। কিন্তু আজ তন্দ্রাজড়ানো ক্ষোভে মনে হয়, এই জয়ের দিনে আনিয়া থাকলেও তো পারত; ভাবতে ভাবতে স্তেপান ঘুমে বিভোর হয়ে যায়।

পরদিন সকালে ঠিক করে ফেলল, আনিয়াকে নিয়ে আসবে, দিনটা ছুটিও ছিল। বাঁধ পার হতে হতে দেখে ওদেরই ফেলা কন্‌ক্রিটের গায়ে জলের উচ্চতা আরও বেড়ে গেছে। উঁচু পুল থেকে উপত্যকার দূর প্রান্তের দিকে চেয়ে দেখে স্তেপান। আজ এই প্রথম বাঁধটা তার দৈনন্দিন সংগ্রামের জিনিস নয়; নদীর সঙ্গে মিলিয়ে আজ ওটা একটি সুষ্ঠু সম্পূর্ণ সত্তা। ওদিকে নীপার ফুলে উঠেছে, বেড়ে উঠেছে প্রস্থেও, আজ যেন আর নদী বলা চলে না। গত গ্রীষ্মেও নদীর খরস্রোত-অংশে অভিযান করে এসেছে; তাও কবে ছাপিয়ে গেছে। এক মাইলের বেশি চওড়া একটা নতুন সরোবর উত্তরে প্রসারিত হয়েছে কোথায়, ততদূর নজর চলে না। বিশাল ইস্পাত নগরী নেপ্রোপেত্রব্‌স্ক অবধি পৌঁছে গেছে নাকি? বোধ হয় না; জল তাহলে আরও অনেক উপরে উঠে যেত। বিপ্লবের বড় দুর্দিনের মধ্যে বসেও যে মানুষটি এই বাঁধের পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন তাঁরই সম্মানিত নামে এখন পরিচিত এই লেনিন সরোবর, ক্রমে সেই প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরের নগরী অবধিই প্রসারিত হবে।

সরোবরে জলের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে; তারই কূল ধরে স্তেপান বিজয়ী বীরের মতো এগিয়ে চলে পরিত্যক্ত গ্রামের পথে। চাষের কাজ শুরু হয়ে গেছে। দূর থেকে ট্রাক্টরের গুম্‌ গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ ভেসে আসছে; নাকে আসছে চষা মাটির উষ্ণ ভেজা-ভেজা গন্ধ। নদীর উঁচু পাড়ে ডালপালা-মেলা লোকাস্টগুলি এখন যেন যে কোন মুহূর্তে ফুল ফুটিয়ে দেবে। ঘোলা জলে আধ-

ডোবা ঝাকড়া নরম উইলো গাছে ফলগুলো ভরে উঠেছে। একদিন ছিল গ্রাম—আজ তার ভাঙাচোরা ইঁট-কাঠ-পাথরের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় কাঁচা কাঠ আর বাসি গোবরের স্তূপ থেকে ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসে। বাড়িগুলির মাটির ভিত আর উনুন-ভাঙা ইঁটের উপর দিয়ে সরোবরের জল গড়িয়ে ধীরে মানুষের হাতে গড়া কত কী আজ ধীরে ধীরে তলিয়ে দিচ্চে। জীবন ইতিমধ্যে উঠে গেছে উচ্চতর স্তরে।

লোকাস্টকুঞ্জ পেরিয়ে দূর প্রান্তে দাদুর বাড়িখানি এখনও দাঁড়িয়ে। পৈঠা ডুবিয়ে জল উঠেছে, উঠোনে একহাঁটু জল ঢেউ খেলছে। বাড়ির সামনে সেই জলের মধ্যে চেয়ার পেতে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন বৃদ্ধ। পাশে দাঁড়ানো আনিয়াকে ঘিরে ঘূর্ণি খেয়ে জল ছুটেছে; ঘাঘরাকে অগোছালোভাবে কোমরে টেনে গুঁজে জল থেকে বাঁচাচ্ছে। দাদুর ওপর ঝুঁকে পড়ে তাঁকে জলের ভেতর থেকে উঠে যেতে অনুনয় বিনয় করছে।

ঝগড়াটে গলা চড়িয়ে বৃদ্ধ বলছেন: "জল নেমে যাচ্ছে, আনিয়া। আমি এখানে থাকতে এ বাড়ির ক্ষতি হতে পারে না। দেখছো না, জল নেমে যাচ্ছে —দেখতে পাও না?"

স্তেপান অধৈর্য হয়ে জলের মধ্যে এগিয়ে গেল। আনিয়াকে পাশে ঠেলে দিয়ে চেয়ারটি সমেত বৃদ্ধকে তুলে পাড়ে নিয়ে গেল। দাদু চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন, স্তেপানের থেকে সরে গিয়ে কাতরাতে লাগলেন।

আনিয়া ছুটে গেল, সে কাঁপছে; তার চোখে জল। স্তেপানকে বলে: "মায়া-মমতা বলে কিছু নেই তোমার!"

স্তেপান দৃঢ় স্বরে বলে: "তুমি বড় ভাবালু, আনিয়া। ওঁর মোহগুলিকে আর প্রশ্রয় দিও না। এতদিনেও যখন তুমি ওঁকে উপযুক্ত জায়গায় নিয়ে যেতে পারোনি, আমি আজই সে ব্যবস্থা করছি, ওঁর জন্য তুমি বড় বেশি সময় নষ্ট করছ।"

গত শীতের সমস্ত হতাশা আর ক্ষোভ আনিয়ার মনে টগবগিয়ে ওঠে: "তুমি মানুষের কিছু বোঝো না। কারও অনুভূতির কথা তুমি গ্রাহ্যই করো না। ভূমিদাস-প্রথা যে বছর উঠে গেল সেবার উনি তখন বারো বছরের ছেলে; এই

বাড়ি তৈরি করতে বাবার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেই হল এই গ্রামে প্রথম মুক্ত কৃষকের নিজের বাড়ি; এমনিভাবে ওঁর জীবনটাই ইতিহাসের একটা অঙ্গ হয়ে গেছে; নিজের হাতে তৈরি বাড়ি যদি কোনদিন নষ্ট হতে দেখো তখন বুঝবে। কিন্তু এখন তুমি আর সবার কথা ভুলে শুধু নিজের শক্তি আর নিজের গৌরব নিয়েই মশগুল হয়ে রয়েছ।”

আনিয়ার এই সহসা আক্রমণে বিস্মিত স্তেপান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; প্রবল উষ্মায় সে চেঁচিয়ে ওঠে: “আমার সেই হিম্মত দিচ্ছি কাজের মতো কাজে। পুরানো কুঁড়ে ঘরে আমি জীবন গড়তে যাচ্ছি না; আমার জীবনটা গড়ে তুলেছি নীপার বাঁধের মধ্যে, এবং তা স্থায়ী হবে হাজার বছর।”

আনিয়া স্তেপানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাদুর দিকে নজর দেয়। নিজে যেভাবে ফেটে পড়েছিল তাতে এখন যেন লজ্জা পায়; নিজের বিরক্তিটা একটু সামলে নিতে চাইছিল। একটু পরেই ফিরে এসে দেখে স্তেপান কেমন অস্বস্তিকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আনিয়ার মনটা নরম হয়ে আসে—ভাবে, স্তেপান বুঝি একটু কিছু সাহায্য করতে চাইছে।

একটু নরম গলায় আমতা আমতা করে আনিয়া বলে: “তুমি থাকলে দাদুর অস্বস্তিটা বেড়েই যাবে। তুমি যদি বরং খামারে গিয়ে স্টেশা আর মরোজফকে আসতে বলতে পারো তাহলে ভাল হয়।”

স্তেপান জবাবে বলে: “তোমার দাদুর থাকবার জায়গার জন্য আমি বলব তাদের। এখানে তোমার ঢের হয়েছে, আজ রাত্রেই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।”

অবাক হয়ে আনিয়া স্থিরদৃষ্টিতে স্তেপানের দিকে চেয়ে থাকে। মাত্র দু' সপ্তাহের ব্যবধানে ওরা কত দূরে সরে গেছে! স্তেপান ওকে শহরে নিয়ে যেতে এসেছে এ কথাটাই আনিয়ার মনে ওঠেনি; স্তেপানেরও মনে হয়নি যে আনিয়া হয়তো-বা খামারে কাজ করছে।

আনিয়া বুঝিয়ে বলে: “এখুনই তো যেতে পারছি না। আমি-যে এখানে গবেষণাগারের ভার নিয়ে কাজ করছি।”

স্তেপান রেগে বলে: “আমার ধারণা ছিল তুমি আমার স্ত্রী!”

খারাপ মেজাজটা আবার দেখাতে চায় না বলে আনিয়া চুপ করে থাকে। পিছন ফিরে সে বাড়ির দিকে চলে যায়। স্তেপান দেখল আনিয়া অন্ধকার দরজায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আনিয়া তক্ষুনি বালিশ আর কম্বল নিয়ে ফিরে আসতে স্তেপানের নিজের ওপর রাগ হয় যে, কাজটা তারই করা উচিত ছিল, কিন্তু ওকে বলেনি বলে আনিয়ার ওপর রাগ হয় আরও বেশি।

স্তেপান অভিযোগ করে: "আমায় চাও না সেই কথাটিই স্পষ্ট করে দিলে।" কিন্তু আনিয়া কোন জবাব দিল না।

একটা ভোঁতা নিরাশা মনে নিয়ে আনিয়া ভাবে: "আমি চাই, এত-যে চাই, কিন্তু তা সদাসর্বদাই এমন কঠিন হয়ে ওঠে কেন?" দাদু শুয়ে বিশ্রাম করবেন তাই আনিয়া রোদে কম্বল বিছিয়ে বালিশ পেতে দিতে থাকে। স্তেপান উদ্ধত মেজাজে চলে যায়।

শহরে পৌঁছেও স্তেপানের রাগ যায়নি। আনিয়া নিজেই আসুক—স্ত্রীর কর্তব্যটা বুঝুক। তা যদি না হয়, তাহলে—ভেবে স্তেপান ঘাড় কুঁচকে মনে মনে বলে: "আমি নাচার।" শীতকালটার কথা এবার ভেবে ভেবে দেখে। ওদের যা গৌরবের ছিল তা ওরই মধ্যে কখন শুকিয়ে গেছে। বিয়ের ফল কী হল? কী তার পরিণতি?

অপরাহ্ণেই মরোজফ স্তেপানের ফ্ল্যাটে এসে খবর দিল: "দাদু মারা গেছেন।"

স্তেপান তীব্র কণ্ঠে জানতে চায়: "তোমাকে আনিয়া পাঠিয়েছে?"

বিস্মিত মরোজফ বলে: "না, তা ঠিক নয়।"

"তাহলে ধন্যবাদ, এত কষ্ট করে খবর বলতে এলে। বসবে না—একটু চা খেয়ে যাবে?" অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে আসে। নিজের ছাড়া-ছাড়া অথচ ভদ্র ব্যবহারে মরোজফের অস্বস্তি দেখে স্তেপান খুশি হয়। ভাবে, তুমি আর তোমার ঐ খামার মিলে আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিচ্ছো—আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবার পাত্র নই।

নীরবতা ভেঙে মরোজফ বলে: "আমায় এবার ফিরতে হবে। তুমি আসছ না আমার সঙ্গে?"

স্তেপানের "না" জবাব যেন আঘাতের মতো পড়ে।

"সে কী!" মরোজফ কথা খুঁজে পায় না।

স্তেপান বিরস মুখে বলে: "বৃদ্ধের মৃত্যুর জন্য সে আমাকেই দোষ দেবে। তাছাড়া সে-তো এখন তোমাদের খামারেই ভিড়ে গেছে।"

মরোজফ আর সহ্য করতে পারে না: "নিজের জন্য ভাবনাটা একটু থামাও। একেলা রয়েছে তোমার স্ত্রী—তার কথাটা ভাবো। আনিয়ার কথাও যদি ভাববার ক্ষমতা না থাকে, নিজের সন্তানের কথাটা ভাবো!"

হতভম্ব স্তেপান প্রায় চিৎকার করে ওঠে: "আমার সন্তান………"

এবার ওর দিকে তাকিয়ে মরোজফের মায়া হয়: "স্টেশার কাছে শুনেছি। তুমি জানতে না? আচ্ছা স্বামী বটে!"

বেশ কিছুটা সময় পরে স্তেপান কোট আর টুপি তুলে নেয়। "তোমার সঙ্গে যাচ্ছি তো বটেই। জানি না কেমন ধারা স্বামী আমি; না, কখনও ভেবে দেখিনি। সত্যি আমি জানতাম না।"

দু'জনে বাঁধ পার হয় নীরবে। ওপারে পৌঁছতে পৌঁছতে মরোজফ গুরুত্ব দিয়ে কিন্তু ধীরে ধীরে বলে: "এ ব্যাপারটায় তোমাকে একলা ছাড়তে পারি না। আনিয়ার সুখশান্তি আর কাজ—তা আমাদের সবারই পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।"

এক ঘণ্টা আগেও স্তেপান মরোজফের সঙ্গে আনিয়ার কাজ সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল; এখন তার লেশমাত্র আর নেই। ধীরে ধীরে সে স্বীকার করে: "বলেনি, তার মানে আমাদের মধ্যে গুরুতর ব্যবধানই ঘটেছে। সে হয়তো আমাকে আর ভালই বাসে না। গত শীতে তার কী যেন হয়েছিল।"

মরোজফ তেমনি ধীর গম্ভীরভাবে বলে যায়: "আনিয়া যখন সেই ছোট্ট মেয়েটি তখন থেকেই তোমাকে ভালবাসে। সে অমন সহজে বদলাবার মেয়ে নয়। তার পরিবর্তনের জন্য তুমিই দায়ী—কি করেছো, বলো তো?"

দু'জনেই চুপচাপ; স্তেপান কথাটা ভেবে দেখে। শেষে স্বীকার করে: "বলেনি, সে তার দোষ নয়। আমার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগই পায়নি। আমি তখন সদাসর্বদাই বাঁধে ব্যস্ত ছিলাম।"

মরোজফ বলে: "তা, বাঁধটা নিয়ে তো ব্যস্ত থাকবারই জিনিস বটে। আনিয়াও কি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল?"

"ফ্ল্যাটটা দেখাশুনা করত, আর সন্ধ্যায় ক্লাসে যেত। তাছাড়া আর কি করত তা আমি সত্যিই জানি না।"

"তোমার আনিয়া আমাদের দেশের জন্য বিরাট কাজ করছিল। দেশের জন্য আরও চিনি চাই, তাই সে যখন লড়ছিল তখন কি তুমিও আমাদের মতো তার আনন্দোজ্জ্বল জীবনটা দেখতে পাওনি? সেই নারী তোমার হৃদয়ে প্রেম জাগিয়ে তুলেছিল। তুমি তাকে শুধু তিনটি কামরা তদারক করবার গৃহিণী করে রেখে দিলে। সে গৃহিণী হিসেবে মনোহারিণী হয়ে উঠতে পারেনি, এমন কি তোমার কাছেও পর্যন্ত না।"

কথাটা ভাবতে ভাবতে স্তেপান দেখে ওরা কখন আমেরিকান কলোনির বাড়িগুলির কাছাকাছি এসে পড়েছে। "বিভ্রাটের সূচনা কোথায় এবার বোধহয় বুঝতে পারছি।" অনুমানে সে বলে, "সেই-যে আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারটির বাড়ি গিয়েছিলাম তখন থেকেই আমি মনে মনে আমেরিকান ধরনের স্ত্রী কামনা করে এসেছি। মিসেস জনসন তাঁর সবটুকু সময় দেন স্বামীর সংসারটিকে মনোরম করে তুলবার জন্য; স্বামীকে প্রেরণা যোগাবার জন্যই তিনি নিজেকে সুন্দর করে তোলেন। সে কথা যখন প্রথম বলি তখন আনিয়া আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল।"

মরোজফ মৃদু হেসে বলে: "সূচনা আরও আগে—আমেরিকানদের অনেক আগে। ওদের দোষ দিও না। পুরুষ নারীকে প্রথম যখন বশে আনলো তখন থেকেই এর সূচনা—যাকে গড়ে তুললো তার প্রতি প্রেম পুরুষ হারালো তখনই। নাগালের মধ্যে সেরা নারীটিকে পাওয়া চাই এবং পেয়ে তাকে নিজের সম্পত্তি করা চাই—এ এক অতি প্রাচীন পুরুষ-প্রবৃত্তি, এবং যুগ যুগ ধরে বিবাহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই প্রবৃত্তিরই ভিত্তিতে। আজ যত-সব কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের সংঘর্ষ, এ তারই একটি।"

যেতে যেতে ওরা যেখানে পৌছেছে সেখানে এখনও জমিতে চাষ পড়েনি। ট্রাক্টরগুলো এখন আরও কাছে। ঘোড়া কাজ করছে ট্রাক্টরের সঙ্গে।

ট্রাক্টরের সঙ্গে ঘোড়ার কাজের এই সমন্বয় স্তেপানের কাছে একেবারে নতুন জিনিস। যে কঠিন শ্রমে স্তেপানের কৈশোর বিড়ম্বিত হয়েছে এ সেই একটি ঘোড়ায় একজন কৃষকের অসহ্য যন্ত্রণাকর প্রক্রিয়া নয়। 'রাঙা প্রভাত' খামারের আধুনিক কৃষিযন্ত্রগুলিকে আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টার মুহূর্তে বহু ট্রাক্টরের সমবেত কাজের মধ্যে রেকর্ড সৃষ্টি করবার ব্যাপক অভিযানও এ নয়। এ এক মধুর সূক্ষ্ম ছন্দ—এতে প্রত্যেকটি ট্রাক্টর তার নিজের আর ঘোড়ার জায়গাটি ঠিক চিনে নেয়; এতে লাঙলের পেছনে মই, তার পেছনে বীজ ফেলার সরঞ্জাম—ক্ষেতের আয়তন আর আকৃতি এবং জমির রকম অনুসারে মাত্রা দিয়ে বাঁধা সবকিছু।

বিস্মিত স্তেপান বলে ওঠে: "এ-যে সংগীত! দেখ, শেষের ঐ সরু কোণটাতে মই-টানা ঐ ঘোড়াটাকে দেখ, আর ঐ ওখানটায় জোড়াটা। প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ নিজের মতো চলেছে, অথচ তারা একই পরিকল্পনার ছকে বাঁধা!"

মরোজফ জানায়: "হ্যাঁ, খামারটা সত্যিই ভাল। এই পদ্ধতিটা এরা চমৎকার আয়ত্ত করেছে।……এবং আনিয়া শোনে এই সংগীতই।"

লাগসই কথাটি বেছে মরোজফ বলে: "সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত আলাদা, আলাদা তার শস্য। একবারে শিখে নেবার ব্যাপার এ নয়; এ শিখতে হয় প্রতিদিন। আমাদের জীবনও তাই। প্রত্যেকেই যে যার মতো খাপ খাইয়ে নেয়, এবং তাতে দৈনন্দিন পরিবর্তন ঘটে। স্টেশাকে আমি চলতি অর্থে সম্পত্তি করে তুলতে পারিনি কোন দিনই, তাই এ কথা আমার বুঝতে হয়েছে।"

আগেকার বাড়িগুলির ধ্বংসাবশেষ যেখানে জলে আধডোবা হয়ে আছে সেইখানে বাঁয়ে বেঁকে মরোজফ বলে: "এখান থেকে আমাদের ভিন্ন পথ। আমি খামারে চললাম; আনিয়াকে তুমি কুটিরের কাছেই পাবে। গত বার বছরে তুমি অনেক বড়ো হয়ে গেছ, স্তেপান। তোমার পরিচয় সম্পর্কে আমি একবার লিখেছিলাম, 'যার ওপর প্রভুত্ব করতে পারে না সে তা' ভেঙে দেয়,' কিন্তু তোমার কাজের ভিতর দিয়ে তুমি সে প্রকৃতি জয় করেছো, তুমি এখন একজন চমৎকার শ্রমিক। বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রেও তুমি তা' নিশ্চয়ই জয় করতে পারবে।"

ঐ ভীষণ কথাটা তাহলে লিখেছিল মরোজফ। কথাটা অনেক সময়ে স্তেপানের মনে হয়েছে—কে হতে পারে? কিন্তু এখন আর কিছু এসে যায় না। তখন থেকে সবাই কেমন বদলে গেছে!

"সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ।" এই বলে স্তেপান বিদায় নেবার জন্য মরোজফের হাতখানি ধরে এই প্রথম তাকে ঘনিষ্ঠ "ইলিওশা" সম্বোধন করে বলে: "এই এতকাল তোমায় চিনিওনি, পছন্দও করিনি। আমারই ক্ষতি হয়েছে।"

লোকাস্ট কুঞ্জটির ধারে হাওয়ায় মিষ্টি সুবাস। উষ্ণ দিন প্রথম কুঁড়িদের পাঁপড়ি মেলে দিয়েছে। কুঞ্জটির ওধারে আনিয়ার সোনালী মাথাটি দেখা যাচ্ছে। নদীর পাড়ের উঁচুতে বসেছে আনিয়া; সূর্যাস্তের দীর্ঘায়িত রশ্মিগুলি পড়েছে তার এলোচুল ঘিরে। তার পূর্বপুরুষদের বাড়ি গড়া হয়েছিল যে নদীর ধারে, সেই ক্ষ্যাপা নদী থেকে আজ গড়ে বেড়ে উঠছে বিরাট সরোবরটা—তাই আনিয়া দেখছে। পুরানো বাড়িখানা এখন নদীর জলে তলিয়ে যাচ্ছে; তার দরজা দিয়ে এখন জলের অবাধ গতি।

চোখ তুলে আনিয়া চায়, মুখে তার আমন্ত্রণের হাসি। পাশে বসে স্তেপান আলগোছে তার হাতখানি তুলে নিল।

আনিয়া বলে: "রাগ করেছিলাম, তার জন্য আমি দুঃখিত।"

"অমন কথাটি বোলো না। আমার নিজের স্ত্রীই যদি আমার ওপর রাগ করতে না পারবে তাহলে আমার ওপর সে অধিকারটা আর কার থাকবে বলো তো?" দু'জনেই হাসল, এবং তাদের এই হাসিটুকুই চুম্বনের চেয়েও সূক্ষ্ম, কিন্তু তেমনি গভীরভাবেই ওদের এক করে দিল।

কিন্তু একটা কথা বুঝে না নিয়ে স্তেপানের স্বস্তি নেই। "বলো তো আনিচ্‌কা, তুমি কি ভাবছো যে আমিই তাঁকে মারলাম?"

আনিয়া বলে: "আমি শুধু জানি, তাঁর জীবন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর সময় এসেই গিয়েছিল।"

কাঁধের ওপর দিয়ে বাহু দিয়ে স্তেপান আনিয়াকে ঘিরে নেয়। অনেকক্ষণ পরে বলে: "কিন্তু আনিচ্‌কা, আমাদেরটি······বাঁচতেই আসছে।" আনিয়া শুধু মাথা দুলিয়ে জানায়—আসছে; তার মাথাটি তখন স্তেপানের বুকে।

বাঁধের অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের নালাগুলি দিয়ে ছেচল্লিশটা জলপ্রপাত লাফিয়ে উঠে সফেন রামধনু ছড়িয়ে অগস্ট মাসের রোদে ঝলমলিয়ে ঝরে পড়ছে। সুউচ্চ থামগুলি আর ফেনিল জলরাশির দিকে তাকিয়ে স্তেপানের বুকে একটা যন্ত্রণা বেঁধে। ইঞ্জিন-ঘর থেকে গোটা বাঁধ আর নদীটা দেখা যায়; ইঞ্জিন-ঘরের কাঁচের দেয়ালের ভিতর দিয়ে স্তেপান স্থিরদৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে থাকে। নিমেষের জন্য একবার চোখ বুজে আবার পারাপারে বিস্তৃত অর্ধ-বৃত্তাকার সাদা বিরাট তোরণটার দিকে সে চেয়ে থাকে।

নদী যেদিন সেই প্রথম বাঁধের অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের নালাগুলি দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল তখন থেকে এই বাঁধের বিপুল গরিমায় স্তেপান একটা আশ্চর্য তৃপ্তি পায়—সব কিছুর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ট পরিচয় সত্ত্বেও সে তৃপ্তি একটুও ম্লান হয় না। কত সংগ্রাম দিয়ে গড়া অর্ধ-বৃত্তাকার ঐ মহতী সৃষ্টি, চারটি বছর এটি ছিল পাথর ভাঙা আর জলস্রোত নিয়ন্ত্রিত করার সংগ্রাম-ক্ষেত্র, সে-ই আজ সৌন্দর্যে শক্তিতে সুসম্পূর্ণ শান্ত গরিমায় সমুজ্জ্বল উন্নত-শির অস্তিত্বে যেন প্রকৃতিরই অঙ্গ—এ যেন অনাদি অতীত কালেরই সমসাময়িক, অনাগত চিরকালেরই মধ্যে যেন তার অস্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। মানুষের কাজ, মানুষের সৃষ্টি যে জীবনকাল পেরিয়ে সম্প্রসারিত হয় তারই একটি নিদর্শন হিসেবে স্তেপান একে দেখে এসেছে। কিন্তু আজ সে এই মহতী সৃষ্টির প্রত্যেকটি রেখাই যেন চোখের মণির আড়ালে মনের ওপর এঁকে নিতে চায়—বিনশ্বর মস্তিষ্কে যেন এই ভঙ্গুর পাথুরে সৃষ্টিকে অমর করে রেখে দিতে চায়।

সহসা ফিরে তাকিয়ে স্তেপান বলে: "ভেবেছিলাম হাজার বছর স্থায়ী হবে, কিন্তু এই-তো দশ বছরও পোরেনি।"

দীর্ঘাকৃতি সুশ্রী তরুণটি এসে দাঁড়িয়েছিল, সে পকেট থেকে এক টুকরো ন্যাকড়া বের করে কপাল থেকে ঘামের ধারাটা মুছে নেয়। "মধ্যরাত্রির মধ্যেই কাজ শেষ হবে, কমরেড সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। এখন শেষেরটা বের করা হচ্ছে।"

ইঞ্জিন-ঘরের এই ফোরম্যানটিকে ছাড়িয়ে স্তেপান চকচকে দেয়ালে কালো শার্সি আর মাজাঘষা মেঝেয় আটটা খাঁ খাঁ গর্তের দিকে চেয়ে দেখে। কাঁচের দেয়াল ভেদ করে এসে পড়েছে নদী থেকে প্রতিফলিত নীল-সবুজ আলো, সেই আলোয় ঘরটার দূর প্রান্তে ন' নম্বর জেনারেটরটি, এই শেষ জেনারেটরটি ঘিরে রয়েছে ওভারঅল-পরা বারোটি কর্মব্যস্ত মানুষ।

"ন'টা কিংবা তারও আগে শেষ করে ফেলো, ভ্লাদিমির। পুলটাকে ফৌজ থেকে কখন চেয়ে বসবে কিছুই বলা যায় না।"

"শেষটা চাপানো হলেই এসে বলে যাবো। আপনি কোথায় থাকবেন ?"

"সারা বিকেলটাই আপিসে যাতায়াত করে কাটবে। সন্ধ্যার দিকে আমি এখানে আবার আসছি।"

পাওয়ার-হাউস থেকে বেরিয়ে স্তেপান দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। দু'ধারে গাছ লাগানো। রাস্তাটা ধরে সে নদীর কিনারা বরাবর উত্তরে বেঁকে যায়। বাঁধের ওধারে দেখা যাচ্ছে ঘন সবুজ সরোবর, আর তার ওপারে বৃহত্তর জাপোরোঝে। সেখানকার অ্যালুমিনিয়ম কারখানাটি ইউরোপের বৃহত্তম। এক-টানা এক-মাইল লম্বা সেখানকার একটি কারখানায় যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। দুনিয়ার বৃহত্তম লৌহমিশ্রিত ধাতুর কারখানা ঐখানেই। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘিরে এবং এগুলিকে ছাড়িয়েও বহু দূরে দৃষ্টির নাগাল ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়েছে বহু পার্ক আর বহু-কক্ষবিশিষ্ট অসংখ্য প্রাসাদ আর ইস্কুল, হাসপাতাল আর পড়াশোনা-আমোদ-প্রমোদের জন্য গড়া প্রতিষ্ঠানগুলিসমেত নতুন গড়া মহতী নগরী—মাত্র দশ বছর আগেও সেখানে ছিল শুধু খাঁ খাঁ অনুর্বর মাটি।

বাঁধের শেষাশেষি গিয়ে আর এগুনো কঠিন—অসংখ্য মানুষ এই বাঁধ পেরিয়ে পুবে চলেছে। এই বাঁধেরই পারাপারি রয়েছে দোতলা পুল—তাতে রেলপথ আর সুপ্রশস্ত আন্তর্জাতিক সড়ক; সোবিয়েৎ সীমান্তেরও ওধারে বহু দূর থেকে সেই সড়ক কিয়েভের ভেতর দিয়ে জাপোরোঝে অবধি প্রসারিত হয়ে এখানে নীপার পাড়ি দিয়ে চলে গেছে পুবে উরালে আর ককেসাসে আর দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরের তীর অবধি। সেই সড়ক-বরাবর এগিয়ে আসছে হিটলারের

দস্যুবাহিনী। বহু দূরে উত্তরে এক জায়গায় তারা নীপার পেরিয়ে এগিয়ে গেছে; তাদের পার্শ্বভাগও মোড় ঘুরে এগিয়ে এসেছে, তাই জাপোরোঝের এই নদীর বাঁকে আর দাঁড়ানো চলছে না। পুবে বিস্তীর্ণ কোন অঞ্চলে যাবার একমাত্র পথ এখন এই বাঁধের উপরকার ডবল পুল।

এক মাস আগেও যানবাহনের সারি চলত প্রধানত পশ্চিম দিকে; তারা বয়ে নিয়ে যেত সৈন্য আর সামরিক সাজসরঞ্জাম। জীবন এখন বিপরীতগামী—বিপুল স্রোত চলেছে পুব দিকে। চলেছে দ্রুত, কিন্তু আতঙ্ক নেই; এর সংগঠন তৈরি ছিল অনেক আগে থেকেই। স্বতন্ত্র সব ট্রেন চলেছে মা আর শিশুদের নিয়ে; ইস্কুলের ছাত্রছাত্রী শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষকদের নিয়ে আলাদা-আলাদা ট্রেন; বড় বড় গোটা কারখানা আর প্রকাণ্ড সব খামারের জন্য বহু স্পেশাল ট্রেন; তাছাড়াও কাছাকাছি এলাকাগুলি থেকে চলেছে লরী, ট্রাক্টর, ঘোড়ার গাড়ির সারি। সমস্ত যানবাহনে যেমন মানুষ, তেমনি তাদের বিষয়সম্পত্তি—কাপড়-চোপড়, গবাদি পশু, যন্ত্রপাতি, এবং বিরাট সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম—হাজার মাইলেরও বেশি দূরে উরালে কিংবা মধ্য এশিয়ায় গিয়ে আবার তারা কাজ শুরু করবে।

সেই জনস্রোত ঠেলে ঠেলে স্তেপান সরোবরের কিনারা বরাবর এগিয়ে চলে। তার বাঁয়ে, নদী থেকে কিছু দূরে রেলস্টেশনটাকে কেন্দ্র করে গিজগিজ করছে সবার বড় জনতা। একবার ভাবল আনিয়া আছে কিনা দেখে যাবে; সে হয়তো ইতিমধ্যে 'রাঙা প্রভাত' খামারের স্পেশাল ট্রেনে বসে গেছে। কিন্তু ভিড়ের বহর আর ট্রেনের সংখ্যা দেখে বুঝল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। আনিয়া বরং সহজেই তার আপিসে আসতে পারবে। এবারে স্তেপান পুরো মোড় ঘুরে নদীর পাড়ে উঠে প্রকাণ্ড বাড়িটাতে ঢুকে পড়ল; দশ বছর আগে এই বাড়িটা বাঁধ-নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং তারপর থেকেই বৈদ্যুতিক শক্তি বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আপিসে গিয়ে দেখে মারিন অপেক্ষা করছে। পুরানো বন্ধুকে সঙ্গে পেয়ে ভালই হল। মারিন ফৌজেই রয়ে গেছে; গত দশ বছরে দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়েছে। এখন আবার দু'জনের পথ এক হয়ে গেছে; আজ

তো প্রত্যেকেই ফৌজের অংশ। মারিনের চিবুকটা একটু কঠিন হয়ে উঠেছে; রণাঙ্গনের দু'মাসে মুখে বলি-রেখা দেখা দিয়েছে, কিন্তু ক্যাপ্টেনের পোশাকে সে এখন দাঁড়িয়েছে বেশ সোজা হয়েই, এবং সেই আন্তরিক হাসিটুকু আছে তেমনিই অম্লান।

"কোন আশাই কি নেই, মারিন?"

"বাঁধের আশা? না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শত্রু এখানে পৌঁছে যাবে। এখন শুধু প্রশ্ন হল—আমরা নিয়ে যেতে পারবো কতটা। আমি এসেছি সেই জন্যেই।" স্তেপানের বেদনামাখা দৃষ্টি দেখে মারিন সহানুভূতির স্বরে বলে: "সমগ্র সোবিয়েৎ জনগণ এই ক্ষতিতে কাঁদবে, কিন্তু তোমার কষ্ট সবার চেয়ে বেশি। এই বাঁধটাই তো ছিল তোমার প্রাণ।"

স্তেপান শান্তভাবেই বলে: "আমার নিজের জীবন শুধু নয়, মারিন; আরও বেশি। আমরা প্রত্যেকেই একটা কিছুর মাধ্যমে দুনিয়ার সঙ্গে নিজের যোগসূত্র স্থাপন করি। তোমার কাছে এই বাঁধটা হল আমাদের দেশের শত সাফল্যের মধ্যে একটি। কিন্তু আমার কাছে আমার দেশ এই নীপার বাঁধেরই সম্প্রসারিত রূপ।" এর পর সে কঠোর স্বরে বলে: "আমি নিজের হাতেই উড়িয়ে দেব বাঁধ—হিটলারকে তা ব্যবহার করতে দেবো না। কিন্তু, মনে হয় কি জানো—একেবারে প্রত্যেকটা পাথর যদি তুলে নিয়ে যেতে পারতাম!"

"কিন্তু তুমি তো অন্যত্রও কাজ করেছ?"

স্তেপান মাথা নেড়েই জানায়, তা ঠিক। "ভলগা নদীর ধারে এক বছর, এক বছর আঙ্গারায়। আনিয়া যখন কৃষি-কলেজে ঢুকল সেই দুই বছর। কিন্তু আমরা দু'জনেই এখানে ফিরে আসতে চাইছিলাম। এই যেন আমাদের কেন্দ্র। এখানে, আমাদের উক্রাইনের এই বৈদ্যুতিক হৃৎপিণ্ডেই আমাদের কেন্দ্র।"

মারিন জানায়: "সেই হৃৎপিণ্ডের প্রায় সবটাই আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তোমার জেনারেটরগুলি তৈরি তো?"

"আটটা বোঝাই করা হয়ে গেছে। নয়েরটা আজ রাত্রে তৈরি হয়ে যাবে।"

"তাহলে অন্তত আটটা তো নির্বিঘ্নে যাচ্ছে, নয়েরটা জলদি করো। সারারাত সৈন্য পার হবে, মধ্যরাত্রির পরে আরও বেশি। আমাদের চূড়ান্ত ব্যবস্থা সব দেখবার জন্য আমি সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসবো। আমি এখন যাচ্ছি 'রাঙা-প্রভাত' খামারে।"

"তুমি এখানেই অপেক্ষা করলে অনেকটা সময় তোমার বেঁচে যাবে—আনিয়া আসছে। খামার অপসারণের ব্যাপারে সে সাহায্য করছে। সে-ই বলতে পারবে অন্যান্য সবাই কোথায়। এখন সে যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।"

মারিন বসল। সে জানতে চায়: "এই ক'বছর ও খামারেই রয়েছে?" স্তেপান জানায়: হ্যাঁ।

"এই জেলার চিনি-বীট সে তদারক করে। আমরা এপারে আমেরিকানদের পুরানো বাড়িগুলির একটাতে থাকি। সে মোটরে যাতায়াত করে। কিন্তু তার কেন্দ্রটা রয়ে গেছে খামারেই।"

দশ মিনিট পরে এলো আনিয়া। তার চালচলনের দৃঢ়তা আর শান্ত ভাব দেখে স্তেপান আশ্বস্ত হয়। বয়স বেড়েছে তাই শুধু একটু ভারী হয়ে উঠেছে, কিন্তু অগস্ট মাসের এই গরমে পরিশ্রমে তার ক্লান্তিও স্পষ্ট। মাথার নীল রুমালখানা চুলের উপর ভিজে ভিজে উঠেছে; বাহু দুটি ঘামে ভরা। মারিনের উদ্দেশে অভিবাদনের হাসি হেসে স্তেপানের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে জানায়:

"ভিড়ের ভেতর দিয়ে ছেলেদের টেনে নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। ওরা ট্রেনে রয়েছে দেখবে গিয়ে। স্টেশনের উত্তর দিকে আমাদের ট্রেন—অসামরিকদের মধ্যে সাতের লাইনে।"

মারিন হুঁশিয়ারি জানিয়ে দেয়: "সন্ধ্যার পর আর ট্রেন থেকে নেমো না যেন। আজ রাত্তিরেই যে কোন সময় তোমাদের ট্রেন ছেড়ে যাবে। বোধ হয় মাঝরাত্তিরের কাছাকাছি সময়ে।"

স্তেপানের দেরাজের ওপর একটা প্রকাণ্ড বাণ্ডিল তুলে দিল আনিয়া। "খাবার আছে। তোমার তো আর খাবার নেবার সময় হবে না।"

হাল্‌কা ঠাট্টার সুরে স্তেপান বলে: "তোমার তো দেখছি অঢেল সময় ছিল। এতটা কেন? এতো দশ জনের খাবার।"

মৃদু হেসে আনিয়া বলে: "যাতে কাল আমায় মনে পড়ে! হয়তো পরশুও।" তারপর নিতান্ত মামুলী গলায়ই বলে: "দু'শো জনের খাবার তৈরি করলাম। তার ওপর আরও ছ'জনের কী আর এমন বলো?"

মারিনের দিকে ফিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করে: "ফৌজ থেকে আমাদের মোটরগাড়িখানার ব্যবস্থা হচ্ছে তো? আমরা তো চলে এলাম সবাই ট্রেনে।"

"গাড়িটায় করে খামারে যাবো?" মারিন জিজ্ঞাসা করে: "আমি ছেলেদের কাজ দিতে যাচ্ছি।"

আনিয়া গম্ভীরভাবে হাসে: "পৌঁছতে যদি চাও তাহলে যাও হেঁটে মাঠের ভেতর দিয়ে। যত গাড়ি-ঘোড়া সব আসছে এদিকে। গমের ক্ষেতের থেকে দক্ষিণে বেশ কিছুটা দূরে দূরে থাকবে; সে ক্ষেত জ্বলছে। শেষ বিন্দু গ্যাসোলিন দিয়ে ভিজিয়ে আগুন লাগিয়েছি। তোমার লোকজন অপেক্ষা করছে ঈভানের বাড়িতে। ঐ একটি মাত্র বাড়ি অবশিষ্ট রাখা হয়েছে।"

চোখের জল লুকোবার জন্য আনিয়া জানালার দিকে তাকায়; তারপর স্তেপানকে বলতে বলতে গলা কেঁপে কেঁপে ওঠে: "মুরগী-সেদ্ধটা ভালই লাগবে তোমার। এমন দামী জিনিস খাওনি আর কখনও। শুবিনার আসল হাতের জিনিস—তার দু'হাজার মুরগীর শেষটি। বাদ বাকি—ফৌজের সঙ্গে পশ্চাদপসারণ করছে।"

মারিন হেসে জানতে চায়: "ফৌজের সঙ্গে—ভিতরে, না বাইরে?"

এমন সময়েও এই খাসা কৌতুকটুকু বজায় রাখতে পেরেছে বলে আনিয়া সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মারিনের দিকে চেয়ে বলে: "সামরিক গোপন খবর জানতে চেও না। গতকাল তোমাদের কোয়ার্টারমাস্টারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আরও দেওয়া হয়েছে আশিটা গরু আর দু'শ' শূয়োর।"

মারিন সহজভাবেই বলে: "রসিদগুলো রেখো—পুবে গিয়ে তা দিয়ে কিছু পাবে।"

তীব্রভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে আনিয়া বলে: "না, আবার আমাদের দেশ গড়বার জন্য ফিরে এসে পাবো এই এখানেই!"

মারিনের হাসিতে অনুমোদন। সে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে স্তেপানকে বলল: "রাত্রে দেখা হচ্ছে," এবং আনিয়ার উদ্দেশে সালাম করে হাত তুলে দাঁড়াল: "তোমার সঙ্গে দেখা হবে পরে!"

দরজাটা বন্ধ করে এসে আনিয়া স্তেপানের কোলে বসে আস্তে আস্তে চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। "তোমার মারিনকে বেশ লাগে। শেষ সময়টি পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকবে নিশ্চয়ই?" কিছুক্ষণ এমনি চুপচাপ থাকার পর আনিয়া জানতে চাইল: "তোমার কোন কাজে দেরী হয়ে যাচ্ছে না তো!"

স্তেপান মাথা নেড়ে 'না' জানাল। "পাওয়ার-হাউস দেখছে ভ্লাদিমির, অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ম্যাক্সিম। ডিনামাইট বসানো হয়ে গেছে। আমার এখানে হাজির থাকা চাই, কিন্তু আমার আসল কাজ রাত্তিরে। কাল বিকেলের দিকে ছাড়া ঘুমোবার সময় হবে না। এখন আমার বিশ্রামেরই সময়।" আনিয়ার গালে গাল লাগিয়ে বলে: "এখন শুধু তুমি—ছেলেরাও না।"

একটুক্ষণ পরে আনিয়া কাঁদছে বুঝে স্তেপান বলে: "পারো তো কেঁদেই বরং একটু হাল্‌কা হবার চেষ্টা করো। যা গেল—খামার তো গেলই।"

"গেল যে কী সম্পূর্ণভাবে তা তুমি ভাবতেও পারবে না। আস্তাবল, গরুর খাটাল, শূয়োরের খাটাল ও শুবিনার পুরস্কার-পাওয়া হাঁসমুরগীর খামার, সারা দেশের মুরগীর জাত-বদলানো ডিম-ফুটানো যন্ত্র—সব। সব গেছে—হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নইলে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফৌজে। খামারে তোলা ফসলের বেলায়ও তাই। মাঠের ফসল তো পুড়ছে। খারকোভের স্থপতি-শিল্পীদের ডিজাইন-করা টালির বাড়িগুলি দিয়ে তৈরি ঈভানের কত গর্বের খামার নগরী—সব গেল। দু'বছর আগে বসানো হয়েছিল কলের জল সরবরাহ-ব্যবস্থা—তাও। পুরানো কুয়োগুলোও মাটি ভর্তি করা হয়েছে; ঝরিয়ে দেওয়া হয়েছে সব কাঁচা আপেল। ঈভান বলছিল, 'দস্যুর জন্য ওরা পাকবে না'।"

"তোমার বীট?"

"ট্রাক্টরগুলি ফৌজের হাতে দেবার আগে বীটের উপর দিয়ে ট্রাক্টর চালিয়ে দিয়েছি, কেটে সব টুকরো টুকরো করে ফেলেছি।"

স্তেপানের বাহুপাশে আনিয়া কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে। তারপর একটু শান্ত হয়ে আবার বলে: "আগে জানতাম না ঈভানেরও এতখানি হৃদয়াবেগ আছে। শেষ মুহূর্ত অবধি নিজের বাড়িখানি রেখেছে; পার্টিজান সৈনিকেরা আজ রাত্রে সেখানে মিলিত হচ্ছে। ঈভান বলে, 'আমি গড়েছি, পুড়িয়েও দেবো আমিই'।"

স্তেপান বলে: "আমাদের বাড়িটা সম্পর্কে আমি ওভাবে ভাবছি না। তোমার আর ছেলেমেয়েদের ফটোগুলি আর বাইরে কাটাবার জন্য যা জিনিস-পত্তর দরকার তাই বের করে নিয়েছি। তোমার জিনিসই গেছে আগে। বাদবাকি সব ফৌজ কাজে লাগাক্; অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে এটাও উড়ে যাবে। তোমার-আমার জীবন ছিল তার বাইরে—বাঁধে আর খামারে। সে জীবন সুন্দরই ছিল। বলো তো, কোন্ কালের আর কোন্ দেশের এই রকম দশটি বছরের কথা আমরা জানতে পাই?"

আনিয়া বলে: "তবু জীবন সুন্দর। খামার গেছে। বাঁধও যাবে কাল; কিন্তু তুমি আর আমি রইলাম।"

স্তেপান গম্ভীর হয়ে তাকায়, বলে: "মারিনের কাছে তো খাসা বড়াই করলে। নিজেকে এবং আমাকেও ভুল বুঝিও না।"

"ফিরে আসবার কথা? সে যা হবার তা হবে। মারিনও তা তোমার চেয়ে বেশি কিছু জানে না। একত্রে আমরা এই হয়তো শেষবারের মতো। তবু, আমরা রইলাম। আমাদের সন্তানসন্ততি পুবে নিরাপদেই থাকবে।"

স্তেপানের বাহুবন্ধনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আনিয়া ধীরে ধীরে বলে: "মনে আছে পেত্রফ কি বলেছিল তোমায়? দশ, না বারো বছর আগে, সেই তুমি যেবার ক্রেন চুরি করেছিলে? পেত্রফ বলেছিল, নদীর এ-পারটা তোমার বৃহত্তর সহযাত্রী; সেই বৃহত্তর সহযাত্রীদের জয়ের জন্য কাজ করা চাই। খামার নষ্ট করে দেবার সময় সেই কথাটা আমাকে অনেক সান্ত্বনা জুগিয়েছে। এখন শুধু পার্থক্য এই যে, বৃহত্তর সেই দলটা এখন আমাদের দেশের সীমা ছাড়িয়ে অবস্থান করছে—তারা হল দুনিয়ার সমস্ত মুক্তিপ্রয়াসী মানুষ। কল্পনা করা

একটু কঠিন বটে। জীবনের এই ব্যাপ্তি—বেদনাময়। কিন্তু তবু সে-ই আমাদের জীবন।"

স্তেপান বলে: "কথাটা আজ রাত্রে ভাবব। এবং কাল ভোরেও।"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার ঠিক আগে—স্তেপান আর মারিন এসে দাঁড়িয়েছে পাওয়ার-হাউসের ওধারে একটা উঁচু জায়গায়। বাঁধের তলায় পোঁতা ডিনামাইট ফাটাবার পল্‌তেটি দেখে মারিন জানালো, ঠিক আছে। দূর থেকে কেউ আসতে থাকলে দেখা যায়, তাই এই জায়গাটি বেছে নেওয়া হয়েছে। বহুকাল আগে গুহার জন্য গমের বস্তা চুরি করে নিয়ে যাবার সময় কেউ তাড়া করছে কিনা দেখবার জন্য ঠিক এই উঁচু জায়গাটিতে এসে স্তেপান একবার দাঁড়িয়েছিল।

সেই, আর এই—সমগ্র দৃশ্যই কী বদলে গেছে! উত্তর-পশ্চিমে যেখানে আগে ছিল নীপারের ক্ষ্যাপা খরস্রোত, সেখানে এখন আলো-ঝলমল সরোবরের পটভূমিতে ঝিকমিক করছে সাদা বাঁধটা। উপরের পুল দিয়ে ফৌজ পার হচ্ছে, তার গুমগুম আওয়াজে বাতাসও কাঁপছে। সোজা উত্তরে এককালে ছিল কিচ্‌কাস গ্রাম, সে আজ জলের তলায়; এখন সোজা উত্তরে ভিড়ে-ঠাসা রেল-স্টেশন এবং তার পেছনে বাঁধের আপিস-বাড়ি। পশ্চিমে মাঠগুলি এক-সময়ে ছিল আগাছায় ঠাসা, এখন বছরের পর বছর চাষের ফলে মাটি তার নরম; আর আজ বীটের ওপর দিয়ে ট্রাক্টর চালানোর ফলে সে মাঠ বিধ্বস্ত। এ-সবকিছু পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে 'রাঙা প্রভাত' খামার থেকে উঠছে প্রকাণ্ড ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

মারিন বলে: "খামারে মোতায়েন ছেলেরা আজ রাত্রে প্রত্যেকটি পথে নজর রাখছে। ওদের নজর তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিও প্রখর; নাৎসীরা অন্ধকারে তাদের ফাঁকি দিতে পারবে না। দিনের বেলা অবশ্যি অন্য ব্যাপার। তখন আমাদের ফৌজও জার্মানদের রুখতে পারবে না। ভোর অবধি আমাদের পার হতেই হবে। আমি থাকবো পুলের কাছে ট্রেনগুলির সঙ্গে। সবাই পার হয়ে গেলে আবার তোমার কাছে আসব। তবে, যদি কোন প্রকারে জার্মানরা আগেই এখানে এসে পড়ে তাহলে আমার জন্যে অপেক্ষা না করেই বাঁধ উড়িয়ে দেবে।"

স্তেপান জেনে নেয়ঃ "বাঁধের ওপর যা-ই থাক না কেন?"

"যা-ই থাকুক না কেন। তবে সেক্ষেত্রে জার্মানরা একেবারে তোমার ওপর এসে পড়া অবধি অপেক্ষা কোরো। আচ্ছা, তোমাকে যদি অতর্কিতে দূর থেকে গুলী করে তাহলেও তুমি পড়ে যাবার ফলেই ফাটবে, এমনি একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারো? ওটা করাই চাই, কিছুতেই বাধা পড়লে চলবে না।"

স্তেপান মাথা নেড়ে সায় জানাল। "হ্যাঁ, তা করতে পারি।"

"তবে আমি এসে পড়বই, একত্রে যাবো গুহায়। ঘোড়া কোথায়?"

একটু নিচেয় কিছু দূরে কয়েকটা গাছের জটলার দিকে স্তেপান আঙুল তুলে দেখালো; দু'টো ঘোড়া সেখানে বাঁধা রয়েছে।

মারিন সব ব্যবস্থায় খুশি হয়ে বলেঃ "তাহলে, সব ঠিকঠাক। স্টেশন অবধি যাবে নাকি আমার সঙ্গে ওদের বিদায় জানাতে?"

স্তেপান জবাবে বললঃ "পরে। আগে দেখবো জেনারেটরটার কি হল।"

পাওয়ার-হাউসে গিয়ে স্তেপান অন্যান্যের সঙ্গে কাজে হাত লাগাল। শেষবারের মতো। নিষ্প্রদীপের জন্য মোটা পর্দা দিয়ে জানালাগুলি ঢাকা হয়েছে, কারণ, শত্রুর বিমানঘাঁটি রয়েছে কাছেই। ছত্রী-সৈন্যদের সঙ্গে একবার ধস্তাধস্তি হল—তা মিটে গেল শিগ্‌গিরই। দশটার মধ্যে সব খোলা শেষ। কালো পর্দার পেছনে গিয়ে স্তেপান আরও একবারটি বাঁধের দিকে চেয়ে রইল। এই জায়গাটি থেকে তার নিজস্ব দৃশ্যটি এই শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে। ঘরে ফিরে এসে স্তেপান তরুণ ভ্লাদিমিরের সঙ্গে দরজার দিকে গেল। চিবুক কঠিন, চোখে গভীর দৃষ্টি।

"অত দুঃখ করবেন না, কমরেড সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। ফিরে এসে আমরা আরও তাড়াতাড়ি আরও ভাল বাঁধ গড়ে তুলব।"

"আরও তাড়াতাড়ি? নিশ্চয়ই। আরও ভাল? হতেই পারে। কিন্তু আমরা যা গড়েছিলাম তা তোমরা আর গড়তে পারবে না। আমরা যা গড়েছিলাম তা শুধু একবারই গড়া যায়। আজ আমরা ধ্বংস করছি না। এ কখনও ধ্বংস হবে না।"

ভ্লাদিমিরের চোখে সহসা উদ্বেগের ছাপ দেখে স্তেপান হেসে বলে: "আজ রাত্রে আমার কাজের কথা ভেবে ভয় পেও না। আমি পলায়নী মনোবৃত্তির মানুষ নই। পুবে গিয়ে যখন বাঁধ গড়বে তখন আমার আজকের কথাটার অর্থ বুঝতে পারবে।"

নিষ্প্রদীপ, তার ওপর ভিড়—ট্রেনখানা খুঁজে পেতে একটু সময় লেগে গেল। মুহূর্তের জন্য স্তেপান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। ভোরের আগে এত সব ট্রেন পুল পেরিয়ে যেতে পারবে তো? শেষে কি বাঁধের ওপর মানুষ থাকতে থাকতেই সব উড়িয়ে দিতে হবে? আনিয়ার ট্রেন সমেত? নিজেরই ছেলেমেয়েদের ট্রেনখানি সমেত? স্তেপান আবার ট্রেন খুঁজতে থাকে। অন্ধকারে মরোজফের সঙ্গে ধাক্কা খায়; সে-ও ঐ একই ট্রেনে হাসপাতাল গাড়ি খুঁজছে—স্টেশার কাছে বিদায় নিতে এসেছে। এবার দু'জনে একত্রে ট্রেন খুঁজে বের করল।

আনিয়া ট্রেনের কামরার সিঁড়িতেই দাঁড়িয়েছিল, তার সঙ্গে নয়-বছরের স্তেপান। স্বামীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সে আর দুটি ছেলেমেয়েকে আনতে তাড়াতাড়ি ভেতরে যেতে যেতে বলে গেল: "শিশুদের একখানা গাড়িতে ওরা ঘুমুচ্ছে। তুমি ভেতরে যেতে পাবে না।"

স্তেপান ছেলেটিকে বুকে টেনে নেয়। ছেলেটি বড়াই করে বলে: "মা-মণি তো গোটা ট্রেনের কর্তা। তুমিও চলো না?"

স্তেপান ছেলের উজ্জ্বল চোখের গভীরে দৃষ্টি মেলে বুঝিয়ে বলে: "নাৎসীদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে, আমি 'কসাকের গুহা'য় থাকছি।"

সাত বছরের মেয়ে আনা'র হাত ধরে আর ছোট্ট শিশু ইলিয়াকে কোলে নিয়ে এর মধ্যে আনিয়া ফিরে এল। স্তেপান ছেলেমেয়েদের মাথায় চুমু খেয়ে শুভযাত্রা কামনা করল। বড় ছেলেমেয়েদের উপদেশ দিল: "আজ যাকিছু আমরা নষ্ট করছি সে সব তোমরা যাতে আবার গড়ে তুলতে পারো তাই খুব মন দিয়ে পড়াশুনা কোরো। ভালভাবে কাজ কোরো আমাদের সোবিয়েৎ শক্তির জন্যে। কী দিয়ে এ গড়া হয়েছে ভুলো না যেন।"

ছেলেমেয়েদের গাড়িতে রেখে আনিয়া শেষ আলিঙ্গনের জন্যে স্তেপানের কাছে ফিরে আসে। বলে: "জীবনে এই প্রথম আজ ইচ্ছে করছে যদি তোমার সঙ্গে 'কসাকের গুহা'য় যেতে পারতাম!"

অন্তরের গভীরে আন্দোলিত হয়ে ওঠে স্তেপান: "এবার তাহলে আনিয়া আর পুরানো দস্যুদলের মধ্যে সমঝওতা হয়ে গেল।"

আনিয়া অবাক হয়ে প্রশ্ন করে: "ওটা তোমার এতখানি?"

"কতখানি তা তুমি বোধ হয় আর কোনদিন বুঝতে পারবে না। সে আমার জীবনের একটা অঙ্গ, এবং সেখানে তুমি নেই। কিন্তু এবার তুমি সেখানে আমার কাছেই রইলে।"

স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে স্তেপান অন্ধকারে আর একখানা ট্রেনের ওপর গিয়ে পড়ে; মাল আর যাত্রী দুইই চলেছে এই এক ট্রেনে। নয়ের জেনারেটরটার শেষ টুকরোটিও ভ্লাদিমির এতে চাপিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো এবার তারপলিন দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। ঢাকা কামরাগুলিতে শ্রমিক, কারিগর আর তাদের পরিবারপরিজনেরা—পুবে গিয়ে নতুন কারখানা বসাবে তারা। স্তেপানের সঙ্গে করমর্দন করে ভ্লাদিমির তারপলিন-ঢালা যন্ত্রপাতি-ভর্তি একখানা খোলা ওয়াগনে গিয়ে নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় পাহারায় বসল। ইঞ্জিন থেকে তিনবার ঘণ্টা বাজিয়ে দীর্ঘ ট্রেনখানি পুব দিকে এগোল। সবার আগের ট্রেনগুলির মধ্যে একখানি এই ট্রেন। আনিয়ার ট্রেনের বেশ দেরি হবে। আরও পশ্চিম থেকে যেসব বাস্তুত্যাগী এসেছে তারাই পার হবে আগে; তারা আগে থেকেই অপেক্ষা করে রয়েছে, প্রয়োজনও তাদের বেশি।

ডিনামাইট ফাটাবার পল্‌তেটার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে স্তেপান মাঝরাত্তিরে আর একবার সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিল। তারপর বসে রইল—কখন সময় হবে। পুলের ওপর দিয়ে এক একখানা ট্রেন পার হয়ে যায়—স্তেপান গুনবার চেষ্টা করে। একটা বাজবার অল্প পরেই আকাশে দেখা দিল জার্মান বোমারু বিমান; বিস্ফোরণে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠল। রেল-স্টেশনটার নিশানা খুঁজছে; একটা বোমা ফাটলো কাছেই। স্তেপানের মনে হয় আনিয়ার ট্রেন এখনও পুলে ওঠেনি। তার মানে, বোমাটা ফাট্‌ল তার কাছেই।

পশ্চিম দিক থেকে অন্ধকারে কারা আসছে ; চষা মাঠের মাটিতে তাদের ভারী পায়ের আওয়াজ। নিজে পড়লেও ডিনামাইট্ যাতে ফাটে এমনিভাবে পল্‌তে তৈরি রেখে স্তেপান তাদের দিকে রাইফেল বাগিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে : "কে যায় ?" ওরা যদি জার্মান হয় এবং ও যদি পড়েও যায় তাহলে আনিয়ার ট্রেন এপারেই আটক পড়ে যাবে। কিন্তু গোণায় হয়তো ভুল হয়েছে ; ওদের ট্রেন হয়তো এরই মধ্যে নির্বিঘ্নে পার হয়েই গেছে। যারা আসছে তারা জানাল, তারা উক্রাইনের কৃষক, এসেছে আরও পশ্চিম থেকে—নাৎসীদের অগ্রগতির মুখে সরে যাচ্ছে। বোমা পড়ছে তাই রাস্তা ছেড়ে চলেছে মাঠের ভেতর দিয়ে। স্তেপান ওদের চেনে না। ওরা স্টেশনের দিকে পা বাড়ালেও সর্বক্ষণ রাইফেলটা তাদের ওপর বাগিয়ে রইল ; ওরা একেবারে চলে যাওয়া অবধি নিজেকে ডিনামাইট ফাটানো পল্‌তের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে।

ট্রেনের হিসেবটা গোলমাল হয়ে গেছে। আনিয়া আর ছেলেমেয়েদের অবস্থানের কথা এখন আর অনুমান করাও সম্ভব নয়। এই ভাল। এটা তো মারিনের কাজ—স্তেপান ভাবে, ও কাজ তো মারিনের আর খামারের সশস্ত্র পার্টিজানদের। তাদের কাজ তারাই করবে। আমার তাতে কিছুই করবার নেই। মারিন যখন ভোরে আসবে তখন জানতে পারবে আনিয়াদের কি হল—অবশ্যি ততক্ষণ যদি মারিন আর সে দু'জনেই বেঁচে থাকে।

উত্তর-পশ্চিমে 'রাঙা প্রভাত' খামারটা জ্বলল কতক্ষণ ধরে! মরতেও তার এত সময় লাগে। কী মহান্ এই খামার!—এর নিজের দিক থেকে এই বাঁধেরই সমকক্ষ! অন্যান্য দেশে বড় বড় বাঁধ ইতিমধ্যে আয়তনে নীপার বাঁধকেও ছাড়িয়ে গেছে ; আরিজোনায় বোল্ডার বাঁধ আরও উঁচু, ওয়াশিংটনে গ্র্যাণ্ড কোলী বাঁধ আরও বড়। কিন্তু 'রাঙা প্রভাতে'র মতো খামার নেই দুনিয়ার আর কোন দেশে। ভোরের দিকে তার আগুনের শিখা নিবে আসে ; রাত্রি আরও অন্ধকার হয়ে যায়। শুধু তারার নিচেয় বাঁধের অস্তিত্বটা আবছা বোঝা যায়।

ভোরের দিকে আকাশ একটু ফর্সা হয়। দূর দিগন্তে একটা নতুন লাল আভা দেখা দেয়। ভোর হয়ে এল ? মারিন আসেনি। ভোরে জার্মানরা এগোবে দ্রুত ; 'রাঙা প্রভাতে'র পার্টিজানরা দিনের বেলায় তাদের রুখতে পারবে

না। নাঃ! চেয়ে চেয়ে ও নিজেই একটু দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। লাল আভাটা পুব দিকে নয়—উত্তর-পশ্চিমে। 'রাঙা প্রভাত' খামার থেকেই আবার আগুন উঠছে।

স্তেপান ভাবে, এবার জ্বলছে ঈভানের বাড়ি; ওরা ছেড়ে যাচ্ছে। নাৎসীরা এসে গেছে।

বাঁধের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে মারিন আসছে—ফ্যাকাশে ধূসর আকাশের পটভূমিতে অন্ধকার একটি মূর্তি। ইউনিফর্ম-পরা পাতলা সে-মূর্তি দ্রুত এবং সহজেই এগিয়ে আসছে—যেন সবই ঠিকঠাক আছে। অর্থাৎ তাহলে আনিয়ারা নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেছে, ট্রেনগুলি সব চলে গেছে। স্তেপান ডিনামাইট-ফাটানো পল্‌তেটার দিকে চেয়ে দেখে। ক'দিন ধরে এই ভীষণ মুহূর্তটির কথা ভেবে আসছে—এ-যেন তার নিজের অস্তিত্বেরও ঢের বেশি কিছুর বিনাশ। মারিন এবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে; মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত জানায় সে। পল্‌তেটা লাগিয়ে দিয়ে স্তেপান মহা স্বস্তিই পায়; সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের আড়ালে মাটিতে শুয়ে পড়ে।

চারপাশে বহু মাইল পর্যন্ত এলাকায় বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেছে। পুব-পারে সারা রাত পরিখায় অপেক্ষমান লালফৌজের সৈনিকেরা শুনেছে সে আওয়াজ; তাদের মুখ কঠোর হয়ে উঠেছে। পশ্চিম দিক থেকে স্টেশনের পথে যেতে বাস্তুত্যাগীরা শুনেছে। পিছনে মৃত্যু তাড়া করে আসছে। সেদিকে একবার ফিরে হাতগাড়িতে বসা বৃদ্ধা সে-আওয়াজ শুনে বারবার ক্রস্‌চিহ্ন করছে কপালে-বুকে। একটা শুকনো নালার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল চার জন অশ্বারোহী; সে-আওয়াজ শুনে তাদের গাল দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে। ঈভান বলেছেঃ "চলো জলদি। বন্যা আসবার আগে গুহায় পৌঁছানো চাই তো।" সে-আওয়াজের রেশ প্রতিধ্বনিত হল পুবদিকে ধীরে ধীরে অগ্রসরমান ট্রেন-গুলিতে—ফৌজী ট্রেনগুলিকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য এই ট্রেনগুলি বারবার সাইডিং-এ সরে যাচ্ছে। জাপোরোঝে থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে পৌঁছেছে আনিয়ার ট্রেন; ভোরবেলায় স্তেপানের এই শেষ ইশারার জন্য কান খাড়া করে সে দূরে মাটি আর বাতাসের কম্পন অনুভব করে বুঝেছে—নীপার বাঁধ ধ্বংস হোল।

বিস্ফোরণের হিংস্র দাপট পেরিয়ে যাবার অপেক্ষায় স্তেপান ছোট্ট পাহাড়টার পেছনে পড়ে থাকে। বাঁধের ফাটল দিয়ে জল আর বিদীর্ণ পাথরের দেয়াল প্রচণ্ড গর্জন তুলে নদীগর্ভে গিয়ে ফেটে পড়ে। এবার স্তেপান আর মারিন ছুটে যায় ঘোড়াগুলির কাছে। উঁচু পাড় ধরে দ্রুত কদমে দক্ষিণদিকে যখন ওরা ছুটল, আকাশে তখন গোলাপী ছোপ লেগেছে। পিছনে প্রবল বন্যাস্রোত জাপোরোঝের নিচেকার অববাহিকায় ছড়িয়ে পড়ে, ঘূর্ণিমাতন তুলে ছোটে কূল ছাপিয়ে।

প্রচণ্ড গর্জনের ভিতর গলা চড়িয়ে স্তেপান বলে: "দু'মাইল অববাহিকাটাকে আগে ভর্তি করবে তো। আমরা ঠিক পৌছে যাবো। কিন্তু আওয়াজ উঠেছে যেন দুনিয়া রসাতলে গেল।"

ওরা পৌছতে পৌছতে সিঁড়ি-পাথরগুলোর ওপর দিয়ে সবে ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ঘোড়া থামাল স্তেপান তারপর দৃঢ় হাতে সেই ঢেউয়ের ওপর দিয়েই ঘোড়াটিকে পার করে নিয়ে গেল। মারিন তার পিছনে। সেই ছোট্ট মুহূর্তটির অবসরেই জল আরও উপরে ফুলে ফুলে উঠেছে। মারিনের ঘোড়াটা পড়ে যেতেই স্তেপান এগিয়ে গিয়ে তাকে তুলে নেয়। ওপাশে গিয়ে পা চালিয়ে ওরা গুহার দিকে চলে যায়। জলও দ্রুত ছোটে ওদের পিছনে পিছনে।

মারিন হেসে বলে: "বন্যায় ভাঁটা পড়বার আগে কোন নাৎসী ওখানে পৌছতে পারবে না। ততক্ষণ অব্যাহত শান্তিতে আমরা যুদ্ধ-পরিকল্পনা তৈরি করতে পারব।"

গুহার বাইরে গিয়ে স্তেপান চমকে যায়—তার নয়-বছরের ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুকরো রুটি আর মাংস খাচ্ছে। অনুযোগমাখা উত্তেজনাভরে সে স্তেপানের দিকে চোখ তুলে বলে: "প্রায় সারা-রাত তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি। ঈভান-চাচা এসে কিছু খেতে দিল।"

বাপ জানতে চায়: "এখানে এলে কেমন করে?"

ছোট স্তেপান অবিচলিতভাবেই বলে: "ছোট্টরা মা'র সঙ্গে চলে গেছে। কিন্তু আমি তোমার পাশে নাৎসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করব তাই চলে এসেছি।"

"ওরে ক্ষুদে দস্যু! এখানে এসেছ তা তোমার মা জানে?"

"আনাকে বুঝিয়ে এসেছি, ট্রেন ছেড়ে যাবার পর মাকে বলবে। তখন তো আর আমাকে তাড়া করে আসতে পারবে না।"

মারিন হাসে: "এক নতুন স্তেপান এলো।"

বাপ বলে: "ওকে আচ্ছা করে ঠেঙানি দেওয়া দরকার।"

মারিন বলে: "হ্যাঁ, তা পাবে—তবে, তোমার হাতে নয়' তোমার চেয়ে এক বছর আগেই ও যুদ্ধ শুরু করেছে। আজকালকার ছেলেরা চমৎকার!"

স্তেপান ছেলেকে বলে: "নদীতে ডুবে যেতে যে। এখন থেকে কিন্তু নির্দেশ শুনে চলবে। এ যুদ্ধ। ঘোড়া দেখার ভার দেবো—নাৎসী বিমান যখন যাবে তখন গাছের তলায় লুকিয়ে রাখতে হবে।"

কাজ শুনে ছেলে যেন একটু হতাশ হয়: "ঈভান-চাচা তে৷ বলেছিল আমি গ্রামে গ্রামে গিয়ে কোন ভাল স্কাউটের কাজ করতে পারব। তুমি তো সেই অনেককাল আগে করেছিলে।"

ছেলে কি চাইছে কথাটা ভেবে স্তেপান ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কঠিন হয়ে ওঠে। বলে: "তা পরে ঠিক করা যাবে।"

মারিন ওকে ডেকে বলে: "চলো খোকা, ঘোড়া লুকোবার জায়গাটা দেখিয়ে দেবো চলো। তোমার চেয়ে একটু বড়ো যখন আমাদের বয়স সেই সময়েই জায়গাটা আমরা খুঁজে বের করেছিলাম।"

ছেলেকে নিজের ঘোড়ায় উঠিয়ে নিল স্তেপান, তারপর তারা খাড়াই পাহাড়ের গা দিয়ে চূড়ার কাছে ঝর্ণার ধারে এল। এবার নেমে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সেই অদৃশ্য ফাঁকটার ভিতর ঘোড়া দু'টোকে নিয়ে যায়। দেখে ছোট স্তেপান খুশিতে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেই নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে দিল। অদৃশ্য খাড়িটা পেরিয়ে ওরা গিয়ে পড়ল সেই ছোট্ট খোলা জায়গাটায়। আরও ছ'টা ঘোড়া আগেই এসে গেছে। নিজেদের ঘোড়া রাখতে রাখতে স্তেপান শিষ দিয়ে একটা কসাকের গান ধরে।

মারিন হেসে বলে: "কেমন সহজেই মিশে যাচ্ছো—তুমি আসলে পুরানো পাপী! কে বলবে আজই তুমি একটা বাঁধ উড়িয়ে পরিবারপরিজনকে বিদায় দিয়ে এলে!"

ওদিকটায় ঘোড়াগুলোকে দেখে বুঝে নিচ্ছে ছেলে ; সেদিকে তাকিয়ে স্তেপান ধীরে ধীরে বলে : "সমগ্র জীবন, সবকিছু ভাল-মন্দ মেশানো সমগ্র জীবন যখন একাকার হয়ে শেষ পর্যন্ত একখানি শাণিত অস্ত্র হয়ে ওঠে, আর শেষ যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে তা যখন হাতে তুলে নিই—তখনই পাই বিপুল মুক্তির স্বাদ।"

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে মারিনও সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে : "সেই যে যাযাবরদের ঘোড়া চুরি করেছিলাম সেই ব্যাপারটাও আজ কাজে লেগে গেল।"

স্তেপান বলে : "হ্যাঁ। আর আনিয়া—এবং ছেলে —"

গুহায় ফিরে ওরা আলোচনা-বৈঠকে বসে। সারা-রাত জেগে ক্লান্ত ছোট স্তেপান ঘুমিয়ে পড়েছে।

মারিন জানাল : "তোমাদের পার্টিজান দলগুলির সঙ্গে লালফৌজের যোগাযোগ রক্ষা করবার জন্য আমি এখানে এসেছি। বন্যার জল যতদিন রয়েছে ততদিন আমরা এই গুহায় নিরাপদ। যখন ভাঁটা পড়বে, রণাঙ্গন সরে যাবে পুবে। গ্রামের প্রতিনিধিরা এখানে রয়েছেন, এবং বাঁধ থেকে একজন। তাঁরা এবার একে একে বিবরণী পেশ করুন।"

ঈভান বলে : "সারা শীত চলতে পারে তিন শ' লোকের, এমন খাদ্য আমাদের হাতে আছে। চার জায়গায় মাটির তলায় লুকানো আছে। সবই 'রাঙা প্রভাত' খামারের।"

স্তেপান জানায় : "বাঁধ থেকে শ্রমিকেরা বারুদ দিয়েছে। তাও তিন তিন যায়গায় লুকানো আছে।"

মারিন জিজ্ঞাসা করে : "মরোজফ কোথায় ? শুধু তাকেই দেখছি না।"

ঈভান জানাল : "কিছু হাতবোমা আর পাঁচ জনকে সঙ্গে নিয়ে সে আলেক্সিস্কোর ওপাশে জঙ্গলে গিয়েছিল। মোটর সাইকেলওয়ালা নাৎসীরা আসেনি। কিন্তু মরোজফও ফেরেনি। জল সরে গেলে তার খোঁজ নেওয়া হবে।"

সারা দিন গুহায় আলাপ-আলোচনা আর পরিকল্পনা রচনার কাজ চলে ; বাইরে দুর্দম আক্রোশে বন্যা গর্জে চলে—গুহার মুখ অবধি এসে আছড়ে পড়ে তার সফেন তরঙ্গ।

ঈভান আর পাভেল ভোরোনিন জলের কাছাকাছি আগুনের পাশে রাত্রের খাবার খেতে বসল। আনিয়ার দেওয়া খাবারের বাণ্ডিলটা নিয়ে এলো স্তেপান। "কী-যে দরকার সেটা সে-ই আমার চেয়ে ভাল বুঝতে পেরেছিল। এই নাও, ঈভান, তোমার শেষ মুরগী এই।"

"না," ঈভান পাল্টা জবাব দেয়: "ওরও পরে একটা আছে।" সদ্য ছাড়ানো একটি মুরগী তুলে সে ফুটন্ত জলে ছেড়ে দিল। "বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবার ঠিক পরেই দেখি উঠোনে ঘুরছে। অবশিষ্ট সব যখন ফৌজের হাতে তুলে দিই তখন রয়ে গিয়েছিল। ক্ষুদে এই দেশদ্রোহী নাৎসীদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওকেই আগে রান্না করা হোক।"

খাবার পর ওরা আগুন ঘিরে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে। স্তেপানের পাশে একটি খড়ের বিছানায় ছেলে শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সব চুপচাপ, তারপর ঈভান প্রথম কথা বলে।

"অনেক কাল পরে আবার এখানে এক হলাম, স্তেপান।"

স্তেপান বলে: "অনেক কালই বটে। অর্ধ-জীবনকাল আগের কথা।"

বিষণ্ণ স্বরে ঈভান বলে: "যেখান থেকে শুরু আবার সেইখানেই যেন ফিরে এলাম। খাবার জ্বালিয়ে দিয়েছি, বাঁধ দিয়েছি উড়িয়ে—বিশ বছরে যা কিছু গড়েছিলাম সব ধ্বংস করে এসেছি। আবার ফিরে এসেছি সেই 'কসাকের গুহা'য়। পার্থক্য শুধু এই," সে তীব্র হেসে বলে: "পেট পুরোবার ব্যবস্থাটা ঢের বেশি।"

হারানো সব কিছুর কথা ভেবে প্রত্যেকেরই মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। মারিন স্তেপানের দিকে চেয়ে ভাবে। নেতা হবে কি আবার স্তেপানই? স্তেপান ঈভানের কথার জবাব দেয়; আগুনটা তখন ঝিমিয়ে এসেছে।

"না ঈভান, যেখানে শুরু করেছিলাম সেখানে সেই বিশ বছর পিছনে ফিরে আসিনি আমরা। আমরা বরং বিশ কোটি জীবনকাল এগিয়ে এসেছি। আমরা যা গড়েছিলাম সে 'রাঙা প্রভাত' খামার আর নীপার বাঁধই শুধু নয়। এই দুনিয়াকে রক্ষা করবার যুদ্ধে যারা খামারটা জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে, উড়িয়ে দিয়ে এসেছে বাঁধটা, সেই মানুষগুলিকেই গড়ে তুলেছি আমরা।"

সবার মুখের থমথমে ভাবটা এবার কঠোর দৃঢ়তায় পরিণত হয়। এবার শুতে যাবে। আগুনটা নিবে যায়। গুহার মুখে ছেলে ঘুমোচ্ছে, স্তেপান তার কাছে গিয়ে ক্ষ্যাপা নদীটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বলে: "জল আর বাড়ছে না। এবার তৈরি হতে হবে। ভোর থেকেই ভাঁটার টান পড়বে।"